Brooks's Precious Remedies

against

Satan's Devices.

শয়তানের কল্পনা

ও

তন্নিবারক উপায়।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BISHOP'S COLLEGE PRESS, FOR THE
CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

1853.

অনুক্রমণিকা।

প্রথম খণ্ড।

নরাত্মাগণকে পাপে আকর্ষণার্থে শয়তানের কল্পনা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ধর্ম্মহইতে বিরত করণার্থে শয়তানের বিবিধ কৌশল।

তৃতীয় খণ্ড।

সত্য খ্রীষ্টিয়ানদিগকে বিমর্ষ ও সন্দিগ্ধ ও অসুখি করণার্থে শয়তানের কএক কৌশল।

৮ অধ্যায়।

চতুর্থ খণ্ড।

পৃথিবীর তাবৎ প্রকার ও তাবৎ পদস্থ লোকদের সর্ব্বনাশার্থে শয়তানের বিবিধ কৌশল।

১ অধ্যায়।

২ অধ্যায়।

৩ অধ্যায়।

৪ অধ্যায়।

৫ অধ্যায়।

পঞ্চম খণ্ড।

পাপিদের প্রভু যীশুকে গ্রহণ ও অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার উপর নির্ভর করণ নিবারণার্থে শয়তানের কৌশল এবং তদুপায়।

শেষ খণ্ড।

আভাষ।

ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা অবগত হইতেছি, শয়তান পূর্ব্বে এক জন স্বর্গীয় দূত ছিল, পরে সে আপন পাপ প্রযুক্ত স্বর্গীয় জ্যোতি ও সুখ-হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দুঃখময় ও ঘোর অন্ধকাররূপ নরকে পড়িয়া দুরাত্মা হইয়াছে। এখন সে দ্বেষ ও ঈর্ষ্যাতে পরিপূর্ণ হইয়া সকল লোককে আপনার মত চিরদুঃখি করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে না।

শয়তান আমাদের মনের মধ্যে যে পাপময় বীজ রোপণ করিয়াছে, সে তদ্দ্বারা মনুষ্যদিগকে কুপরামর্শ দিবামাত্র তাহারা তাহাতে সম্মত হয়, ও কৌশল করিলে তৎক্ষণাৎ ধৃত হয়, এবং জগতের যৎকিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য দেখাইলেই তাহারা উবুড় হইয়া তাহাকে প্রণাম করিতে প্রস্তুত হয়।

যে কোন পাপের প্রতি মনুষ্যের মনের বেগ থাকে, শয়তান সেই পাপ আনিয়া উপস্থিত করে; যথা, পিতরের মন স্বভাবতঃ ভীরু থাকাতে শয়তান তাহাকে নিজ শরীর রক্ষার্থে খ্রীষ্টকে অস্বীকার করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল।

ফলে মনুষ্যদের আত্মানাশক যে সকল ফাঁদ ফিকির কল্পনা ও কৌশল আছে, তাহার মূল কারণ শয়তান, কেননা তাহার বুদ্ধি ও শক্তি ও দ্বেষহইতে সে তাবতের উৎপত্তি হয়। তাহার অনেক২ কৌশল নরাত্মাদিগকে পাপে আকর্ষণ করে; ও তাহার নানাবিধ কৌশল ধর্ম্মসেবা ও পবিত্র ক্রিয়াহইতে বিরত করে; এবং বিশ্বাসিদিগকে বিমর্ষ ও সন্দিগ্ধ এবং শোকান্বিত অবস্থায় রাখিতে তাহার অসংখ্য কৌশলও আছে।

পরন্তু যেমন আকাশের তারা ও সমুদ্রের বালি অগণ্য, তদ্রূপ শয়তানের কৌশল অসংখ্য হয়; অতএব এই পুস্তকে কেবল

যদ্দ্বারা নিরাত্মার বিষম অপকার ঘটে, এমন কএকটি প্রধান কৌশলকে প্রকাশ করিয়া তাহার নিবারক উপায় দর্শাইব।

ইহার শাস্ত্রীয় মূল বচন করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি দ্বিতীয় পত্রের ২ অধ্যায়ের ১১ পদে দেখ।

“শয়তানহইতে যেন আমরা বঞ্চিত না হই, কেননা তাহার কল্পনা আমাদের অজ্ঞাতসার নহে।”

এই অধ্যায়ের ৫ পদে পৌল প্রেরিত ইহা ব্যক্ত করিতেছেন, যে ঈশ্বর যাহাদিগকে দুঃখিত করণে অনিচ্ছুক, এমন সৎলোকেরা পূর্ব্বলিখিত অগম্যাগামি এক জনের পাপদ্বারা দুঃখিত হইয়াছিল। পাপাচারিগণ ধার্ম্মিক লোকদের পক্ষে ক্লেশদায়ক হওয়াতে, তাহাদের জন্যে তাহারা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও অশ্রুপাত করিয়া থাকে। যিহূদার পাপের নিমিত্তে যিরিমিয় গোপনে ক্রন্দন করিতেন, এবং পৌলও তাহাদের কথা নিরশ্রু নেত্রে কহিতে পারিতেন না। আর কদর্য্য কর্ম্মকারি সিদোম নিবাসি মনুষ্যগণদ্বারা ধার্ম্মিক লোটের মন ভারাক্রান্ত ও বিরক্ত ও যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ পাপিষ্ঠেরা তাহাদের দৃষ্টিতে ক্লেশদায়ক এবং তাহাদের অন্তঃকরণে বিলাপজনক ছিল। খ্রীষ্টের অনুগ্রহীত লোকেরা আপনাদের এবং পরের দোষ জন্য দুঃখিত হয়, বিশেষতঃ যাহারা পাপ বিষয়ে রহস্য ও আপন২ প্রাণের দিত্ত করিয়া বিদ্রূপ করে, তাহাদের আত্মনাশক অপরাধের নিমিত্তে তাহারা বিলাপ করিয়া থাকে। সুতরাং এই রূপ লোকদের সহিত সম্ভাষণাদ্বারা যুক্ত খ্রীষ্টিয়ানেরা দোষ ও শোক ব্যতিরেকে আর কিছু প্রাপ্ত হয় না।

৬ পদে প্রেরিত প্রকাশ করিতেছেন, যে ঐ অগম্যাগামি ব্যক্তির প্রতি দত্ত শাস্তি যথেষ্ট ছিল, এবং তন্নিমিত্তে যেন তাহারা সেই পরামর্শকারি এবং পূর্ব্বদোষ ও স্বপাপে তাপিত ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য না করে।

পাছে ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখে মগ্ন হইয়া যায়, এই নিমিত্তে তাহাকে ক্ষমা ও সান্ত্বনা করিতে ও তাহার প্রাণ তাহাদের প্রেমে দৃঢ় করিতে পৌল ৭, ৮, ৯ এবং ১০ পদে মণ্ডলীর লোকদের মনে প্রবৃত্তি জন্মাইতেছেন।

১১ পদে আপন পাপ ও দুঃখ প্রযুক্ত বিলাপকারি সেই অনুতাপি পাপি ব্যক্তির প্রতি তাহাদের স্নেহ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, ইহার আর এক কারণ প্রেরিত দেখাইতেছেন; সে কি না, "পাছে শয়তানহইতে আমরা বঞ্চিত হই, কেননা তাহার কল্পনা আমাদের অজ্ঞাতসার নহে।"

শয়তানের কৌশল মন্ত্রণা পাক চক্র পেঁচ পাঁচ ও ছল বিষয়ে আমরা অজ্ঞাত নহি। তাহার কৌশল এবং ফাঁদ, সুচতুরতা এবং গণতা, বাণ ও গম্ভীর কল্পনা, যদ্দ্বারা সে আমাদের আদি পিতা মাতাকে ঠকাইল ও সুযোগমতে আমাদিগকেও ঠকাইয়া থাকে, যে খ্রীষ্টিয়ান লোক এ সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ অর্থাৎ এ বিষয়ে ঠেকিয়া জ্ঞাত না হয়, সে কেবল নামধারি খ্রীষ্টিয়ান।

এক্ষণে আমার স্থূল কথা এই, শয়তান নানা ছলদ্বারা মনুষ্যদের আত্মাকে ঠকাইয়া ও ফাঁদে ফেলিয়া সর্ব্বনাশ গ্রস্ত করে।

প্রথমতঃ, আমি এ বিষয়ে ভূমিকা স্বরূপ কিছু লিখিতেছি। পরে পাঁচ খণ্ডের মধ্যে শয়তানের কৌশল ও তাহার নিবারক উপায় বিশেষ২ প্রকাশ করিব। শেষ খণ্ডে শয়তানের কৌশল বিষয়ক কোন প্রস্তাব ব্যক্ত করিব।

হে পাঠক বর্গ, তোমরা আমার কএকটি পরামর্শ গ্রহণ করত এ পুস্তক পাঠ করিও।

প্রথমতঃ, ইহাই জানা কর্ত্তব্য, সকলে পরম গুণালঙ্কৃত হইতে না পারিলেও কর্ম্মণ্য হইতে পারে; যথা, লৌহ নির্ম্মিত চাবী কাঞ্চনাগারের দ্বার মুক্ত করিয়া থাকে। দেখ, স্বর্ণদ্বারা অসাধ্য কোন২ কার্য্য লৌহদ্বারা সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয়তঃ, শীঘ্র২ পড়িলেই ফল হয় না, ইহা স্মরণ কর। মধু-মক্ষিকা কেবল পুষ্প সংস্পর্শে মধু সংগ্রহ করিতে পারে না, কিন্তু তাহাতে কিছুকাল স্থিতি করিয়া তাহার রস শোষণ করে; তদ্রূপ অধিক পাঠকারি নয়, কিন্তু অধিক ধ্যানকারি খ্রীষ্টিয়ান অতি জ্ঞানী ও ধনবান্ এবং প্রশংসনীয় হইবে।

তৃতীয়তঃ, ইহা জ্ঞাত হও, জ্ঞানি বাচাল অথবা অতিশয় পাঠশীল ব্যক্তি নয়, কিন্তু কার্য্যকারি খ্রীষ্টিয়ান অবশেষে কৃতার্থ হইবে। যেমন প্রভু কহিয়াছেন, "এই সকল যদি জান তবে তাহা করিলে ধন্য হইবা।"

হে পাঠক গণ, তোমরা যাহা পাঠ কর, তাহা যদি তোমাদের পালন করিবার ইচ্ছা না থাকে, তবে কী কারণ পাঠ কর? কি তোমাদের দণ্ড বৃদ্ধি করণের নিমিত্তে? যদ্যপি তোমরা জ্ঞানানুসারে ব্যবহার না কর, তবে যত জ্ঞানী হইবা প্রতিফল প্রাপ্তির দিনে তোমাদের ততোধিক দুঃখ ঘটিবে। নরকস্থ সকল পাপাত্মাহইতে সেই জ্ঞান তোমাদের অধিক যন্ত্রণাদায়ি হইবে। অতএব ধর্ম্মকর্ম্মকারী হইবার জন্যে তোমরা পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞানী হইতে যত্ন কর, নতুবা অশেষ অনিষ্ট ঘটিবে। যে জন জ্ঞানী হওনার্থে পাঠ করে, এবং কার্য্য করণার্থে জ্ঞানী হয়, সে দুই প্রকার স্বর্গ অর্থাৎ পৃথিবীতে আহ্লাদ ও শান্তিরূপ একটি স্বর্গ, আর মৃত্যুর পরে অকথ্য গৌরব ও পরমসুখবিশিষ্ট চিরস্থায়ী যে স্বর্গ, উভয়কেই ভোগ করিবে। এক্ষণে এই পুস্তকের বিষয় সকল চিন্তা ও রচনা করণে আমি ঈশ্বরের অনুকূলদ্বারা যাদৃশ মনস্তুষ্টি ও হিত প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা পাঠ করণে যেন তোমাদেরও তাদৃশ হয়; এই অভিলাষ করত আমি ঈশ্বরের ও তাঁহার অনুগ্রহ বাক্যের নিকটে তোমাদিগকে সমর্পণ করি, কেননা তোমাদের নিষ্ঠা জন্মাইতে এবং তাবৎ পবিত্রীকৃত লোকদের মধ্যে তোমাদিগকে অধিকার দিতে তাঁহার সাধ্য আছে।

শয়তানের কল্পনা

ও

তন্নিবারক উপায়।

প্রথম খণ্ড।

শয়তান যদ্দ্বারা নরাত্মাদিগকে পাপে আকর্ষণ করে তাহার এমত দ্বাদশ কল্পনা এবং তাহার নিবারক কতক গুলিন উপায় এই খণ্ডে প্রকাশ করিতেছি।

অধ্যায়।

পাপে নরাত্মাদিগকে আকর্ষণ করণার্থে শয়তানের প্রথম কল্পনা এই।

সে বড়শী লুকাইয়া চার দর্শায়, বিষ লুকাইয়া স্বর্ণের বাটি দর্শায়, পাপের নিশ্চিত ফল যে ঐশ্বরিক ক্রোধ ও দুঃখ তাহা লুকাইয়া, পাপ করণে যে মিষ্টতা ও সুখ পাওয়া যায় তাহা দর্শায়।

এই ছলদ্বারা আমাদের আদি পিতা মাতা ধৃত হইলেন, আ. ৩। ৪, ৫, ৬, "তখন সর্প নারীকে কহিল, তোমরা অবশ্য মরিবা

না; বরং যে দিনে তাহা খাইবা, সেই দিনে তোমাদের চক্ষুঃ প্রকাশ হইলে তোমরা ঈশ্বরের ন্যায় ভাল মন্দ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবা, ইহা ঈশ্বর জানেন। তখন নারী ঐ বৃক্ষকে সুদৃশ্য ও সুখাদ্য ও জ্ঞান প্রদানার্থে বাঞ্ছনীয় জানিয়া তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিল, এবং আপন স্বামিকে দিলে সেও ভোজন করিল।" তোমাদের চক্ষুঃ প্রসন্ন হইবে ও তোমরা ঈশ্বরের ন্যায় হইবা, এই হইল চার, মিষ্টতা, সুখ, ও লাভ। হায়২! তাহাতে নিশ্চয় বিন্ধিবে যে বড়শী, ও নিশ্চয় ঘটিবে যে লজ্জা ও ক্রোধ ও ক্ষতি, তাহা শয়তান লুকাইয়া রাখিল।

অন্তরস্থ চক্ষুঃ প্রসন্ন হওন দ্বারা মন বহুতর ধ্যান করিতে ক্ষমতা ও আহ্লাদ প্রাপ্ত হয়। আর শারীরিক চক্ষুঃ প্রসন্ন দ্বারা লজ্জা দৃষ্ট হয় ও উদ্বিগ্নতা প্রাপ্ত হয়। শয়তান প্রথমোক্ত চক্ষুঃ প্রসন্ন হওন অঙ্গীকার করিল, কিন্তু শেষোক্ত চক্ষুঃ প্রসন্ন তাহার অভিপ্রায় ছিল। শয়তান এইরূপে তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চনা করত বৈকুণ্ঠের পরিবর্ত্তে যেন একটি আতা ফল মাত্র প্রদান করিল। এই ক্ষণেও সে সহস্র২ লোকদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতেছে। শয়তান স্বর্ণ চার লইয়া অনায়াসে আমাদিগকে ভুলাইয়া অবশেষে নির্ব্বোধের বৈকুণ্ঠে অর্থাৎ দুঃখাবস্থাতে ফেলিয়া যায়। সে মনকে সম্মান ও আনন্দ ও লাভ ইত্যাদি দিতে অঙ্গীকার করিয়া শেষে অত্যন্ত অপমান ও দুঃখ এবং হানি প্রদান করে। সুবর্ণ চারদ্বারা শয়তান খ্রীষ্টকে ধরিতে বড় যত্ন করিয়াছিল। মথি. ৪। ৮, ৯, "শয়তান তাঁহাকে পুনর্ব্বার অতি উচ্চ এক পর্ব্বতের উপরে লইয়া জগতের সমস্ত রাজ্য ও তাহার ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি দণ্ডবৎ হইয়া আমাকে প্রণাম কর, তবে আমি এই সকল তোমাকে দিব।" জগতের সৌন্দর্য্য ও মহৈশ্বর্য্য তাঁহাকে দেখাইল, ইহাতে অনেক সাংসারিক লোকদের মনকে ধরা যাইত বটে; কিন্তু এস্থলে অগ্নি যেন আর্দ্র শোলার উপরে পড়িল, সুতরাং ধরিয়া উঠিল না, তদ্রূপ শয়তানের এ

সকল লোভোৎপাদক বস্তু খ্রীষ্টের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিল না। সংসার রূপ বরাঙ্গনা কর্ত্তৃক অনেকের চির পতন ঘটিয়াছে। সে স্বীয় দস্ত লাভ ও সুখ দেখাইয়া অনেকের আত্মাকে আঘাত করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বনাশে নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছে,* এবং আপনার জাঁক যমক ও উচ্চ পদরূপ চকমকিয়া রংদ্বারা লক্ষ২ ব্যক্তির প্রাণ নাশ করিয়াছে।

শয়তানের এই এক প্রধান ছল; এক্ষণে ইহার নিবারক উপায় কী২ তাহা কহি শুন।

১ উপায়। তোমরা পাপহইতে অন্তর হও, বিশেষতঃ শয়তান তোমাদিগকে ধরিতে যে স্বর্ণ চার দেখায় তাহার সহিত খেলা করণহইতে যথাসাধ্য দূরে থাক। রোমীয় ১২, অ. ৯, পদ দেখ, "তোমরা মন্দ বিষয়ে বিরক্ত হইয়া উত্তম বিষয়ে অনুরক্ত হও।" অত্যন্ত মন্দ কিম্বা অপকারক কোন বিষয় দেখিলে যেমন আমরা স্বভাবতঃ তাহাতে বিরক্ত হইয়া সাধ্যানুসারে তাহাহইতে দূরবর্ত্তী হইয়া থাকি, তেমনি আমাদের আত্মানাশক পাপহইতে পৃথক্ থাকা সর্ব্বদা উচিত হয়।

পাপহইতে অত্যন্ত দূরে থাকা জ্ঞানির কর্ম্ম, তাহাতে আপদের ভয় থাকে না। বেশ্যার গৃহ সন্নিধানে গমন না করা, এবং পাপের ছায়াহইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য; যথা হিত. ৫। ৮ পদ, "তুমি তাহাহইতে আপন পথ দূরে রাখ, তাহার বাটীর দ্বারের নিকটেও যাইও না;" ১ থি. ৫। ২২, "তোমরা পাপের ছায়াহইতেও দূরে থাক।" পাপরূপ গর্ত্তে পতন নিবারণের সদুপায় এই, যে তাহাহইতে অতিশয় দূরে থাক; নতুবা যিনি দুঃসাহস পূর্ব্বক তাহার

---

* অপকারক বস্তুর লোভদ্বারা অনেকে ক্লিষ্ট হয়, কিন্তু তাহা পাইলে পর তাহাদের আরো দুঃখ ঘটে। এই জন্যে তোমরা ব্যার্ণার্ডের সহিত এইরূপ প্রার্থনা কর, হে প্রভো, আমরা সাংসারিক সুখোভোগ করিয়া যেন অনন্ত সুখ না হারাই।

ধারে গিয়া যত্ন করিবেন, তিনি পড়িয়া আপনার শোক জনক দুর্দ্দশা ঈশ্বরের ন্যায় বিচারে সঙ্গত বুঝিবেন। যূষফ পাপহইতে দূরে থাকিতেন, কিন্তু দায়ূদ সে ফাঁদের সমীপে আসাতে ধৃত হইয়া ভগ্ন অস্থি আর আঘাতিত মন এবং ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধ প্রাপ্ত হইয়া ঘোর বিপদে পড়িলেন।

পাপ এক সাংঘাতিক সঞ্চারি রোগ স্বরূপ। ভূমণ্ডলে পাপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও চোঁয়াচিয়া ব্যাধি বটে; তথাপি অত্যল্প লোক তাহাকে ভয় করিয়া তাহাহইতে দূরে থাকে। একটি পাপ-দ্বারা আদমের মন ধৃত হইবা মাত্র পাপ সমূহ তাঁহার মনে প্রবেশ করিয়া ব্যাপিয়া গেল। তাঁহার একটি পাপ মনুষ্য মাত্রকেই ব্যাপিয়াছে, রো. ৫। ১২। "এক মনুষ্যদ্বারা পাপ, ও পাপদ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবিষ্ট হইল, আর তদবধি মনুষ্য মাত্রই পাপ করাতে সকলে মৃত্যুর অধীন হইল।" হায়২! দেখ পিতার পাপ সন্তানের প্রতি, স্বামির পাপ স্ত্রীর প্রতি, ও কর্ত্তার পাপ দাসের প্রতি ব্যাপিয়া থাকে*। কেবল এক জনের মনস্থিত পাপদ্বারা সমস্ত পৃথিবী পাপময় হইতে পারে, পাপের এতাদৃশ ব্যাপক ও সঞ্চারক স্বভাব আছে জানিবা।

২ উপায়। পাপের মিষ্টতা তিক্তযুক্ত, তাহা শীঘ্র নষ্ট হয়, আর তাহার পরিবর্ত্তে নিত্য লজ্জা ও সন্তাপ আইসে; ইহা বিবেচনা কর। আয়ূব. ২০। ১২, ১৩, ১৪। "যদ্যপি দুষ্টতা তাহার মুখে মিষ্ট লাগে, ও যদ্যপি সে তাহা জিহ্বার নীচে লুকাইয়া রাখে, ও যদ্যপি ভাল বাসিয়া তাহা ত্যাগ না করে, কিন্তু মুখের তালুতে রাখে; তথাপি তাহার আহার উদরে গিয়া বিকৃত হইবে, এবং অন্তরে কালসর্পের গরল স্বরূপ হইবে।"

---

* কুসংসর্গে সদ্‌গুণের হানি জন্মে, বিশেষতঃ মহৎ লোকদের কুদৃষ্টান্ত অনেক অনিষ্ট ঘটায়। অতএব তাঁহারা আপনাদের ব্যবহার বিষয়ে সাবধান হউন।

যাহারা মত্তা ইত্যাদি কার্য্যকে রঙ্গরস কহে এমন অসার লোকেরা উপার্জ্জন ও আমোদে সন্তুষ্ট হয়। পাপরূপ প্রাণনাশক খাদ্য যাহাতে পুষ্টি হয় না, বরঞ্চ অন্তঃকরণ ও মন বিদীর্ণ হওত দগ্ধ হয়, তাহা খাইতে অনেকের অভিলাষ। ঐ সাংঘাতিক খাদ্য ভোক্তারা প্রবঞ্চিত হইবে, ভোজনানন্তর হিসাব অবশ্য দিতে হইবে। মনুষ্যেরা ইহকালে শয়তানের সঙ্গে মদ্য ও ভোজন করিয়া পরকালে গিয়া স্বর্গরাজ্যে ইব্রাহীম্ ও ইস্হাক ও যাকূবের সঙ্গে পরম সুখ ভোগ করিবে, অথবা কালসর্পের বিষ পান করিয়াও মরিবে না, এমত বোধ যেন না করে।

৩ উপায়। পাপ হেতু আমাদের যৎপরোনাস্তি ক্ষতি হইবে, ইহা গম্ভীর হইয়া আলোচনা কর। জীবনহইতেও উত্তম যে ঈশ্বরের দয়া, ও অকথনীয় ও সম্পূর্ণ গৌরবান্বিত আনন্দ, এবং বুদ্ধির অগম্য যে শান্তি, পাপদ্বারা এই সকলের হানি জন্মিবে। আর আমরা যাহা ভোগ করিতে পারিতাম, এমন অন্যান্য বাঞ্ছানীয় আশীর্ব্বাদেরও ক্ষতি হইবে।

কোন অহংকারি ফরাসিস্ এক জন ইংরাজ নাবিককে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কবে কালেস নগর পুনরধিকার করিবা? তাহাতে তিনি এই ভাল উত্তর দিলেন, যখন আমাদের হইতে তোমাদের পাপ গুরুতর হইবে।

৪ উপায়। শান্ত ও ধীর মনে বিচার করিয়া দেখ, পাপ বড় প্রবঞ্চনাজনক ও মুগ্ধকারী। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবঞ্চকহইতে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে, সে তাহার ঔরসজাত শন্তান, এবং পৃথিবীতে তাবৎ প্রবঞ্চনার মূল বা হেতু, আর স্বভাবতঃ অত্যন্ত প্রবঞ্চনাজনক। "পাপের প্রবঞ্চনাতে যেন তোমাদের কেহ কঠিনীভূত না হয়, এই নিমিত্তে অদ্যকার দিবস থাকিতে২ পরস্পর প্রতিদিন উপদেশ কর।" পাপ নরাত্মাকে চুম্বন পূর্ব্বক আপনাকে তাহার কাছে ভাল দেখাইয়া পশ্চাৎ তাহাকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করে। আর যাদৃশ দিলীলা শিমশোনকে পিলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিল,

তাদৃশ পাপ আমাদিগকে শয়তানের হস্তগত করণার্থে আমাদের পানে ঈষদ্‌হাস্য করিয়া থাকে। বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণের ১৬ অধ্যায় দেখ। আমাদের পাপদ্বারা শয়তান আমাদের উপর ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, এবং সে তদ্দ্বারা আমাদের প্রতি দোষারোপ করিতে ও আপনার কলঙ্কদ্বারা চিহ্নিত লোক বলিয়া আমাদিগকে দাওয়া করিতে সুযোগ পায়। আরো পাপ বড় মুগ্ধকারী বটে; সে যাহার অন্তঃকরণরূপ সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়, তাহাকে এমন ভুলায় যে আত্মা তদ্দ্বারা চিরকালীন ধ্বংস হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহাতে নরাত্মা এমন মুগ্ধ হয় যে মন্দকে ভাল ও ভালকে মন্দ কহে, তিক্তকে মিষ্ট ও মিষ্টকে তিক্ত, এবং জ্যোতিকে অন্ধকার ও অন্ধকারকে জ্যোতিঃ কহে; বরঞ্চ ঈশ্বর পাপজন্য তাহাকে খড়্‌গাঘাত করিলেও সে প্রাণপণে তাহা ধরিয়া থাকে। ঈশ্বর কোপ মারিলে এবং অস্থি পর্য্যন্ত কাটিলেও তথাপি মুগ্ধ আত্মার ভ্রূক্ষেপ নাই, ভয়ও নাই, বরঞ্চ দুষ্টাচরণে অক্লান্ত; তাহার সাক্ষি দেখ, ফিরৌণ ও বিলিয়ম ও যিহূদা ঈষ্কারিয়োতীয়। না বধ করিলে তোমাকে অবশ্য বধ করিবে যে কালসর্প তাহার মত পাপ, ইহা যদি পাপে মুগ্ধ আত্মাকে কহ; এবং পাপ গোপনে অথচ অনুপলক্ষ্যভাবে ও চিরকালের মত নরাত্মাকে বধ করে, যদি একথা তাহাকে জানাও, তথাচ সে প্রবঞ্চিত আত্মা পাপে বিরক্ত হইতে পারে না এবং চাহেও না।

থিয়টিমস নামে এক ব্যক্তি পাপে বড় মুগ্ধ হইয়াছিল। এক দিবস চিকিৎসক তাহাকে কহিলেন, "তুমি যদি মত্ততা ও কুৎসিত ক্রিয়া ত্যাগ না কর, তবে তোমার চক্ষুর নাশ হইবে;" তাহাতে সে উত্তর দিল, "ভাল, আমার চক্ষুতে কায নাই, তাহা আমি চাহি না"। সে ব্যক্তি পাপত্যাগ অপেক্ষা বরং চক্ষুত্যাগ মনোনীত করিল। পাপে মুগ্ধ ব্যক্তিও তদ্রূপ; ঈশ্বর, খ্রীষ্ট, স্বর্গ ও নিজ আত্মা, বরঞ্চ এ সকলকেই ত্যাগ করিবে, তথাচ পাপ ত্যাগ করিবে না।

২ অধ্যায় ।

পাপে নরাত্মা আকর্ষণকারি শয়তানের দ্বিতীয় কৌশল এই ।

সে আমাদের কাছে পাপকে সংক্রিয়ার মত দেখায় । পাপের নিজ স্বভাবানুসারে দর্শাইলে মনুষ্যের আত্মা তাহাতে সম্মত না হইয়া তাহাহইতে পলাইত, সুতরাং সে পাপকে সংকর্ম্মের নাম ও সাদৃশ্যযুক্ত করিয়া আমাদিগকে দেখায়, যেন তদ্দ্বারা আমরা অনায়াসে পরাজিত হই, এবং পাপ করণে অধিক আনন্দ করি । যথা, উত্তম বস্ত্রাদি বিষয়ক যে আত্মগরিমা তাহাতে শয়তান পরিষ্কার পরিচ্ছদের নাম আরোপ করিয়া আমাদের মনকে ভুলায়, এবং যে লোভ পৌল প্রেরিত দেবপূজা বলিয়া তুচ্ছ করিতেছেন, তাহাকে সে পরিমিত ব্যয় কহে, এবং মত্ততাকে সভ্য ব্যবহার কহে, অপরিমিত ব্যয়াদি মুক্ত হস্ত কহিয়া প্রকাশ করে, এবং কামুকতাকে যুব বয়সের খেলা কহে, ইত্যাদি । শয়তানের এই কৌশল নিবারণের উপায় নীচে লেখা যাইতেছে ।

১ উপায় । বিবেচনা কর, পাপ সংক্রিয়ারূপ বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইলেও তাহার সমল ও অপবিত্র ও জঘন্য স্বভাব কখন ঘুচিতে পারে না । দেখ, বিষ বটিকা স্বর্ণে মণ্ডিত হইলেও তাহার স্বভাবান্তর কখন হয় না ; মেষের বেশে থাকিলে ব্যাঘ্রের হিংস্র স্বভাব কোথা যাইবে ? শয়তান কখন২ জ্যোতির্ম্ময় দূত সদৃশ প্রকাশিত হইলে তাহার কি শয়তানত্ব থাকিবে না ? অতএব পাপ উত্তমাকার বিশিষ্ট হইলেও তাহা সমল ও জঘন্য অবশ্য থাকিবে ।

২ উপায় । পাপ যত সংক্রিয়ারূপ বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হয়, তাহাতে নরাত্মার ততই হানি জন্মিতে পারে । এ বিষয় এখন সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইতেছে, কেননা অনেকে শয়তানকৃত পাপের উপরিস্থ

সৌন্দর্য্য, ও তাহার সংক্রিয়ারূপ বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হওত ধর্ম্মপথে ভ্রষ্ট হইয়া অসার ও অজ্ঞানের পথে যাইয়া থাকে। এ বিষয়ে অধিক কহা অনাবশ্যক। সুগন্ধ সুন্দর পুষ্পে অত্যন্ত আপদজনক কীট অনেকবার দৃষ্ট হয়। এই রূপে জগতের ভয়ানক পাপ ও ভ্রান্তি অত্যন্ত সুন্দর ও মনোহর নাম প্রাপ্ত হয়।

৩ উপায়। অল্পক্ষণের পরে পাপকে যেমন দেখা যাইবে, এখন সেইরূপ তাহাকে দেখ। আহা! মৃত্যুকালে ও বিচার সময়ে পাপকে কেমন দেখিবা? তখন তাহার সুন্দর আচ্ছাদন ঘুচিয়া যাইবে, এবং তাহাকে নরক অপেক্ষা ভয়ঙ্কর দেখা যাইবে; এখন তাহা অতি মিষ্ট হয়, তখন তাহা অতি তিক্ত বোধ হইবে; এখন বড় সুশ্রী দেখায়, তখন বড় কুৎসিত দেখাইবে। হায়২! তখন সুদৃশ্য বস্ত্র বিহীন পাপ দৃষ্টে মনে কেমন লজ্জা ও ক্লেশ ও আতঙ্ক জন্মিবে। যদ্যপি এখন আমাদের বিবেক মন আমাদিগকে দোষি না করে, তথাচ পশ্চাৎ করিবে; যেমন লাবন বিদায় কালে যাকুবকে অসুখি করিল, তেমনি পাপ অন্তিম কালে ও বিচারদিনে তিক্তময় দেখা যাইবে; যেহেতুক তখন তাহার নিজ সমস্ত স্বভাব দৃষ্ট হইবে। হে পাঠকেরা, যেমন অনন্ত কাল পর্য্যন্ত পাপকে দেখিবা, এবং যেমন ঈশ্বর ও তোমাদের বিবেক অবশেষে দেখাইবেন, তেমনি এখন ও তাহাকে দেখ।

৪ উপায়। স্থির হইয়া বিবেচনা কর, শয়তান যে সকল পাপকে উত্তমরূপে বস্ত্রান্বিত করে ও নূতন নাম ও রূপ দেয়, সে সকল পাপদ্বারা সর্বোৎকৃষ্ট ও মহৎ ব্যক্তি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্তপাত হইয়াছিল। তদ্দ্বারা তিনি আপন অনন্ত পিতার ক্রোড়হইতে সন্তাপ ও মৃত্যুময় ভূমিতে আইলেন, ঈশ্বর মনুষ্য হইয়া অবতীর্ণ হইলেন, সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্ট বস্তু হইলেন, যিনি গৌরবরূপ বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত তিনি মানবদেহরূপ জীর্ণ বস্ত্রে বেষ্টিত হইলেন, যাঁহার মহিমাতে স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ তিনি শিশুকালে পশুর খাদ্যপাত্রে শয়ন করিলেন, সর্বশক্তিমান দুর্বল মনুষ্যহইতে পলায়ন

করিলেন, ব্যবস্থার কর্ত্তা ব্যবস্থার অধীন হইলেন, ত্বক্‌ছেদ বিধি-দাতা ত্বক্‌ছেদিত হইলেন, যিনি ভূতগণকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করেন, তিনি তাহাদের কর্তৃক পরীক্ষিত হইলেন, জগৎ ও তত্রস্থ তাবৎ বস্তুর স্বামী ক্ষুধিত ও পিপাসিত হইলেন, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রান্ত ক্লান্ত হইলেন, তাবৎ নরের বিচারকর্ত্তা বিচারিত হইয়া দোষীকৃত হইলেন, জীবনা-কর হত হইলেন, যিনি পিতার সহিত এক তিনি দুঃখার্ত্ত হইয়া* উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "হে আমার ঈশ্বর! হে আমার ঈশ্বর! তুমি কেন আমাকে ত্যাগ করিলা?" পরলোক ও মৃত্যুর চাবি যাঁহার কটিদেশে আছে, তিনি কবরে কারাবদ্ধ হইলেন, এবং এই কবরও তাঁহার নিজের নয়, ও জীবৎ দশাতে তাঁহার মস্তক রাখিবার স্থান ছিল না। যাঁহার সম্মুখে দূতগণ নিজ২ মুকুট খুলিয়া ফেলে, তিনি কণ্টকের মুকুট পরিলেন, রবিহইতে নির্ম্মল যে চক্ষু, তাহা মৃত্যুরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, যে কর্ণ সাধুলোক ও দূতগণ কর্তৃক ধন্যবাদ ও গান ব্যতীত আর কিছু শ্রবণ করিত না, তাহা নীচ লোকদের ঈশ্বরনিন্দা শ্রবণ করিল, মনুষ্য সন্তানদের মধ্যে পরম-সুন্দর যে বদন তাহাতে জঘন্য ও অন্ত্যজ যিহূদীয়েরা থুথু দিল, যে জিহ্বার বাক্য সদৃশ কোন মনুষ্য কখন কথা কহে নাই ঈশ্বর-নিন্দার দোষে তাহার অপবাদ হইল, যে হস্ত স্বর্গের রাজদণ্ড ধারণ করিত, ও যে পদ উত্তম পিত্তলের ন্যায় দেদীপ্যমান, তাহা নরের পাপ হেতু প্রেকদ্বারা ক্রুশে বিদ্ধ হইল। ঘ্রাণ, দৃষ্টি, শ্রবণ, আস্বাদ ও স্পর্শ জ্ঞান, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়তেই তিনি দুঃখ পাই-

---

* খ্রীষ্ট জগতে আসিয়া কী পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিবেন, ইহা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থে পাঠ করিয়া প্রাচীন যিহূদীয়দের এক জন রব্বি অর্থাৎ গুরু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "মসিহ্ আইসুন, কিন্তু আমার যেন তাঁহাকে দেখিতে না হয়!" অপর খ্রীষ্টের মৃত্যুভোগকালে দায়নিসিয়স নামক এক জন পণ্ডিত মিসরে থাকিয়া অদ্ভুত সূর্য্যগ্রহণ দেখিয়া, ও তাহা স্বভাবের বিপরীত জানিয়া কহিলেন, "হয় তো সৃষ্টির কর্ত্তা দুঃখভোগ করিতেছেন, নচেৎ সৃষ্টির প্রলয় উপস্থিত।"

লেন; বিশেষতঃ, গুল্‌গল্‌তা অর্থাৎ মাথাখুলি নামক স্থানে দুর্গন্ধ পাইলেন, আপনার মাতার ও শিষ্যগণের বিলাপ হৃষ্টে দুঃখিত হইলেন, কর্ণে নিন্দা বাক্য শুনিলেন, অম্লরস ও তিক্ত রস আস্বাদ করিলেন, বরশা ও প্রেকদ্বারা ব্যথা পাইলেন। অধিকন্তু তাঁহার আত্মা পরিত্যক্ত ও সান্ত্বনারহিত হইল। এ সকল দুঃখভোগ পাপ হেতুক হইল, হাঁ! শয়তান কর্তৃক উত্তমরূপে বস্ত্রান্বিত ও সৌন্দর্য্যান্বিত পাপ হেতুক এ সকলই হইল। আহা! আইস, এ বিষয় বিবেচনা করি, তাহাতে আমাদের মন পাপের বিরুদ্ধে উঠিবে, ও আমরা তাহাহইতে পলাইয়া তাবং উত্তম ও পবিত্র উপায়দ্বারা পাপকে জয় ও ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিব।

স্যার্ণার্ড উত্তম কহিয়াছেন, যথা, আমাদের জন্যে খ্রীষ্ট যত নীচত্ব স্বীকার করিলেন, ততই তাঁহাকে প্রিয় বোধ করা উচিত; অতএব গৌরবান্বিত প্রভু যীশুর বধকারী ও নরকস্থ তাবং ভূতগণ অপেক্ষা অধিক অমঙ্গলদায়ী যে পাপ, তাহাকে পবিত্র ক্রোধে ক্রোধান্বিত হইয়া সমুচিত প্রতিফল দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

এক ভক্তি এই সুপরামর্শ দিয়া কহিতেছেন, ক্রুশে হত খ্রীষ্ট বিষয়ক চিন্তা তোমার মনহইতে যাইতে দিও না। সে তোমার ভক্ষ্য ও পেয় স্বরূপ হউক, তাহার বিষয়ে পাঠ কর ও ধ্যান কর, এবং তাহা তোমার জীবন ও মৃত্যু ও পুনরুত্থান স্বরূপ হউক।

---

৩ অধ্যায়।

পাপে নরাত্মা আকর্ষণকারি শয়তানের তৃতীয় কৌশল এই।

সে পাপকে ক্ষুদ্র করিয়া দেখায়। যাহুদা লোট সোয়র নগরের বিষয়ে কহিল, "তাহা কি ক্ষুদ্র নয়?" আ ১৯। ২০, শয়তানও কহে, "আ! এ অতি ক্ষুদ্র পাপ, ইহাতে কী সন্দেহ করিতেছ?

ইহা করিলে তোমার আত্মার কিছু হানি নাই, ইহাতে মরিবা না।" এ কৌশল নিবারণের উপায় পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

১ উপায়। যে পাপ আমরা ক্ষুদ্র বোধ করি তাহাদ্বারা মনুষ্য-দের প্রতি ঈশ্বরের মহাক্রোধ বর্দ্ধিয়াছে,* ইহা গাম্ভীর্য্য পূর্ব্বক বিচার কর। দেখ, ক্ষুদ্রতম পাপও ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও স্বভাব ও মহিমার বিপরীত, এবং তজ্জন্য তিনি বারম্বার মনুষ্যদিগকে কঠিন শাস্তি দেন। মনুষ্যদের দৃষ্টিতে অতি ক্ষুদ্র যে পাপ তন্নিমিত্তে তাহাদের শরীর, মান, সম্পত্তি, পরিবার এবং আত্মার উপর সর্ব্ব-শক্তিমানের দণ্ড দিনে২ হইতেছে, ইহা কি আমরা দেখি না? যদি আমরা ঈশ্বর পরিত্যক্ত ও শয়তান কর্তৃক অন্ধীভূত না হই, তবে অবশ্য ইহা দেখিব। যখন শয়তান কহিবে, আ! ইহা ক্ষুদ্র পাপ, তখন তাহাকে কহিও, তুমি যাহাকে ক্ষুদ্র কহ তাহার জন্যে ঈশ্বর সিদোমের সম্পূর্ণ সর্ব্বনাশ করিবেন।

২ উপায়। বিবেচনা করিয়া বুঝ, ক্ষুদ্র পাপকে স্থান দিলে মহৎ পাপ আইসে। যে লোক বড় পাপ এড়াইবার নিমিত্তে ক্ষুদ্র পাপ করে, হইতে পারে, সে ঈশ্বরের যথার্থ বিচারানুসারে প্রধান পাপে পতিত হইবে। যেমন কোন ব্যক্তি ক্রমে২ অন্যের সীমা হরণ করত আপন অধিকার বাড়ায়, তেমনি পাপও অল্প২ করিয়া আমাদের মনকে অধিকার করত আমাদিগকে ঘোর পাপে উপস্থিত করায়। যথা, দায়ূদ ইতস্ততো ভ্রমণকারি নিজ চক্ষুকে দমন না করাতে শেষে এমন মন্দ ও ঘৃণার্হ পাপে পতিত হইলেন, যে তন্নিমিত্তে ঈশ্বর তাঁহার অস্থি ভগ্ন করিলেন, এবং তাঁহার দিবসরূপ সৌভাগ্য নষ্ট করিয়া তাঁহার আত্মাকে ঘোর

* ড্রেকো নামে একজন প্রাচীন ব্যবস্থা কর্ত্তা মৃত্যুকেই গুরু লঘু সকল অপরাধের দণ্ড স্থির করিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিলেন, "সকল দোষ সমান নহে বটে; কিন্তু ক্ষুদ্রতম দোষও বধের যোগ্য।" তদ্রূপ ঈশ্বরের সম্বন্ধে মনুষ্যদের পাপ সকল সমান না হইলেও ক্ষুদ্রতম পাপও অনন্ত মরণের যোগ্য হয়।

অন্ধকারে পরিত্যাগ করিলেন। আরো ক্ষুদ্র পাপ করিতে সম্মত হইলে বড় পাপে প্রবৃত্তি জন্মে, ইহা যাকুব ও পিতর এবং অন্যান্য পুণ্যবানেরা অভিজ্ঞতাদ্বারা বুঝিলেন। এ প্রসঙ্গের উপমা এই, যাদৃশ ক্ষুদ্র চোর দ্বার খুলিয়া বড় চোরের পথ প্রস্তুত করে, এবং কাষ্ঠের ভিতর ছোট কাজলা প্রবেশ করাইলে বড় কাজলা প্রবিষ্ট হইবার উপায় হয়; তাদৃশ শয়তান প্রথমতঃ তোমাকে মাতালের নিকট বসাইবে, পরে তাহার সহিত একটুকি পান করাইবে, শেষে তাহার ন্যায় মত্ত করাইবে। আদিতে তোমার চিন্তা অপবিত্র করিবে, পশ্চাৎ তোমার দৃষ্টি, পরে তোমার বাক্য, অবশেষে তোমার ক্রিয়াও অশুচি করিবে। আর প্রথমে স্বর্ণ নির্ম্মিত কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লওয়াইবে, পশ্চাৎ তাহাতে লোভ জন্মাইবে, তৎপরে তাহাতে তোমার হাত দেওয়াইবে, শেষে যদিও ঈশ্বরকে আর আপন আত্মাকে চিরকালের নিমিত্তে হারাইতে হয়, তথাপি সেই বস্তু হরণ করিতে তোমার প্রবৃত্তি লওয়াইবে। গেহসি, আখন, যিহূদা, এবং এই কালীন অনেকানেক ব্যক্তি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। পাপ কখন স্থির থাকে না, ১ গীত ১, প্রথমতঃ দুষ্ট, দ্বিতীয়তঃ পাপী, শেষতঃ নিন্দক, ইত্যাকারে মনুষ্যগণ পাপে বৃদ্ধি পাইয়া পাপের চূড়াতে অর্থাৎ ঈশ্বরনিন্দকদের সহিত একাসনে বৈসে।*

আগাস্তিন এই বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন; যথা, কোন এক ব্যক্তি বোধ করিল যে শয়তান মক্ষিকার সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশ্বর নহেন; তাহাতে অন্য একজন কহিল, তবে কীটও শয়তানের সৃষ্টি হইবে, ঈশ্বরের নহে, কেননা সে মক্ষিকার মত প্রাণী। সে ব্যক্তি উত্তর দিল, হাঁ!

* ১৩৭ গীত ৯ পদ। হিউগো কর্ত্তৃক এই পদের অর্থ ভালরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যথা, বাবিলের কোন দ্রব্যই রাখিও না, কেবল তাহার বৃদ্ধগণ নয়, শিশুগণকেও শৈলের উপরে আছড়াইবা, অর্থাৎ কেবল বড়২ পাপ নয়, অতি ক্ষুদ্র পাপকেও নাশিতে হইবে; নতুবা তাহারা তোমাদের আত্মাকে চিরকালের মত নষ্ট করিবে।

এ কথা সত্য বটে। পরে অন্য জন বলিল, যদ্যপি শয়তান কীটের স্রষ্টা, তবে সে পশু পক্ষি এবং মনুষ্যগণকেও সৃজিয়াছে। সে ব্যক্তি ইহাতেও স্বীকৃত হইল। অতএব আগস্তিন কহিতেছেন, সে ব্যক্তি মাছির বিষয়ে ঈশ্বরকে অস্বীকার করাতে মনুষ্য এবং তাবৎ সৃষ্টির প্রসঙ্গেও ঈশ্বরকে অস্বীকার করিল।

এ সকলদ্বারা জানা যাইতেছে যে ক্ষুদ্র পাপকে স্থান দেওয়াতে নরাত্মা মহৎ পাপে আকর্ষিত হয়। এই কালে অনেকে উক্ত মতে পতিত হইতেছে, বিশেষতঃ তাহারা প্রথমে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্ম নিয়মকে অসমাদর করে, পরে তাহা তুচ্ছ জ্ঞান করে, পশ্চাৎ স্বেচ্ছামতে তাহার অর্থের বিপর্য্যয় করে. অনন্তর তাহা ত্যাগ করে, শেষে তাহার উপর অহংকার পূর্ব্বক আপনাদিগকে উন্নত করে, এবং খ্রীষ্টের অসম্ভ্রম জনক ও আত্মার সর্ব্বনাশক মতকে উন্নত করে; এ বড় দুঃখের বিষয়। মনুষ্যের আত্মাতে পাপের অধিকার এমন অল্পে ২ হইয়া থাকে. যে তাহার উপলব্ধি প্রায় করা যায় না: "তাহার মুখের কথার আরম্ভই অজ্ঞানতা, ও তাহার শেষ দুঃখদায়ি উন্মত্ততা।" উ ১০। ১৩ পদ। পাপে প্রবৃত্ত হইলে পর কোন স্থানে বা কোন্ সময়ে বা কী প্রকারে তাহার শেষ করিবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সচরাচর মনুষ্য এক মন্দহইতে অন্য মন্দেতে এবং এক মূর্খতাহইতে অন্য মূর্খতাতে গমন করিয়া অবশেষে অনন্ত দুঃখার্থে পরিপক্ক রূপে প্রস্তুত হয়।

৩ উপায়। মনে কর, যে ক্ষুদ্র বিষয়ের নিমিত্তে ঈশ্বরের বিচারের দায়ে ঠেকা ও নরকে গমন করা বড় নির্ব্বুদ্ধির কর্ম্ম। সুসমাচারে উক্ত ধনিলোক ইলিয়াসরকে একটুকি রুটী দিত না, তাহাতে সে নরকে গিয়া এক ফোঁটাও জল পাইল না। লূক ১৬। ২১ পদ। "যোনাথান কহিল, আমি অল্প মধু লইয়া ভোজন করিয়াছিলাম; দেখ, ইহাতে আমাকে মরিতে হইবে।" ১ শি ১৪। ৪৩। অতি ক্ষুদ্র বস্তুর নিমিত্তে ঈশ্বরের সঙ্গে

বিচ্ছেদ করিলে বড় অবিশ্বস্ত ও অনুচিত কার্য্য হয়।* আর দেখ, ক্ষুদ্র পাপের ক্ষুদ্র পরীক্ষা, সুতরাং তাহাতে বড় দোষ অবশ্য হইবে; সে প্রায় শয়তানের কার্য্যবৎ, যেহেতু পরীক্ষা বিনা পাপ করা শয়তানের স্বভাব জানিবা। যে স্থানে পরীক্ষার ন্যূনতা সে স্থানে পাপের গুরুত্ব কহিতে হইবে। শৌল শিমূয়েলের জন্যে অপেক্ষা না করিয়া বলি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ১ শি ১৩। ৮—১৪। এ পাপ ক্ষুদ্র বিষয়ের নিমিত্তে হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার দোষ বড়ই হইল; কেননা যদিও শিমূয়েল নিতান্ত না আসিতেন, তথাচ বলি উৎসর্গ করণ শৌলের অধিকার ছিল না। অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়েতে যদি কেহ বন্ধুর মনে বড় দুঃখ দেয়, তবে মনুষ্যেরা তাহাকে অতি কঠিন ও অসুশীল লোক কহে; তেমনি ক্ষুদ্র পাপদ্বারা পিতা ঈশ্বরকে ব্যক্ত করা ও খ্রীষ্টকে রক্তাক্ত করা ও ধর্ম্মাত্মাকে শোকান্বিত করা, এই কি কঠিন ব্যবহার নহে? হাঁ, ঈশ্বরের প্রতি অবশ্য এ বড় অসুশীল ও কঠিন ব্যবহার হয়। অতএব এ পাপ বড় ক্ষুদ্র বিষয় বলিয়া যখন শয়তান তোমাকে ভুলাইতে চাহে, তখন তাহাকে এরূপ কহিও, ক্ষুদ্র পাপের বশীভূত হওনদ্বারা আমি আপন পরম ও মহৎ ও গৌরবান্বিত বন্ধু ঈশ্বরের অসন্তোষ জন্মাইব না।

৪ উপায়। অধিকন্তু বিবেচনা করহ, ক্ষুদ্রতম পাপে বারম্বার অত্যন্ত আপদ ঘটে, "অল্প তাড়ীতে সমুদয় শুজি তাড়ীময় হইয়া যায়, ইহা কি জান না?" ১ ক ৫। ৬। সর্প মস্তক মাত্র প্রবিষ্ট করাইতে পারিলে সমস্ত শরীরকেই প্রবেশ করাইতে পারে। ক্ষুদ্র পাপ নরাত্মাতে প্রবেশিয়া তথায় বহুসংখ্যক হয়,

* লিসিমাকস নামক রাজা জল পানার্থে বিলম্ব করিয়া রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, এই চিন্তাতে তিনি সতত বিরক্ত হইতেন। এই রূপে কোন একটি ক্ষুদ্র পাপার্থে আমরা ঈশ্বর ও স্বর্গ এবং নিজ আত্মাকে একেবারে হারাইয়াছি, ইহা চিন্তা করিয়া অনেকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত হাহাকার করিবে।

আর এমত গুপ্তভাবে থাকে যে তাহার উপলব্ধি পাওয়া যায় না; কিন্তু শেষে অতি প্রবল হইয়া আত্মাকে পদতলে দলিত করিয়া সংহার করে। ক্ষুদ্রতম পীড়া কর্ত্তৃক অনেকবার শারীরিক বড় বিপদ জন্মিয়া থাকে, কেননা তাহাতে মনুষ্যেরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য-ক্রমে উপযুক্ত ঔষধ সেবন করে না, পশ্চাৎ ব্যামোহ বাড়িয়া সাংঘাতিক হয়।* সেইরূপ দুষ্ক্রিয়ার বিষয়ে বুঝিয়া, আমরা ক্ষুদ্র পাপ বলিয়া অমনোযোগ পূর্ব্বক তাহা নষ্ট করিবার নিমিত্তে ঈশ্বর দত্ত সাহায্য গ্রহণে ত্রুটি করি, তাহাতে অবশেষে সে পাপ এতাদৃশ বলবান হইয়া উঠে যে আমাদিগকে বিলাপ করত কহিতে হয়, "হায়! আমার পাপরোগ অনারোগ্য হইয়াছে। আমি প্রার্থনা ও ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক বটি, কিন্তু পাপ ক্রমে২ এমন বাড়িয়াছে, যে তাহাকে পরাজয় করা আমার অসাধ্য; কেবল খ্রীষ্ট নিজ শক্তি ও দয়াদ্বারা আমার সহকারী হইলে বাঁচিতে পারি; কিন্তু আমার এমন প্রত্যাশা নাই, সুতরাং যেমন তাহাতে পড়িতে উদ্যত হইয়াছি, তেমনি নিতান্ত পতিত হইতে হইবে, এবং তদ্দ্বারা আমার সর্ব্বনাশ ঘটিবে।" এতদ্রূপ অনেকে নিজ হৃদয়ে ক্ষুদ্র পাপকে প্রতিপালন করিয়া তদ্দ্বারা চিরকালের মত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

যদ্রূপে জাহাজের তলায় ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকিলে সে জলে পরিপূর্ণ হইয়া ডুবিয়া যায়, ও আলির মধ্যে ফাঁক থাকিলে তাহা দিয়া জল বাহির হইয়া সমুদয় দেশ প্লাবন করে, এবং মনুষ্যের হৃৎপিণ্ডে ছুঁচ মারিলে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, তদ্রূপে ঈশ্বরের

---

* লীজার সূচিদ্বারা বিদ্ধ হইয়া মরিলেন। পোপ এড্রিয়ান এক মশকদ্বারা শ্বাস বদ্ধ হওয়াতে জীবন হারাইলেন। ক্ষুদ্র প্রাণি বৃশ্চিক দংশনপূর্ব্বক সিংহকে বধ করিতে সক্ষম, এবং ছোট পশু ইন্দুর হস্তির শুণ্ড মধ্যে প্রবেশ করত তাহাকে নষ্ট করিতে পারে। তদ্রূপ ক্ষুদ্র২ ভ্রমদ্বারা বার২ অনেক আপদ ঘটে।

বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতিরেকে অত্যল্প পাপদ্বারা নরাত্মার সর্ব্বনাশ ঘটে।*

৫ উপায়। আরো গম্ভীর মনে বিবেচনা করিয়া দেখ, অনেক পুণ্যবান ব্যক্তিরা ক্ষুদ্র পাপের পরিবর্ত্তে বরং অতি যন্ত্রণাদায়ক পীড়ন মনোনীত করিয়াছেন। যথা, দানিয়েলের সঙ্গিগণ নিবুখদ নিৎসর রাজকর্তৃক স্থাপিত প্রতিমার অগ্রে দণ্ডবৎ না করিয়া বরঞ্চ অগ্নিকুণ্ডে পড়িতে শ্রেয়ঃজ্ঞান করিলেন। জগতিস্থ লোকেরা ঐ পাপকে তুচ্ছ বস্তু জ্ঞান করে, কিন্তু ইহা তাঁহাদের একদিগে আর অগ্নিকুণ্ড অন্যদিগে থাকাতে ঈশ্বরের আদর ও গৌরব জন্য তাঁহাদের এমন অনুরাগ এবং পাপের প্রতি এতাদৃশ ঘৃণা যে পাপ না করিয়া বরঞ্চ অগ্নিদাহনে সম্মত হইলেন। আর দানিয়েল সিংহের গর্ত্তে পতিত হইলেন, তথাপি কিছুদিন প্রার্থনা করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। দা ৩ ও ৬ অ।

মার্কস আরিথুসিয়স্ নামে ঈশ্বরের এক জন মান্য দাস কনষ্টান্টাইন মহারাজের রাজত্বকালে এক মণ্ডলীর অধ্যক্ষ্য হইয়া এক দেবতার মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিবার মূলীভূত হইয়াছিলেন। অনন্তর জুলিয়ান মহারাজা রাজত্ব পাইয়া সে স্থানের লোকদিগকে উক্ত দেবালয় পুনর্গ্রন্থন করিতে দৃঢ় আজ্ঞা করিলে তাহারা সম্মত হইল, কিন্তু মার্কস স্বীকার করিল না। তাহাতে যাহাদের নিকট তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারাই তাঁহাকে ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ করিয়া রাখিলে, বালকেরা ছুরি লইয়া তাঁহার শরীরে বিঁধিতে লাগিল। পরে তাহারা তাঁহাকে একটা ঝুড়ির মধ্যে রাখিয়া তাঁহার গাত্রে মধু মাখাইয়া রৌদ্রেতে রাখিল, তাহাতে ডাঁশগণ তাঁহার সব শরীরে হুল ফুটাইল। ফলতঃ তিনি মন্দির পুনর্নির্ম্মাণার্থে কিছু সাহায্য করিতে অস্বীকৃত প্রযুক্ত তাঁহার এপ্র-

---

* কেবল একটি মেঘ যেমন সমুদয় সূর্য্যকে আবৃত করে, তেমনি একটি কুকর্ম্মদ্বারা জগতিস্থ লোকদের দৃষ্টিতে খ্রীষ্টিয়ানে সকল সদ্গুণ আচ্ছন্ন হয়।

কার পীড়ন হইল। শেষে তাহারা তাঁহাকে কহিল, যদি মন্দির নির্ম্মাণে একটা পয়সা মাত্র দেও তবে তোমাকে বাঁচাইব, তথাচ তিনি এক পয়সাও দিয়া আপন প্রাণ বাঁচাইলেন না; বরঞ্চ যে কথা অনেক খ্রীষ্টিয়ানেরা কহে, এবং সকলে স্বীকার করে, এমন এই পশ্চাল্লিখিত স্থির প্রতিজ্ঞানুসারে ব্যবহার করিলেন; বিশেষতঃ, যাহাতে ঈশ্বরের অপমান ও আমাদের বিবেক মনের দুঃখ এবং ধর্ম্মের কলঙ্ক ঘটে, এমন ক্ষুদ্র পাপ করণাপেক্ষা বরং মনুষ্য ও ভূতগণ নিজ কল্পিত যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিলেও অবশ্য তাহা সহ্য করিতে সম্মত হইব।

৬ উপায়। বিবেচনা কর, আমাদের আত্মা বিচারিত হইলে ক্ষুদ্র পাপেরও দোষ স্বরূপ ভার সহ্য করিতে পারগ নহে। যখন ঈশ্বর মনুষ্যের চক্ষু উন্মীলন করিয়া পাপের কদর্য্যতা ও অপকৃষ্টতা ও ঘৃণার্হতা দেখাইবেন, তখন ক্ষুদ্রতম পাপ মহা পরাক্রান্ত ব্যক্তিকে নরক পর্য্যন্ত মগ্ন করাইবে। দেখ, ইকুন ও মশাহইতেও তুচ্ছনীয় নীচ এবং পামর বস্তু আর কী আছে? তথাচ ইহাদের দ্বারা বলবান ফিরৌণ এবং তাবৎ মিস্রীয়েরা এমত ক্লিষ্ট হইয়াছিল, যে অসহ্য প্রযুক্ত তাহারা কহিল, "এ ঈশ্বরের অঙ্গুলীকৃত কর্ম্ম।" যা ৮। ১৬—১৯। অত্যন্ত ছোট প্রাণীও যদি ঐশ্বরীক বর প্রাপ্ত হয়, তবে সে অতি প্রধান ও বীর্য্যবান দুষ্ট লোককে চাপিয়া পরাজিত ও নষ্ট করিতে পারে;* তদ্রূপ যদি ঈশ্বর আপনি ক্ষুদ্রতম পাপের হস্তে খড়্গ দিয়া নরাত্মার বিপরীতে তাহাকে সুসজ্জ করিয়া দেন, তবে অবশ্য তাহার পরাজয় ও নাশ হইবে।

একজন ধার্ম্মিক অথচ বড় দরিদ্র ব্যক্তি এক দিন আহারাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া একটা মেষবাচ্চা চুরি করিয়াছিল, কিন্তু আপন সন্তানদের সঙ্গে ভোজনে বসিবার সময়ে বড় দায়ে ঠেকিল; কেন-

* মাক্সিমীনস নামে রাজা, যিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সমূলে নির্ম্মূল করণার্থে পিত্তলে খোদিত আদেশ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি ইকুনদ্বারা নষ্ট হইলেন।

না ভোজন কালে ঈশ্বরাশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করা তাহার ব্যবহার ছিল, তাহাতে চুরি করিয়াছে বলিয়া প্রার্থনা করিতে সে ব্যক্তির সাহস হইল না। পরে মনে বড় উদ্বিগ্ন হইয়া সে ঐ মেষের কর্ত্তার কাছে আপন দোষ স্বীকার পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিল, যে ক্ষমতা হইলে আমি তাহার মূল্য অবশ্য দিব।

৭ উপায়। ক্ষুদ্রতম পাপে অত্যন্ত দুঃখহইতে অধিক মন্দ হয়, ইহা স্থির মনে বিবেচনা কর। দেখ, পিতা পরমেশ্বর নিজ প্রিয় পুত্রের প্রতি কেমন কঠিন ব্যবহার করিয়াছেন! ক্ষুদ্র ও বড় তাবৎ প্রকার পাপ হেতুক তিনি আপন প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নিতে তাঁহাকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। ছোট হউক কি বড় হউক, সকল "পাপেরই বেতন মৃত্যু।"* অতএব আইস, আমরা অতি ক্ষুদ্র কুঅভিপ্রায়কেও নরক সদৃশ ভয় করিয়া কম্পান্বিত হই, যেহেতুক ঈশ্বর ক্ষুদ্র পাপ নিমিত্তেও স্বীয় ক্রোড়স্থ পুত্রকে রক্ষা না করিয়া আপন অমিশ্রিত ক্রোধরূপ মদিরা পান করাইলেন।

---

৪ অধ্যায়।

নরাত্মাকে পাপে রত করিতে শয়তানের চতুর্থ কৌশল এই।

সে অত্যুত্তম লোকদের সদ্গুণ আর স্বকৃত পাপজন্য তাঁহাদের মনের দুঃখ ও অনুতাপ আচ্ছাদন করিয়া আমাদের মনোগোচরে কেবল তাঁহাদের পাপকে দর্শায়; যথা দায়ূদের পরদার, হিস্কিয়ের

---

* ক্ষুদ্র পাপেরও বেতন মৃত্যু। ক্ষুদ্র পাপরূপ সেনাপতি আপন সেনাগণকে যে উৎকৃষ্ট বৃত্তি দান করে, তাহাও নানা প্রকার মৃত্যু। বাস্তবিক কোন পাপই ক্ষুদ্র নহে, কেননা যাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করা যায়, তিনি মহান ঈশ্বর।

অহংকার, আয়ূবের অধৈর্য্যতা, লোহের মত্ততা, পিতরের যীশুকে অস্বীকার ইত্যাদি। কিন্তু এই সাধু ব্যক্তিরা যে স্বকৃত পাপজন্য অশ্রুপাত ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও অতিশয় বিলাপ ও ক্রন্দন করত অনুতাপ করিয়াছিলেন, শয়তান তাহা গুপ্ত করিয়া রাখে। এই কৌশলের নিবারক উপায় পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

১ উপায়। যাঁহার আবির্ভাবে ধর্ম্ম পুস্তকের রচনা হইয়াছে, সেই পবিত্রাত্মা সাধুলোকদের দুষ্কৃতি বর্ণনা করিতে যেমন, তাঁহাদের অনুতাপ বর্ণনা করিতেও তেমনি বিশেষ মনোযোগ করিয়াছেন, ইহা ভালরূপে বিবেচনা কর। দায়ূদের পতন বড় ঘৃণার্হ, কিন্তু পরামননদ্বারা তাঁহার উত্থান বড় মনোরম্য। দেখ, তিনি ক্ষমা প্রাপণার্থে কী রূপে প্রার্থনা করেন, "হে ঈশ্বর, আমার পাপ মার্জনা কর, এবং আমার অধর্ম্ম নিঃশেষে প্রক্ষালন করিয়া অপরাধহইতে আমাকে পরিষ্কার কর; কারণ আমি আপন পাপ স্বীকার করিতেছি, আমার অপরাধ সর্বদাই আমার সাক্ষাতে আছে। এসোবদ্বারা আমাকে পরিষ্কার কর, তাহাতে আমি পবিত্র হইব, এবং আমাকে প্রক্ষালন কর, তাহাতে হীম অপেক্ষা শুক্লবর্ণ হইব। হে ঈশ্বর, তুমিই আমার পরিত্রাতা ঈশ্বর, আমাকে রক্তপাত দোষহইতে উদ্ধার কর," ইত্যাদি, ৫১ গীত। এবং ঈশ্বরের যথেষ্ট অনুগ্রহ দান হেতু হিষ্কিয়ের মন গর্ব্বিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু আরবার "তিনি আপন মনের গর্ব্বের জন্যে আপনাকে নত্র করিলেন, এই কারণ হিষ্কিয়ের অধিকারে তাঁহার ও যিরূশালম নিবাসিদের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ উপস্থিত হইল না;" ইহাও যথার্থ বটে। ২ বং ৩২। ২৬। আয়ূব আপন জন্মদিনকে অভিশাপ দিলেন বটে, কিন্তু তিনি অনুতাপদ্বারা গ্রাহ্য হইলেন, ইহাও সত্য; কেননা তিনি কহিলেন, যথা, "আমি তুচ্ছনীয়; তোমাকে কী উত্তর দিব? আপনার মুখে হস্তার্পণ করিব। আমি একবার কহিয়াছি, আর কহিব না; ও দুইবার কহিয়াছি, পুনর্ব্বার বলিব না। পূর্ব্বে তোমাবিষয়ক জনশ্রুতি

আমার কর্ণ কুহরে উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি আমার চক্ষু তোমাকে দেখিল; এই নিমিত্তে আমি আপনাকে তুচ্ছ করিতেছি, এবং ধূলাতে ও ভস্মে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি।" যূব ৪০। ৩—৫। ও ৪২। ৫, ৬। পিতর ভয়ানকরূপে পাপে পতিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কেমন উত্তমরূপে পরামনদ্বারা তিনি উত্থিত হইলেন! খ্রীষ্ট প্রেম পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে তিনি চক্ষুর জলে ভাসিয়া গেলেন। পরামনন দয়ালু ঈশ্বরের রাজ্যের চাবি স্বরূপ, ইহা তিনি অবগত ছিলেন। এক কালীন তাঁহার এমত বিশ্বাস ছিল যে খ্রীষ্টের সমীপে আইসনার্থে সমুদ্রে লম্ফ দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার এপর্য্যন্ত অনুতাপ হইল যে খ্রীষ্টকে ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া অশ্রুরূপ সমুদ্রে লম্ফ দিলেন।*

ক্লেমেণ্ট নামক প্রেরিতগণের এক জন সঙ্গী কহেন, যে পিতর যাবজ্জীবন পাপের জন্যে এতাদৃশ অনুতাপ করিলেন, যে প্রতি রাত্রে কুক্কুটের ডাক শুনিলে জানু পাতিয়া বড় ক্রন্দন পূর্ব্বক আপন পাপের ক্ষমা চাহিতেন।

থিয়ডসিয়স মহারাজ ব্যভিচার করিয়া ও প্রভুর ভোজ লইবার ইচ্ছায় দায়ূদের দোষ উপলক্ষে আপন পাপের দোষ কাটাইলেন; তাহাতে আম্ব্রোস উত্তর করিলেন, "তুমি দায়ূদের দোষের অনুগামী হইয়াছ, অতএব তাঁহার পরামননের পশ্চাদ্গামী হইয়া প্রভুর ভোজনের কথা কহিও।" হায় অবোধেরা! তোমরা সাধু লোকদের মত অনায়াসে কুক্রিয়া করিতে পার বটে। অনেকে দায়ূদ ও পিতরের ন্যায় পাপ করিয়া থাকে, কিন্তু তদ্মত পরামনন করিতে পারে না, সুতরাং তাহারা অবশ্য সর্ব্বনাশ প্রাপ্ত হইবে।

* লূথর স্বীকার করিতেছেন যে তাঁহার পরামননের পূর্ব্বে তিনি অনুতাপ শব্দের মত অতুষ্টিজনক অন্য কোন কথা পাইতেন না; কিন্তু পরে তিনি অনুতাপ কার্য্যে অর্থাৎ আপন পাপ জন্য খেদ করণে এবং সেই খেদজন্য আনন্দ করণে পরমাপ্যায়িত হইতেন।

২ উপায়। আরো বিবেচনা কর, এই সকল সাধুলোক নিরন্তর পাপ করিতেন না। তাঁহারা দুই এক বার পাপে পতিত হইয়া শেষে খ্রীষ্টের সঙ্গে চিরলিপ্ত হইবার জন্যে পরামনন করিলেন। তাঁহারা হঠাৎ এবং অনিচ্ছাপূর্ব্বক পতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু হে দূষক ব্যক্তি! তুমি গর্ব্বেতে, সাহসিকরূপে, অকাতরে, একগুঁয়ামি পূর্ব্বক, আহ্লাদের সহিত, এবং ব্যবহারানুসারে পাপ করিয়া থাক, তাহা না করিয়া জীবৎ থাকা তোমার অসাধ্য; অভ্যাসদ্বারা পাপ তোমার দ্বিতীয় স্বভাব স্বরূপ হইয়াছে। যদি তাহা পরিত্যাগ না কর, তবে ঈশ্বর তোমার আত্মাকে পরিত্যাগ করিবেন; যদি পাপে ও তোমার আত্মাতে বিচ্ছেদ না হয়, তবে খ্রীষ্ট ও তোমার আত্মা এ উভয়ের কখন মিলন হইতে পারিবে না, ইহা জানিয়াও পাপ ছাড়িতে পার না এবং চাহ না। তুমি আপত্তি করিয়া কহিতেছ, দায়ূদ কি এরূপ পাপ করেন নাই? নোহ কি এরূপ পাপ করেন নাই? এবং পিতর কি এরূপ পাপ করেন নাই? ইত্যাদি। ২ পি ২। ১৪। হি ৪। ১৬। উত্তর, না; তাঁহারা তো এরূপে পাপ করেন নাই; দেখ, তাঁহাদের অন্তঃকরণ কেবল একদিন নির্ব্বুদ্ধির ক্রিয়াতে টলিয়াছিল, কিন্তু তোমার মন প্রত্যহ টলিয়া থাকে; আর পতিত হইলে পুনর্ব্বার তাঁহারা পরামনন ও ক্রুশে হত খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসদ্বারা উত্থিত হইলেন; কিন্তু তুমি পাপে পতিত হইয়া তোমার উঠিবার শক্তি ও ইচ্ছা নাই, কেবল পাপরূপ পঙ্কে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছ, তাহাতে প্রভু তোমার আত্মার প্রতি দয়া না করিলে অবশ্য অনন্ত মৃত্যু প্রাপ্ত হইবা। হে পাপাত্মা! অমুক একবার বিষ পান করিয়া বহুকষ্টে বাঁচিল, কিন্তু আমি প্রত্যহ বিষ পান করিয়াও রক্ষা পাইব, তুমি কি এমন কথা যুক্তি সিদ্ধ কহ? কখন না। অসার ব্যক্তিরা এইরূপ বিচার করে, যথা 'দায়ূদ পিতর ইত্যাদি প্রাচীন সাধুগণ একবার অতি মন্দ ও ভয়ানক রূপে পাপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা একবার বিষাস্বাদন করিয়া মৃতকল্প হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যহ তাহা ভক্ষণ করিয়াও আমাকে অনন্ত

মৃত্যুর আস্বাদন পাইতে হইবে না। হে মহাশয়েরা! স্মরণ করিও, যাহাতে আত্মশ্লাঘিরা দেখিতে পাইবে যে তাহারা আত্মপ্রবঞ্চক এবং আত্মঘাতকও হইয়াছে, এমন দিন সন্নিকট।

৩ উপায়। ইহা বিবেচনা কর, যদিও ঈশ্বর পাপ নিমিত্ত আপন লোকদিগকে স্বীয় অধিকারহইতে ভ্রষ্ট করেন নাই, তথাচ তাহাদিগকে আপন২ পাপ জন্য কঠোর শাস্তি দিয়াছেন।* দায়ূদ পাপ করিলেন, তাহাতে ঈশ্বর তাঁহার অস্থি ভগ্ন করিলেন, ৫১ গীত ১, ১৮। আরও ৮৯ গীত ৩০—৩৫, দেখ; ঈশ্বর কহেন, "আমি তাহাহইতে আপন অনুগ্রহ দূর করিব না, ও আপন বিশ্বস্ততার ত্রুটি করিব না, এবং আপন নিয়ম লঙ্ঘন করিব না, ও আপন ওষ্ঠাধর নিঃসৃত বাক্যের অন্যথা করিব না; তথাচ তাহার অপরাধের জন্যে দণ্ডাঘাত ও তাহার পাপের জন্যে প্রহার করিব।" এই প্রকার বহু উদাহরণ ধর্ম্মগ্রন্থে আছে, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ তাবৎ লোকদের গোচরে ইহা বড় সুস্পষ্ট, সুতরাং তৎপ্রতিপন্নার্থে আরো প্রমাণ উল্লেখ করা মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্য দর্শন জন্য প্রদীপ জ্বালিবার মত হইবেক।

যিহূদীয় লোকেদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে, যে "ইস্রায়েলের প্রত্যেক দণ্ডে স্বর্ণময় গোবৎস প্রতিমার দুই এক কাঁচ্চা অবশ্য আছে;" ইহার অর্থ এই, সেই স্বর্ণ গোবৎস পূজা করণ তাহাদের একটি মহৎ পাপ, তাহাতে তাহাদের সকল দুঃখ ও দুর্ঘটনা তৎকারণ বশতঃ কিছু২ হইয়াছে! দুঃখে পড়িয়া প্রত্যেক মনুষ্য আপনা আপনি কহিতে পারে, আমিই ইহার কারণ হইয়াছি, ঈশ্বর যখন ক্রোধ প্রকাশ না করেন, তখনই তিনি বড় রাগান্বিত হন। ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশ না করণ রূপ দয়া যেন তিনি আমার

* জোসীফস নামক ইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন, যিহূদীয়েরা খ্রীষ্টকে ক্রুশে হত করণের অল্পকাল পরে তাহাদের মধ্যে এত লোক ক্রুশে হত হইল, যে ক্রুশ যন্ত্র স্থাপনার্থে স্থানাভাব, এবং ক্রুশে বধ্য ব্যক্তিদের জন্যে ক্রুশাভাব হইল।

প্রতি না করেন, কেননা এমত দয়া অন্যান্য সকল প্রকার দুঃখ-হইতেও বড় মন্দ।

কোন এক ব্যক্তি আপন পীড়িত বন্ধুকে লিখিতেছেন, "আমি দুর্ভাগ্য বিষয়ে অজ্ঞাত থাকা অসুখের বিষয় বোধ করি; তুমি দুঃখ পাও নাই, একারণ তোমাকে দুঃখি কহি।" কেবল ক্লেশ দিবার জন্যে ঈশ্বর দুঃখ দেন তাহা নয়, কিন্তু শিক্ষা দিবার কারণ দেন, এ প্রযুক্ত দুঃখকে ঈশ্বরের দয়া কহিতে হইবে। যে ব্যক্তি ফাঁসি যাই-বার যোগ্য, সে কেবল চাবুক খাইয়া যদি রক্ষা পায়, তবে কেমন আহ্লাদিত হয়। ঈশ্বরদত্ত শাস্তি আমাদের উপদেশ, তাঁহার দণ্ডাঘাত আমাদের পথ্য, তাঁহার কোড়া আমাদের শিক্ষক, এইহেতু ইব্রি এবং গ্রীক লোক একটি কথাদ্বারাই শাসন ও শিক্ষা এতদুভয় প্রাকাশ করে, কেননা শাসেনর যথার্থ অভিপ্রায় শিক্ষা, এবং শাস্তিতে সুবুদ্ধি জন্মে। লূথর কহেন, "ক্লেশ খ্রীষ্টিয়ানের ধর্ম্ম-বিদ্যা।" আয়ুব এতদ্রূপ কহেন, ৩৩। ১৪—১৮; "ঈশ্বর একবার কথা কহেন, দ্বিতীয় বার কি তাহা স্পষ্ট করেন না? রাত্রিকালে স্বপ্ন দর্শনের সময়ে মনুষ্যের সুষুপ্তি অবস্থা ও শয্যাতে নিদ্রা হইলে তিনি মনুষ্যদের কর্ণ খুলিয়া দেন, ও তাহাদের জ্ঞানজনক উপদেশ মুদ্রাঙ্কিত করেন। তাহাতে তিনি কর্ম্ম করণহইতে মনুষ্যকে নি-বৃত্ত করেন, এবং তাহাহইতে অহঙ্কার গুপ্ত করেন; এবং বিনাশ-হইতে তাহার প্রাণ ও অস্ত্রাঘাতহইতে তাহার জীবন রক্ষা করেন। হে পাঠক! শয়তান তোমার মনকে পাপে রত করিতে যৎকালীন অন্য লোকদের পাপ তোমার কাছে উল্লেখ করে, তুমি তৎকালীন আপনাকে পাপহইতে রক্ষা করণার্থে তাহাদের পাপ জন্য দুঃখের বিষয় চিন্তা কর। মনে ২ ইহা কহিও, ওরে মন, তুমি দায়ূদের মত পাপ করিলে তোমাকে অবশ্য তাহার ন্যায় ক্লেশ পাইতে হইবে।

৪ উপায়। গম্ভীর হইয়া বুঝিও যে পুণ্যবানদের পতন বর্ণনা করণে ঈশ্বরের দুই প্রধান অভিপ্রায় আছে; প্রথম এই, যাহারা

দুর্ব্বল বশতঃ পাপে পতিত ও ভারাক্রান্ত হইয়াছে, তাহারা যেন মনে অতি বিমর্ষ ও অবসন্ন ও নিরাশ না হয়; দ্বিতীয় অভিপ্রায় এই, তাহাদের পতন দৃষ্টে দণ্ডায়মান অন্য লোকেরা যেন সতর্ক হইতে পারে, যে তাঁহারাও পতিত না হয়।* মনুষ্যেরা যেন পাপ কর্ম্মে সাহস পায়, এই নিমিত্তে ঈশ্বর আপন সন্তানদের পাপের উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু তাহারা খ্রীষ্টের প্রতি অবলম্বন পূর্ব্বক যেন ধর্ম্মপথে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, আর সাবধান হইয়া চলে। যীশুদ্বারা মুক্ত হইয়া অন্যেরা যেমত পতিত হইয়াছে, সেই মত না হইয়া পাপজনক বিঘ্ন ও পরীক্ষা সকল যেন ত্যাগ করিতে পারে, এই নিমিত্তে ধর্ম্মশাস্ত্রে পুণ্যবানদের পাপের কথা লিখিত হইয়াছে। অতএব ঈশ্বর যে অভিপ্রায়ে সাধুদের পাপ প্রকাশ করিয়াছেন, তদুপলক্ষে পাপে সাহসিক হওনে তাহার বিরুদ্ধ আচরণ হয়; তাহাতে এমত কুকর্ম্মকারি আত্মাকে খ্রীষ্টহীন ও আশীর্ব্বাদহীন এবং ঈশ্বরত্যক্ত করিতে পারে; সে আত্মাকে শয়তান হস্তে ধারণ করিয়াছে, আর সে তাহাকে কোথায় লইয়া যাইবে ইহা কেবল সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই জানেন।

---

৫ অধ্যায়।

পাপে নরাত্মা আকর্ষণকারি শয়তানের পঞ্চম কৌশল এই।

শয়তান নরাত্মাকে কহে, আ! পাপকে এত বড় বোধ করা তোমার কী আবশ্যক? পাপকে এত ভয় করা তোমার কী প্রয়ো-

---

* ব্যার্ণার্ড কহিয়াছেন যে একজন সল্লোক অন্য কাহারো ভারি পাপে পতনের কথা শুনিয়া মনে ২ বলিতেন, "অমুক অদ্য পতিত হইল, কল্য আমি পতিত হইতে পারি।"

জন্য? বা পাপকর্ম্মে তোমার এত অনিচ্ছা কেন? কেননা ঈশ্বর দয়াময়, হাঁ, দয়াতে পূর্ণ, তিনি দয়া করিতে পরমাহ্লাদিত, দয়া করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, তাহাতে কখন ক্লান্ত নহেন; তিনি আপন লোককে শাস্তি দেওয়াহইতে দয়া করিতে অধিক ব্যগ্র, অতএব নরাত্মার অমঙ্গল করিতে কদাচ সুযোগ চেষ্টা করিবেন না। তবে কেন তুমি পাপকে এত ভারি বিষয় বোধ কর?

শয়তানের এই ছল নিবারণের উপায় লিখিতেছি।

১ উপায়। গম্ভীর মনে ভাবিয়া দেখ, যে কোন কৌশল, বা ভাবদ্বারা হউক, কোনই হেতুদ্বারা পাপে পরিত্যক্ত বা লিপ্ত হইয়া থাকা অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কোন ভারি দুর্দশা নাই। হায় ২! যদি ঈশ্বর তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাপের বাধা না জন্মান, তবে তোমার বড় বিপদ হয় বটে।* যদ্যপি ঈশ্বর কোন মনুষ্যের পক্ষে নরকের পথকে সুগম ও আহ্লাদজনক হইতে দেন, তবে তাহার পক্ষে এই জগৎ নরক তুল্য; আর তাহার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বড় ক্রোধ নিশ্চয় বর্ত্তিয়াছে, কেননা ইহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক তাহার অগ্রাহ্য হওনের লক্ষণ, এবং তিনি যে তাহার কোন মঙ্গল করিবেন না, এ তাহার চিহ্ন স্বরূপ। হো ৪। ১৭। "ইফ্রয়িম দেবগণেতে আশক্ত আছে, তাহাকে থাকিতে দেও।" ইহা বড় দুঃখের কথা বটে; সে শিক্ষা চাহে না, অশোধনীয় হইয়াছে, সে অপকার করিতে ইচ্ছুক হইয়া, স্বেচ্ছা পরিপূর্ণ করিয়া অপকার করিবে; সে উন্মীলিত চক্ষুর সহিত পড়িয়া যায়, অতএব পড়ুক, তাহাতে কেবল তাহারি ক্ষতি হইবে। ৮১ গী ১২ পদে এই ভয়ানক কথা লিখিত আছে, যথা "অতএব আমি তাহাদিগকে আপন২ মনের কুঅভিলাষ পূর্ণ করিতে দিলাম।" পাপে সমর্পিত আত্মা নরকার্থে সুপক্ক, এবং সর্ব্বনাশে ধাবমান আছে। হে

---

* পাপে পতিত হওয়া মনুষ্যের কর্ম্ম, কিন্তু তাহাতে নিয়ত প্রবৃত্ত থাকা পাপাত্মার কর্ম্ম।

প্রভো ঈশ্বর, যাহাতে তোমার ইচ্ছা তাহাতে আমাকে সমর্পণ কর, কিন্তু আমার নিজ অন্তঃকরণের ইচ্ছার প্রতি সমর্পণ করিও না। যদি ক্লেশ পরীক্ষা বা অপমানাদিতে আমাকে ছাড়িয়া দেও, তবে আমি তাহাতে সহিষ্ণু হইয়া কহিব, "তিনি পরমেশ্বর; তাঁহার যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুণ," ১ শি ৩। ১৮। আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহা কর, যেমন ইচ্ছা তেমন বোঝা আমার উপর অর্পণ কর, কেবল আমার নিজ অন্তঃকরণের কল্পনায় আমাকে পরিত্যাগ করিও না।

২ উপায়। আরো ভালরূপে বিবেচনা কর, ঈশ্বর যেরূপ দয়ালু, তদ্রূপ ন্যায়বান্ও বটেন। ধর্ম্মপুস্তকে লেখে, পরমেশ্বর অতিশয় করুণাময়, কিন্তু সেই ধর্ম্মপুস্তকে আরো লেখে, যে তিনি অতিশয় ন্যায়বান্; তাহার সাক্ষি দেখ, তিনি স্বর্গহইতে দূতগণকে বহিষ্কৃত করিলেন, এবং বিচার দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অন্ধকাররূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন; ২ পি ২। ৪, ৫, ৬। আদমকে সুখোদ্যান-হইতে ভ্রষ্ট করিলেন; আর পুরাতন পৃথিবীকে জলে ডুবাইয়া দিলেন; সিদোমের উপর আকাশহইতে অগ্নিবৃষ্টি করিলেন। আরো দেখ, এখন জগতে কত ক্ষতি ও মনোদুঃখ ও পীড়া প্রভৃতি আছে, এবং পরকালে নরক আছে। অধিকন্তু বিবেচনা কর, ঈশ্বর আপন ন্যায় বিচার প্রকাশার্থে যে চিরক্রোধ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বিচারদিনে দেখাইবেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিবেচনা করিয়া দেখ, ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র যখন নিজ লোকের পাপরূপ ভার সহ্য করত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হে আমার ঈশ্বর! হে আমার ঈশ্বর! তুমি কেন আমাকে ত্যাগ করিলা?" ম ২৭। ৪৬ তখন ঈশ্বর খ্রীষ্টের উপর আপন তাবৎ ক্রোধাগ্নি ঢালিলেন।

৩ উপায়। গম্ভীর ভাবে বুঝ, যে ঈশ্বরের দয়ার বিপরীত যে পাপ, তাহার জন্যে মনুষ্যদের মস্তক ও অন্তঃকরণের উপর অতিশয় শাস্তি বর্ত্তিবে। প্রথমে দয়া, কিন্তু শেষে ন্যায় বিচার; দায়ূদ পরমেশ্বরের গুণানুবাদ করত কহেন, "আমি অনুগ্রহের ও দণ্ডা-

ত্তার বিষয়ে গান করিব।" ১১০ গীত ১। দয়া তুচ্ছীকৃত হইলে ন্যায় বিচার সিংহাসনোপবিষ্ট হন। বিদ্রোহিদের কাছে শাস্তিজন্য সৈন্য পাঠাইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ তাহাদিগের নিকটে আপন ক্ষমা প্রচার করেন, ঈশ্বর এমন এক রাজার ন্যায় হইয়াছেন; তিনি প্রথমে দয়ারূপ শুভ্রবর্ণ পতাকা তুলিয়া দেন, ইহাতে যদি মনুষ্য ফিরে ভালই, তবে সে চিরকালের মত সুখী হয়; নচেৎ তিনি ন্যায় বিচার রূপ রক্তবর্ণ পতাকা তুলিয়া দেন। যদি লোকেরা দয়া অগ্রাহ্য ও তুচ্ছ করে, তবে তাহাদিগকে ন্যায় বিচারদ্বারা দণ্ডভোগ করিতে হইবে।*

ইস্রায়েলীয়দের বিষয়ে ইহার উদাহরণ আছে। যখন তাহারা অল্পে লোক ছিল, তথন পরমেশ্বর তাহাদিগকে প্রেম করিয়া মনোনীত করিলেন। তিনি অলৌকিক ভাবে তাহাদিগকে বহুগুণ করিলেন, তাহাতে ৭০ প্রাণিহইতে অল্প বৎসরের মধ্যে ছয় লক্ষ লোক হইয়া উঠিল। তাহারা যত উপদ্রব ও অত্যাচার প্রাপ্ত হইত, ততই তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল; যাদৃশ অগ্নিতে যত খোঁচা দেও, ততই জ্বলিয়া উঠে, তেমনি তাহাদেরও হইত। যেরূপ আয়ুবের দূতগণ এক জনের পর আর এক জন অবিলম্বে তাহাদের কর্ত্তার নিকট আসিয়াছিল, সেইরূপ ইস্রায়েলদের মঙ্গল আগমন করিল, এবং ঈশ্বর, "তাহাদের চট দূর করিয়া আনন্দরূপ বস্ত্রে কটিবন্ধন করিলেন; এবং ত্রাণের গীতদ্বারা তাহাদিগকে বেষ্টন করিলেন; তিনি উৎক্রোশ পক্ষির পক্ষদ্বারা তাহাদিগকে বহিয়া লইয়া গিয়া নিজ চক্ষের তারার ন্যায় রক্ষা করিলেন," ইত্যাদি। কিন্তু তাহারা ঈশ্বরদত্ত আশীর্ব্বাদ পাইয়াও বড় মন্দ

* পরমেশ্বর ক্রোধেতে ধীর, তাঁহার ধীরতার পরিমানানুসারে তাঁহার দণ্ড আধিক্য হয়। যদি লোকেরা ঈশ্বরের দয়াকে পাপেচ্ছা সাধক করে, তবে সালবিয়ান যেমন করিয়াছেন, ঈশ্বর বরং সুখময় স্বর্গহইতে নরক যন্ত্রণা বর্ষাইবেন, তথাচ এমন পাপিদিগকে দণ্ডরহিত থাকিতে দিবেন না।

ব্যবহার করিত, অতএব তাঁহার অতিশয় ক্রোধের পাত্র হইল; তাহাতে যেমন তাহাদের প্রতি দত্ত আশীর্বাদের সংখ্যা কেহ গণনা করিতে পারে না, তেমনি পাপজন্য তাহাদের দুঃখের সংখ্যাও অগণ্য হইয়া উঠিল। কেননা যিরূশালম বিষয়ে জগত্রাতা যেমত ভাবি কথা কহিয়াছিলেন, যে "তাহার এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপর থাকিবে না," তদ্রূপ তাঁহার স্বর্গারোহণের ৪০ বৎসর পরে ঘটিয়াছিল। ইউসীবিয়স ও যোসীফস ইতিহাস বেত্তারা কহেন, "যে ব্যাসপেসিয়ান মহারাজ এবং তাঁহার তনয় টাইটস ঐ নগরী বেষ্টন করাতে যিহূদীয়লোক বড় কঠিন দুর্ভিক্ষ হেতু এমন ক্লেশ পাইল, যে পুরাতন চর্ম্মপাদুকা ও পচা বিচালি, ও পশুদের বিষ্ঠা তাহাদের খাদ্য হইল; সাধারণ লোকদের মধ্যে এগার লক্ষ জন কতক খড়্গাঘাতদ্বারা কতক বা দুর্ভিক্ষ হেতু মরিয়া গেল; এক রাত্রের মধ্যে দুই সহস্র ব্যক্তির নাড়ীভূঁড়ি রোমীয় সেনাগণ কর্ত্তৃক বাহির করা গেল; মন্দিরের এক বারাণ্ডাতে ছয় সহস্র লোক দগ্ধ করা গেল, সমুদয় নগর লুটপাট ও পোড়ান ও ভূমিসাৎ হইল; এবং সাতানব্বই লক্ষ ব্যক্তি ধৃত হইয়া অতি নীচ ও দুঃখজনক কার্য্যে নিযুক্ত হইল। আর অদ্যাবধি যিহূদীয়েরা জগতের তাবৎ অঞ্চলে পৃথিবীর মলস্বরূপ হইয়া আছে।

আরও দেখ, কফরনাহূম স্বর্গ পর্য্যন্ত উন্নত হইলেও তাহাকে নরক পর্য্যন্ত অধোগামী হইতে হইল। যাহারা ঈশ্বরের বড় অনুগ্রহরূপ হস্তদ্বারা উন্নত হওত স্বর্গের অতি নিকটে আগত হয়, তাহারাই যদি অধোগমন করে তবে প্রায় নরকে পতিত হয়।* হে অমনোযোগি মনুষ্যগণ! হে ঈশ্বরানুগ্রহের অনুপযুক্ত ব্যবহারি লোক

* মনুষ্যেরা উত্তম হইতে পারিলেও যদি না হয়, তবে তাহাদের দোষ অধিক; এবং স্বর্গসুখ গ্রহণ করিতে উপদিষ্ট হইলেও যদি অসম্মত হয়, তবে অতি গভীর নরকে তাহারা মগ্ন হইবে। ঈশ্বর যেমন বড় অনুগ্রহ করিয়াছেন, তেমনি বড় নিগ্রহ করিবেন; পাপী যত উপকার প্রাপ্ত হয় ততই তাহার দোষের বৃদ্ধি হয়।

সকল! তোমরা বুঝ, ঈশ্বর ইহকালে আপন দয়ার অবজ্ঞাকারি ও অনুপযুক্ত ব্যবহারকারি লোকদিগকে মানসিক দণ্ড, অর্থাৎ মনের অন্ধতা, ও অন্তঃকরণের কাঠিন্য, এবং অচৈতন্য বিবেক প্রদান করেন; শারীরিক দণ্ডহইতে এসকল অধিক অমঙ্গলজনক। যদিও শারীরিক দণ্ড না পাও, তথাচ এই পারমার্থিক দণ্ড এড়াইতে পারিবা না। প্রেরিত কহেন, "এমন মহা পরিত্রাণ অবজ্ঞা করিলে আমরা কী প্রকারে বাঁচিব?" ইব্র ২। ৪। তবে যৎকালীন শয়তান ঈশ্বরের দয়া উল্লেখ করিয়া তোমার মনকে দুষ্ক্রিয়াতে রত করিতে চেষ্টা পাইবে, তখন তুমি তাহাকে কহিও; দয়ার বিপরীত দুষ্ক্রিয়ার জন্যে জগতে মহাদুর্গতি ঘটিবে, অতএব আমি কোন প্রকারেই দয়ার বিরুদ্ধে পাপ করিব না।

৪ উপায়। বিবেচনা কর, সকল সৃষ্টবস্তুর প্রতি ঈশ্বরের সাধারণ দয়া থাকিলেও কেবল যে লোকেরা ঐশ্বরিক প্রসাদদ্বারা তাহার যোগ্যপাত্র হইয়াছে, তাহাদের প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মপুস্তকে লেখে, "পরমেশ্বর তাহার সম্মুখ দিয়া গমন করিয়া এই প্রচার করিলেন;" পরমেশ্বর, প্রভু পরমেশ্বর কৃপাবান্ ও অনুগ্রাহক ও চিরসহিষ্ণু এবং দয়াতে ও সত্যতাতে পরিপূর্ণ; এবং সহস্র ২ পুরুষের প্রতি দয়াকারী, এবং অধর্ম্মের ও আজ্ঞা লঙ্ঘনের ও পাপের ক্ষমাকারী, কিন্তু তাহার দণ্ডদাতা, ও তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত পুত্র ও পৌত্রদের প্রতি পিতৃপুরুষের পাপের ফলদাতা।" যা ৩৪। ৬, ৭। "যাহারা আমাতে প্রেম করে, ও আমার আজ্ঞা পালন করে, তাহাদের সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত দয়াকারী।" যা ২০। ৬। "যাহারা পরমেশ্বরের নিয়ম ও প্রমাণবাক্য প্রতিপালন করে, তাহাদের জন্যে তাঁহার তাবৎ পথ অনুগ্রহের ও সত্যতার পথ।" ২৫ গীত ১০। "দুষ্টলোকের অনেক ক্লেশ ঘটিবে, কিন্তু যে জন পরমেশ্বরেতে প্রত্যাশা করে, সে তাঁহার অনুগ্রহেতে বেষ্টিত হইবে।" ৩২ গীত ১০। "দেখ, যাহারা পরমেশ্বরকে ভয় করে ও তাঁহার অনুগ্রহের অপেক্ষাতে থাকে, তাহা-

দের প্রাণকে মৃত্যুহইতে রক্ষা করিতে ও দুর্ভিক্ষ সময়ে তাহাদিগকে জীবৎ রাখিতে তাঁহার চক্ষু তাহাদের প্রতি উন্মীলিত আছে।" ৩৩ গীত ১৮। "পৃথিবী অপেক্ষা আকাশমণ্ডল যেমন উচ্চ; তদ্রূপ তাঁহার ভয়কারিদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বড়। কিন্তু আপন ভয়কারিদের প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ আদ্যোপান্ত আছে।" ১০ গীত ১১, ১৭। 'ঈশ্বর দয়াতে পূর্ণ আছেন,' ইহা কহিয়া যখন শয়তান তোমার আত্মাকে পাপে আকর্ষণ করে; তখন তুমি তাহাকে উত্তর দেও; যদিও ঈশ্বরের হস্তকৃত তাবৎ প্রাণির প্রতি তাঁহার সাধারণ দয়া আছে, তথাপি তাঁহার প্রসাদাৎ যোগ্যকৃত যে লোক, প্রেমপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, ও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস রাখে, ও ত্রাণাশাদ্বারা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ভয় করে, এমন লোক ব্যতীত তাঁহার বিশেষ দয়া আর কাহারও প্রতি নাই; অতএব এমন লোক আমাকে অবশ্য হইতে হইবে, নচেৎ পরকালে কদাপি সুখী হইতে পারিব না। ফলতঃ আমাকে ঈশ্বরের বিশেষ দয়ার অংশী হইতে হইবে, নতুবা তাঁহার সাধারণ দয়া পাইয়াও চিরস্থায়ি যন্ত্রণায় আমার সর্ব্বনাশ হইবে।

৫ উপায়। আরো বিবেচনা কর, পূর্ব্বকালীন সাধুগণ যাহারা এক্ষণে স্বর্গেতে জয়োল্লাস করিতেছেন, তাঁহারা পৃথিবীতে থাকিয়া ঈশ্বরের দয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করত আপনাদিগকে পাপহইতে রক্ষা করিতেন; তদ্দ্বারা তাঁহারা পাপে সাহস পাইতেন না; বরঞ্চ ঈশ্বরের দয়া পাপহইতে তাঁহাদের আত্মার আবরক ঢালস্বরূপ হইত। "তোমার অনুগ্রহ আমার নয়ন গোচর থাকাতে আমি তোমার সৎপথে গমন করি; এবং প্রবঞ্চক লোকের সহবাস ও কপটি লোকের সহিত গমনাগমন করি না। এবং দুষ্ট লোকদের সভাকে ঘৃণা করি, ও পাপিদের সহিত বসতি করি না।" ২৬ গীত ৩—৫। এই রূপেও যূষফ দয়াকে স্মরিয়া পাপ বিরুদ্ধে আপনাকে সবল করিতেন; তিনি কহেন, "কী রূপে এত বড় দুষ্টতা করিয়া ঈশ্বরের গোচরে পাপ করিতে পারি?" আ ৩৯। ৯।

তিনি দয়ার উপর স্থির দৃষ্টি রাখিলেন, তাহাতে পাপ তাঁহার মনে প্রবেশিতে পারিল না; তাঁহার আত্মা দয়াতে মগ্ন হইয়া আপন কর্ত্রীর নির্লজ্জ ব্যবহারে বিচলিত হইত না। শয়তান বার ২ মনোরূপ দ্বারে আঘাত করিল, কিন্তু যূষফ দয়াকে দর্শন করিয়া উত্তর দিতে, অথবা দ্বার খুলিতে পারিলেন না। আর পৌল কহেন, "অনুগ্রহের বাহুল্য যেন হয় এই নিমিত্তে কি পাপেতে থাকিব? তাহা দূরে থাকুক। পাপের সম্বন্ধে মরিয়াছি যে আমরা, আমরা কী প্রকারে পুনরায় পাপজীবী হইব?" রো ৬। ১, ২। ঈশ্বর দয়াময় ও প্রেমময়, অতএব আইস আমরা পাপ করি, লম্পট হই, ভয় কী? যে ব্যক্তি এমন কহে, সে ধার্ম্মিক পুণ্যবানের সদৃশ নয়, কিন্তু শয়তানের সদৃশ, কেননা পাপাত্মার তর্ক ঐরূপ জানিবা। যেমন সমুদ্র কখন প্রজ্বলিত হয় না, এবং অগ্নি কখন শীতল হয় না, তেমনই প্রসাদপ্রাপ্ত আত্মা ঈশ্বরানুগ্রহ হেতু পাপে রত হইতে পারে না। পৌল প্রেরিত সেইরূপ কহেন, "হে ভ্রাতৃগণ, আমি ঈশ্বরের বহুবিধ কৃপা প্রযুক্ত বিনতি পূর্ব্বক তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা আপন ২ শরীরকে সজীব ও পবিত্র ও তুষ্টি কর বলিরূপে ঈশ্বর উদ্দেশে উৎসর্গ কর, এই তোমাদের উপযুক্ত উপাসনা।" রো ১২। ১। সাধু যোহনও তদ্রূপ কহেন, "তোমরা যেন পাপ না কর, এই জন্যে তোমাদিগকে এই সকল লিখিতেছি।" ১ পত্র ২। ১। তিনি কী বিষয় লিখিয়াছেন? তিনি লিখিয়াছেন, "পিতার ও তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিত আমাদের সহভাগিতা হয়। এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত তাবৎ পাপহইতে আমাদিগকে পরিষ্কৃত করে। যদি আপনাদের পাপ স্বীকার করি, তবে তিনি বিশ্বাস্য ও ন্যায়বান্ এই জন্যে আমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন। এবং পিতার নিকটে আমাদের এক শান্তিকর্ত্তা আছেন, তিনি ধার্ম্মিক যীশু খ্রীষ্ট।" প্রেরিত এসকল ঐশ্বরিক অনুগ্রহ ও দয়াকে পাপহইতে রক্ষা করিবার সদুপায় দেখাইতেছেন, অতএব তদ্দারা যদি কোন মনু-

ষ্টের মন রক্ষিত না হয়, তবে সে মনুষ্য খ্রীষ্টহীন ও অনুগ্রহ বর্জ্জিত এবং চিরকালের নিমিত্তে নষ্ট হইবে।

৬ অধ্যায়।

পাপে নরাত্মাকে আকর্ষণকারি শয়তানের ষষ্ঠ কৌশল এই।

পরামনন কঠিন কর্ম্ম নয়, অতএব পাপ করণে তোমার এত ভয় কেন? শয়তান নরাত্মাকে এরূপ প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে। সে কহে, ভাল, যদি পাপ কর, তবে তাহাতে ভাবনা কী? পাপ করিলে ঈশ্বরের কাছে যাইয়া দোষ স্বীকার কর, ও দুঃখিত হও, ক্ষমা যাচ্ঞা কর, হে প্রভো আমাকে দয়া কর! ইহা উচ্চৈঃস্বরে কহ; এ সকল বড় কঠিন কর্ম্ম নহে, এই মাত্র করিলে ঈশ্বর তোমার দায় কাটিয়া দিবেন, ও তোমার পাপ ক্ষমা করিয়া তোমার আত্মাকে রক্ষা করিবেন। এই ছলদ্বারা শয়তান কোটি ২ লোককে পাপে রত করে, এবং পাপের ক্রীতদাস করিয়া ফেলে।

তাহার এই ছল নিবারক উপায় পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

১ উপায়। পরামনন করা অতি কঠিন, এবং আমাদের ক্ষমতাতিরিক্ত কার্য্য বটে, ইহা গম্ভীর ভাবে বিবেচনা কর। যে শক্তিদ্বারা খ্রীষ্ট কবরহইতে উঠিলেন, এবং যদ্দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইল, তাহাহইতে ক্ষুদ্রতর শক্তি পাপির অন্তঃকরণকে নম্র করিতে বা ফিরাইতে কখন সক্ষম নহে। তুমি যদি বজ্রকে দ্রব করিতে পার, তবে আপনার অন্তঃকরণকেও নম্র করিতে পারিবা; যদি প্রস্তরকে মাংস করিতে পার, তবে নিজ অন্তঃকরণকেও পরিবর্ত্ত করত তাহাকে ঈশ্বরানুরাগি করিতে পারিবা; যদি মৃতকে উঠাইতে এবং ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতে পার, তবে ঈশ্বরানুগ্রহ বিনা

পরামননও করিতে পারিবা। কেহ স্বভাবতঃ পরামনন করিতে পারে না। "কূশীয়লোক কি আপনার বর্ণ প্রকারান্তর করিতে পারে? ও ব্যাঘ্র কি আপন চিত্র বিচিত্র প্রকারান্তর করিতে পারে? তাহা হইলে দুষ্কর্ম্মে শিক্ষিত যে তোমরা, তোমরাও সৎকর্ম্ম করিতে পার।" যিরি ১৩। ২৩। পরামননরূপ দান ঊর্দ্ধহইতে আইসে। মনুষ্য যেমন মুখমধ্যস্থিত জিহ্বার সহিত জন্মে, তেমনি অন্তঃকরণ মধ্যে পরামনন লইয়া কেহ জন্ম গ্রহণ করে না, অর্থাৎ তাহা স্বভাবতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

"ঈশ্বর ইস্রায়েল লোকদিগকে মনঃপরিবর্ত্তন ও পাপক্ষমা দান করণার্থে তাঁহাকেই অধিপতি ও ত্রাণকর্ত্তা করিয়া আপন দক্ষিণ পার্শ্বে উচ্চ পদান্বিত করিয়াছেন।" প্রে ৫। ৩১। "যদি ঈশ্বর সত্য মতের জ্ঞানার্থে তাহাদিগকে মনঃপরিবর্ত্তন রূপ বর দেন, তবে শয়তানের ইচ্ছানুসারে তাহার জালে জড়িত সেই লোকেরা চেতনা পাইয়া তাহার ফাঁদহইতে উদ্ধার পাইতে পারে।" ২ তী ২। ২৫। আপন স্বেচ্ছামতে পরামনন করা কোন ব্যক্তির সাধ্য নাই। "হে প্রভো আমার প্রতি দয়া কর," এ কএকটি কথা আমাদিগকে স্বর্গে পৌছাইতে পারে, অজ্ঞান ভ্রান্ত লোকেরা এমন মনে করে; কিন্তু যেমন অনেকে কৃত্রিম মণি ক্রয়দ্বারা ধন নষ্ট করিয়া দরিদ্র হয়, তেমনি পরামনন বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া অনেকে নরকে গমন করে। তাহারা পরামননের ছায়া মাত্রের উপর নির্ভর করে; এই জন্যে এক ব্যক্তি কহিয়াছেন, "পাপাপেক্ষা মিথ্যা পরামননদ্বারা অনেকের সর্ব্বনাশ অর্থাৎ নরক প্রাপ্তি হয়।"

২ উপায়। পুনশ্চ, সত্য পরামনন কী, তাহা বিবেচনা কর। ঐহিক লোকেরা যেমন মনে করে তাহা তেমন নহে।

পরামনন শব্দের দুই অর্থ আছে। প্রথম অর্থ, ঈশ্বরের গ্রাহ্য পাপজন্য খেদ জানায়। দ্বিতীয় অর্থ কুকর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া জানায়। অপর পরামননে ৩ বিষয় আছে;* বিশেষতঃ, প্রথম পরামননের কার্য্য কী? দ্বিতীয়, পরা-

মননে কী বস্তু প্রাপ্ত হয়? তৃতীয়তঃ পরামননে কী ত্যাগ ও কোথায় গমন করিতে হয়?

প্রথমতঃ; পরামননের কার্য্য কী? না মনঃপরিবর্ত্ত হওন। এই কার্য্য ধর্ম্মগ্রন্থে 'ফিরাণ' শব্দদ্বারা বার২ প্রকাশ পায়। যথা ইফ্রয়িম্ বলে, "তুমি আমাকে ফিরাও তাহাতে আমি ফিরিব।" পুনশ্চ "ফিরাণ গেলে আমি পরামনন করিলাম।" যিরি ৩১। ১৮, ১৯। পরামনন শব্দে অন্ধকারহইতে দিপ্তীর প্রতি ফিরণ বুঝায়।

দ্বিতীয়তঃ; পরামননে কী বস্তু প্রাপ্ত হয়? না সম্পূর্ণরূপে নূতন মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়; পাপির পরিবর্ত্তন হইলে তাহার অন্তঃকরণ ও ব্যবহার এবং কথোপকথনের পরিবর্ত্তন হইবে। "তোমরা আপনাদিগকে ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত হও;" ইহাতে পাপি ব্যক্তির পরিবর্ত্ত হওন স্পষ্ট হইতেছে। "ও আমার গোচর-হইতে পাপ কর্ম্ম দূর করিয়া অসৎকর্ম্ম ত্যাগ কর, ও সৎকর্ম্ম শিক্ষা কর," এই তাহার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন দেখ। যিশ ১। ১৬, ১৭। আর "আপনাদের জন্যে নূতন অন্তঃকরণ ও নূতন আত্মা প্রস্তুত কর," এই অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তন জানিবা। যিহি ১৮। ৩১।

তৃতীয়তঃ; পরামননে কী পরিত্যাগ আর কোথায় গমন করিতে হয়? না, মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে পাপ পরিত্যাগ করত ঈশ্বরের কাছে গমন করে। অন্তঃকরণ পাপের অবস্থা ও শক্তিহইতে, এবং আচার পাপ ক্রিয়াহইতে পরিবর্ত্ত হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি পরিবর্ত্ত হয়। আর অন্তঃকরণ তাঁহার শক্তির অধীনে প্রসাদযুক্ত হয়, এবং আচার ব্যবহার তাঁহার ব্যবস্থার অধীনে তাবৎ নূতন সৎকর্ম্মে রত থাকে। যথা, প্রেরিত পৌল কহেন, "তাহাদের জ্ঞানচক্ষু প্রসন্ন করিতে এবং অন্ধকার-হইতে দিপ্তীর প্রতি ও শয়তানের অধিকারহইতে ঈশ্বরের প্রতি মতি ফিরাইতে ইত্যাদি।" যিশায়িয়ও তদ্রূপ কহেন, "পাপি-

লোক আপন আচরণ ও অধার্ম্মিকলোক আপন মনের সংকল্প ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ফিরুক।"* যথার্থ পরামনন এইরূপ।

এক্ষণে কহ দেখি, শয়তানের কথানুযায়ি পরামনন কি সহজ বিষয়? আমি নিবেদন করি, যাহা লিখিয়াছি তাহা ভালরূপে বিচার কর। দেখ, পরামনন করিতে গেলে অত্যন্ত মনোরম পাপহইতেও ফিরিতে হইবে। দেবতার সহিত আমার কী সম্পর্ক, ইফ্রয়িমকে এমত কথা কহিতে হইবে। পরামনন শব্দ সকল পাপহইতে ঈশ্বরের প্রতি ফিরণ বুঝায়: যিহি ১৮। ৩০, ৩১ পদ। "প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েলের বংশ, আমি তোমাদের প্রত্যেকের পথানুসারে তোমাদের বিচার করিব; তোমরা মন ফিরাও ও আপনাদের তাবৎ কুকর্ম্মহইতে ফির, তাহাতে অধর্ম্ম তোমাদিগকে পতিত করিবে না। তোমরা স্বকৃত কুকর্ম্ম আপনাদের হইতে দূর করিয়া আপনাদের জন্যে নূতন অন্তঃকরণ ও নূতন আত্মা প্রস্তুত কর; কেননা হে ইস্রায়েল বংশ! তোমরা কেন মরিবা?" হেরোদ অনেক পাপ ছাড়িয়াছিল, কিন্তু হেরোদিয়াকে ছাড়িল না, তাহাতে তাহার সর্ব্বনাশ হইল। যিহূদা তাবৎ দুষ্ট দুষ্ক্রিয়া ত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু লোভ ত্যাগ করিতে চাহিল না, অতএব নরকস্থ অত্যন্ত উত্তপ্ত স্থানে নিঃক্ষিপ্ত হইল। যে সর্ব্ব পাপহইতে ফিরে না, সে কোনই পাপহইতে প্রকৃতরূপে ফিরে না; যেহেতু প্রত্যেক পাপ ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপরীত কার্য্য, আর তাহাতে তাঁহার সম্ভ্রম ও গৌরবের হানি জন্মে, আর খ্রীষ্টের অন্তঃকরণে দুঃখ দেওয়া যায়, আর ধর্ম্মাত্মার আহ্লাদের হানি হয়, আর মনুষ্য আপন বিবেকের শান্তির বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। অতএব সত্যরূপে পরামননকারি আত্মা অবশ্য তাবৎ পাপকে ঘৃণা ও তাহার সহিত যুদ্ধ করত পরাজয় করণার্থ ক্রুশে হত খ্রীষ্টহইতে বল

---

* লূথর কহেন, সত্য পরামননে মন ও ব্যবহার সম্যক্ প্রকারে পরিবর্ত্ত হয়।

পাইবার জন্যে যত্ন ও চেষ্টা করিবে। আবশ্যক হইলে সত্য পরা-মননকারি ব্যক্তি স্বপিতা মাতাকে ত্যাগ করিতে চিন্তিত নহে, বরঞ্চ প্রয়োজন হইলে দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটন বা দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিতে প্রস্তুত হয়। শৌল রাজা এক অগাগকে রক্ষা করাতে নিজ প্রাণ ও রাজ্য হারাইলেন।

অধিকন্তু পরামনন সর্ব্বপাপহইতে ফিরণ বুঝায় তাহা কেবল নহে, কিন্তু সর্ব্বধর্ম্মে আইসনও বুঝায়। ফলতঃ সর্ব্বধর্ম্মেতে অনু-রাগ করত তাহা শিরোধার্য্য ও তাহার অনুগমন করিতে হইবে। "দুষ্ট মনুষ্য যদি স্বকৃত তাবৎ পাপকর্ম্মহইতে পরাবৃত্ত হয়, ও আমার বিধিমতে আচরণ করে, এবং ন্যায্য ও যথার্থ কর্ম্ম করে, তবে সে অবশ্য বাঁচিবে, কখনো মরিবে না।" যিহি ১৮। ২১ পদ। দুষ্টাচরণের অভাবকে যথার্থ ধর্ম্ম ও পুণ্যাচরণ কহি না। দায়ূদ ঈশ্বরের তাবৎ ইচ্ছা পূর্ণ করিতেন, ও তাঁহার সকল আজ্ঞা পালন করিতেন; ও সিখরিয় এবং এলীশেবাও তদ্রূপ করিতেন। অমুক বৃক্ষে মন্দ ফল ধরে না, ইহাই যথেষ্ট নহে, বরং উত্তম ফল ফলা উচিত, নতুবা সে ছিন্ন হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। সেইরূপ তোমরা যদি দুষ্টাচারী না হও, তাহাতেই যথেষ্ট নয়, বরং তদ্ভিন্ন দয়া ও প্রেম পূর্ব্বক সদাচারী হইতে হইবে, নচেৎ তোমাদের দণ্ড হইবে। ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে তোমরা চিরকালের মত ছিন্ন হইবা, কেননা "যে বৃক্ষেতে উত্তম ফল ধরে না, সে ছিন্ন হইয়া অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত হইবে।"

আরো পরামননে পাপের পাপিষ্ঠতার বোধ হয়; পাপ সচ্চি-দানন্দ ঈশ্বরের বিপরীত; ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ, পাপ তিমিরস্বরূপ; ঈশ্বর জীবনস্বরূপ, পাপ মৃত্যুস্বরূপ; ঈশ্বর স্বর্গস্বরূপ, পাপ নরক-স্বরূপ; ঈশ্বর সৌন্দর্য্যস্বরূপ, পাপ কদাকারস্বরূপ।

অধিকন্তু পরামননে পাপের অনিষ্টতার জ্ঞানও হয়। দেখ, তজ্জন্য স্বর্গহইতে দূতগণ ও এদেন নামক সুখময় স্থানহইতে আদম দূরীকৃত হইলেন। পাপ নরককে নির্ম্মাণ করিল; এবং পাপ হেতু

এই জগতে সকল প্রকার দুঃখ ক্লেশ ইত্যাদি জন্মিয়াছে; পাপ নিমিত্ত মনুষ্য শারীরিক ও পারমার্থিক ও অনন্ত ক্রোধের বশ- তাপন্ন, এবং ঈশ্বর, ও খ্রীষ্ট, ও ভরসা, ও স্বর্গবিহীন হইয়া আছে।

পুনশ্চ, সত্য পরামননে পাপজন্য খেদ এবং অন্তঃকরণের অনুতাপ হয়। পাপ করাতে প্রেমকারি পিতাস্বরূপ ঈশ্বর বিরক্ত হইতেছেন, ও ধন্য ত্রাতা খ্রীষ্ট পুনর্ব্বার ক্রুশে হত হইতেছেন, আর সান্ত্বনাকারি পবিত্র আত্মা শোক ও দুঃখ পাইতেছেন, এতাবৎ প্রযুক্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ও কোঁকানিদ্বারা অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইতে হয়। সত্য পরামনন এরূপ জানিবা।

আরো সত্য পরামননে কেবল পাপকে ঘৃণা করা যায়, তাহা নয়, পাপিদিগকে আপনাদেরও ঘৃণা করিতে হইবে। যথা, আমরা কেবল বিষকে ঘৃণা করি তাহা নয়, কিন্তু যাহাতে বিষের গন্ধ আছে, এমন পাত্রকেও ঘৃণা করিয়া থাকি। তেমনি সত্য অনুতাপী কেবল আপন পাপকে নয়, কিন্তু যাহাতে পাপের গন্ধ আছে, এমন আপনাকেও পর্য্যন্ত ঘৃণা করে। যিহিষ্কেল তদনুযায়ি কহেন, " তোমরা যে ক্রিয়া ও আচরণদ্বারা অশুচি হইতেছ, তাহা সেখানে স্মরণ করিয়া আপনাদের কৃত কুক্রিয়া প্রযুক্ত আপনাদিগকে ঘৃণা করিবা।" ২০ অ। ৪৩ পদ। সত্য অনুতাপ কেবল তোমাদের পাপকে ঘৃণা করাইবে তাহা নয়, বরং তোমাদের আপনাদিগকেও ঘৃণা করাইবে।

অধিকন্তু সত্য অনুতাপ মনুষ্যকে নিজ পাপ বিষয়ে লজ্জিত করে। প্রেরিত পৌল কহেন " যে সকল কর্ম্ম তোমরা (এখন) লজ্জার বিষয় বোধ করিতেছ, পূর্ব্বে তাহাতে তোমাদের কী লাভ ছিল?" যিহিষ্কেলও তেমনি কহেন; " প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমার কৃত ক্রিয়া সকল যখন মার্জনা করিব, তখন তুমি যেন স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হও, ও লজ্জা প্রযুক্ত আর এক কথাও না কহ, এই জন্যে আমি তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিব, তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর তাহা তুমি জানিবা।" আমার পাপ মার্জনা

হইয়াছে, ঐশ্বরিক ক্রোধের শান্তি হইয়াছে, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সন্তুষ্ট হইয়াছে, সত্য অনুতাপী ইহা বুঝিয়া আপন বিষয়ে লজ্জিত হয়। তাহা কেবল নয়, প্রকৃত অনুতাপেতে মনুষ্য পাপময় আত্মাভিলাষের বিরুদ্ধাচার ও পাপের প্রতি পবিত্র হিংসা করিতে পারে; তাহার দৃষ্টান্ত পৌল ও কারারক্ষক ও মগদলীনী মরিয়ম্ ও মিনশির ব্যবহারে দেখিতে পার। এবিষয় প্রেরিত ২ ক ৭। ১০, ১১ পদে ব্যক্ত করিতেছেন, "ঈশ্বরীয় যে খেদ তাহা পরিত্রাণজনক নিরনুতাপ মনঃপরিবর্ত্তন জন্মায়; কিন্তু সাংসারিক যে খেদ তাহা মৃত্যুকে জন্মায়। আর দেখ, তোমাদের সেই ঈশ্বরীয় খেদ কী না সাধন করিয়াছ? যত্ন ও দোষ প্রক্ষালন ও অসন্তোষ ও ভয় ও অনুরাগ ও আশক্তি ও প্রতিকার, এই সকল প্রমাণদ্বারা তোমরা আপনাদিগকে ঐ দুষ্ক্রিয়াতে অকলঙ্কিত দেখাইয়াছ।"

আমার শেষ কথা এই, এক জন ধার্ম্মিক লোক কহেন, "পরামনন পুরাতন আদমের তাবৎ বস্ত্র আমাদের গাত্রহইতে খুলিয়া ফেলিয়া দেয়।" এক্ষণে হে মহাশয়েরা নিবেদন করি, আমার এ তাবৎ কথা বিবেচনা করিয়া কহ দেখি, যেমন শয়তান তোমাদের বিশ্বাস ঘয়াইতে চাহে, পরামনন কি তেমন সহজ বিষয়?

৩ উপায়। গম্ভীর ভাবে বিবেচনা কর, পরামনন নিত্য এবং অবিশ্রান্ত ক্রিয়া, তাহাতে মনুষ্যের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা মৃত্যু পর্য্যন্ত ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করিতে রত হয়। সত্য অনুতাপী বিশ্বাসে এবং পরমার্থ বলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, কখন স্থগিত হয় না, ও ধর্ম্মপথহইতে ফিরিয়া যায় না।

পরামনন ধর্ম্মাত্মার দত্ত এক গুণ, ও অন্যান্য গুণ সদৃশ প্রতিদিন কর্ম্মণ্য হয়, আর সে নিত্য উনুইর তুল্য হওয়াতে তাহাহইতে ঈশ্বরের গ্রাহ্য খেদরূপ জল সর্ব্বদা বহে। সত্য অনুতাপী নিজ পূর্ব্ব অসার দুর্ভক্তির প্রতি বার২ অবলোকন করে; দায়ূদ কহেন, "আমার পাপ সর্ব্বদা আমার সম্মুখে আছে।" তদ্রূপ প্রেরিত কহেন, "আমি ঈশ্বর নিন্দক ও তাড়নাকারি ও অনিষ্টকারি

মুক্তি ছিলাম।" পরামনন কেবল এক বারের কার্য্য নয়, কিন্তু চিরস্থায়ি কর্ম্ম; তাহার পরিবর্ত্ত হয় না, তাহাতে পুনর্ব্বার নির্ব্বু-দ্ধিতা বা পাপেতে ফিরণ হয় না। সত্য পরামননকারী যেমন একবারমাত্র বিশ্বাস বা প্রেম করিয়া সন্তুষ্ট হয় না, তদ্রূপ সে একবারমাত্র পরামনন করিয়া সন্তুষ্ট নহে, অর্থাৎ বার বার পরামনন করে।

৪ উপায়। গম্ভীর ভাবে বিবেচনা কর, শয়তান যে পরা-মননকে সহজ কহে, তাহা যদি সত্য হইত, তবে এত লোক পরামনন না করাতে নিজ ২ বিবেকদ্বারা অনুযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের মহাক্রোধ ও অনন্ত সর্বনাশ প্রাপণের ভয়ানক প্রবোধ পাইয়া ঘোর বিলাপ ও ক্রন্দন করিত না। পরামনন অনায়াসে হইলে নিঃসন্দেহে লক্ষ ২ লোক তাহার অভাব প্রযুক্ত নরকগামী হইত না। পৃথিবী যদি স্বর্ণের ঢিবা হইত, এবং আমাদের হস্তগত থাকিত, তবে যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে পরামনন প্রাপ্ত্যর্থে তাহা দান করিতাম, দুষ্ট লোকেরা পাপহেতু মনে ভয় পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কি এমন কথা কহে না? আহা! যদি দুষ্টলোকেরা মনে ২ চেতন পাইয়া এমন দানাদান আপনাদের পক্ষে বড় সুখের ব্যাপার বোধ করে, তবে কি পরামনন বড় সহজ কর্ম্ম কহিবা? না, এমন হইতে পারে না। অতএব পরামনন সহজ ক্রিয়া, শয়তানের এই ছলে প্রবঞ্চিত হইয়া ঈশ্বর, খ্রীষ্ট, স্বর্গ, এবং আপন আত্মা এতাবৎহইতে চির-বিহীন হইবার সম্ভাবনা স্বীকার করিও না। পরামনন যদি সহজ কর্ম্ম হয়, তবে যাহারা ধর্ম্মপুস্তকের অতিশয় মনোরম ও দৃঢ় প্রবোধদ্বারা দুর্বৃত্ত লোকদিগকে পরামনন করিতে শিক্ষা দেয়, তাহাদের বিরুদ্ধে ইহারা কী নিমিত্তে এত বিরক্ত হয়? তাহাদিগকে পরামনন করিতে উপদেশ দিলে তাহারা উপদেশকের দুর্নাম করে, ও আপনাদের আত্মার বড় হানি জন্মায় কেন? শয়তানের কথা-নুযায়ী যদিস্যাৎ পরামনন অতি সহজ হয়, তবে তদ্বিষয়ে উত্তম উপদেশ পাইলে দুষ্টলোকেরা কেন রাগান্বিত হইয়া থাকে?

৫ উপায়। পরামনন সহজ কর্ম্ম, ইহা কহিয়া যে পাপাত্মা তোমাকে পাপ করাইতে পরীক্ষা করিতেছে,' সে আবার তোমাকে নৈরাশ ও তোমার আত্মাকে চিরকালের জন্যে সর্ব্বনাশ করণার্থে অতি শীঘ্র কহিবে, 'ওরে! পরামনন বড়ই দুঃসাধ্য, জগতে এমন কঠিন কর্ম্ম আর নাই,' এবং এ অভিপ্রায়ে তোমার পাপকে এমন করিয়া দেখাইবে, যে তাহাহইতে পরিষ্কার হওনের তোমার আশা ভরসা কদাপি থাকিবে না।* শয়তানের পরীক্ষাতে পড়িয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া দেখিবা যে ঈশ্বর কোপান্বিত; অন্তরে দৃষ্টি করিয়া বুঝিবা যে তোমার মন আপনাকে দোষি ও দণ্ডনীয় করিতেছে; অধো দৃষ্টি করিয়া দেখিবা, যে তোমার অপরিবর্ত্ত পরামননশূন্য আত্মাকে গ্রহণ করিতে নরকের মুখ উর্দ্ঘাটিত আছে। ফলতঃ যেন তুমি পরামনন করিতে অক্ষম হও, তদর্থে শয়তান তোমাকে এমন পরীক্ষা করিবে। সে বলিবে,' বাপরে! জগতে থাকন কালে ঈশ্বর প্রসাদের তাবৎ শক্তিদ্বারা যাহার পরাজয় হয় না, তাহা কি তুমি সহজ বোধ কর? তুমি যে পাপ ক্রিয়াতে রত হইয়াছ, তাহাহইতে কি অনায়াসে ফিরিতে পারিবা? তুমি বিশেষ ২ পাপজন্য বিরক্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে স্থির করিয়াও পরিত্যাগ করিতে পারিলা না, ইহা কি তোমার স্মরণ হয় না? তবে তোমার সকল পাপ ত্যাগ করা কেমন দুঃসাধ্য হইবে? অধিকন্তু, দক্ষিণ হস্ত এবং দক্ষিণ চক্ষুস্বরূপ মনোরম তোমার যে ২ পাপ ও দুষ্টাভিলাষ আছে, সে সকলকে ছেদন ও ধ্বংস করা কেমন

---

* পীদা এক বিশেষ মহল্লোকের এই উপাখ্যান বলিয়াছেন, ইনি পীড়িত হইলে পরামনন করিতে পরামর্শ প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, আমি এখন পরামনন করিব না; কেননা যদি আরোগ্য হই, তবে আমার সহচরেরা আমার প্রতি হাস্য করিবে। কিন্তু পীড়ার বৃদ্ধি হইলে তাহার বন্ধুগণ তাঁহাকে পরামনন করিতে পরামর্শ দিলে, তিনি কহিলেন, আর সময় নাই, এখন আমি বিচারিত হইয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে উদ্যত হইয়াছি।

কঠিন? ত্রাণকর্ত্তা অপেক্ষা তুমি কি নিজ পাপকে অধিক প্রেম কর নাই? তুমি স্বর্গহইতে পৃথিবীকে কি অধিক মনোনীত কর নাই? তুমি কি প্রসাদ প্রাপ্তির উপায় সর্ব্বদা অবহেলা কর নাই? ঈশ্বর দয়া প্রকাশ করিলেও কি তাহাও তুচ্ছ কর নাই? এবং ধর্ম্মাত্মাকে কি বিরক্ত কর নাই? আঃ! তোমার দোষের কথা কী পর্য্যন্ত কহিব? তাহার শেষ নাই। কত২ কর্ত্তব্য উত্তম কর্ম্ম তুমি কর নাই, ও কতবার নিজ দুষ্ট মনের বারণ তাচ্ছল্য করিয়া কুক্রিয়া করিয়াছ? অতএব ইহা স্থির জ্ঞান কর, যে তুমি পরামনন করিতে পারিবা না, এবং করিবাও না।' শয়তান আরো কহিবে; 'তোমার পাপের সংখ্যা, গুরুত্ব, অপকৃষ্টতা ও মহা দুষ্টতা, এ তাবৎ বিচার করিয়া দেখ; তাহাতে বুঝিবা যে পাপকে রুইর ঢিবী রূপ ঠাহরাইয়াছিলা তাহা প্রকৃত পর্ব্বত স্বরূপ বটে, তবে এক্ষণে খেদ করিলে কী ফল? এখন এসৌর মত অশ্রুপাতপূর্ব্বক পরামনন ও দয়ার অন্বেষণ করিলেও বৃথা হইবে; তোমার দয়ার শেষ হইয়াছে, তোমার পাপ ধার্য্য হইয়া গিয়াছে, দয়ারূপ দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, স্বর্ণময় রাজদণ্ড অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তুমি দয়াকে তুচ্ছ করিয়াছ এক্ষণে ন্যায়বিচার মতে অবশ্য তোমার চিরনাশ হইবে।* দুর্ভাগ্য যে তুমি, তুমি পরামনন চেষ্টা করিলে অসাধ্য সাধন চেষ্টার তুল্য হয়; তুমি জাবজ্জীবন একটা পাপকে দমন করিতে পারিলা না, অতএব পুরাতন কুটুম্ব এবং বন্ধুবান্ধবের ন্যায় প্রিয় ও লাভজনক তোমার যে এতাবিক পাপ সে সকলকে তুমি বশীভূত করিবা, ইহা কখন সম্ভবে না। তুমি কি পরামনন আরম্ভ করিতে বার২ ইচ্ছা কর নাই, এবং অঙ্গীকার কর নাই, ও ব্রত কর নাই, ও স্থির প্রতিজ্ঞা কর নাই? কিন্তু এ পর্য্যন্ত তোমার পরামনন সিদ্ধ হয় নাই। তবে যে পাপরূপ স্রোতকে

---

* সময় থাকিতে২ পরামনন করিতে হইবে; সময় গেলে আর হয় না, কিন্তু নিতান্ত চিরকাল ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে হয়।

পরাজয় করিতে পার নাই, তাহার বিরুদ্ধে আকু বাকু করিলে কী কায? তুমি একেবারে মজিয়াছ, তুমি নিঃসন্দেহ্ নরকে গমন করিবা।'

হায়২! যে শয়তান এখন পরামনকে সহজ কহিয়া তোমাদিগকে পাপ করিতে লওয়াইতেছে, সে অবশেষে তোমাদিগকে নিরাশ হইতে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া কহিবে; 'পৃথিবীতে পরামনন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কর্ম্ম, পাতালহইতে স্বর্গ যত দূর, মনুষ্যের শক্তিহইতে পরামনন তত দূর।' হে মনুষ্যগণ! উচিত কালে পরামনন করিয়া আপন ২ পাপ নষ্ট করিলে তোমাদের বড় লাভ হইবে।

---

৭ অধ্যায়।

পাপে নরাত্মাকে আকর্ষণকারি শয়তানের সপ্তম কৌশল এই।

শয়তান পাপজনক কোন হেতুর নিকটে যাইতে বা তাহাকে স্পর্শাদি করিতে নরাত্মাকে সাহসান্বিত করে। সে কহে, বেশ্যার শয্যাতে না গিয়া তাহার দ্বারের সম্মুখে চলিতে পার, 'আর আপনি মত্ত না হইয়া মত্তলোকের সঙ্গে বসিয়া কিছু ২ পান করিলে কী দোষ? ঈযেবলের সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি ও দিলীলার সঙ্গে রহস্য, ও কৌতুক করণে পাপ নাই, কেবল তাহাদের সহিত কুক্রিয়া করিতে নিষিদ্ধ। আখানের ন্যায় স্বর্ণথালে হাত দিতে পার, চুরি করিতে পার না, ইত্যাদি।'

এই ছল নিবারক উপায় এই ২।

১ উপায়। পাপের হেতু এবং মন্দের ক্ষুদ্র ছায়া পর্য্যন্ত তাবৎ ত্যাগ করিতে ধর্ম্মপুস্তকের যে ২ স্থানে স্পষ্ট আজ্ঞা আছে, সেই সকল স্থান গম্ভীর ভাবে বিচার কর। ১ থি ৫। ২২ পদ। "পাপের

ছায়াহইতেও দূরে থাক।" যেমন পথে সর্প দেখিলে অন্য দিগ্‌ দিয়া যাও, এবং খাদ্যে বিষ পাইলে তাহা ফেলিয়া দেও; তেমনি যে কিছু ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ও অপ্রকৃত এবং পারমার্থিক বিষয়ে আস্বাদরহিত, তাহাও ত্যাগ কর।

পরমেশ্বর যিহূদীয়দিগকে শূকর মাংস ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা তাহার নামও উচ্চারণ করিত না। 'পাপের ছায়াহইতেও দূরে থাক,' ইহার অর্থ এই, যাহা পাপের মত দেখায় তাহা পর্য্যন্ত করিবে না। হ্যার্ণার্ড ঐ পদের টীকা বড় উত্তম করিয়াছেন; তিনি কহেন, 'যাহাতে কোন মন্দ দেখা যায় বা যাহাতে দুর্নাম হয়, তাহাহইতে দূরে থাক; যেন তাহাতে আমাদের মন অথবা মানের প্রতি আঘাত না হয়।' যদ্যপি আমরা লোকদের নিকেট সম্ভ্রম বা নিজ অন্তঃকরণের মধ্যে সুখান্বেষণ করি, তবে পাপের ছায়াহইতেও দূরে থাকা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

লিবিয়া আপন স্বামী আগস্ত মহারাজাকে এই সুপরামর্শ দিলেন, যথা, "কোন অপকার করা দূরে থাকুক, বরঞ্চ আপন আচরণে তাহার মত যেন না দেখায়, ইহাই আপনকার আবশ্যক।" প্রেরিত যিহূদাও সেইরূপ কহেন, "মাংসের কলঙ্কে কলঙ্কিত বস্ত্রকেও ঘৃণা কর:" ২৩ পদ। যিহূদীয় ধারা বাহিক রীতির বিধানমতে অপবিত্র ব্যক্তির বাটী পাত্র এবং বস্ত্র স্পর্শনে যেরূপ অপবিত্রতা হইত, তৎসম্পর্কীয় কথা এই পদে আছে। মূসার ব্যবস্থার সময়ে মনুষ্যেরা অপবিত্র বস্ত্র স্পর্শ করিতে পারিত না, এবং ঈশ্বর কলঙ্কযুক্ত বলি গ্রাহ্য করিতেন না; তদ্রূপ আমরা ভারি পাপকে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিব, তাহা কেবল নয়, কিন্তু যাহাতে পাপের সংশয় বা ঈষৎ অনুমান থাকে, এমত প্রত্যেক ক্রিয়াও আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে; ফলতঃ পাপের তাবৎ চিহ্ন পর্য্যন্ত ঘৃণা করিতে হইবে। হি ৫।৮ পদেও তেমনি লেখে, "তুমি তাহাহইতে আপন পথ দূরে রাখ, তাহার বাটীর দ্বারের নিকটেও যাইও না।' যে ব্যক্তি দগ্ধ হইতে চাহে না, সে অগ্নিকে ভয় করিবে। এক জন

কহিয়াছে, 'আমি যতবার অসার জনের সঙ্গে কালক্ষেপ করিলাম, ততবার পূর্ব্বাপেক্ষা অমানুষ হইলাম।' যাহাতে পাপ ঘটে এমত বস্তুর সহিত সংলগ্ন হইলেও কেহ যদি বলে, 'আমাদিগকে পরীক্ষায় আনিও না,' তবে সে এমত নির্ব্বোধের তুল্য যে অগ্নি-মধ্যে অঙ্গুলী দিয়া দগ্ধ না হইবার প্রার্থনা করে। হি ৪। ১৪, ১৫ পদে সেইরূপ লেখে, "পাপিদের মার্গে প্রবেশ করিও না, ও দুষ্টলোকদের পথে গমন করিও না। তাহা ত্যাগ কর, তাহার নিকট দিয়া যাইও না; তাহাহইতে বিমুখ হইয়া চলিয়া যাও।" সুলেমানের এই নিষেধ বাক্যদ্বারা দৃঢ়রূপে প্রকাশ হইতেছে, যে যদ্রূপ নাবিক চড়া অথবা শৈলকে এবং মনুষ্যেরা ক্ষয়কারি কুষ্ঠ-রোগিকে ভয় করে, তদ্রূপ ভীত হইয়া তাবৎ পাপের সাদৃশ্য বা ছায়াহইতে পলায়ন করা আমাদের আবশ্যক। যেমন বনঘাস-দ্বারা শস্যের হানি হয়, এবং যেমন ব্যাপক রোগদ্বারা পাড়ার অপকার জন্মে; তেমনি কুসঙ্গ সংলোকদের হানি জন্মিয়া তাহা-দিগকে দণ্ড ও আপদগ্রস্ত করে।

২ উপায়। গম্ভীর ভাবে বিবেচনা কর, পাপের হেতুকে ত্যাগ না করিলে প্রায় পাপকে জয় করা হয় না। যে জন পাপের হেতু লইয়া খেলা করে, তাহার পক্ষে পাপজয় করা অসাধ্য। যে ব্যক্তি গম্ভীর গর্ত্তের ধারে সাহস করিয়া নৃত্য করে, সে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার অনুসারে গর্ত্তে পড়ে, আর যে পাপের হেতুহইতে পলায়ন না করে, সে তদ্রূপ পাপের ক্রীত দাস হয়।* পরীক্ষা রূপ অগ্নির জন্যে যদবধি মনোমধ্যে পাপরূপ কাষ্ঠ আছে, তদবধি নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিবা না। কাছে বারুদ থাকিলে অগ্নিকণাহইতে বহু দূরে থাকা আবশ্যক।

* ইতিহাসে লেখা আছে যে প্রজাপতির ডেনা অগ্নিতে ঝলসান হইলে সে পেচককে জিজ্ঞাসা করিল, অগ্নির সহিত কেমন ব্যবহার করিব? তাহাতে পেচক তাহাকে এই পরামর্শ দিল, তুমি অগ্নির ধূম পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিও না।

পাপের হেতুর উপর বেগে ধাবমান হইলে আপনাকে পরীক্ষা করা হয়, এবং আপন আত্মার পরীক্ষার্থে শয়তানকে পরীক্ষা করা হয়। পাপের হেতু লইয়া যে খেলে সে পাপের ফাঁদে অবশ্য পড়িবে; যে পাপের হেতুহইতে আপনাকে রক্ষা করে না, তাহাকে যে ঈশ্বর পাপের ফলহইতে রক্ষা করিবেন, এমন কখন হইবে না। যে ব্যক্তি তৈলদ্বারা অগ্নি নির্বাণ করিতে চাহে, এবং যে সাহস পূর্ব্বক পাপের হেতুর সহিত আপনাকে সংলগ্ন করিয়া পাপ জয় করিতে চেষ্টা করে, সে দুইজনে তুল্য নির্বোধ। হায়২ ! প্রিয় লোক, তোমরা স্মরণে রাখ, যে সাহসে পাপের হেতুর উপর গমন করিয়া তোমরা কীরূপে বার ২ পাপদ্বারা পরাজিত হইয়াছ। ইহার পূর্ব্বে যখন তোমরা পাপের হেতু লইয়া খেলিতা, তখন সেই রঙ্গরসের সময়ে আক্রান্ত হইবামাত্র পরাস্ত হইতা। অতএব যদি এখনাবধি পাপহইতে রক্ষিত এবং তাহার উপর জয়ী হইতে চাহ, তবে পাপের হেতুহইতে পলায়ন কর।

৩ উপায়। বিবেচনা করিয়া দেখ, যাঁহারা পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে সম্ভ্রমযুক্ত ছিলেন, এবং এক্ষণে স্বর্গেতে জয়োল্লাস করিতেছেন, এমন মহৎ সাধুলোকেরা নরক সদৃশ পাপের হেতুহইতে বিমুখ হইয়াছিলেন। যথা, যূষফের বিবরণে দেখ, "সে স্ত্রী যূষফকে আপনার সহিত শয়ন করিতে কিম্বা আপনার নিকটে থাকিতে প্রতিদিন কহে; কিন্তু যূষফ তাহা স্বীকার করে না।" আ ৩৯। ১০ পদ। সহিষ্ণুতা, ন্যায়, পরিমিত ভোগ, ও পরিণামদর্শিতা, এই চারি ধর্ম্মে যূষফ সুখ্যাতাপন্ন হইয়াছেন, যেহেতু পরীক্ষাকালে তিনি সে স্ত্রীর সহিত রহিলেন না; এই প্রকারে পাপের হেতু ত্যাগ করাতে তাঁহার উক্ত চারি গুণ প্রকাশ হইয়াছিল। ফলতঃ মনুষ্যের স্বভাব এরূপ, যে পরীক্ষাকালে ঈষৎ প্রবর্ত্তক কারণ পাইলেই তাহার কামাদি রিপু বেগগামী হয়।

নাসরতীয়দের সুরাপান নিষেধ ছিল, তাহা কেবল নয়, কিন্তু দ্রাক্ষাফল অথবা তাহার খোসা আস্বাদন করাও নিষেধ ছিল।

আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী নিরাপদে থাকে, কিন্তু জালের নিকটবর্ত্তী হইলে আপদাক্রান্ত হয়। যে ব্যক্তি পাপের হেতু ত্যাগ করে, সে উৎকৃষ্ট মনুষ্যের ন্যায়। সেইরূপ আয়ুব পুস্তকে আছে, ৩১। ১ পদ যথা, "আমি আপনার চক্ষুর সহিত নিয়ম করিয়াছি; অতএব যুবতীর প্রতি কামভাবে কেন দৃষ্টি করিব?" অর্থাৎ, আমার চক্ষুর দ্বারে প্রহরি রাখিলাম, যেন তাহাতে করিয়া আমার আত্মা পাপরূপ আপদাক্রান্ত না হয়। চক্ষু মনের বাতায়ন, ইহা সর্ব্বদা খোলা থাকিলে আত্মার ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। যে বস্তুকে প্রেম করা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ, তাহার উপর এক দৃষ্টিতে অবলোকন করা অকর্ত্তব্য। যেমত নাবিক হালি ধরিয়া নক্ষত্রোপরি দৃষ্টি রাখে, সেই মত অতি উচ্চ ও মহৎ বস্তুর প্রতি সর্ব্বদা স্থিরদৃষ্টি রাখিলে ভাল হয়, এবং তাহাতে কোন বিঘ্ন জন্মে না। এতদ্রূপে দায়ূদ চেতনা পাইয়া পাপের হেতুকে ত্যাগ করিলেন, "আমি প্রবঞ্চক লোকের সহবাস ও কপটি লোকের সহিত গমনাগমন করি না, এবং দুষ্টলোকদের সভাকে ঘৃণা করি, ও পাপিদের সহিত বসতি করি না।" ২৬ গী ৪, ৫ পদ।

প্রাচীন ইতিহাসে উক্ত আছে, কোন ২ লোকেরা পূর্ব্বকালীন বীরগণের জয়লব্ধ বস্তুর বিষয় ভাবিলে নিদ্রা যাইতে পারিত না। অন্যদের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তদ্বারা কেহ ২ উত্তপ্ত চিত্ত হয়; সকলে নহে বটে, কিন্তু সকলেরই উচিত। দায়ূদ, যূষফ এবং আয়ুব প্রভৃতি, সুসাধুগণের সদৃশ দৃষ্টান্তদ্বারা পাপের হেতু ত্যাগ করিতে যেন তোমাদের ইচ্ছা জন্মে। স্বর্গীয় মহিমাতে তাঁহাদের সমতুল্য হইতে যাহাদের বাসনা আছে, তাহারা সুব্যবহারে ও তাঁহাদের মত হইবার চেষ্টা করুক। যে ব্যক্তি সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করে, তাহার তীর যদিও সূর্য্যের নিকটগামী না হয়, তথাচ ক্ষুদ্র বৃক্ষের প্রতি লক্ষকারি ব্যক্তির তীরহইতে সে অতি উচ্চবর্ত্তী হইবে; সেই প্রকার অতি উচ্চ ও উত্তম দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টি রাখা ভাল।

৪ উপায়। বিবেচনা করিয়া দেখ, পাপের হেতু ত্যাগ করণ ঐশ্বরীয় প্রসাদের একটি প্রমাণ স্বরূপ হয়, আর ইহাতে মনুষ্য অন্যান্য জনহইতে শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়। দেখ, পরীক্ষাকালে অথবা পাপের হেতু মনোগোচর হইলে মনুষ্যের ব্যবহারানুসারে তাহার স্বভাব প্রকাশ পায়, এবং আচরণদ্বারা তাহার প্রসাদের সরলতা ও সত্যতার প্রমাণ হয়। লোটের ন্যায় যদি কেহ সিদোমে থাকিয়াও শুদ্ধাচরণ করে; ও সুখভোগি ইফিসীয়দের মধ্যে যদি কেহ তীমথিয়ের মত পরিমিত ভোগী হয়; অথবা অধর্ম্মাচারি এবং দেবপূজক লোকদের বাসস্থান উষ নগরে আয়ূবের সদৃশ যদি কেহ সরলাচরণ করে; আর বাবিলে দানিয়েলের তুল্য পবিত্র রহে; এবং কসদীয় দেশে ইব্রাহীমের ন্যায় যদি কেহ ধর্ম্মাচারী থাকে; এবং শূশন রাজধানীতে নিহিমিয়ের তুল্য যদি কেহ ধর্ম্মে উদ্যোগী থাকে; তবে ইহাতে এমন প্রমাণ হয় যে তাহারা ধর্ম্মাত্মাহইতে প্রসাদ পাইয়াছে। অনেক দুষ্টলোক পাপময় ভ্রষ্টতায় পূর্ণ থাকিলেও হেতুর অভাবে তাহাদের সে দুষ্টতা প্রকাশ হয় না; কিন্তু হেতুদ্বারা পরীক্ষিত হইয়াও যে ব্যক্তি আপন আচরণে অসৎ হয় না, সে অবশ্য উত্তম। পাপের হেতু উপস্থিত হইলে খ্রীষ্টের প্রসাদ শূন্য ব্যক্তি তাহা অগ্রাহ্য করা দূরে থাকুক, বরং তাহার অপেক্ষা আকাঙ্ক্ষা করে; এবং তাহা ছাড়ে না, বরং প্রেম বা ব্যয়পূর্ব্বক কিম্বা আপন আত্মার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহা প্রাপ্ত হইতে চাহে। মনুষ্য প্রবল পরীক্ষায় পড়িয়া কেবল দিব্য প্রসাদদ্বারা পাপের হেতুহইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে; অতএব তুমি যদি আপন মনে ধর্ম্মাত্মাজাত গুণের সত্যতা ও সরলতার বহুমূল্য প্রমাণ চাহ, তবে তাবৎ পাপের হেতু পরিত্যাগ কর।

---

৮ অধ্যায়।

পাপে নরাত্মাকর্ষণকারি শয়তানের অষ্টম কৌশল এই।

অধার্ম্মিক লোক পাপের পথে গমনাগমন করিয়া যে বাহ্য সুখ ভোগ করে, ও বাহ্য দুঃখহইতে মুক্ত থাকে, শয়তান ইহা মনুষ্য-দিগকে দেখায়। তাহার বাক্য এইরূপ, 'হে নরাত্মা! যে২ পথকে চিন্তামাত্র করিলে তুমি চমকিয়া উঠ, সে পথে গমন করিলে কত সুখ পায় ও কত দুর্ঘটনাহইতে রক্ষা হয়, ইহা কি তুমি বুঝ না? ধার্ম্মিকেরা যে দুঃখ জন্য বিলাপ করে, পাপিরা সে দুঃখহইতে রক্ষা পায়, ইহা কি তুমি দেখ না? অতএব দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যদি সুখার্ণবে মগ্ন হইতে চাহ, তবে তুমিও তাহাদের পথে গমনাগমন করিও।* "তুমি পরমেশ্বরের নামে আমাদিগকে যে কথা কহিয়াছ, তোমার সে কথা আমরা মানিব না; কিন্তু আমরা ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ও আমাদের রাজাগণ ও অধ্যক্ষগণ যিহূদার তাবৎ নগরে ও যিরূশালমের রাজপথে যেরূপ করিয়া আসিতেছে, তদ্রূপ আকাশের রাণীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইতে ও পানীয় উৎসর্গাদি করিতে আমাদের মুখহইতে যাহা নির্গত হয়, তাহাই করিব; কেননা তৎকালে আমাদের যথেষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য ছিল, তাহাতে আমরা সুখে ছিলাম, কোন অমঙ্গল দেখিতাম না। কিন্তু যদবধি আমরা আকাশের রাণীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাওন ও পানীয় নৈবেদ্য নিবেদন ত্যাগ করিয়াছি, তদবধি আমাদের তাবৎ বস্তুর অভাব হইতেছে, ও আমরা খড়্গ ও দুর্ভিক্ষদ্বারা বিনষ্ট হইতেছি।" যিরি ৪৪। ১৬, ১৭, ১৮ পদ। উক্ত

* সেনিকার এই কথা সামান্য নয়; দুর্ভাগ্যের পরিচয় যে জানে না, সে বড় দুর্ভাগ্য।

লোকেরা শয়তানের এই ছলদ্বারা ধৃত হইয়াছিল।* এই প্রকার কথা অনেকানেক অজ্ঞান অধার্ম্মিক ও বৈধর্ম্মি লোক কহে। তাহারা ইস্রায়েলীয়দের মিসরীয় দাসত্ব অপেক্ষা অধিক দুঃখদায়ক দাসত্বে যাইতে চাহে।

এই ছল নিবারক উপায় পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

১ উপায়। উত্তমরূপে বিবেচনা কর, যে মনুষ্যদের প্রতি কেবল ঈশ্বরের হস্তক্রিয়া দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণ বুঝা যায় না, যথা, এক মনুষ্যের প্রতি তাঁহার দয়ারূপ হস্ত বিস্তার থাকিলেও, অর্থাৎ ঈশ্বরহইতে তাহার সুদশা হইলেও, তাঁহার অন্তঃকরণ তাহার বিরুদ্ধ হইতে পারে; ইহার দৃষ্টান্ত শৌল ও অন্যান্য লোক।† আর পরমেশ্বরের হস্ত কোন জনের বিরুদ্ধে বিস্তৃত হইলেও তিনি তাহাকে আপন অন্তঃকরণে বড় প্রেম করিতে পারেন, ইহা অসাধ্য নহে। দেখ, যদিও ঈশ্বর আয়ূব ও ইফ্রয়িমের বিরুদ্ধে আপন হস্ত তুলিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার অন্তঃকরণ ও হৃদয় তাহাদের প্রতি করুণার্দ্র ছিল। প্রকাশ্য সুখ বা দুঃখদ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ বুঝা যায় না; ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক, সৎ ও অসৎ, পবিত্র এবং অপবিত্র, ইহকালে সকল লোকের প্রতিই সম ঘটনা বটে। সুখরূপ সূর্য্য কণ্টক বৃক্ষের উপর যেমন তেমন ফলবান গাছের উপরও কিরণ প্রদান করে; তদ্রূপ দুঃখরূপ বরফ ও শিল কেবল উত্তম উদ্যানোপরি নহে, কিন্তু বিষ্ঠার ঢিবা এবং বন্য স্থানের উপরেও পতিত

* কোন২ প্রাচীন দেবপূজক আপনাদের দেবগণের সদৃশ দুরাচারী হইতে চেষ্টা করিত; কেননা তাহারা মনে ভাবিত, আমরা সেই মত না হইলে দেবদের অপমান হইবে।

† টলি এরূপ তর্ক করিত, ' যিহূদীয় লোকেরা পুনঃ২ পরাজিত ও দরিদ্র এবং দুঃখগ্রস্ত হইল, একারণ তাহাদের ধর্ম্ম মিথ্যা; এবং রোমাণেরা কৃতকার্য্য হইয়া জগতের অধিপতি হইল, অতএব তাহাদেরই ধর্ম্ম সত্য।' বাস্তবিক রোমীয়দের প্রতি ঈশ্বরের সামান্য দয়ারূপ হস্তমাত্র ছিল, কিন্তু যিহূদীয় লোকদের প্রতি তাঁহার অন্তঃকরণ ছিল, কেননা তাহারা অতিশয় ক্লেশ পাইলেও তাঁহার বড় প্রিয় ছিল।

হইয়া থাকে। অধার্ম্মিক আহাব ও ধার্ম্মিক যোশিয়ের শেষগতি সমতুল্য ছিল, এবং শৌল ও যোনাথনের স্বভাব, গুণ ও ব্যবহার, স্বতন্ত্র থাকিলেও তাহারা একই দিনে সংগ্রামে মরিল। বিপদ, সম্পদ, স্বাস্থ্য, অস্বাস্থ্য, লাভ এবং ক্ষতি, ইত্যাদি, ভাল মন্দ তাবৎ লোকের প্রতি নিষ্পক্ষভেদরূপে ঘটে। বচসাকারি ইস্রায়েলেরা যেরূপে অরণ্যে মরিল, তেমনি মূসাও মরিলেন; ইব্রাহীম ধনী ছিলেন, নাবলও ধনী ছিল; সুলেমান জ্ঞানী ছিলেন, অহীথোফলও জ্ঞানী ছিল; ফিরৌণদ্বারা যূষফ সম্ভ্রান্ত হইলেন, তদ্রূপ শৌলদ্বারা দোয়েগও সম্ভ্রান্ত হইল। সচরাচর অপকৃষ্ট লোকেরাই অধিক বাহ্য ভাল বস্তু পায়; কিন্তু উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিক লোকেরা পার্থিব উত্তম বিষয় অল্পাল্প পাইয়া অধিক স্বর্গীয় বিষয় প্রাপ্ত হয়।

২ উপায়। আরও বিবেচনা কর, যে মনুষ্যেরা ঈশ্বরের উত্তমতা ও দয়াদ্বারা পাপ করিতে সাহসান্বিত হইলে তিনি যেরূপ বিরক্ত ও রাগান্বিত হন, সেরূপ আর কিছুতেই হন না। এবিষয় পুরাতন জগতের উপর পতিত ঈশ্বরের ক্রোধ এবং সিদোম ও অমোরা নগরের উপর তাঁহার অগ্নি বৃষ্টিদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। যিরি ৪৪ অধ্যায়ে ইহার প্রমাণ আছে, বিশেষতঃ ২০ পদাবধি ২৪ পদ পর্য্যন্ত লিখিত বাক্য অতি উত্তম এবং তোমাদের ধ্যান করণের যোগ্য; প্রার্থনা করি সে সকল বাক্য তোমাদের অন্তঃকরণে লিখিত হউক, এবং তোমাদের তাবৎ চিন্তাতে চিরস্থিতি করুক। সে সকল বাহুল্য প্রযুক্ত লিখিতে পারি না, কিন্তু তাহা মনে রাখিতে বাহুল্য বোধ করি না। 'ঈশ্বর দয়ালু, অতএব আইস নির্ভয়ে পাপ করি,' ইহা শয়তানের তর্ক; এপ্রকার তার্কিক মনুষ্যের অবস্থা কেমন, না বারুদপূর্ণ সুড়ঙ্গের উপর গমনকারি লোকদের অবস্থার তুল্য: ঈশ্বরের ক্রোধ এড়ান এমত ব্যক্তিদের অসাধ্য।*

* তাহারা বুঝে যে ঈশ্বর আপন বাক্যানুসারে কর্ম্ম করিবেন না, কিন্তু যেমন তিনি অন্যদের প্রতি ক্ষমা করণে অনুগ্রাহক, তেমনি

ঈশ্বর বড় দয়াশীল এপ্রযুক্ত কোন মানুষ যদি বড় পাপী হয়, তবে এ অতি বড় দোষ; ইহার আত্মাহইতে মন্দ আত্মা নরকে নাই। হে প্রভো, প্রচণ্ড ক্রোধ কি এ মনুষ্যের দ্বারবর্ত্তী হয় না? এমন লোকের নিমিত্তে অন্ধকাররূপ দৃঢ় শৃঙ্খল সঞ্চিত আছে কি না? দয়ার বিরুদ্ধে পাপ করণ মানব স্বভাবের বিপরীত এবং পশুর সদৃশ হয়, বরং তদপেক্ষা অধম কর্ম্ম; মন্দের পরিবর্ত্তে ভাল করা ঈশ্বরের ক্রিয়া, ভালোর পরিবর্ত্তে ভাল করা মনুষ্যের কর্ম্ম, ও মন্দের পরিবর্ত্তে মন্দ করা পশুর কার্য্য; কিন্তু ভালোর বদলে মন্দ করা শয়তানের কর্ম্ম। হে ঈশ্বর, এই দোষহইতে আমার আত্মাকে উদ্ধার কর।

৩ উপায়। গম্ভীর ভাবে বিবেচনা কর, দুঃখের অভাব অপেক্ষা আর অতিবড় দুঃখ নাই, ক্লেশ প্রাপ্ত না হওনহইতে আর অতিবড় ক্লেশ নাই, ঈশ্বর যাহার উপর একটি যষ্টির আঘাত মাত্র করেন না এমন আত্মাকে ধিক! আঘাত করিতে ঈশ্বরের অনিচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক আঘাত হয়। "ইফ্রয়িম দেবগণেতে আশক্ত হইয়াছে, তাহাকে থাকিতে দেও।" যেমন বৈদ্য রোগিকে ছাড়িয়া দিলে পর, তাহার মৃত্যু নিশ্চয় বোধ হয়; তেমনি ঈশ্বর কোন আত্মাকে অবাধে পাপ করিতে ছাড়িয়া দিলে নিঃসন্দেহে কহিতে পার, এই আত্মা হারাণ গিয়াছে, সে সমূলে উৎপাটিত বৃক্ষের মত এবং দ্বিবার মৃতের ন্যায় হইয়াছে। দণ্ডরাহিত্য নিরুদ্বেগ জন্মায়, আর সে সদাচারের অরি এবং ঈশ্বরের সেবার বিঘ্ন স্বরূপ; সে পবিত্রতা ক্ষয়কারি পোকার ন্যায় এবং দুষ্টতা পোষক বটে। আগস্তিন কহিলেন, 'ধর্ম্ম ধনকে উৎপত্তি করে, কিন্তু সেই কন্যা আপন মাতাকে শীঘ্র গ্রাসিয়া ফেলে।' আর একজন কহিলেন, 'আমার বোধ হয়, যাহার দুর্দশা ঘটে নাই

তাহাদের প্রতি দণ্ড দেওনে কঠিন, ইহা তাহারা দেখিবে। পাপী যত উপকার প্রাপ্ত হয়, তত তাহার দোষের বৃদ্ধি হয়।

তাহার বাড়া দুর্ভাগ্য আর নাই।' বাহ্য আশীর্ব্বাদ পুনঃ২ আমাদের আত্মার ফাঁদস্বরূপ হইয়া উঠে। "তাহার সম্মুখে আমি বাধা রাখিব," ইত্যাদি। যিহি ৩। ২০। এ পদের টীকা এই; 'সর্ব্ব বিষয়ে আমি তাহার সৌভাগ্য জন্মাইব, আর ক্লেশদ্বারা তাহাকে পাপহইতে নিবারণ করিব না।' ধনাঢ্যতারূপ বিঘ্নদ্বারা নিযুক্ত২ লোক উছোট খাইয়া পড়িয়া আপন২ আত্মার চিরধ্বংস করে।

৪ উপায়। দৃঢ়রূপে বিচার করিয়া দেখ, দুষ্টলোকদের তাবৎ বাহ্য আশীর্ব্বাদ ও দুঃখাভাব থাকিলেও তাহাদের সুখাপেক্ষা তাহাদের অকল্যান অধিক। অনেক আশীর্ব্বাদ আছে বটে, কিন্তু তাহাদের অভাবও অনেক। তাহারা যে২ আশীর্ব্বাদ ভোগ করে, সে সকলকে অবস্তুমাত্র কহিতে হইবে। তাহাদের ধন, মান, আহ্লাদ, আমোদ, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি আছে বটে; তাহারা বড় পরাক্রান্ত, দুর্দ্দান্ত, প্রতাপান্বিত, ও তাহাদের বংশ আপন২ দৃষ্টিগোচরে স্থিরীকৃত। আয়ুবের এই কথা, "তাহাদের বাটী ভয়হইতে রক্ষা পায়, ও তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের দণ্ড হয় না। তাহাদের বৃষ সঙ্গম করিলে তাহার বীর্য্যস্খলন হয় না; ও তাহাদের গাভী গাভীন হইলে তাহার গর্ভপাত হয় না। তাহারা বালকদিগকে পালের ন্যায় বাহির করে, ও তাহাদের সন্তানগণ নৃত্য করে। তাহারা তবল ও বীণা বাদ্য করে, এবং কক্ক বাদ্য শব্দেতে আনন্দিত হয়। তাহারা সুখে কালযাপন করিয়া শেষে এক নিমিষের মধ্যে পরলোকে নামে। তাহারা ঈশ্বরকে কহে, তুমি আমাদের নিকটহইতে দূর হও, আমরা তোমার পথ জানিতে চাহি না। সর্ব্বশক্তিমান কে, যে আমরা তাঁহার সেবা করি; ও তাঁহার কাছে পার্থনা করণে আমাদের কী লাভ?" অ ২১। ৯—১৫। তথাচ তাহাদের অভাবের কাছে এ সম্পদ কী? কিছুই নহে। ঐহিক সুখভোগিরা যথার্থরূপে এই কথা বলিতে পারে, 'তাবৎ লৌকিক সুখ অসার মাত্র।' তাহাদের অভাব এই২; বিশেষতঃ, ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট ও ধর্ম্মাত্মা, এবং ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত অঙ্গীকার ও দয়ার নিয়ম, এবং চিরস্থায়ি গৌরব

এ সকলেতে তাহাদের কোন অধিকার নাই; ঈশ্বরের নিকট তাহাদের গ্রাহ্যতা ও তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলন নাই; তাহাদের পুণ্য, নির্দ্দোষিতা, পবিত্রতা, পোষ্যপুত্রতা, ও মুক্তির অভাব আছে; এবং তাহাদের পাপের ক্ষমা ও পাপের উপর ক্ষমতা ও পাপের রাজত্বহইতে মুক্তির অভাব আছে; জীবনহইতে উত্তম যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ, অকথ্য, ও গৌরবে পূর্ণ যে আনন্দ, ও বুদ্ধির অগম্য যে ঈশ্বরের শান্তি, ও যাহার ক্ষুদ্রাংশ স্বর্গ, ও পৃথিবীহইতে অধিক সুখবান্, এমন সদাত্মার প্রসাদ তাহাদের নাই; ঈশ্বর যাহার গাঁথক ও নির্ম্মাণকর্ত্তা, এমন ভিত্তিযুক্ত গৃহ, এবং অক্ষয় ধন ও অম্লান গৌরব ও চিরস্থায়ি রাজ্য তাহাদের নাই। দুষ্টলোকেরা এইরূপে বড় দরিদ্র। অধিকন্তু তাহাদের প্রাপ্ত উত্তম বিষয়কে সুখদ করণার্থে ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্ব্বাদ, আর নিজাবস্থাতে সন্তোষ, প্রয়োজনীয় যে দুই বস্তু তাহা তাহাদের নাই; ইহার অভাবে তাহাদের ঐহিক স্বর্গ এক প্রকার দুঃখমাত্র হয়। যখন তাহারা আপন ২ প্রচুর সম্পদ ভাবিয়া মনে ২ প্রফুল্লিত ও অহঙ্কৃত হয়, তখন তাহাদের বিবেক মন যদি কহে, হাঁ, তোমার এ সুখ এবং ও সুখ আছে বটে, কিন্তু খ্রীষ্টেতে তোমার অধিকার কোথায়? ঈশ্বরের কৃপা কোথায়? ধর্ম্মাত্মার সান্ত্বনা কোথায়? তোমার স্বর্গভোগের প্রমাণ কোথায়? ইত্যাদি, বিবেকের এরূপ কথাতে তাহাদের মুখের ভাবান্তর জন্মে, ও মন চিন্তাযুক্ত ও অন্তঃকরণ চমৎকৃত এবং চতুষ্পার্শ্বে তাবৎ উত্তম ২ বস্তু ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া যায়। হায়! দুষ্টলোকেরদের সম্পদ অবস্থায় আপন ২ অভাব দেখিতে যদি তাহাদের চক্ষু উন্মিলীত হইত, তবে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিত; যদবধি ঈশ্বরানুগ্রহ পাপ ক্ষমা ও খ্রীষ্টেতে অধিকার এবং গৌরব প্রাপ্তির আশা আমার না হয়, তদবধি ধন, মান ও জন্য-বস্তু, বা শক্তির আনুকূল্যে কী কায? হে প্রভো, উপরোক্ত প্রসাদ সকল আমাকে প্রদান কর, নতুবা আমি মারা যাই; সে সকল আমাকে দেহ, নচেৎ চিরকালের মত নষ্ট হই।

৫ উপায়। গম্ভীর মনে বিবেচনা কর, যাহে বস্তু যেমন দেখায় ও চাহ্রাণ যায়, বাস্তবিক সে তেমন নয়; তাহাদের বহির্দিক সম্ভ্রমযুক্ত বটে, কিন্তু অন্তর দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পার যে তদ্দ্বারা মন চিন্তাযুক্ত এবং অন্তঃকরণ ভয়েতে পরিপূর্ণ হয়। পাছে আমার কতক বিষয় অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়, আর কতক সমুদ্রে মগ্ন হইয়া যায়, ও বাহিরে দাসেরা অবিশ্বস্ত হয়, এবং ঘরে আমার সন্তানেরা প্রবঞ্চক হয়, ধনাঢ্য ব্যক্তিরা কি এমন ভাবনাতে মগ্ন হয় না? সাংসারিক বস্তুতে যাহাদের হস্তার্পণ আছে, হায় ২! তাহাদের আত্মাতে প্রত্যহ এবং দণ্ডে২ কেমন গুপ্ত জ্বালাতন বিরক্তি এবং মর্ম্মবেদনা ঘটে। এক জন মহারাজ এই উত্তম বাক্য কহিলেন, 'তোমরা আমার বেগুনিয়া রঙ্গের রাজবস্ত্র এবং স্বর্ণ শিরোভূষণোপরি দৃষ্টি কর, কিন্তু তন্মধ্যস্থিত চিন্তা জ্ঞাত হইলে তোমরা তাহা গ্রহণেচ্ছা কখন করিতা না।' দায়ূদের ২৬ গীতের উপলক্ষে আগস্তিন প্রকৃতরূপে কহিয়াছেন, 'মন্দকারি সামগ্রীকে স্পৃহা করিয়া অনেকে অসুখী, কিন্তু আরও অনেকে তাহা প্রাপ্ত হইয়া অধিক অসুখী।' ফলতঃ উত্তম ২ বস্তুদ্বারা নহে, কিন্তু তাহার দাতা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদহইতে মনুষ্য সুখী হয়। উত্তম বস্তু প্রায় আপন অধিকারিগণের আত্মার বিরক্তি ও ক্লেশ ও অবশেষে বড় দণ্ড উপস্থিত করায়। যদি ঈশ্বর ক্রোধে সে সকল দেন, আর আপন প্রেমে আশীর্ব্বাদ না দেন, তবে তাহারা সুব্যবহার জন্য নয়, কিন্তু তাহাদের কুব্যবহার নিমিত্ত হয়; যখন ঈশ্বর বিচারার্থে মনুষ্যদিগকে আহ্বান করিবেন, সে দিনে উক্ত বস্তু সকল আপন অধিকারিদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষী এবং মহাপীড়নার্থে যন্ত্রণা, এবং দুঃখার্ণবে চিরমগ্নার্থে যাঁতাস্বরূপ হইবে।

৬ উপায়। দুষ্টলোকদিগকে প্রচুর সৌভাগ্য দেওনে আর যে ভাবনায় এবং দুঃখের ভাবে অন্যান্য ব্যক্তিরা ক্লেশ পায়, তাহাহইতে তাহাদিগকে মুক্তি ও বিশ্রাম প্রদানে ঈশ্বরের মানস ও অভিপ্রায় কী, তাহা বিচার করিয়া দেখ। ৭৩ গীতের ১৭, ১৮, ১৯, ২০,

পদে দায়ূদ কহেন যথা, "আমি ঈশ্বরের ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের শেষগতি বিবেচনা করিলাম। তুমি তাহাদিগকে নিতান্ত পিচ্ছিল স্থানে রাখিতেছ, ও তাহাদিগকে বিনাশে নিক্ষেপ করিতেছ। তাহারা এক নিমিষের মধ্যে কেমন উচ্ছিন্ন হয়, ও উদ্বিগ্নতাতে পূর্ণ হইয়া বিনাশ পায়! হে প্রভো, জাগ্রত মনুষ্যের স্বপ্নের ন্যায় তুমি জাগরণকালে তাহাদের প্রতিমাকে তুচ্ছ করিবা।" ৯২ গীতের ৬ পদেও তদ্রূপ যথা, "দুষ্টগণ তৃণের ন্যায় বৃদ্ধি পাইলে ও দুষ্কর্ম্মকারি সকল প্রফুল্ল হইলে তাহাদিগকে নিত্যস্থায়ি বিনাশ পাইতে হইবে।" পতন করাইতে ঈশ্বর তাহাদের উন্নতি করেন, এবং নত করণার্থে তিনি তাহাদিগকে বাড়ান, যাত্রা ৯ ১৬ যথা, "আমি তোমাদ্বারা পরাক্রম দেখাইতে ও সমস্ত পৃথিবীতে আপন নাম প্রকাশ করিতে, এতন্নিমিত্তেই তোমাকে স্থাপন করিলাম।" আমি তোমাকে লক্ষ স্বরূপ করিয়া উপরিস্থ করিয়াছি, তাহাতে তোমার প্রতি বাণ যোজনার ন্যায় তোমার নানা উৎপাত ও দুর্দশা করিয়া, শেষে তোমার শরীরহইতে প্রাণ বাহির করিয়া তোমার অহঙ্কার, প্রতাপ, ঐশ্বর্য্য এবং গৌরব, পদতলে দলাইব। হে মহাশয়েরা, জ্ঞান থাকিতে কোন মনুষ্য পতন নিমিত্তে উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে? অথচ অন্যাপেক্ষা নীচতর হওনার্থে তাহাদেরহইতে উচ্চ হইতে কেবা বাসনা করে? দেখ, শুখতারার মত আকাশ পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া আবার তাহারি ন্যায় পাতাল পর্য্যন্ত অধঃপতিত হইবে না, এমন এক জনও দুষ্ট ব্যক্তি ভূমিতলে নাই। তুমি কি গম্ভির ভাবে ইহা বিবেচনা করিয়া বলিবা না, যে হে প্রভো ঈশ্বর, পরকালে যেন মহৎ হইতে পারি, এতদর্থে ইহকালে ক্ষুদ্র যেন হই, আর এখানে নীচ হইলেও সেখানে চিরকালের মত যেন উচ্চ হই, অতি বিনয়পূর্ব্বক এই নিবেদন করিতেছি। আমাকে অধম হইতে, ও অপকৃষ্ট আহার করিতে, এবং অধমরূপে কালযাপন করিতে দেও, তাহাতে করিয়া যেন আমি তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা বাস করিতে

পাই; অবশেষে যেন তোমার রাজবস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইতে পাই, এজন্যে এখন আমাকে গলিত বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইতে দেও; এক্ষণে আমাকে গোময় রাশির উপরে বসিতে দেও, যেন আমি অবশেষে তোমার সহিত আপন সিংহাসনে বসিতে উন্নতি প্রাপ্ত হই। ওহে প্রভো, আমাকে প্রধান নহে, বরং প্রসাদযুক্ত কর, বাহ্যিক সুখাপেক্ষা বরং আন্তরিক পবিত্রতা প্রাপ্ত করাও, এবং আমাকে ক্ষণিক উচ্চ পদযুক্ত করিয়া পরে চিরকালের মত নত করণাপেক্ষা বরং যাহা ছিলাম সেই অবস্থা কিম্বা নবস্থহইতেও অধম কর।

৭ উপায়। অধিকন্তু বিবেচনা কর, মনুষ্য যাহাদের বিষয়ে বোধ করে যে ঈশ্বর ইহাদিগকে রক্ষা ও প্রেম করেন, বারম্বার তিনি তাহাদিগকেই বড় দুঃখ ও দণ্ড দেন। বিশেষতঃ অনল্প শারীরিক দুঃখ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা ঈশ্বরহইতে অবশ্য অত্যন্ত মন্দ ঘোরতর ও বিশম আত্মীক অসৌভাগ্য দণ্ড স্বরূপ পাইয়া থাকে। যাহারা প্রকাশ্য উৎপাত পায় না, পৃথিবীতে তাহাদের ন্যায় আন্তরিক অমঙ্গল প্রাপ্ত ব্যক্তিরা আর কেহ নাই। ৮১ গী ১২ পদ, ও ৭৮ গী ১১—৩১ পর্য্যন্ত এবং ১০৬ গী ১২ পদ দেখ। হৃষ্টপুষ্ট শরীরে ক্ষীণ আত্মা দেওয়া এ অতি বড় দণ্ড, স্বর্ণে পূর্ণ গৃহ ও পাপে পূর্ণ মন এ বড় দুঃখের বিষয়। হায়২! জগতের জ্ঞানে যাহারা মান্যমান্ ও যাহারা আনন্দিত তাহাদের কত বড় মনের অন্ধতা, ও অন্তঃকরণের কঠিনতা, ও বিবেকের অচৈতন্য! হে পাঠকগণ, আদমের পতনাবধি মনুষ্য সন্তানদের যেং দুর্গতি ঘটিয়াছে, যদি সে তাবৎ এককালে তোমাদের প্রতি ঘটে সে বরং ভাল, তথাচ অনল্প আত্মীক দুর্গতি, অথবা যৎকিঞ্চিৎ মনের অন্ধতা, কিম্বা অন্তঃকরণের কঠিনতা ভাল নয়। এরূপ পারমার্থিক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির কিছুতেই মঙ্গল হইবে না। ঈশ্বর সন্তুষ্ট হউন, বা ক্রোধান্বিত হউন, স্নেহে গাত্রে হাত বুলাউন, অথবা আঘাত এবং হত্যা করুন, ইহা সে কিছু মনে করে না; জীবন বা মৃত্যু, স্বর্গ বা নরক, নিকটবর্ত্তী হইলেও তাহার চেতন সাড় হয় না। সে আপন পাপ লইয়া উন্মত্ত

দেশ, যে২ উত্তম বস্তু লোকদের কাছে গচ্ছিত হইয়াছিল, ও যাহা তাহারা অবহেলা করিয়াছিল, ও যে২ মন্দ ক্রিয়া করিয়াছিল, এবং যে সকল দুঃখ ভোগ করিয়াছিল, শেষ দিনে তাহাদিগকে ঈশ্বরের নিকটে এ তাবতের হিসাব দিতে হইবে। আহা! মনুষ্যেরা যে২ অনুগ্রহ ভোগ করিয়াছে, ও যে২ দয়ার অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, ও যে সকল দুষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তাহার জন্যে অবিলম্বে দিতে হইবে যে হিসাব, তদ্বিষয়ে যদিস্যাৎ আরও বিবেচনা করিত, তবে তাহাদের হৃদয় ও ওষ্ঠ কম্পিত হইত, এবং তাহাদের অস্থি গলিয়া যাইত, আর তাহাদের মন উচ্চৈঃস্বরে কহিত; হায় ২! আমাদের প্রতি দত্ত অনুগ্রহ অল্প সংখ্যক ও কিঞ্চিন্মাত্র হইলে আমাদের নিকাশ দেওয়া সহজ হইত, এবং মহানুগ্রহে অল্প ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া আমাদের যে যন্ত্রণা হইবে, তাহা আমাদের সহ্য করণের ক্ষমতাতিরিক্ত হইত না। হায়! যৎকালীন সম্ভ্রমের মুকুট আমাদের মস্তকোপরি ছিল, আর এ ভুবনের ধনসমূহ আমাদের কোলে অর্পিত হইয়াছিল, সে দিন শাপগ্রস্ত হউক। হায় ২! যখন সৌভাগ্যরূপ সূর্য্য আমাদের উপরে অতিশয় কিরণ প্রদান করিত, আর স্তাবক জগৎ এতাদৃশ প্রণয়পূর্ব্বক আমাদের সঙ্গে হাস্য করিত যে তদ্দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাইতাম, আর খ্রীষ্টকে অবজ্ঞা ও আপনাদের প্রাণকে অবহেলা করিতাম, এবং আপন ২ নিকাশের দিন দূরে রাখিতাম, সেই সময় শাপগ্রস্ত হউক!

স্পেন দেশাধিপতি তৃতীয় ফিলিপ, ব্যবহার বিষয়ে মহাদোষগ্রস্ত না হইয়াও প্রকাশরূপে কহিতেন, "স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঈশ্বরকে বিরক্ত করণাপেক্ষা বরং আমার তাবৎ রাজ্য পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ।" তথাপি মৃত্যুযন্ত্রণা কালে পরমেশ্বরের নিকট যে নিকাশ দিতে হইবে, তদ্বিষয় তিনি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া ভীত হইলে তাঁহার মুখহইতে এরূপ বাক্য নির্গত হইল, যথা, 'আহা! আমি যদি কখন রাজত্ব না করিতাম, বা আপন রাজ্যে যে কএক বৎসর পর্য্যন্ত রাজশাসন করিয়াছি, তাহা যদি অরণ্যে নির্জ্জনে কাটাইতাম,

তবে ভাল হইত! হায়! আমি যদিস্যাৎ বিরলে গিয়া পরমেশ্বরের সঙ্গে সে কাল কাটাইতাম, তবে স্বচ্ছন্দে ও নির্বিঘ্ন মনে এখন তদ্ভোগ করিতাম! তাহা হইলে কেমন সাহসিক ভাবে ঈশ্বরের সিংহাসন সমীপে যাইতাম! এক্ষণে মরণ যন্ত্রণা পাইতেছি, এ যন্ত্রণা ব্যতীত আমার গৌরবের আর কী ভাল ফল হইল?'

ঈশ্বর সদসৎ তাবৎ ক্রিয়ার প্রকৃত হিসাব রাখিতেছেন, তাহাতে মনুষ্যেরা যদিও এখন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, তথাচ বিচার দিনে দায়ে ঠেকিতে হইবে। ঐশ্বরীয় দণ্ড নিদ্রিতপ্রায় আছে, তাহাতে পাপের বাহুল্য হয়; কিন্তু পাপ বাহুল্যে দণ্ড শীঘ্র জাগ্রত হইয়া উঠিবে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ অপকৃষ্টরূপে ব্যবহার করা হইলে তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে; ঈশ্বর সহিষ্ণুতা করিতেছেন বলিয়া কোন দোষী খালাস পাইতে পারিবে না। এমন এক দিন সন্নিকট আছে যাহাতে তিনি দুষ্টদের কর্তৃক অপব্যবহারীকৃত আশীর্বাদ নিমিত্তে তাহাদিগকে দণ্ড দিবেন। তিনি বিচারার্থে আগমন করণে কিছু বিলম্ব করিতেছেন, কিন্তু নিশ্চয় আসিয়া লৌহ দণ্ডাঘাত করিবেন। তিনি শাস্তির জন্যে যত দূর হস্ত তুলিতেছেন, অথবা তীরকাটী যত দূর টানিয়া চাড়া দিতেছেন, দণ্ডের দিবসে ততোধিক আঘাত হইবে। মনুষ্যদের তাবৎ কর্ম্ম স্বর্গে মুদ্রাঙ্কিত আছে, এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ অবজ্ঞাকারি ও তাঁহার অপব্যবহারকারি সকলের উপর তাঁহার বিচারাজ্ঞা যথার্থ, ইহা তাবৎ জগতীস্থ ব্যক্তিরা যেন বুঝিতে পারে, তন্নিমিত্তে পরমেশ্বর বিকাশ দিনে তাহাদের কর্ণগোচরে সে সকল ক্রিয়ার লিপি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবেন।

৯ অধ্যায়।

পাপে নরাত্মা আকর্ষণকারি শয়তানের নবম কৌশল এই।

পবিত্রাচারি লোকদিগকে প্রত্যহ যে ক্ষতি, অপমান, বাধা, বিড়ম্বনা ও মনোদুঃখ ঘটিয়া থাকে, শয়তান সেই সকলকে আত্মার গোচরে দর্শাইয়া কহে, 'দেখ, যাহারা সতর্ক হইয়া ধর্ম্মপথে গতি করে, তাহাদেরহইতে পৃথিবীতলে দুঃখগ্রস্ত আর কে আছে? তাহাদের ঘরে বিদ্রূপ, বাহিরে দুর্নাম হয়; আয়ূবের দূতগণ সদৃশ তাহাদের দুঃখ আইসে, অর্থাৎ এক দুঃখ ঘটিলে আবার আর একটা আসিয়া ঘটে, তাহাতে তাহাদের ক্লেশের অন্ত নাই। অতএব, পাপময় আচরণ কর, যেহেতু আমাকর্ত্তৃক স্থাপিত সেই পথে গমন করিলে ঐ সকল ক্লেশ ও মনোদুঃখ নিবারণ হইতে পারে। পাগল ব্যতীত আর কে উক্তরূপ অসুখ ভোগপূর্ব্বক আয়ুঃক্ষেপ করিতে চাহিবে?'

শয়তানের এই ছল নিবারক উপায় নীচে লেখা যাইতেছে।

১ উপায়। বিবেচনা করিয়া দেখ, দুঃখদ্বারা ঈশ্বরের লোকেরা লাভ ও গৌরব প্রাপ্ত হইবে; ইহাতে পূর্ব্বে যাহা দেখে নাই, এমন পাপের অপকৃষ্টতা এবং মমলতা দেখিতে পাইবে।

জ্যারমনি দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ এক ব্যক্তি কহিয়াছিলেন, 'আমি পীড়া হেতুক ঈশ্বরের মাহাত্ম্য ও পাপের মন্দ গুণ জ্ঞাত হইয়াছি; ঈশ্বর কেমন মহৎ, আর পাপ কেমন ঘৃণার্হ, ইহা পূর্ব্বে জানিতাম না।' দুঃখ স্ফটিকের দর্পণ তুল্য; তাহাতে আত্মা পাপের মুখমুখ স্পষ্ট দেখিতে পায়, ও তদ্দ্বারা পাপের মিষ্টতা তিক্ততারূপে প্রকাশিত হয়। আর পাপ একটা মন্দ বস্তু তাহা কেবল নয়, কিন্তু জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ, বরং নরকহইতেও মন্দ, ইহা দুঃখরূপ দর্পণদ্বারা দৃষ্ট হয়। যিশ ১। ১৫, এবং ২৭। ৮, ৯ দেখ।

পুনশ্চ, ক্লেশ ধার্ম্মিকগণের পাপ নাশ করণ ও পবিত্রীকৃত হওনের উপায়। সে হাফর স্বরূপ হইলে ঈশ্বর তদ্দ্বারা আপন লোকদের খাদরূপ দোষ ঘুচাইয়া তাহাদের গুণ উজ্জ্বল করেন; ইহাতে তাহাদের মনের মন্দভাব দূরীকৃত হয়।* যেমন ঘুসবরে কৃমি মরে, এবং হিম ও কোয়াশাতে পোকাদি নষ্ট হয়, তেমনি আমাদের অন্তঃকরণস্থ ভ্রষ্টতা দুঃখদ্বারা দূরীকৃত হয়। দেখ, যিহূদীয়েরা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ কর্ত্তৃক দণ্ড সমাচার পাইলেও দেবারাধনা ত্যাগ করিত না; কিন্তু বাবিলীয় দাসত্ব কালীন দুঃখভোগ পরে তাহাদের মধ্যে প্রতিমা আর দৃষ্ট হয় নাই।

আধিকন্তু, দুঃখ সাধুদের পক্ষে বিলক্ষণরূপে পাপ নিবারক উপায় বটে; যথা, আয়ূব্ কহিয়াছেন, "আমি শাস্তি পাইয়াছি, আর পাপ করিব না; আমি যাহা না জানি, তাহা আমাকে শিক্ষা দেও; আমি যদি পাপ করিয়া থাকি, আর করিব না।" ৩৪। ৩১, ৩২। একবার নয়, বরং দুইবার নির্ব্বুদ্ধির ন্যায় কথা কহিয়াছি, কিন্তু আর এমন কহিব না; 'ঘরপোড়া ছেলিয়া আগুন দেখিয়া ডরায়।' দুঃখে শাস্তি পাইয়া সাধু ব্যক্তি কহে, আঃ! পাপ তিক্ত বস্তু বটে, আমি খ্রীষ্টের শক্তিতে ভাবনাপূর্ব্বক এমন মনস্থ করিতেছি, যে ভবিষ্যৎকালে আর পাপ করিব না।†

যিহূদীয় রব্বিগণ আপন শিষ্যদিগকে পাপহইতে বিরত করণার্থে কহিত, পাপ হেতু ঈশ্বরের শিরঃপীড়া হয়। দুঃখে পতিত সাধু লোকেরা ক্লেশদায়ক অভিজ্ঞতাদ্বারা বুঝিয়াছেন, যে পাপদ্বারা কেবল তাহাদের মস্তক নয়, বরং অন্তঃকরণও বেদনা পাইয়াছে।

এক ব্যক্তি অপকার করণার্থে পথে অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু আগষ্টিন্ সে পথ ছাড়িয়া যাওয়াতে তাহার হস্তহইতে বাঁচিলেন;

---

* যেমন লবণযুক্ত মাংস পচে না, তেমনি দুঃখগ্রস্ত পুণ্যবানেরা পাপে রক্ষা পায়।

† শান্তির সময়ে অস্ত্রশস্ত্র সকল মর্চ্যাযুক্ত থাকে, কিন্তু যুদ্ধকালে উজ্জ্বল হয়।

তদ্রূপ পীড়াদ্বারা আমরা একপ্রকার আপনাদের পথহইতে দুরবর্ত্তী হই, তাহাতে অনেকবার আত্মার অপকারি কোন ২ পাপ আসিয়া আমাদিগকে ধরিতে পারে না।

আরো দুঃখদ্বারা সাধু লোকেরা পবিত্র আচরণে অধিক ফলবান্ হয়, ইব্রী ১২। ১০,১১ পদ। যাদৃশ বৃষ্টি হইলে পুষ্পের সৌরভ বাড়ে, নারিকেল গাছ ঝুড়িয়া দিলে অধিক ফল জন্মে, আক্রোট বৃক্ষ যষ্টির আঘাত পাইলে অধিক ফলবান হয়; তাদৃশ সাধুলোকদের শারীরিক ক্লেশ হেতুক আন্তরিক সদ্গুণের বৃদ্ধি হয়। কেহ২ কহেন, 'দুঃখ সুকৃতির মাতা।' মিনশির মুকুটহইতে তাহার শৃঙ্খল অধিক হিত-জনক হইল। লুথর পূর্ব্বে কোন ২ শাস্ত্রীয় কথা বুঝিতে অক্ষম ছিলেন দুঃখাবস্থাতে সক্ষম হইলেন। ঐশ্বরিক দণ্ডাগার তাঁহার শিক্ষার স্থান বটে। স্তিফানের প্রতি নিঃক্ষিপ্ত প্রস্তর সকল তাঁহাকে কোণের প্রধান প্রস্তর স্বরূপ খ্রীষ্টের অতি সমীপে পৌঁছছাইল। যেমন প্লাবনের সময়ে জল বৃদ্ধিদ্বারা নোহের নৌকা আকাশের নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছিল, তেমনি দুঃখদ্বারা সাধুগণের আত্মা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয়। ধার্ম্মিক ব্যক্তির আত্মা সুস্পষ্ট ও ভালরূপে ঈশ্বরকে বুঝিলে আহ্লাদ ভোগ করিতে পারে। ঈশ্বর কহেন, "দেখ, আমি তাহাকে আকর্ষণ করিয়া অরণ্যে আনিয়া প্রীতির কথা কহিব।" হো ২। ১৪ পদ। ক্লেশ সাধু লোকের পক্ষে ঈশ্বরকে ভোগ করিবার উপায় স্বরূপ হয়। স্তিফান্ মেঘদ্বার মুক্ত ও ঈশ্বরের দক্ষিণে দণ্ডায়মান যীশুকে কখন্ দেখিলেন? যখন তাঁহার প্রতি প্রস্তরাঘাত হইতেছিল, এবং তিনি পরকালের নিকটবর্ত্তী ছিলেন। ঈশ্বর কখন্ যাকুবের প্রতি গৌরবান্বিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিলেন? যখন তিনি দুঃখে ছিলেন, অর্থাৎ যখন প্রস্তর তাঁহার বালিশ, ভূমি তাঁহার শয্যা, বৃক্ষাদি তাঁহার মশারি, এবং আকাশ তাঁহার চন্দ্রাতপ ছিল, তখনই তিনি ঈশ্বরের দূতগণকে চিক্-মিক্ বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইয়া আকাশ পথে গমনাগমন করিতে দেখিলেন। বস্তুতঃ ঈশ্বরের যে শক্তি তাহাদিগকে অবলম্বন দেয়, এবং

তাহার যে জ্ঞান, তাহাদের পথদর্শক হয়, ও তাঁহার যে প্রসাদ, তাহাদিগকে আপ্যায়িত ও আহ্লাদিত করে, এবং তাঁহার প্রেম, যদ্দ্বারা তাহারা শান্ত হয়, ও পবিত্রতাকে অধিক প্রেম করে, ও তাহাতে অধিক আনন্দিত হয়, ও তাহার অনুধাবনে অধিক যত্নশীল হয়, সাধু লোকদের দুর্গতিদ্বারা এ তাবতের অধিক অভিজ্ঞতা জন্মে।

আমি একটী উনুইর বিষয়ে কোথায় পাঠ করিয়াছি যে তাহার জল মধ্যাহ্নকালে শীতল, এবং মধ্যরাত্রে উষ্ণ হইত; তদ্রূপ অনেকানেক সাধু ব্যক্তি সৌভাগ্য স্বরূপ দিবাভাগে ঈশ্বর ও স্বর্গোদ্দেশে শীতল হইয়া যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যরূপ রাত্রিযোগে উক্ত বিষয়ে উষ্ণচিত্ত হয়।

অপর দুঃখের আর এক গুণ এই, তাহাতে করিয়া সাধু লোকদের অন্তঃকরণ কোমল ও নম্র হইয়া থাকে। "আমার দুঃখ ও শোক স্মরণ কর, তাহা নাগদানা ও বিষস্বরূপ। আমার মন তাহা স্মরণ করিয়া কুণ্ঠিত হয়।" বিলাপ ৩। ১৯, ২০। আর দায়ূদও শাস্তির সময়ে কহিলেন, "এ তোমার কর্ম্ম, এই কারণ আমি নিরব হইলাম, একটি কথাও কহিব না।" ৩৯ গীত। ৯।

কোন এক ব্যক্তি শুভ ঘটনাকালে যিরিমিয়ের বিলাপ পুস্তক পড়িত, যেন তদ্দ্বারা তাহার মন নম্রশীল থাকে। দুর্দশায় মনকে নত করে, ধার্ম্মিক লোকেরা ইহা পরিণামে দেখিতে পান; অতএব যাদৃশ বিষয়ি লোক রাজমুকুট পাইলে আনন্দিত হয়, তাদৃশ তাঁহারা দুর্দশা পাইলে আনন্দিত হয়েন।

পুনশ্চ, বিপদ ধর্ম্মিষ্ঠ লোককে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তি করিয়া তাহাদিগকে প্রার্থনায় অনুরাগি ও সতত প্রবৃত্ত করে। যথা "আমি দুঃখার্ত্ত হওনের পূর্ব্বে ভ্রান্ত ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তোমার কথা পালন করিতেছি। আমি যে দুঃখার্ত্ত হইলাম, তাহা আমার মঙ্গল; কেমনা তাহাতেই তোমার বিধির শিক্ষা পাইলাম।" ১১৯ গীত ৬৭, ৭১। "আমি ইফ্রয়িমের প্রতি সিংহবৎ ব্যবহার করিব; ও যিহূদা বংশের প্রতি যুব সিংহের ন্যায় ব্যবহার

করিব; আমি তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিয়া গমন করিব: ও তাহাদিগকে লইয়া যাইব, কেহ উদ্ধার করিবে না। তাহারা যে পর্য্যন্ত আপন২ অপরাধের ফল ভোগ করিয়া আমার মুখের অন্বেষণ না করে, তাবৎ আমি আপন স্থানে ফিরিয়া যাইব; দুঃখের সময়ে তাহারা শীঘ্র আমার অন্বেষণ করিবে।" হো ৫। ১৪, ১৫। আর তাহারা সেরূপ করিল; "আইস, আমরা পরমেশ্বরের প্রতি ফিরি; তিনি আমাদিগকে বিদীর্ণ করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে সুস্থ করিবেন; ও তিনি প্রহার করিয়াছেন, এবং আমাদের ক্ষত বন্ধন করিবেন। দুই দিনের পরে তিনি আমাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া তৃতীয় দিনে উঠাইবেন; আমরা তাঁহার সাক্ষাতে সজীব হইয়া থাকিব।" ঐ ৬। ১, ২। যখন ঈশ্বরের সহিত প্রেমালাপে ছিলাম, তখন কী সুখ, শান্তি, সান্ত্বনা, আনন্দ, এবং সন্তোষ ভোগ করিতাম!

ক্লেশ প্রথমতঃ ধার্ম্মিককে চমকিত করিতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমি ঈশ্বরের অতি সমীপে আকর্ষিত হইব, ইহা জ্ঞাত হইলে পর সে ঈশ্বরদত্ত শাস্তিরূপ দণ্ডের বশীভূত হওত তাহাকে চুম্বন করে।*

অধিকন্তু, দুঃখ হ্রাসপ্রাপ্ত সদ্গুণকে পুনর্বলবান্ করে। তদ্দ্বারা শীতল প্রেম জ্বলন্ত, ম্রিয়মান বিশ্বাস সজীব, শুষ্কপ্রায় ভরসা সতেজ, এবং অবসন্ন আনন্দ ও সান্ত্বনা সবল হইয়া উঠে। চাবুক না মারিলে চলে না, আর যতোধিক মার ততোধিক যায়, এমন অনেকে আছে; তোমরা এ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য অবশ্য বুঝিতে পার। লুথর কহেন, 'দুর্দশাগ্রস্ত লোকেরা ধর্ম্মশাস্ত্র ভালরূপে বুঝিয়া থাকে, কিন্তু সুদশাগ্রস্ত লোকেরা তাহা অমনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করে।' যাহাতে আমাদের মন ভুলিতে পারে, দুর্ভাগ্য এমন

* কোন২ সুগন্ধ দ্রব্য ঘর্ষিত ও চূর্ণিত হইলে সৌরভ নির্গত হয়, তেমনি পুণ্যবানেরা ক্লিষ্ট হইলে তাহাদের উত্তম গুণ প্রকাশ পায়।

জগতের মনোহরতা ঘুচাইয়া দেয়; আর যদ্দ্বারা নির্ব্বুদ্ধিতা ও অসারতায় চালিত হইতে পারি, এমন অন্তরস্থ শারীরিক সুখাভিলাষকে দমন করে।

এক্ষণে বুঝ, যদিও পবিত্র আচরণে অসুখ ও ক্লেশ ঘটে, তথাচ তদ্দ্বারা সাধু লোকদের বিশেষ ও মহৎ লাভ উৎপন্ন হয়, এ প্রযুক্ত কেহ যেন উন্মত্ত হইয়া ক্লেশদায়ক ধর্ম্মপথ ত্যজিয়া সুগম অধর্ম্মপথে না যায়।

২ উপায়। বিবেচনা কর, দুঃখ কেবল সাধু ব্যক্তির অধম স্থান স্পর্শ করে, তাহার উৎকৃষ্ট মহৎ স্থানের কিছু হানি করিতে পারে না। ক্লেশরূপ বাণ শরীররূপ ঢালে পড়ে, কিন্তু আত্মার সহিত তাহার স্পর্শ হয় না। এক জন প্রেরিত কহেন, "যদি তোমরা উত্তমের অনুগামী হও তবে কে তোমাদিগকে হিংসা করিবে?" তাহারা বিবিধ প্রকারে তোমাদিগকে দুঃখ দিতে পারে বটে, কিন্তু তোমাদের হানি করিতে পারে না।

এক জন অত্যাচারি শাসনকর্ত্তা, আনাক্সার্কস নামে কোন এক ব্যক্তিকে হামামদিস্তায় ফেলিয়া লৌহ মুষলদ্বারা কুটিয়া মারিতে আজ্ঞা করিলেন; তাহাতে সে ব্যক্তি রাজাকে কহিল, "তুমি কেবল আমার খোসাকে মারিবা, আমাকে নহে;" অর্থাৎ সে আপন শরীরকে খোসা স্বরূপ, এবং নিজ আত্মাকে স্বয়ং বুঝিল।

সক্রাটিস আপন বৈরিদের বিষয়ে কহিলেন, 'তাহারা আমাকে হত করিতে সক্ষম বটে, কিন্তু আমার হানি করিতে অক্ষম।' তদ্রূপ দুঃখ সাধুদিগকে হত করিলে করিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের হানি করিতে পারিবে না। তাঁহারা সাহসে বলুন, দুঃখ আমাদের জীবনকে হরণ করিতে পারিলেও আমাদের ঈশ্বরকে, আমাদের খ্রীষ্টকে, ও আমাদের কিরীট হরণ করিতে পারিবে না।

৩ উপায়। আরো দেখ, পবিত্র আচরণে সাধুদের ক্লেশ অল্পস্থায়ী ও ক্ষণিক মাত্র। "সন্ধ্যাতেই রোদন হইলে প্রভাতে আনন্দ হয়।" ৩০ গীত ৫। এ ক্ষণিক ঝড়ের পর চিরস্থায়ি

নির্ব্বাত হইবে, এ ক্ষণিক নিশির শেষে গৌরবান্বিত দিবস হইবে, ও তাহার অন্ত হইবে না। আরো দেখ, এই অল্পস্থায়ি ক্ষণিক দুঃখ ভোগ কালে ঈশ্বরীয় লোকেরা অবশ্য বিরাম ও বিশ্রাম উভয়ই প্রাপ্ত হয়। অতএব ঈশ্বরের হস্ত তোমার পৃষ্ঠদেশে পড়িলে মুখে হস্তার্পণ কর, যেহেতুক দুঃখ তীক্ষ্ণ হইলেও ক্ষণস্থায়ি মাত্র হইবে। প্রসাদ এবং গৌরবের মধ্যবর্ত্তি কাল অত্যল্প, এবং মুকুটাধিকার শক্তি প্রাপণ, ও তাহা পরিধানের, এবং স্বর্গ সুখাধিকার শক্তি প্রাপণ, ও তাহা ভোগ করণের মধ্যস্থিত সময় যৎকিঞ্চিৎ মাত্র, কারণ আমাদের জীবন জলবিম্ব, ও ছায়া, ও পুষ্প, ও স্বপ্ন, ইত্যাদির সমতুল্য। অধিকন্তু ক্লেশরূপ ঈশ্বরের হস্ত অল্পক্ষণ আমাদের উপর স্থিতি করে; তাহাতে লুথর কহেন, 'আমরা যে ক্রুশ বহন করি, তাহা বড় ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র।' এ দুঃখ কেমন তীক্ষ্ণ, অল্পস্থায়ী ও অকস্মাৎ ঘটনীয়, তাহা স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনার উদাহরণে ব্যক্ত হয়। দেখ, যো ১৬। ২১। আর ইব্রী ১০। ৩৬, ৩৭ পদে অতি সান্ত্বনাজনক কথা লিখিত আছে, যথা; "কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণকরণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে সহিষ্ণুতাতে তোমাদের প্রয়োজন আছে। যিনি আসিবেন তিনি অল্পকালের মধ্যে আসিবেন, বিলম্ব করিবেন না।" এ কথা ধ্যান কর, অতি অল্পদিনের মধ্যে আসিবেন।

আথানেসিয়সের বন্ধুগণ যখন তাঁহার দুঃখ, ও দেশান্তরীকৃত হওন জন্য তাঁহার কাছে খেদ করিতে আসিয়াছিল, তখন তিনি কহিলেন, "ইহা ক্ষুদ্র মেঘ মাত্র, শীঘ্র দূর হইবে।" ঈশ্বর আপনার ক্লেশ প্রাপ্ত লোকদিগকে অবিলম্বে ভস্মের পরিবর্ত্তে সৌন্দর্য্য এবং অধোমুখের পরিবর্ত্তে আনন্দরূপ তৈল প্রদান করিবেন। হে ধার্ম্মিক সকল! পরমেশ্বর তোমাদের রোদন ঘুচাইয়া শীঘ্র গীত গান করাইবেন, তিনি তোমাদের শোক ঘুচাইয়া ত্বরায় সান্ত্বনা প্রদান করিবেন, ভস্ম লেপন দূর করিয়া সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিবেন, উপবাস ঘুচাইয়া সম্পূর্ণ ভোজাহার নিত্য করিতে দিবেন, ইত্যাদি।

৪ উপায়। ইহাই বিবেচনা কর, সাধুদের ক্লেশ ঈশ্বরের অতিশয় প্রেমের বাহুল্যহইতে হয়। "যত লোক আমার প্রেমের পাত্র, সকলকেই আমি অনুযোগ ও শাস্তি করিয়া থাকি।" আমি যদি ঈশ্বরের প্রিয়, তবে পীড়িত হইলাম কেন? দুষ্ট লোকেরা তদ্রূপ কহিতে বড় তৎপর; কেননা দুঃখ যে আমাদের পোষ্যপুত্রতার বন্ধক ও চিহ্ন স্বরূপ, ইহা তাহারা জানে না। ঈশ্বরের পাপরহিত পুত্র একই মাত্র, কিন্তু দুঃখরহিত একটিও নাই; তিনি কহেন, হে সাধু লোকেরা! আমি শাসন করিলে যে তোমাদিগকে ঘৃণা করি, এমন অনুভব করিও না; যে ব্যক্তি অনুযোগ পায় না, সে বরং আপন পোষ্যপুত্রতার বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারে। যাদৃশ মেঘধনুক হইলে অন্ধকার বিশিষ্ট জলধির মধ্যে জ্যোতির সুস্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাদৃশ যাহার মনে সদাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে সে অবশ্য ক্লেশরূপ নিবীড় ঘোর মেঘের মধ্য দিয়া পরমেশ্বরের মনোহর মুখ দেখিতে পায়। যখন মনুষ্যের মন প্রথমে পরিবর্ত্ত হয়, তখন তাহার আত্মা অখোদিত প্রস্তরের ন্যায়; কিন্তু ঈশ্বর দুঃখদ্বারা উপরিস্থ গৌরবার্থে তাহার উপযুক্ত সুগঠন করিয়া দেন। অতএব সে দুঃখ তাঁহার পরম প্রেমজনিত বুঝা যাইতেছে; আরো তাহা যে ঈশ্বরীয় লোকদের ধর্ম্মবাধক অথবা অধর্ম্মজনক নয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

৫ উপায়। দুঃখের বেদনার প্রতি মনোযোগ না করিয়া তাহার শেষ ফল বিবেচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য। যখন ইস্রায়েলীয়েরা মিসরহইতে বিদায় করা হইল, তখন তাহারা স্বর্ণ ও কর্ণালঙ্কার লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল; দেখ, যা ১১। আরো বাবিলহইতে যিহূদীয়েরা দান এবং অলঙ্কারাদি সমস্ত আবশ্যক সামগ্রী লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল; ইষ্রা ১। অতএব খ্রীষ্টিয়ানের দুঃখের প্রথমাবস্থায় নয়, বরং তাহার শেষাবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আয়ূবের সহিষ্ণুতা, আর ঈশ্বর অবশেষে তাহার কী করিলেন, এই উত্তর বিবেচনা কর। ইলিসীরকে ধনি লোকের দ্বারে পড়িয়া

থাকিতে না দেখিয়া তাহাকে ইব্রাহীমের ক্রোড়ে দেখ। যূষফ স্বপ্নে দেখিলেন যেন চন্দ্র ও সূর্য্য তাহাকে সমাদর করিতেছে; কিন্তু প্রথমে তদ্বিপরীত ঘটিল, কারণ যেখানে চন্দ্র, সূর্য্য, এবং নক্ষত্রাদি দৃষ্ট হয় না, এমন স্থানে দুই বৎসরের নিমিত্তে তিনি নিক্ষিপ্ত হইলেন; অতএব তাহার প্রথমাবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া বরং তিনি যে শেষে মিসরের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা কর। দায়ূদ প্রথমে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুর মুখাগত প্রায় হইয়াছিলেন; কেহ২ তাঁহাকে ঈর্ষা ও কেহ বা তাঁহাকে তুচ্ছ করিল, তাঁহার এরূপ দুর্দশার প্রতি না দেখিয়া, বরং রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট, ও মৃত্যুকালে সম্ভ্রান্ত শয্যোপরিস্থিত, এবং চতুষ্পার্শ্বে নিজ তনয় শুলেমান ও সুপরিচ্ছদাবৃত তাবৎ মহল্লোকদ্বারা বেষ্টিত, তাঁহার এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে দেখ। দুঃখ তোমার পিত্রালয়ে অন্ধকারময় প্রবেশ স্থান তুল্য, অথবা কোন রাজার অট্টালিকাতে যাইবার একটি কর্দ্দময়ুক্ত পথ সদৃশ জানিবা। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, হে প্রিয় লোক, ক্লেশ জন্য ধর্ম্মপথ ছাড়িয়া অধর্ম্মপথে গমনাগমন করা কি উন্মত্ততার কার্য্য নয়?

৬ উপায়। বিবেচনা কর, ঈশ্বর ধার্ম্মিকদের কোন হানি বা অপচয় করণার্থে নহে, বরং তাহাদের পরীক্ষার্থে তাহাদিগকে ক্লেশ দেন। আয়ূব কহেন, যথা; "তিনি আমার গমনের পথ জ্ঞাত আছেন, এবং আমার পরীক্ষা করিলে আমি সুবর্ণের ন্যায় উত্তীর্ণ হইব।" সেইরূপ মূসাও দ্বিতীয় বাক্য ৮। ২ পদে ইস্রায়েলীয়দিগকে কহিতেছেন, "তোমরা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবা কি না, এই বিষয়ে তোমাদের পরীক্ষা লইতে, ও তোমাদের অন্তঃকরণ জানাইতে, ও তোমাদিগকে নম্র করিতে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, এই চল্লিশ বৎসর প্রান্তরের মধ্যে যে২ পথে তোমাদিগকে গমন করাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর।" ঈশ্বর তাহাদিগকে এইরূপে ক্লেশ দিলেন, যেন তদ্দ্বারা তাহারা ও অন্যান্য লোকেরা তাহাদের অন্তঃকরণস্থ ভাব জ্ঞাত হইতে পারে। যেমন

অজস্থ কোন পচা ঘা বস্ত্রে আচ্ছাদিত রয়, তদ্রূপ সৌভাগ্যদ্বারা অনেকানেক দুষ্ট মন অবিদিত থাকে। নির্ব্বাত সময়ে ও স্থির জলে সকলেই নাবিক হইতে পারে, কিন্তু ঝড়ে ও তুফানে তরণী চালাইতে পারিলে নাবিকের গুণ সুপ্রকাশ হয়; সেইরূপ ক্লেশ-দ্বারা আমাদের গুণাদি সুব্যক্ত হয়। বায়ুর গতিতে শুষ্ক পত্রের পতন হয়, এবং ভার লাগিলে পচা ডাল ভাঙ্গিয়া যায়, ইত্যাদি, ইহার ভাবার্থ বুঝিয়া দেখ।*

যদি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও প্রেম যাথার্থ না হয়, তবে দুঃখে পড়িয়া অতিশয় বিরক্ত হইব। যেমন কেহ টাকা পরখ করণার্থে তাহা সানে ফেলে, তাহাতে যদি ভাল শব্দ হয় তবে টাকা ভাল ঠাহরান যায়; তেমনি ঈশ্বর আছাড় দিয়া আপন লোকদের পরীক্ষা করেন, যদ্যপি আছাড়ে ভালরূপ বাজে, তবে তিনি তাহাদের রাত্রিকে দীপ্তিময় ও তাহাদের ক্রুশকে কিরীট করিবেন, এবং তাহারা পশ্চাল্লিখিত কথা শ্রবণ করিবে; "উঠ দীপ্তিমান হও, কেননা প্রভুর দীপ্তি আসিতেছে, ও পরমেশ্বরের তেজঃ তোমার প্রতি উদয় পাইতেছে।"

২ উপায়। শয়তানের এ কৌশল নিবারণার্থে ইহা বিবে-চনা কর; ধর্ম্মপথ অপেক্ষা অধর্ম্মপথে যে দুঃখ, ক্রোধ, এবং ক্লেশ ঘটে, তাহা বড় বিষম। দুষ্ট দুরাচারদের বিবেক কেমন কঠিন ও তীক্ষ্নরূপে তাহাদিগকে আঘাত করে! "যে সমুদ্র কখন স্থির হইতে পারে না, ও যাহার জলেতে মল ও কর্দ্দম উঠে, দুষ্ট লোকেরা এমন আলোড়িত সমুদ্রের ন্যায়। আমার ঈশ্বর এই কথা কহেন, পাপিদের কিছু শান্তি নাই।" গৃহ মধ্যে কি বাহিরে তাহাদের শুভ ঘটনায় ফাঁদ থাকে, এবং তাহাদের

---

* মল্লের ঢিবীকে নাড়া চাড়া করিলে দুর্গন্ধ বাহির হয়, কিন্তু সুগন্ধ বস্তু নাড়িলে সৌরভ নির্গত হয়। এই উদাহরণ ক্লেশপ্রাপ্ত পাপি ও পুণ্যবানদের প্রতি খাটে।

সুখাদ্যভবে অভিশাপ ও বাধার অভাব নাই। যাহার শরীর পীড়াগ্রস্ত তাহার উত্তম বস্ত্রে কী হইবে? যদি কাঞ্চন পাত্রের তলায় বিষ থাকে, তবে কি তাহা পেয় হইবে? আর যাহার পা ভাঙ্গিয়াছে, তাহার স্বর্ণময় পাদুকায় কী ফল? অধর্ম্ম পথে গমনকারি পাপিদের উপর ঈশ্বরের শাপ ও ঘৃণা এবং প্রচণ্ড কোপ সর্ব্বকালে বর্ত্তে। দ্বি ২৮ অধ্যায়ের ১৫ অবধি শেষ পদ পর্য্যন্ত, আর যে ২৬। ১৪ পদহইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত পাঠ কর; তাহাতে দেখিবা, যে ঈশ্বরের অভিশাপ পাপির তাবৎ পথে (ভূতের ন্যায়) তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হয়। নগর মধ্যে ও পল্লিগ্রামে, গৃহাগমনে ও বহির্গমনে সে তাহার সহগামী হয়; ঐশ্বরিক শাপ বশতঃ তাহার গৃহে বিবাদ হয়, ও তাহার সুস্বাদু গ্রাসও পরমেশ্বরের ক্রোধে মিশ্রিত হয়. তাহা তাহার বস্ত্রে কীট ও পশুপালে সঞ্চার রোগ ও ক্ষেত্রে আগড়া ঘটায়। তদ্দ্বারা বার ২ আপন ঔরসজাত সন্তানগণ তাহার মহা অসুখ ও বিরক্তির মূল হয়। প্রকৃত সুখ বা স্থায়ি শান্তি পাপিদের পাপাচরণে স্থিতি করে না। প্রত্যেক দণ্ডে তাহাদের মস্তকোপরি দণ্ডরূপ খড়্গ অতি সূক্ষ্ম সূত্রে টাঙ্গান আছে, ফলতঃ যদিস্যাৎ তাহাদের বিবেক চক্ষু এই খড়্গ দেখিতে সক্ষম হইত, তবে তাহাদের মন কী রূপে আহ্লাদ ও সন্তোষ ভোগ করিতে পারিত? হায় ২! তাহাদের কেমন আশঙ্কা, আতঙ্ক, হৃৎকম্প, ও ত্রাসযুক্ত কলেবর হইত।

---

১১ অধ্যায়।

পাপে নরাত্মা আকর্ষণকারি শয়তানের দশম কৌশল এই।

সে মনুষ্যদিগকে আপনাদেরহইতে মন্দতররূপে গণিত লোকদের সহিত আপনাদের গুণ ও কর্ম্মের তুলনা করিতে প্রবর্ত্ত করে। এই

কৌশল ক্রমে শয়তান আত্মম্ভরি ফিরূশিকে স্বীয় অভিশপ্ত দুর্দশায় থাকিলেও আপনার সাধুবাদ করিতে লওয়াইল; "হে ঈশ্বর, আমি অন্য লোকদের মত উপদ্রবী কি অন্যায়ী কি পারদারিক নহি, ইত্যাদি।" শয়তান এরূপ কহে, 'তুমি তো অতি ক্ষুদ্র শপথ করিয়া থাক, কিন্তু অমুক ২ প্রত্যহ বড় অধার্ম্মিক ভাবে দিব্য করে; তুমি কখন ২ কিছু নির্লজ্জ হও বটে, কিন্তু অনেকে স্পষ্ট অপবিত্র ও কদর্য্য ব্যবহারে আপনাদিগকে প্রত্যহ অপবিত্র করে; তুমি সামান্য বস্তু লইয়া প্রতিবাসিকে প্রবঞ্চনা ও চাতুরী কর বটে, কিন্তু অনেক লোক প্রবঞ্চনা ও চাতুরী করত মনুষ্যদের ভারি বিষয় অপহরণ এবং তাহাদের সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত করিয়া থাকে; তুমি মাতালের সঙ্গে বসিয়া গল্পসল্প করত কখন ২ দুই এক গ্লাস মাত্র সুরা পান করিয়া থাক, কিন্তু অমুক ২ লোক তাহাদের সহিত বসিয়া বহু পান করত মাতাল হয়; আর তুমি নিজ ব্যবহারে এবং বাক্য কথনে কেবল অল্প অহংকার দেখাও, ইত্যাদি।'

শয়তানের এরূপ কৌশল নিবারক উপায় এই ২।

১ উপায়। গম্ভীর রূপে বিবেচনা কর, আপনার চক্ষুতে যে আড়কাটা আছে তাহার আলোচনা না করিয়া পরের চক্ষুতে যে কুটা আছে তাহা দেখন; অর্থাৎ পরের দোষ দেখিতে চক্ষু প্রসন্ন কিন্তু আত্ম বিষয়ে অন্ধ হওন; পরের ছিদ্র দেখিতে চস্মা লওন কিন্তু আপন পাপ দেখিতে দর্পণ লইতেও অনিচ্ছা করণ; পরের দোষ লইয়া তিলকে তাল করণ কিন্তু আপন দোষ লইয়া তালকে তিল করণ; এই কপটির প্রধান চিহ্ন হয়।

২ উপায়। তোমাহইতে অধম ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনার আন্তরিক ও বাহ্যিক ক্রিয়ার তুলনা না করিয়া, যদ্দ্বারা তোমাকে শেষে বিচারিত হইতে হইবে, এমন ঈশ্বরের নিয়ম ও বাক্যের সঙ্গে তুলনা করণে তুমি অধিক সময় ব্যয় কর। আপনাহইতে মন্দ লোকের সহিত যে ব্যক্তি আপনার তুলনা করে, সে নিজ এবং অন্যান্য লোকদের অনুভবানুসারে আপনাকে স্বর্গচ্যুতের ন্যায় দেখাইতে

পারে, কিন্তু ঈশ্বরীয় শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করিলে আপনাকে শয়তান তুল্য জ্ঞান করিবে।* প্রভু কহেন, "আমি কি তোমাদের দ্বাদশ জনকে মনোনীত করি নাই? কিন্তু তোমাদের মধ্যেও এক জন শয়তান আছে।" এবম্প্রকার লোক শয়তান সদৃশ, তাহারা যথার্থ শয়তানের সন্তান।

শয়তানকে এ জগতের পতি (বা ঈশ্বর) কহা যায়; কেননা যাদৃশ ঈশ্বর 'হউক' বলিবামাত্র সকলি হইল, তাদৃশ শয়তান অঙ্গুলি উঠাইয়া ঈষৎ ইঙ্গিত করিবামাত্রই মনুষ্যেরা নিজ ২ আত্মা চিরধ্বংস হইলেও তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করে। আহা! তাহারা অত্যন্ত অযাথার্থিক মনুষ্যদের ব্যবহার পরিবর্ত্তে যদ্যপি ঐশ্বরিক নিয়মদ্বারা আপনাদের তুলনা করে, তবে তাহাদিগকে নরক সদৃশ অন্ধকারময় দেখা যায়।

৩ উপায়। গম্ভীরভাবে বিবেচনা কর, অন্যদের মত তোমার পাপ অধিক না থাকিলেও প্রকৃত পরামনন ও ঈশ্বরের ক্ষমা না হইলে অন্যদের ন্যায় তোমার নিশ্চয় সর্ব্বনাশ ঘটিবে। ঈশ্বর পাপানুসারে দণ্ড দিবেন, মহা পাপের গুরুতর শাস্তি দিবেন, ইহা সত্য বটে; কিন্তু 'আমি অন্যদের তুল্য শাস্তি পাইব না, কেবল ঈশ্বর, খ্রীষ্ট, পবিত্র দূতগণ ও সাধুগণের সঙ্গ, এবং অনন্ত জীবন সম্বন্ধীয় সকল উত্তম ২ বিষয়হইতে চিরকালের মত দূরীকৃত হইব,' মরণকালে ইহা ভাবিয়া কি তোমার কিছু সান্ত্বনা হইবে? হায়! এমত হইবে না। স্বর্গের সুখদ বিষয় এতোধিক যে তাহার সংখ্যা করা যায় না, এত বড় যে তাহার পরিমান হয় না, এত বহুমূল্য যে তাহার মূল্য স্থির

* আমরা ঈশ্বর ও তাঁহার বাক্যের যত নিকটবর্ত্তী হই ততই আমাদের পাপের মন্দতা দৃষ্ট হয়; যাদৃশ সূর্য্যের প্রতি অধিককাল দৃষ্টি করিলে পর পৃথিবীস্থ তাবৎ বস্তু অন্ধকারময় বোধ হয়। ইতিহাসে কথিত আছে, বাসিলিস্ক নামে অতি কুৎসিত এক সর্প আছে, সে দর্পণের মধ্যে আপনার আকৃতি দেখিলেই প্রাণ ত্যাগ করে; পারমার্থিক ভাবে পাপী ঈশ্বরের দর্পণবৎ বাক্যে আপনার পাপ দেখিলে তদ্রূপ হয়।

করা অসাধ্য। অতএব স্বর্গভোগের যে ক্ষতি সে বড় ক্ষতি বটে, তদর্থে চিরকাল অশ্রুপাত হইলেও যথেষ্ট হয় না; তাহার শোক-রূপ কীট অগ্নিদাহন তুল্য বেদনা দিবে। ইফিষীয় খ্রীষ্টিয়ানেরা পৌলের মুখ দর্শন করিতে আর পাইবে না বলিয়া যদি ক্রন্দন করিল, (প্রে ২০। ৩৮) তবে পাপিদের পক্ষে স্বর্গীয় গৌরব দর্শনে চিরবিহীন হওন কত অধিক বিলাপজনক হইবে!

আরো, পাপিরা স্বর্গহইতে বহিষ্কৃত হইবে তাহা কেবল নয়, কিন্তু নরক মধ্যে চিরবদ্ধ থাকিবে; তাহারা ঈশ্বর ও দূতগণের সম্মুখ-হইতে দূরীকৃত হইবে তাহা কেবল নহে, কিন্তু শয়তান ও সর্ব্বনাশ-প্রাপ্ত আত্মাদের সংসর্গে চিরকাল থাকিবে; ঈশ্বরের দক্ষিণ দিকস্থ মনোরম ও বোধের অগম্য ও বাক্যে অপ্রকাশ্য এবং চিরস্থায়ি সুখ-হইতে বঞ্চিত হইবে তাহা কেবল নহে, কিন্তু আরো অপ্রতিকার্য্য যন্ত্রণা তাহাদিগকে চিরভোগ করিতে হইবে।*

হায় ২ মহাশয়েরা! উক্ত বাক্যের সত্যতা পরিণামে জ্ঞাত হওন পর্য্যন্ত আপন ২ পাপে রত থাকন অপেক্ষা কি পরামননদ্বারা পাপ পরিত্যাগ করণ সহস্র ২ গুণে তোমাদের শ্রেয় নহে? ঈশ্বর বড় কৃপাময়, অতএব তোমাদের আত্মার যেন চিররক্ষা হয়, এজন্যে তোমরা পরামনন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ফির। স্মরণ কর, যে নারকিদের যন্ত্রণা তিক্ততা প্রযুক্ত দুঃখদায়ক বটে, কিন্তু অনন্তকাল স্থায়ি প্রযুক্ত আরও অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইবে। হায় ২, নারকিদের অনন্তকাল যন্ত্রণা হইবে! দেখ, এই চিন্তা অত্যন্ত সাহসকেও দমন করে। ইহা ভাবিয়া, অর্থাৎ চিরকাল জ্বালায় জ্বলিবে বলিয়া, অভিশপ্ত নরকবাসিরা মনোদ্বিগ্নতা প্রযুক্ত শোকান্বিত হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পূর্ব্বক কেমন চেঁচাইয়া উঠে, এবং চুল ছিঁড়িয়া দন্ত কড়মড় করিয়া প্রচণ্ড রাগে উন্মত্ত হয়!

---

* তখন ক্ষমা ও ভরসা, করুণা ও গৌরব, সান্ত্বনা ও ত্রাণ, এই সকলের দ্বার পাপিদের প্রতি চিরকালের মত বন্ধ হইবে। মথি ২৫। ১০

১১ অধ্যায়।

পাপে নরাত্মাকর্ষক শয়তানের একাদশ কৌশল এই।

যদ্দ্বারা মন ধর্ম্ম বিষয়ে অযত্নশীল হইয়া দুরাচারী হয়, শয়তান এমন বিপদজনক নানা ভ্রম জন্মাইয়া মনুষ্যদের আত্মা ও বিচারশক্তি ভ্রষ্ট ও অপবিত্র করিয়া দেয়। হায়! যাহাতে খ্রীষ্টের অসম্মান এবং নরাত্মার অপকার হইয়া থাকে, কত ২ লোকের মন এরূপ ভ্রমে পরিপূর্ণ আছে। এ সকল ভয়ানক কুমত হেতুক আমাদের মধ্যে দুষ্টতাচরণ বন্যার ন্যায় আসিয়াছে।

এই কৌশল নিবারক উপায় পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

১ উপায়। স্থির মনে বিবেচনা কর, যে ভ্রান্ত ও গর্ব্বিত মন দুষ্টাচরণের ন্যায় ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দুষ্ট। ভ্রমবশতঃ মনুষ্যদের অন্তঃকরণ নির্ব্বুদ্ধি, ও আচার ব্যবহার পাপময়, এবং মতি চঞ্চল হয়; আর তাহা শরীরব্যাপক রোগসদৃশ হইয়া নরাত্মাতে ব্যাপ্ত হওত তাহার অহিত করে, এবং তদ্দ্বারা আত্মা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অপবিত্র কুষ্ঠরোগির ন্যায় হয়।

দেবপূজক লোকেরা যে বিচারশূন্য ও ঈশ্বরের অগ্রাহ্য এবং ঘৃণার্হ কুমতিতে তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহা তাহাদের ঘোরতর রোমাঞ্চজনক দুর্ঘটনা জানিবা। এমন মতি কাহারো শ্লাঘাজনক না হইয়া বরং লজ্জাজনক হয়। হে প্রভো ঈশ্বর! যাহাতে সহস্র ২ লোক পতিত হইয়া চিরস্থায়ি ধ্বংসের পথে আছে, আমাকে এ সকল মন্দ ভ্রমহইতে রক্ষা কর; বরঞ্চ আমাকে আপন হস্তে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।

২ উপায়। প্রেমপূর্ব্বক সত্যতাকে ধারণ কর, অর্থাৎ তোমার আত্মায় বাহুল্যরূপে সত্যতা বাস করুক। যখন মনুষ্যেরা সত্যতার আগমনে আপন ২ মনের কপাট রুদ্ধ করে, তখন ঈশ্বর ন্যায় বিচার

অনুসারে তাহাদিগকে ভ্রমদ্বারা মুগ্ধ ও প্রবঞ্চিত হইতে দিয়া অনন্ত নাশে পরিত্যাগ করেন। "তাহারা পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে সত্য মতের অনুরাগ গ্রাহ্য করে নাই: এই জন্যে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি ভ্রান্তিজনক মায়া পাঠাইলে তাহারা মিথ্যা কথাতে বিশ্বাস করিবে। কেননা যাহারা সত্য মতে বিশ্বাস না করিয়া অধর্ম্মেতে সন্তুষ্ট হয়, সেই সকলকে দণ্ডের পাত্র হইতে হইবে।" ২ থি ২। ১০, ১১, ১২ পদ। অতএব মহাশয়েরা যদি নিজ ২ প্রাণকে প্রিয় জ্ঞান করেন, তবে ঈশ্বরের সত্যের প্রতিবন্ধক হইয়া সর্ব্বনাশক মিথ্যার বিশ্বাস করণদ্বারা তাঁহাকে পরীক্ষা এবং ক্রোধান্বিত করিও না। যাহারা প্রেম করিয়া সত্য বিষয় গ্রহণ করে, তাহাদের ন্যায় ভ্রমহইতে নিরুদ্বেগ পৃথিবীর মধ্যে আর কেহ নাই। তাহারা "মনুষ্যদের চাতুর্য্যেতে, ও ভ্রান্তিজনক ধূর্ত্ততাতে, ও উপদেশরূপ তাবৎ প্রকার বায়ুতে ইতস্ততো চালিত হয় না।" মনের মধ্যে সত্যতা বিষয়ক অনেক জ্ঞান হইলেই হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা ভাল বাসিয়া অন্তঃকরণে গ্রহণ করে, তাহার বুদ্ধি উত্তম। নতুবা যাহারা বিচার শক্তিকে রোগগ্রস্ত ও আত্মার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, তাহাদের কর্ত্তৃক মুগ্ধ ও প্রবঞ্চিত হইতে হয়।

হে মহাশয়েরা, তোমাদের বুদ্ধি যে ভ্রমদ্বারা অপবিত্র হয়, ইহা যদি তোমাদের অভিমত নয়, তবে স্বর্ণহইতে বহুমূল্য যে খ্রীষ্টের বাক্য তাহা তোমাদের মনের মধ্যে বাহুল্যরূপে থাকুক।* যে শয়তান আপনার সহিত চিরকাল অন্ধকাররূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে অন্য লোকদিগকে আকর্ষণার্থে অনায়াসে জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গদূতের আকার ধরিতে পারে, তাহার হস্তগতকারি দুঃসাধ্য কপট ভ্রমহইতে আমাদের বিচারশক্তি কী রূপে নিরাপদে থাকিতে

---

* কল ৩। ১৬ পদ। "খ্রীষ্টের বাক্য তোমাদের মধ্যে থাকুক।" রোপিত বা উপ্ত বাক্যের ন্যায় তাহা তোমাদের মনের সহিত মিলিত হউক, অর্থাৎ তোমাদের প্রকৃতির এক অংশ হইয়া যাউক।

পারে? কি কেবল ধর্ম্মবিষয়ক সত্য কথা শ্রবণ বা জ্ঞাত হওনদ্বারা, এবং তাহার প্রতিষ্ঠা বা তদ্বিষয়ে কথোপকথনদ্বারা হইতে পারে? না। কিন্তু তাহা যদি আমাদের অন্তরে বাস করে তবে হইতে পারে।* ঈশ্বরের বাক্য কোন বিদেশির তুচ্ছ না হইয়া তোমার সঙ্গী হউক। তাহা হইলে এমন বাক্যবাদি ব্যক্তিদের ধূর্ত্ততায় তোমাদের বামে ও দক্ষিণে যখন অনেকের পতন হইবে, তখন তোমরা দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবা। হে মহাশয়েরা, যদি সত্যজ্ঞান তোমাদের প্রচুররূপে থাকে তবে তোমরা সুখী; নচেৎ বাহ্য মহৈশ্বর্য্য থাকিলেও অবশ্য অসুখী হইবা।

৩ উপায়। গম্ভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখ, ভ্রমদ্বারা ভ্রান্ত জনের ক্ষতি হয়। ভ্রমই জগতকে পারমার্থিক রোগে রোগি করায়; তাহা সাব্যস্ত ও ব্যাপ্ত করিতে মনুষ্যেরা পরিশ্রম ও ক্লেশ সহ্য করে, কিন্তু যখন প্রত্যেক জনের গাথনির পরীক্ষা অগ্নিদ্বারা হইবে, তখন তাহাহইতে তাহারা কোন লাভ বা সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইবে না। ১ ক ৩। ১১—১৫ পদা। আহা! ঈশ্বরাপমানক ও আত্মানাশক মতের শ্রীবৃদ্ধি করণার্থে যাহারা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান এবং বিলম্বে শয্যায় গমন করিয়া, আপনাদের ধন, মান, বল, বুদ্ধি, এবং সর্ব্বস্ব ব্যয় করে, তাহাদের এ তাবৎ ক্ষতি মাত্র হইবে, এবং যদি তাহারা নিজে পরিত্রাণ পায় তবে তাহা অগ্নিদ্বারা অর্থাৎ অতি কষ্টে হইবে; আহা! তাহারা যদি স্থির মনে ইহা বিবেচনা করে! হে মহাশয়েরা, যাহা ভক্ষ্য নয় তজ্জন্য ধন ব্যয় করিতেছ, ইহা কি তোমাদের কিছুই নয়? এবং তোমাদের হিসাব ও পরীক্ষার দিনে যাহাতে তোমা-

---

* ঐশ্বরীয় পথাজ্ঞাত লোক অবশ্য ভ্রান্ত হইবে, তত্রাচ ভ্রান্ত হইয়া নরকের পথ হারাইবে না।

† যাদৃশ গ্লাস অর্থাৎ পরকলা উজ্জ্বল অথচ ঠুনকা, তেমনি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভ্রম হাতুড়ির আঘাত ও অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু স্বর্ণ তাহা পারে; বরঞ্চ তাহা ঘর্ষিত বা অগ্নিতে দ্রবীভূত হইলেও দৃঢ় থাকে, এবং উজ্জ্বলতর দেখায়।

দের কিছুই লাভ হইবে না, তদর্থে আপন বল কী কারণ ব্যয় করিতেছ? আহা! 'সত্যতা ক্রয় কর কিন্তু তাহা বিক্রয় করিও না,' লোকেরা যদি এক্ষণে এই কথায় অবধান করে! ইহার জন্যে বহু ধন দিলেও মন্দ ক্রয় হয় না, কিন্তু তাহা বেচিলে সমস্ত জগৎ লইয়াও ভাল বিক্রয় হয় না। অপর স্মরণ কর, যে ভ্রষ্ট ও অসার মত শিক্ষা এবং স্থাপন করণে সহস্র বর্ষ ব্যয় অপেক্ষা, সজ্জ্ঞান শিক্ষা এবং তৎস্থাপন করণে এক দিবস অথবা এক ঘণ্টাও ব্যয় করিলে অধিক সান্ত্বনা ও লাভ পাওয়া যাইবে। জগতে ব্যপ্ত তাবৎ ভ্রষ্ট মত বিচারকর্ত্তা ঈশ্বরহইতে নয়, কিন্তু জগৎপতি শয়তানহইতে সে সকলের উৎপত্তি হইয়াছে।

৪ উপায়। যে২ উপদেশ ও মত সকল ধর্ম্মাচরণ বিরুদ্ধ, ও অপবিত্র আচরণ উৎপাদক, আর ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশাতিরিক্ত কঠিন ক্রিয়াদি করিতে কহে, এবং খ্রীষ্টকে কবরহইতে উত্থানকারি অলৌকিক শক্তি ব্যতীত যে আশ্চর্য্য কার্য্য করণ অসাধ্য তাহা করিবায় মনুষ্যের ভ্রষ্ট স্বভাবকে স্ফীত ও অহংকৃত করে, সে সকলকে অতিশয় ঘৃণাপূর্ব্বক অগ্রাহ্য কর। এবং যাহা খ্রীষ্টের পুণ্যের পরিবর্ত্তে আমাদের নিজ পুণ্যের উন্নতি করে, ও আমাদের পুণ্যকে যীশুর সিংহাসনোপবিষ্ট করত তাঁহার অংশি করিয়া দেয়, এবং খ্রীষ্টের পুণ্যের এমত বর্ণনা করে যে আমাদের পবিত্রতাচরণ ও ধর্ম্ম কর্ম্ম অনাবশ্যক দেখায়, এবং যাহা ব্যবস্থাকালীন মঙ্গল অপেক্ষা সুসমাচারের সময়ে বিশ্বাসিদের গৌরবান্বিত ও ধন্য অধিকার খর্ব্ব করে, এমন সকল উপদেশ এবং মতের অশ্রদ্ধা কর। আহা! যদি এ তাবৎ মত ও উপদেশের বিরুদ্ধে তোমাদের পবিত্র ক্রোধ ও ঘৃণা হয়, তবে যখন অন্যদের পতন হয় তখন তোমরা দণ্ডায়মান থাকিবা; এবং যখন অনেকে পূর্ব্বে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় থাকিয়াও শেষে দুর্গন্ধ নির্ব্বাণ পলিতার তুল্য হইবে, তখন তোমরা মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ হইতে পারিবা।

৫ উপায়। সত্য বিষয়কে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখ। যেমন মনুষ্যেরা ঈশ্বরের আশ্রয় ত্যাগ না করিলে শারীরিক বলে আশ্রয় লয় না, (যিরি ১৭। ৫) তেমনি তাহারা সত্যতা ছাড়িয়া না দিলে ভ্রমকে ধরে না; অতএব সত্যতা দৃঢ় করিয়া ধর। সত্যতা তোমার মুকুট, তাহা শক্ত করিয়া ধর, তাহা যেন অন্য কেহ তোমাহইতে লইতে না পারে। ঈশ্বর কি সত্যতাকে তোমার মনে মধুচাকহইতে মিষ্ট করেন নাই? শিমশোন যেমন মধুচাক খাইয়াছিল, তেমনি সত্যতা-রূপ মধুচাক খাইতে২ কি স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা কর না? হে পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করি, সত্যতা যে আত্মার সান্ত্বনা ও তৃপ্তি ও দার্ঢ্য-কারী, ইহা কি তুমি আপনি দেখিতে পাও নাই? সত্যতা তোমার পথ দর্শক, এবং তোমার ধরিবার অবলম্বন যষ্টি স্বরূপ, আর তোমাকে সবল করিতে পুষ্টিজনক খাদ্য ও তোমাকে সুস্থ করিতে ঔষধ স্বরূপ, ইহা কি বুঝ নাই? তবে কি তুমি সত্যতাকে দৃঢ় করিয়া ধরিবা না? অশুভকালে সত্যতা কি তোমার পরম বন্ধু হয় নাই? তোমার মিত্রেরা ছাড়িয়া গেলেও সত্যতা কি তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে নাই? সমস্ত জগৎ তোমার যত অনিষ্ট করিয়াছে, সত্যতা কি তোমার ততোধিক ইষ্ট করে নাই? তবে কি সত্যতাকে শক্তরূপে ধরিবা না? খ্রীষ্টের সেবার নিমিত্তে কি সত্যতা তোমার দক্ষিণ চক্ষুবৎ নহে? এবং তন্নিমিত্তে কি সত্যতা তোমার দক্ষিণ হস্ত সদৃশ নয়? আর তাহা কি তোমার দক্ষিণ চরণের ন্যায় নহে, যাহার অভাবে তুমি খ্রীষ্টের সহিত গমনাগমন করিতে পার না? তবে কি তুমি সত্যতাকে দৃঢ়রূপে ধরিবা না? তোমার বিচারশক্তি ও বুদ্ধি ও ইচ্ছা ও প্রেমে সত্য-তাকে দৃঢ়রূপে ধারণ কর। কাঞ্চন ও মণিমাণিক্যহইতেও সত্যতার মূল্য অধিক; কোন ইষ্ট বস্তু তাহার তুল্য নয়। সত্যতা স্বর্গীয় দর্পণের ন্যায়, তাহাতে ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, ও দয়া, এবং খ্রীষ্টের অপার গৌরবকে দেখিতে পাওয়া যায়। যাদৃশ রূৎ নয়মীর প্রতি আসক্তা হইয়াছিল, (রূৎ ১। ১৫, ১৬) তাদৃশ তোমার

আত্মা সত্যতায় লিপ্ত হউক; এবং সে যেমন নয়মীকে কহিয়াছিল, সত্যতার বিষয়ে তুমিও তদ্রূপ কহ, যথা, "আমি তোমাকে ত্যাগ বা তোমার পশ্চাদ্গমনহইতে প্রত্যাগমন করিব না; তুমি যথা যাইবা আমি তথা যাইব, তুমি যথা থাকিবা আমি তথা থাকিব, মৃত্যু ছাড়া আর কিছুতে তোমায় আমায় বিচ্ছেদ হইবে না। খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক ফিলাদিল্‌ফিয়ার মণ্ডলীর প্রতি যে কথা কথিত হইয়াছিল, তাহা আমি তোমাকে কহিতে পারি, অর্থাৎ "তোমার মুকুট যেন অন্য কেহ না লয়, একারণ তোমার যাহা আছে তাহা যত্ন করিয়া রাখ।" পৌল প্রেরিতও কহেন, "অন্য কেহ তোমার মুকুট না লউক; বিশ্বাসজনক বাক্য দৃঢ়রূপে ধারণ কর।" তিত ১। ৯। মুকুট সর্ব্বাপেক্ষা রাজত্বের সম্ভ্রমজনক বস্তু, সত্যতাও তদ্রূপ। ধন, মান, বন্ধু, বান্ধব, আহ্লাদ, আমোদ ও তাবৎ পৃথিবীস্থ সৌভাগ্য, এবং তোমার সুহৃদ ও ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব ও আপন প্রাণ পর্য্যন্ত সত্যতার পরিবর্ত্তে পরিত্যাগ করাও তোমার পক্ষে ভাল।* অতএব সত্যতা না ছাড়িয়া তাহাকে রক্ষা কর, তাহাতে সে তোমাকে চিরকাল নির্ব্বিঘ্ন ও সুখি করিয়া রাখিবে। যাহারা সত্যতাদ্বারা রক্ষিত তাহারা ধন্য।

৬ উপায়। নম্র হইয়া থাক। নম্রতা শয়তান কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত তাবৎ বাণ এবং তদ্বিস্তারিত জালহইতে তোমার আত্মাকে নিরাপদে রাখিবে। ঝড় লাগিলে যেমন বড় গাছ ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু ক্ষুদ্র বৃক্ষের কিছু হয় না; তেমনি অহংকারি লোক ভ্রমরূপ ঝড়দ্বারা ছিন্ন ও ভগ্ন হয়, কিন্তু নম্র লোকের কিছু হানি হয় না। নম্র লোকদিগকে ভ্রমরূপ রজ্জু দিয়া বদ্ধ করা, ইহা শয়তান এবং জগতের পক্ষে সুকঠিন কর্ম্ম। সত্য ও জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর নম্র লোকদের সঙ্গে বাস করিতে বড় আহ্লাদিত হন, তাহাতে নম্র

---

* এক জন প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ান কহিলেন, আমি সত্য ধর্ম্মের নিমিত্তে বিতর্ক করিতে না পারিলেও তজ্জন্য প্রাণ দিতে পারি।

লোকদের মনে যত জ্ঞান, দীপ্তি ও নম্রতা স্থিতি করে, ততই অন্ধ-কার ও ভ্রম দূরবর্ত্তী হয়। যাদৃশ খালি পাত্রে জল ঢালা হয়, তাদৃশ অহঙ্কার শূন্য যে নম্রান্তঃকরণ, তাহাতে ঈশ্বর স্বীয় প্রসাদ ঢালিয়া দেন; আর আত্মাতে যত প্রসাদ ঢালা যায়, ততই ভ্রম তাহাকে পরাজয় অথবা পাপরোগে পীড়িত করিতে অক্ষম হয়। ২৫ গীতের ৯ পদে উক্ত এই কথা উত্তম, "তিনি নম্র লোক-দিগকে ন্যায্যনীতির পথে গমন করান, ও নম্রদিগকে আপন পথের বিষয়ে শিক্ষা দেন।" অধিকন্তু ঈশ্বরকর্তৃক চালিত ও শিক্ষিত লোকেরা অনায়াসে ভ্রমের পথে আকর্ষিত হয় না। হে পাঠক মহাশয়, দর্প বিষয়ে সতর্ক হও; তদ্দ্বারা মিথ্যার বৃদ্ধি ও সদ্গুণের হ্রাস ও অন্তঃকরণে ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা হয়। অহং-কারি ব্যক্তিরা যেমন ভ্রম জালে জড়ীভূত ও পরাস্ত হয়, তেমনি পৃথিবীতে আর কোন লোক নহে। অহংকার প্রযুক্ত ধর্ম্ম-পুস্তকে লিখিত বিষয়ের অবশীভূত হওন, এবং অপরিমিত রূপে জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা করণ, এবং আপন বুদ্ধিতে বিশ্বাস করণ, এবং নিগূঢ় তত্ত্বান্বেষণ করণ, এবং সাংসারিক দর্পে স্ফীত হওন এই সকল বড় আপদজনক বিষয় বটে। ফলতঃ পরিণামে দেখিতেছি যে অহংকার নম্রতার সীমা লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যকে সচরাচর বিষম ভ্রমে পড়িতে হয়।*

৭ উপায়। বিবেচনা করিয়া দেখ, ভ্রমহইতে কত মন্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ভ্রম এক ফলবতী স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়া অনেক বিজাতীয় বংশ প্রসব করিয়াছে, তাহারা সমুদয় নগর ও দেশকে দগ্ধ করিতেছে। যদি বিবেক অথবা সদসৎ বোধে ভ্রম জন্মে, তবে মনুষ্যদের আত্মাতে কেবল নয়, কিন্তু তাহাদের সাং-সারিক বিষয়েও অনেক মন্দ ঘটে। পূর্ব্বে ও ইহকালে ভ্রমহইতে

---

* যে জন চন্দ্রের প্রতি তাকাইতে২ গর্ত্তে পড়িয়াছিল, অহঙ্কারি ব্যক্তি তাহার মত।

অনেকে অধঃপতিত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, আর অনেক পরাক্রান্ত, মহৎ ও বিদ্বান লোক তদ্দ্বারা হত হইয়াছে। মনুষ্যেরা ঈশ্বরদ্বারা পরিত্যক্ত ও সভ্যতাবিহীন ও শয়তান কর্তৃক অন্ধীভূত না হইলে অবশ্য ইহা জানিতে পারিত। ভ্রম কত সদ্গুণকে দুর্বল, ও কতবার আহ্লাদ এবং সান্ত্বনাকে মেঘাচ্ছন্ন অথবা নষ্ট করিয়াছে; সে কত লোকের হস্তকে দুর্বল ও চক্ষু অন্ধ করিয়াছে; কত লোকের বিচার শক্তির বিপর্য্যয় ও মনকে তিমিরাবৃত করিয়াছে; কত লোকের অন্তঃকরণ কঠিন ও প্রেম শীতল করিয়াছে; কত লোকের বিবেককে অচৈতন্য ও আচরণ অপবিত্র করিয়াছে! হে পাঠক, এই সকল কথা বিচারানন্তর কি নরকাপেক্ষা ভ্রমেতে অধিক কম্পান্বিত হইবা না?

---

১২ অধ্যায়।

পাপে নরাত্মা আকর্ষণকারি শয়তানের দ্বাদশ কৌশল এই।

সে দুষ্ট লোকদের সহিত মনুষ্যদিগকে আলাপ ও ব্যবহার করায়। হায়! শয়তান মনুষ্যদিগকে কুসংসর্গে লওয়াইয়া কেমন মহা ভয়ানক পাপ ও দুরাচার করাইয়াছে!

এক্ষণে ইহার নিবারক উপায় লিখি, শ্রবণ কর।

১ উপায়। যাহাতে স্পষ্টরূপে দুষ্টের সঙ্গ ত্যাগ করিতে কহে, ঈশ্বরের এমন আজ্ঞা সকল অন্তরে ধ্যান কর।* "অন্ধকাররূপ নিষ্ফল কর্ম্মের সহভাগী হইও না, বরং তাহার দোষ প্রকাশ কর।" ইফি ৫। ১১ পদ। "পাপিদের মার্গে প্রবেশ করিও না, ও দুষ্ট লোকদের পথে গমন করিও না। তাহা ত্যাগ কর,

---

* ঈশ্বরের আজ্ঞা মনুষ্যদের সকল কর্তৃত্ব ও লোকাচার অপেক্ষা অধিক মাননীয়।

তাহার নিকট দিয়া যাইও না; তাহাহইতে বিমুখ হইয়া চলিয়া যাও।" হিতো ৪। ১৪, ১৫ পদ। এবং ১ করি ৫। ৯, ১০, ১১। ২ থি ৩। ৬। হিতো ১। ১০, ১৫; এই সকল পদ বাহির করিয়া দেখ, আর যাবৎ অসার লোকের সংসর্গে ঘৃণা না জন্মে, তাবৎ অন্তরে প্রণিধান কর। আয়ুব কহেন, "ঈশ্বর দুষ্কর্ম্মিদের হস্ত ধারণ করেন না," তবে তুমি কেন তাহা ধরিবা? ঈশ্বরের আজ্ঞা মাদিমদের ব্যবস্থার ন্যায় অটল। যদি এখন তাহা না মান, তবে অবশেষে খ্রীষ্ট যখন জগতের বিচার করিতে আসিবেন, তখন তাহা তোমার বিপরীতে সাক্ষি স্বরূপ হইবে, এবং যাঁতার ন্যায় হইয়া তোমাকে নরকতলে ডুবাইবে।

২ উপায়। উপরে লিখিত শাস্ত্রখণ্ডদ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে দুষ্ট লোকদের সংসর্গ সঞ্চার রোগবৎ ও বড় আপদজনক, ইহা গম্ভীর ভাবে বুঝিয়া দেখ। হায়! কত ২ লোকেরা দুরাচারিগণের সঙ্গে বেড়াইয়া নাম, ভূমি, বল, এবং ঈশ্বর, স্বর্গ, ও আপন ২ আত্মাকে হারাইয়াছে। যেমন তোমরা পচা দুর্গন্ধ মড়াহইতে দূরবর্ত্তী হও, ও যেমন নাবিকেরা তরি লইয়া চড়া ও জলে মগ্ন শৈলহইতে দূরে যায়, ও যেমন লোকেরা সঞ্চার ক্ষতবিশিষ্ট মনুষ্যদের নিকটহইতে অন্তর হয়, তদ্রূপ দুষ্টদের সংসর্গ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।* যেমন বনঘাসে শস্যের, এবং ব্যাপক রোগবিশিষ্ট বাটী সমুদয় পাড়ার মন্দ ঘটায়, তেমনি কুসংসর্গ নরাত্মার অহিতকারী জানিবা।

বাইয়াস নামে এক জন দেবপূজক জাহাজ আরোহণ করিয়া কোন স্থানে যাত্রা করিতেছিল। এমত সময়ে মহা ঝড় উপস্থিত হইলে, সে জাহাজস্থ অনেক দুষ্ট লোককে দেবতাদের উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে দেখিয়া কহিল, "ওহে ক্ষান্ত হও, চুপ কর,

* যেমন রৌদ্রে বেড়াইলে ক্রমে ২ বর্ণ মলিন হইয়া যায়, সেইরূপ কুসঙ্গকারি লোক দোষযুক্ত হয়।

তোমরা এস্থানে আছ ইহা দেবতারা জ্ঞাত হইলে নিঃসন্দেহে আমাসুদ্ধ সকলকেই জলে মগ্ন করাইবেন।" হায় ২! মহাশয়েরা, একজন দেবপূজক কুসংসর্গে এত বিপদ দেখিতে পাইয়াছিল, তবে তোমরা কি কিছুই দেখিতে পাও না? হিতো ১৩। ২০।

৩ উপায়। দুষ্ট লোকেরা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে যে নাম ও স্বভাবে বিখ্যাত হইয়াছে, তদনুযায়ী তোমরা তাহাদিগকে সর্বদা মানিও। ধর্ম্মশাস্ত্র পাপিদের প্রচণ্ডতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে সিংহ কহে, নিষ্ঠুরতা জন্য ভল্লূক কহে, কদর্য্যের নিমিত্তে অজগর বলে, এবং অপবিত্রতা নিমিত্ত কুক্কুর, আর চতুরতা প্রযুক্ত খেঁকড়িয়া বলে। আরো ধর্ম্মশাস্ত্রে বৃশ্চিক, সর্প, শিয়াল ও শ্যাকুলাদি কণ্টক, নাড়া, মল, তুষ, ধূলি, ধূম, এবং খাদ, গাদ, ইত্যাদি অপনামদ্বারা তাহাদের স্বভাব প্রকাশ করে, যথা নীচের লিখিত টিপ্পনীদ্বারা সুব্যক্ত হইতে পারে।* দুষ্ট লোকেরা নিজে অথবা তাহাদের স্তাবকেরা তাহাদিগকে যে নাম ও স্বভাব দেয়, তদনুসারে তাহাদের বিচার করা আপদজনক বিষয়, তদ্দ্বারা তোমরা প্রবঞ্চিত হইতে পার; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বাক্যানুসারে তাহাদের বিচার করিলে তোমরা তাহাদের সঙ্গে বেড়াওন, ও তাহাদের সভাতে আহ্লাদিত হওনহইতে পৃথক থাকিতে পারিবা। তাহারা আপনাদের ও অন্য লোকে তাহাদিগের বিষয়ে কী বলে, তাহা শুনিও না; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র তাহাদিগের বিষয় কী কহে তাহা শ্রবণ কর। যেমন নাবলের নাম তেমন তাহার স্বভাব, (১ শি ২৫। ২৫) তদ্রূপ ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত দুষ্ট লোকদের নামের তুল্য তাহাদের স্বভাব জানিবা; ধর্ম্মাত্মা যে ২ উপযুক্ত নাম তাহাদিগকে দিয়াছেন, তদ্দ্বারা তোমরা ভালরূপে তাহাদের আন্তরিক ভাব জ্ঞাত হইতে পার।

---

* ২ তী ৪। ১৭। যিশ ১১। ৭। ঐ ২৫। ৭। ২ পি ২। ২২। মথি ১০। ১৬। প্রকা ৯। ৩, ১০। মথি ৩। ৭। যিশ ১০। ১৭। মথি ৭। ১৫। বিচা ৯। ১৪। আয়ূ ২১। ১৮। ১৮ গী ৪২। ঐ ১। ৪। যিশ ৪১। ২। যিহি ২২। ১৮, ১৯। যিশ ৯। ৫। যিহি ২৪। ৬।

৪ উপায়। গম্ভীর মনে ভাবিয়া বুঝ, যে২ সাধুবর্গ পৃথিবীতে পূর্ব্বকালে প্রশংসার ভাজন থাকিয়া এক্ষণে স্বর্গে জয়োল্লাস করিতেছেন, তাঁহারা কুসংসর্গ অথবা দুষ্টদের সঙ্গে আলাপকে শোক ও ভার স্বরূপ বুঝিতেন। দায়ূদ কহেন "যাহারা সন্ধি ঘৃণা করে, তাহাদের মধ্যে বাস করিতে আমার প্রাণ ক্লান্ত হইয়াছে।" ১২০ গী। ৬ পদ। যিরিমিয়ও সেইমত কহেন, যথা; "হায় ২! পথিকদের বাসার ন্যায় যদি প্রান্তরে আমার এক বাসা হয়, তবে আমি আপন লোকদিগকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাই; কেননা তাহারা সকলে পারদারিক ও খল সমাজ হয়।" যিরি ৯। ২। দুরাত্মাদের পাপাচরণে ধার্ম্মিক লোট দুঃখিত হইতেন; (২ পি ২। ৭, ৮) তাহারা তাঁহার জীবনকে ভার স্বরূপ ও জীবন অপেক্ষা মৃত্যু বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিত। সংসর্গ দুষ্ট লোকের সংসর্গে শোক অথবা দোষ বিনা আর কিছু প্রাপ্ত হইতে পারে না। বীজা লেখেন, এক সম্ভ্রান্তা নারী মৃত্যু কালে মনে উদ্বিগ্না হইয়া কহিলেন, 'হে ঈশ্বর, যথা দুষ্টেরা আছে এমত নরকে আমাকে যাইতে দিও না; কেননা আমি ইহকালে তাহাদের সঙ্গ কখন ভাল বাসি নাই, হে প্রভো, ইহা তুমি জ্ঞাত আছ।'

ইতি। শয়তানের কৌশল ও তন্নিবারক উপায়ের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

শয়তানের কল্পনা

ও

তন্নিবারক উপায়।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মনুষ্যদিগকে পবিত্র ক্রিয়া ও ঈশ্বর সেবা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য হইতে বিরত করণার্থে শয়তানের বিবিধ কৌশল।

১ অধ্যায়।

পবিত্র ক্রিয়া এবং ধর্ম্ম সম্পর্কীয় কার্য্য হইতে বিরতকারি শয়তানের প্রথম কৌশল এই।

শয়তান জগৎকে এমন সুন্দর ভূষণে ভূষিত করিয়া দেখায়, যে তাহাতে মনুষ্যদের মন ভুলিয়া ফাঁদে পতিত হয়, আর জগৎ এবম্প্রকারে তাহাদের প্রেম হরণ করে, যে তাহারা তৎকালে

তাহার উপলব্ধি পায় না। সে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য ও পরাক্রম দর্শাইলে তদ্দ্বারা সহস্র ২ লোক মুগ্ধ হইয়া যায়।* যদি জগতের ধমকদ্বারা সহস্র ২ লোকের নাশ ঘটে, তবে তাহার মৃদুহাস্যদ্বারা অযুত ২ জন নষ্ট হয়। সংসার মোহনবংশীর রবে ভুলাইয়া শেষে প্রাণে মারে; যিহূদার মত চুম্বন করিয়া শত্রু হস্তগত করে, আর যোয়াব তুল্য হইয়া চুম্বন করত পঞ্জর মধ্যে অস্ত্রাঘাত করে। সংসারের মান্য জাঁকজমক ও সম্ভ্রমাদিকে মিষ্ট বিষ সদৃশ জানিবা; ইহাদ্বারা যদিও অনন্ত ধ্বংস না ঘটে, তথাপি বহু আপদ ঘটিবে।

শয়তানের এ ছল নিবারণের উপায় এক্ষণে কহিব।

১ উপায়। এই জগতের তাবৎ বস্তু অলীক এবং অনুপকারজনক ইহা গম্ভীর ভাবে ধ্যান কর, সে সকল তোমাদিগকে ক্ষুদ্রতম মন্দহইতেও নিরুদ্বেগ করিতে এবং ক্ষুদ্রতম মঙ্গলও প্রাপণ করাইতে অসমর্থ। স্বর্ণময় কিরীট কখন শিরঃপীড়া সুস্থ করিতে অথবা মখমলের পাদুকা বাত বেদনা দূর করিতে পারে না, এবং কাঞ্চনশ্রী গলদেশে পরিলে দন্তের শূলব্যথা নষ্ট হয় না। মিশরে দরিদ্র ও ধনাঢ্য উভয়ের ঘরে ভেক প্রবেশ করিয়াছিল; আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাদ্বারা বিদিত হইতেছে, মনুষ্যেরা যে সম্ভ্রম ও ধনাদি ভোগ করে, তদ্দ্বারা তাহারা কোন বেদনা অথবা জ্বরহইতে মুক্ত থাকে না। অধিকন্তু অতি আশ্চর্য্য এই, যে অনেক ধন অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থাতে পতন নিবারণ করিতেও পারে না। তবে যদ্দ্বারা পৃথিবীতে অত্যল্প সুখও প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে তোমাদের স্বর্গে প্রবেশ করণের প্রতিবন্ধক হইতে কেন দিবা?

* জগতের পরাক্রম অপেক্ষা তাহার সৌন্দর্য্যদ্বারা খ্রীষ্টিয়ানের অধিক বিপদ ঘটে। ঝড় অপেক্ষা রৌদ্র অধিক প্রবল হয়, কেননা প্রচণ্ড বাতাস হইলে আমরা শরীরে বস্ত্র আঁটিয়া জড়াই, কিন্তু প্রখর সূর্য্যকিরণে তাহা খুলিয়া ফেলি।

২ উপায়। সাংসারিক মঙ্গলের দুর্ব্বলতা ও অসারতার বিষয়ে বিবেচনা কর, সুলেমানের উপদেশের সার এই, "অসারের অসার, তাবৎই অসার।" বোধ হয়, আমাদের আদি পিতা মাতা ইহা দেখিতে পাইয়া তন্নিমিত্তে আপনাদের দ্বিতীয় পুত্রের নাম হাবিল অর্থাৎ অসার রাখিয়াছিলেন। সুলেমান এসকল বিষয় পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাদের অসারতা ভালরূপে কহিতে পারিতেন। তিনি বার ২ এই উপদেশ করিতেন, "অসারের অসার, তাবৎই অসার।"

হে পাঠকবর্গ! নীচস্থ ঐহিক বস্তুর অসারতার বিষয় মনে ভালরূপে প্রণিধান কর, যেন তদ্দ্বারা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রবোধ পাইয়া তাহা পদতলে দলাইতে পার, আর তাহা যেন খ্রীষ্টের পাদপীঠ স্বরূপ হইলে তিনি তদুপরি পা রাখিয়া পবিত্র জয়োল্লাসপূর্ব্বক তোমাদের অন্তঃকরণে আরোহণ করেন।

একবার কৃসষ্টম কহিয়াছিলেন, যথা, একত্রীভূত সমুদয় জগজ্জন সমীপে প্রচার করিতে যদি আমি যোগ্য হইয়া যথাহইতে পৃথিবীস্থ সকলকে দেখা যায়, এমন মঞ্চ স্বরূপ এক উচ্চ পর্ব্বত পাইতাম, আর প্রধান দূতের তূরীধ্বনির ন্যায় আমার শব্দ হইত, তবে আমি গীতপুস্তকে লিখিত এই কথা প্রচার করিতাম; যথা; "হে মনুষ্য সন্তানেরা, তোমরা আর কতকাল অনর্থক ক্রিয়া ভাল বাসিয়া মিথ্যা চেষ্টা করিবা?"

সূর্য্যের নীচে তাবৎই অসার, হে এমত বাক্যবাদি! তুমি কি ইহা প্রকৃতরূপে বিশ্বাস করিতেছ? তবে তুমি খ্রীষ্ট ও স্বর্গ এবং তোমার অমর আত্মা অপেক্ষা সংসার বিষয়ে অধিক সময় ও চিন্তা কেন ব্যয় কর? জগতিস্থ বস্তু উপার্জ্জনার্থে ঈশ্বরের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলা কেন কর? জগতের প্রতি অনুগমনে এত ব্যস্ত, কিন্তু ঈশ্বর, খ্রীষ্ট ও পবিত্রতার প্রতি অনুগমনে এমন শীতল কেন থাক? যখন জগৎ হাস্য করিয়া তোমার নিকটে আইসে, অর্থাৎ যখন তোমার সুদশা হয়, তখন তোমার মন

কেন অতিশয় প্রফুল্ল থাকে? কিন্তু যখন জগৎ তোমার উপর ক্রোধ-রূপ দৃষ্টিক্ষেপ করে, অথবা তোমার অগ্রে ম্লান হইয়া যায়, তখন তোমার মন কেন এমন ভাবিত ও বিমর্ষ হয়?

৩ উপায়। বিবেচনা কর, সূর্য্যের নীচে তাবৎ বস্তু অনিশ্চয়, পরিবর্ত্তনীয় এবং চঞ্চল। সংসারস্থ সকল বস্তু অস্থায়ী, যেমন চপল জলস্রোত, এবং গমনকারি জাহাজ, ও উড্ডীয়মান পক্ষী, ও নিক্ষিপ্ত তীর, ও ধাবমান পত্র বাহক, সে সমস্তও তদ্রূপ। স্থলেমান কহেন, "তুমি ধনের প্রতি কেন লোভ দৃষ্টি করিতেছ? সে থাকে না; যেমন উৎক্রোশ পক্ষী আকাশে উড়ে, তদ্রূপ সে পাখাবিশিষ্ট হইয়া উড়িয়া যায়।" হি ২৩। ৫। এবং প্রেরিত কহেন, "এ জগতের কৌতুক অতীত হইয়াছে।" ১ ক ৭। ৩১। কেবল স্বর্গেরই ভিত্তি আছে, পৃথিবীর নাই, তাহা শূন্যের উপরে ঝুলান আছে। পৌল প্রেরিত তীমথিকে কহিলেন, "যাহারা ইহলোকে ধনী, তাহাদিগকে গর্ব্বিত হইতে ও চঞ্চল ধনেতে বিশ্বাস করিতে নিষেধ কর।" ১ তী ৬। ১৭। ধন দুষ্ট দাসগণ স্বরূপ, তাহারা এক মনিবের নিকট কখন বহু দিবস থাকে না। যেমন কোন পক্ষী এক বৃক্ষহইতে অন্য বৃক্ষে লম্ফ দিয়া যায়, তদ্রূপ ইহকালীন ধন ও মান এক ব্যক্তিহইতে অন্য ব্যক্তির কাছে গমন করে; ইহার সাক্ষী আয়ূব ও নিবুখদনিৎসর, যাঁহারা বড় ধনী হইয়া অতি দরিদ্রাবস্থাতে পড়িয়াছিলেন। অদ্য রাত্রি পর্য্যন্ত আমার ধন থাকিবে, কোন ধনি লোক ইহা সাহসিকরূপে কহিতে পারে না; সমুদ্রে ঝড় হইলে, বা গৃহে অগ্নি লাগিলে, বা এক জন বন্ধু অবিশ্বস্ত হইলে, বা মিথ্যা সাক্ষ্যদ্বারা তিনি একেবারে ভিক্ষুক ও বন্দী হইয়া যাইতে পারেন। স্থলেমানের গৌরব কোথায়? নিবুখদনিৎসর ভূপতির ঐশ্বর্য্যশালি প্রাসাদ কোথায়? সিসিরার নয় শত রথ ও সিকন্দর রাজার ক্ষমতা কোথায়? যিনি সমুদয় জগতের লোকহইতে কর গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই কৈসর অগস্তেরই বা প্রতাপ কোথায়? যাঁহারা মনুষ্যদের

নিকটে অতি সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তাঁহারা আবার অতি অসম্ভ্রান্ত মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিশেষতঃ মহাবীর শিমশোন, পরম সুন্দর অবশালম, অত্যন্ত ক্রতগামি অসাহেল, এবং দিগ্‌বিজয়ি সিকন্দর সম্রাট্, যিনি বিষপানদ্বারা হত হইলেন। অপর দেখ, কসদিম, পারস্য, গ্রীক, এবং রোমীয় রাজ্য, কেমন শীঘ্র নষ্ট ও বিস্মৃত হইয়াছিল। তখন ধনী আবার এখন দরিদ্র, তখন পরিপূর্ণ এখন শূন্য, তখন সম্ভ্রান্ত এখন তুচ্ছাকৃত, তখন স্বাস্থ্য এখন রোগ, তখন শক্তি এখন দৌর্বল্য। হায়! যে ২ পবিত্র ও স্বর্গীয় কার্য্যদ্বারা তোমরা ইহকালে সুখী থাকিবা, ও যখন এ সকল ক্ষণস্থায়ি বস্তু তোমাদেরহইতে চিরকালের মত বিদায় লইবে, তখন অনন্তকাল পর্য্যন্ত ধন্য হইতে পারিবা, তাহাহইতে সংসারের এমত নশ্বর বস্তুদ্বারা বিরত হইও না।

৪ উপায়। জগতের প্রধান বস্তু সকল মনুষ্যদের অন্তঃকরণস্থ ভ্রষ্টতা প্রযুক্ত তাহাদের বাহ্যিক ও আন্তরিক অপকার ও আপদজনক হয়, ইহা স্থির ভাবে বিবেচনা কর; সেই সকলেতে লোকেরা সাংসারিক ভাবে সাহসান্বিত হয়। ধনাঢ্য লোকেরা আপন ২ ধনকে অভেদ্য দুর্গ তুল্য বোধ করে, এবং তৎপ্রযুক্ত অহংকারে স্ফীত হইয়া ঈশ্বরকে অবহেলাপূর্ব্বক বিস্মৃত হয়। মূসা কহিলেন, "যিশুরূণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পদাঘাত করিল, এবং তাহারা হৃষ্টপুষ্ট ও হৃত্ত ও স্থূল হইয়া আপন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে ত্যাগ করিল, ও আপন ত্রাণের পর্ব্বতকে লঘু জ্ঞান করিল।" দ্বি ৩২। ১৫।

চতুর্থ হেনরি নামে ভূপাল, আলবা প্রদেশের অধিপতিকে জিজ্ঞাসিলেন, অল্প দিন গত, সূর্য্যের সম্পূর্ণ গ্রহণকে কি আপনি দেখিয়াছিলেন? অধিপতি কহিলেন, "না দেখি নাই, পৃথিবীতে আমার এত কর্ম্ম যে আকাশ পানে তাকাইবার অবকাশ নাই।" হায় ২! অনেকানেক লোকেরা সেইরূপ হইয়াছে; তাহাদের মন সংসারে এমন ব্যস্ত যে তাহারা স্বর্গপানে তাকাইতে অথবা খ্রীষ্ট এবং চিরস্থায়ি কুশলজনক বস্তুর বিষয়ে চিন্তা করিতে অবকাশ পায় না।

ধন অন্যায়ে উপার্জিত হইলেও মায়ার তুল্য হয়, (যা ১৬। ১৪—২০) অল্প সঞ্চয় হইলে তাহার অকুলান নাই, অধিক সংগৃহীত হইলে সে অব্যবহার্য্য হয়। সংসার ক্লেশদায়ক, তথাপি মনুষ্যেরা তাহাকে প্রেম করে, কুশলজনক হইলে কী না করিত? তাহা অতি ময়লা, তবু লোকেরা তাহাকে আলিঙ্গন করে, সুন্দর হইলে কী না করিত? কণ্টক ধরিতে তাহাদের হস্ত ব্যগ্র হয়, তবে পুষ্প সংগ্রহ করিতে কত যত্ন হইত? সিটালি নামে গল্পিত সর্পের সহিত পৃথিবীর বিলক্ষণ উপমা হয়; কথিত আছে, এই বিষধর পক্ষিগণকে তাড়িয়া ধরিতে না পারিয়া আপন সুন্দর বর্ণ দেখাইয়া এমন মোহিত করে, যে তাহারা তদ্দ্বারা স্তব্ধীভূত হইলে সে আসিয়া তাহাদিগকে দংশন করে। এক্ষণে পৃথিবী নিবাসি সহস্র ২ লোক পরিণামে ইহা দেখিতে পাইয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে ফাঁসি দিতে সুন্দর সূত্র কাটিয়াছে, আর প্রবঞ্চক জগতের সৌন্দর্য্য ও মহিমাদ্বারা মুগ্ধ হওত আপনাদের ইহকালীন ও পরকালীন নাশ ঘটাইয়াছে।

৫ উপায়। বিবেচনা কর, ইহ জগতের সমস্ত সুখ শুদ্ধ নহে; অর্থাৎ আমাদের জ্যোতিঃ অন্ধকারে মিশ্রিত, আমাদের আনন্দ শোকেতে মিশ্রিত, আমাদের সুখ দুঃখেতে মিশ্রিত, ইত্যাদি। যদি আমাদের দর্শনশক্তি পারমার্থিক ও প্রসন্ন ও তেজস্বী হয়, তবে জাগতিক সুখে দেখিব যে আমাদের দ্রাক্ষারস জলে, ও আমাদের মধু পিত্তরসে মিশ্রিত, ও আমাদের চিনি নিমের সহিত ভাজাল, ও আমাদের গোলাপ কণ্টকযুক্ত। দুঃখ ছাড়া সাংসারিক আনন্দ নাই, সাংসারিক নিরাপদে আপদ ঘটে, সাংসারিক পরিশ্রমে ক্ষতি উপস্থিত হয়, সাংসারিক কল্পনায় অশ্রুপাত জন্মে। জগতিস্থ বিষয়ে মনুষ্যদের ভরসা বৃথা, তাহাতে দুঃখই নিশ্চয়, এবং আহ্লাদ কল্পিত হয়।

৬ উপায়। অতি উৎকৃষ্ট ও গৌরবান্বিত বস্তু জ্ঞাত হইয়া তদ্বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী হও। হে পাঠকগণ! স্বর্গ তোমাদের বাঞ্ছিত বস্তু

হউক; তাহা হইলে তোমরা পৃথিবীকে তুচ্ছ করিতে পারিবা। অতি উত্তম ও চিরস্থায়ি বস্তু জ্ঞাত হইয়া পূর্ব্বকালীন সাধু লোকদের আত্মা এমন উন্নত হইয়াছিল, (ইব্রি ১০ এবং ১১ অধ্যায়) যে তাঁহারা জগতের সৌন্দর্য্য ও মহিমা পদতলে দলাইতে পারিতেন। স্বর্গে আমাদের এক উত্তম ও চিরস্থায়ি পদার্থ আছে, ইহা জানিয়া তাঁহারা নিজ সম্পত্তির লুট আহ্লাদপূর্ব্বক সহ্য করিতেন; তাঁহারা ঈশ্বর নির্ম্মিত এক ভিত্তিযুক্ত গৃহের ও এক স্বর্গীয় দেশের অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁহারা অদৃশ্য পদার্থ ও পুরস্কার স্বরূপ ফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। ইহার কারণ জগতের মহিমা ও জাঁকজমক তাঁহাদের মনে অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছনীয় বোধ হইত। মনুষ্যেরা জগৎকে অত্যন্ত প্রেম করে, ও তল্লাভার্থে আপন আত্মার ধ্বংস করে; ইহার মূল কারণ এই, যে তাহারা তদপেক্ষা প্রধান ও মহিমান্বিত বস্তু জ্ঞাত হয় নাই। যেমন ইংলণ্ড দেশীয় পূর্ব্বতন লোকেরা যতকাল গোম জানিত না, ততকাল 'একরণ' নামে এক্ বৃক্ষের ফল আহার করিত। আহা! ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন ও সম্ভাষণের বিষয় যদি মনুষ্যেরা অধিক জ্ঞাত থাকিত, ও স্বর্গের অধিক আস্বাদন ও ভরসা রাখিত, তবে তাহারা অনায়াসে জগৎকে পদতলে রাখিতে পারিত।

কথিত আছে, ইলিয়াসর মৃত্যুহইতে উঠিয়া আর হাস্য করিতেন না; ফলতঃ তাঁহার শরীর পৃথিবীতে থাকিলেও তাঁহার মন স্বর্গীয় বিষয়ে এতাদৃশ প্রেমাসক্ত ও চিন্তিত ছিল যে তিনি অচিরস্থায়ি সাংসারিক বিষয় তুচ্ছ করিতেন। স্বর্গীয় দয়ারূপ সিংহাসনস্থ বস্তু এই ২; অর্থাৎ ঈশ্বর, খ্রীষ্ট, সদাত্মা, পোষ্যপুত্রতা, ধার্ম্মিকরূপে গণ্য হওন, পাপ ক্ষমা, ঈশ্বরের সহিত শান্তি, এবং আন্তরিক শান্তি। আর ঈশ্বরের পাদপীঠস্থ, অর্থাৎ পৃথিবীস্থ বস্তু এই ২; ধন, মান, ও মনুষ্যদের অনুকূলতা, ও ইহকালের অন্যান্য সুখ সান্ত্বনা। যে লোক স্বর্গীয় সিংহাসনের ঐ সকল বস্তু জানে, সে কি পাদপীঠস্থ সমস্ত পদার্থ পদতলে দলাইবে না? অবশ্য দলাইবে। বাসিল, টাকা ও সম্ভ্রান্ত পদদ্বারা পরীক্ষিত হইয়া কহিলেন, 'যে ধন ও সম্ভ্রম

চিরস্থায়ী হয়, তাহাই আমাকে দেও, কেননা নদীর দ্রুতগামি জলের ন্যায় এ জগতের সৌন্দর্য্য শীঘ্র দূর হইতেছে।' যাদৃশ আমি রাজা হইব, কোন ব্যক্তি ইহা নিশ্চয় জানিলে পূর্ব্বের অতি মান্য বস্তু সকল ক্ষুদ্র ও তুচ্ছনীয় বোধ করে, তাদৃশ অত্যন্ত গৌরবান্বিত স্বর্গীয় বস্তু পাইবার স্থিরতা হইলে মনুষ্যেরা ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট ও স্বর্গ ইত্যাদি অপেক্ষা যে ২ সামান্য অধম পদার্থের প্রতি অধিক অনুরাগ করিত, সে সকলের প্রতি তাহাদের বিরাগ ও তুচ্ছ-জ্ঞান অবশ্য জন্মিবে।

৭ উপায়। সত্য সুখ ও মনের তৃপ্তি সাংসারিক বস্তুর ভোগেতে অপ্রাপ্য, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ। এই পরম লাভ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ ঈশ্বর বিনা আর কিছুতেই হইতে পারে না। দেখ, তেজঃ-পুঞ্জ স্বর্গীয় দূতগণ সম্পূর্ণ সুখী বটে, তথাচ তাঁহাদের স্বর্ণ, অথবা রূপা, বা মণি, বা এ পৃথিবীর সৌন্দর্য্য ও সম্ভ্রমজনক কোন কিছু বস্তু নাই। আর যদিও এ তাবৎ বস্তুহইতে সুখ হইত, তবে সকল বস্তুর প্রকৃত উত্তরাধিকারি স্বরূপ যে ঈশ্বরতনয় খ্রীষ্ট, তিনি অবশ্য জন্মকালে গোশালার পরিবর্ত্তে রাজ অট্টালিকায় শয়ন করিতেন, ও দরিদ্র না হইয়া ধনী হইতেন, ও তুচ্ছীকৃত শিষ্যদের সঙ্গে নয়, কিন্তু ঝলাবর বস্ত্রে আবৃত পাত্রমিত্রগণ সমভি-ব্যাহারে বেড়াইতেন, ও সামান্য আহারের পরিবর্ত্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখাদ্য ভোগ করিতেন, ইত্যাদি। ফিরৌণের ন্যায় কেহ প্রধান হইলেও প্রসাদ রহিত হইতে পারে; আর কেহ বা শৌলের মত সম্ভ্রম যুক্ত, কিন্তু সর্ব্বনাশগ্রস্ত হইতে পারে; এবং মঙ্গল সমাচারে উক্ত ধনি ব্যক্তির সদৃশ বহু সম্পত্তি থাকিলেও নারকী হইতে পারে, ইত্যাদি। সুতরাং ইহাতে প্রকৃত সুখ নাই। দেখ যদ্দ্বারা মৃত্যু-শয্যায় সান্ত্বনা উৎপত্তি হইতে পারে না, তাহাতে সুখ নাই, অবশ্য ইহা কহিতে হইবে। হে পাঠক সকল! তোমরা যখন মরিবা, তখন ধন, মান ও বন্ধুজন ইহারা কি তোমাদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে? কখন না। বরঞ্চ খ্রীষ্টের রক্তে বিশ্বাস ও ধর্ম্মাত্মাজাত

প্রবোধ, আর খ্রীষ্টের প্রেম ও অনুগ্রহ পাইবার স্থিরতা এবং তাঁহার সঙ্গে চিরকাল রাজত্ব করিবার আশা এ সকলদ্বারা মৃত্যুকালে সান্ত্বনার সম্ভাবনা হয়। যাহাতে স্বাস্থ্য, বা সামর্থ বা নিরুদ্বেগ, বা সুনিদ্রা, বা একদণ্ডমাত্রের বিশ্রাম, কিম্বা খাদ্য দ্রব্যে রুচিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এমন যে সকল ধন, মান ও সাংসারিক আমোদ, তাহাতে কী প্রকারে সত্য সুখ থাকিতে পারে? আরো এই সকলেতে নরাত্মার সন্তোষ হয় না। মনুষ্য যদি জ্ঞানদ্বারা ঝুলী বা ধন্যদ্বারা সিন্দুক পূর্ণ করিতে পারে, তবে মনকেও নীচস্থ কোন সামগ্রীদ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে। তবে যাহাতে আত্মার সন্তোষ নাই, তদ্দ্বারা কি মতে সুখ হইতে পারে? মনুষ্যেরা বহু সম্পত্তিরূপ সমুদ্রে ডুবিয়া গেলেও তাহাতে তাহাদের তৃপ্তি হইতে পারে না।

৮ উপায়। হে পাঠকগণ, তোমরা আপন২ আত্মার বহুমূল্যতা গম্ভীর ভাবে বিবেচনা কর, সহস্র২ পৃথিবীহইতে তাহার মূল্য অধিক! আমরা যদি আপনাদের আত্মাকে কিছু চকমকিয়া ধাতু, অথবা কোন সুদৃশ্য আকৃতি, কিম্বা কোন ক্ষয়ণীয় গৌরব লইয়া থাকিতে দিই, তবে তাহাতে তাহার নিশ্চয় অসম্ভ্রম হয়; এমন নীচ বস্তু সকল তাহার যোগ্য নয়, বরং খ্রীষ্টের সহিত মিলন, আর ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ, ও স্বর্গীয় বিভব ভোগ করা আত্মার উপযুক্ত বটে।

সেনিকা কহিতেন, "আমি শরীরের দাস হইবার জন্যে জন্ম গ্রহণ করি নাই, কিন্তু তদপেক্ষা মহৎ অভিপ্রায়ের নিমিত্তে জন্মিয়াছি।" আইস, তোমরাও তদ্রূপ কহ। শুভ্র ও হরিদ্রা বর্ণ মাটি স্বরূপ যে রৌপ্য ও স্বর্ণ, তাহাতে অমর আত্মাকে লিপ্ত করিও না।

অন্য সকল পূর্ব লিখিত কৌশল অপেক্ষা এ কৌশলদ্বারা শয়তান নরাত্মাগণের প্রতি বহুবিধ অনিষ্ট জন্মায়, তন্নিমিত্তে আমি ইহার উপায় বিষয়ে অধিক কথা কহিয়াছি। এক্ষণে আমার শেষ উক্তি এই; ক্রসষ্টমের ন্যায় আমি ইচ্ছা করি, যে তোমাদের

ঘরের চৌকাঠ ও প্রাচীর ও বসিবার আসন ও ভোজন পান পাত্র, ও শয্যা ও পরিধেয় বস্ত্র, ও অশ্বদের কপাল, ও তোমাদের তাবৎ আলাপীয় লোকদের ললাট, ইত্যাদি, সকলের উপরে এই পদ মুদ্রাঙ্কিত থাকে, যথা, "আমি যে ২ কর্ম্মে হস্তার্পণ করিলাম, ও যে ২ পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইলাম, তাহা আলোচনা করিলে সে সকলি অসার, ও আত্মার ক্লেশদায়ক মাত্র; সূর্য্যের নীচে কিছু লাভ নাই।" উ ২। ১১। তাহাতে যেন জীবন ও মৃত্যুকালে সুখজনক পরমার্থ ধর্ম্মকর্ম্মহইতে তোমাদের আত্মা সাংসারিক সৌন্দর্য্য ও গৌরবদ্বারা বাধিত না হয়; বরঞ্চ তোমরা ক্ষণিক ও অলীক বস্তু অপেক্ষা খ্রীষ্টের পরমার্থ ও অনন্ত পদার্থ মনোনীত করিয়া চিরসুখকারি সেই অনন্ত শক্তির ক্রোড়ে শয়ন করত যেন প্রাণ ত্যাগ করিতে পার।

---

২ অধ্যায়।

পবিত্র ক্রিয়া ও ধর্ম্ম সম্পর্কীয় কার্য্যহইতে বিরতকারি শয়তানের দ্বিতীয় কৌশল এই।

উক্ত কার্য্যে যে আপদ, ক্ষতি, ও দুঃখ উপস্থিত হয়, সে সকল লইয়া শয়তান মনুষ্যদিগকে ভয় দেখায়। "অধ্যক্ষদের মধ্যে অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল; কিন্তু যেন অব্যবহার্য্য না হয়, এই অভিপ্রায়ে তাহারা ফিরূশিদের ভয়ে তাঁহাকে স্বীকার করিল না।" যো ১২। ৪২। উক্ত লোকেরা শয়তানের এই কৌশলদ্বারা বাধিত হইয়া খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করিলেও তাঁহাকে স্বীকার করিতে পারিল না। ফলতঃ অনেকে কহিতে পারে, "আমি ঈশ্বরের তাবৎ পথে গতায়াত ও ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন করিতে চাহি, কিন্তু আপদ, ক্ষতি, ও দুঃখ ভোগের ভয় প্রযুক্ত তাহা করিতে পারি না, ইত্যাদি।"

শয়তানের এই কৌশল ও পরীক্ষার বাধা করণের উপায় বলি, অবধান কর।

১ উপায়। বিবেচনা কর, ধর্ম্মপথে যে দুঃখ ও ক্লেশ ঘটে, তদ্দ্বারা তোমাদের কোন ক্ষতি বা হানি হইতে পারে না। প্রেরিত কহেন, "যদি তোমরা উত্তমের অনুগামী হও, তবে কে তোমাদিগকে হিংসা করিবে?" এক্ষণে বুঝ, ধর্ম্মপথের দুঃখ ক্লেশাদিদ্বারা ঐ বহুমূল্য বস্তুর কী হানি হইতে পারে? তাহাতে বাহ্যিক কোন ২ হানি হইলেও, তোমাদের যে আন্তরিক ধন ও মান আছে, বিশেষতঃ ঈশ্বরের কৃপা ও তাঁহার সহিত সঙ্গ ও মিলন ও আলাপন, ও পাপ ক্ষমা, ও ধর্ম্মাত্মাজাত আনন্দ, এবং মনের শান্তি, ইত্যাদি, খ্রীষ্ট দত্ত তোমাদের বহুমূল্য মাণিক স্বরূপ পদার্থের কোন ক্ষতি হয় না। তবে যে দুঃখ তোমাদের স্বর্গীয় মুক্তা ও পবিত্র পরিচ্ছদ এবং ইহকালীন নিরুদ্বেগ ও পরকালীন সুখ নাশিতে অক্ষম, তৎপ্রযুক্ত ধর্ম্মসেবাহইতে কেন বিরত হইবা? যদি কোন লোকের ধন সুলভ্ এক বন্ধুর হস্তে সমর্পিত হইয়া থাকে, তবে সে কি সমুদ্রের ঝড়ে ভয় পাইবে? তেমনি বিশ্বাসির ধন, জীবন, আত্মা, সান্ত্বনা, ও স্বর্গীয় মুকুটাদি খ্রীষ্টের হস্তে থাকাতে তাহার কি ভাবনা হইবে? প্রেরিত কহিতেছেন, "এই কারণ আমি এত দুঃখ ভোগ করিতেছি, তথাপি লজ্জিত হই না; কেননা যাঁহাতে বিশ্বাস করিয়াছি, তাঁহাকে জানি, এবং তাঁহার নিকটে আমার যাহা গচ্ছিত আছে, তিনি সেই মহাদিন পর্য্যন্ত তাহা রক্ষা করিতে পারক আছেন, ইহা দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করি।" যদ্রূপ বালকের প্রিয় খেলনা পিতার হস্তে থাকিলে সে অন্তঃকরণে নিরুদ্বিগ্ন থাকে, তদ্রূপ আমাদের প্রাণ ও সুখ সান্ত্বনাদি সকল খ্রীষ্টের হস্তে সমর্পিত হইলে আমরাও নিশ্চিন্ত হই।

২ উপায়। আরো দেখ, যাঁহারা পৃথিবীতে থাকিয়া উজ্জ্বল দীপ্তিস্বরূপ ছিলেন, আর এক্ষণে স্বর্গেতে জয়োল্লাস করিতেছেন, এমন সাধুগণের অনেক আপদ বিপদ ও দুঃখ ঘটিলেও তাঁহারা

অবিরত ধর্ম্মসেবা করিতেন। বিশেষতঃ, নিহিমিয়া ও ইষ্রা ইঁহারা অনেক বিঘ্ন ও বিপদ পাইলেও যিরূশালমের মন্দির ও প্রাচীর অবিশ্রান্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আর তদ্রূপ দানিয়েল দুঃখে পড়িয়াও ঈশ্বরসেবা ত্যাগ করিতেন না। তদ্ভিন্ন ৪৪ গীতে উক্ত ধার্ম্মিক লোকেরা বড় বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, যথা; "তাহারা নাগগণের আলয়ে ভগ্ন ও মৃত্যুচ্ছায়াতে আচ্ছন্ন হইল, এবং সমস্ত দিন মৃত্যুমুখে থাকিয়া বলিদেয় মেষের ন্যায় গণিত হইল, তথাপি ঈশ্বর ও তাঁহার আজ্ঞার প্রতি তাহাদের মন লিপ্ত ছিল।" দেখ, পৌল ও অন্য প্রেরিতগণ বন্ধনগ্রস্ত ও কারাবদ্ধ হইলেও প্রভুর কর্ম্ম ও সেবাহইতে বিমুখ হইতেন না। হে পাঠকবর্গ! তাঁহাদের সদৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হওন তোমাদের কর্ত্তব্য, বরঞ্চ তাহা তোমাদের গৌরবস্বরূপ হউক, কদাপি তাহাতে বিরত হইও না।

৩ উপায়। বিবেচনা করিয়া দেখ, ঈশ্বরের সেবায় এবং পবিত্রাচারে যে দুঃখ ও আপদ ঘটে, তাহা কেবল শারীরিক ও ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু ঈশ্বরসেবাতে অমনোযোগ বা অবজ্ঞা করিলে তাবৎ শারীরিক ও পারমার্থিক অথচ অনন্ত বিপদের সম্ভাবনা হয়। "এমন মহা পরিত্রাণ অবজ্ঞা করিলে আমরা কী প্রকারে বাঁচিব?" এ কথা পরিত্রাণ অগ্রাহ্য বা পরিত্যাগের বিষয়ে নয়, কেবল অবজ্ঞার বিষয়ে প্রেরিত কহিতেছেন; অর্থাৎ, তাহা অবজ্ঞা করিলে আমরা কোন প্রকারে রক্ষা পাইব না, কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে অবশ্য দণ্ড্য হইব। হে পাঠকগণ দেখ, ধর্ম্মসেবা করিলে মানুষের ক্রোধে পড়িতে পার বটে, কিন্তু তাহা অবজ্ঞা করিলে ঈশ্বরের ক্রোধে পড়িবা; ধর্ম্মসেবাদ্বারা মনুষ্যের নিকটে ঘৃণাস্পদ হইতে পার, কিন্তু তদ্বিষয়ে অবহেলা করাতে ঈশ্বরের কাছে ঘৃণাস্পদ হইবা; ধর্ম্মসেবাতে তোমাদের ভূমি নাশ হইতে পারে, কিন্তু ইহা অবজ্ঞা করিলে ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট ও স্বর্গ ও চিরকালের মত তোমাদের আত্মাকেও হারাইবা। ধর্ম্মসেবাতে কোন ২ বাহ্য শারীরিক সুখের হানি কখন সম্ভবে বটে, কিন্তু তাহার অবজ্ঞাতে "চক্ষু যাহা দেখে নাই, ও কর্ণ

যাহা শুনে নাই, ও মনুষ্যের মনে যাহা প্রবিষ্ট হয় নাই," তোমরা এমন অতুল উৎকৃষ্ট গৌরবহইতে অবশ্য দূরীকৃত হইবা।

৪ উপায়। বিবেচনা কর, পরমেশ্বর ক্লেশদ্বারা ক্লেশ ও দুঃখ-দ্বারা দুঃখ ও আপদদ্বারা আপদহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন; বিশেষতঃ তিনি অনেকবার আপন লোকদিগকে ক্ষুদ্র ক্লেশ অথবা বিপদদ্বারা বড় দুর্দশাহইতে বাঁচান, তাহাতে ধার্ম্মিক-গণের দুঃখ তাহাদের এক প্রকার সুখের হেতু বুঝিবা।

এক জন ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইংলণ্ডহইতে ফ্রান্স দেশ গমনার্থে মনস্থ করিয়াছিলেন, ইতি মধ্যে ঘটনাক্রমে তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তিনি যাত্রা করিতে পারিলেন না; পরে যে জাহাজে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সে শিলাতে লাগিয়া ভগ্ন হইলে তদুপরিস্থ এক জনও রক্ষা পাইল না। ইহা শুনিয়া তিনি স্বীকার করিলেন, আমার পা ভঙ্গ হওয়াতে প্রাণ বাঁচিয়া গেল। সেইরূপ আমাদের জীবন ও আত্মা যেন রক্ষা হয়, একারণ ঈশ্বর কখন২ আমাদের অস্থি ভগ্ন করেন, অর্থাৎ অনেক ক্লেশ ঘটান; তিনি আমাদিগকে আরোগ্য করণার্থে অতিশয় তিক্ত দ্রব্য খাইতে দেন। অতএব কোন বিপদ ও ক্লেশদ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্মহইতে বিরত হইও না।

৫ উপায়। অধিকন্তু বিবেচনা কর, ঈশ্বরসেবা ও ধর্ম্মপথে গমনাগমনে দুঃখ ও ক্লেশ হইলেও ক্ষতি অপেক্ষা তোমাদের লাভ অধিক হইবে। স্বল্পাকাঙ্ক্ষি মনের সহিত ঈশ্বরভক্তি মহা লাভের উপায় বটে। ঈশ্বরের সেবকগণ বড় আহ্লাদ, শান্তি, সান্ত্বনা এবং বিশ্রাম ভোগ করে। তাহারা প্রার্থনাদি ধর্ম্মসেবা নিরর্থক বোধ করে না, বরঞ্চ তাহারা জানে যে তদ্দ্বারা ঈশ্বর আমাদের আত্মাতে আপনার সৌন্দর্য্য ও গৌরব প্রকাশ করেন। এক জন খ্রীষ্ট-ভক্ত আপন বাহ্যিক ক্ষতির সহিত পারমার্থিক অনন্ত লাভের তুলনা করিলে বুঝিবে, যে আমার ক্ষতি এক পয়সা মাত্র, কিন্তু লাভ স্বর্ণমুদ্রা; ক্ষতি ১ মুদ্রা মাত্র, কিন্তু লাভ ১০০০০০ এক লক্ষ মুদ্রা; ক্ষতি একটী বদরিকা ফল, কিন্তু উপার্জ্জন বহুমূল্য মুক্তা।

ফলতঃ দেখ, আমরা ঈশ্বর সেবাদ্বারা জগ্ত বস্তুর অনুকূলতা, ও মনুষ্যের সহিত মেল, ও ইহকালের সুখ সান্ত্বনা মাত্র হারাইতে পারি; কিন্তু তদ্দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার অনুকূলতা, ও মনোগত শান্তি, ও পরকালে অনন্ত সুখ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হই। আহা! সাধুদের দুঃখভোগেও কেমন আহ্লাদ হয়, যদি সাংসারিক লোকেরা ইহার উপলব্ধি পাইত, তবে তাহাদের দুঃখের অংশী হইতে ভীত হইত না। ধার্ম্মিকেরা অতি লঘু দুঃখের পরিবর্ত্তে মহাগৌরব ও অপরিমিত আনন্দ এবং অকথ্য সুখ পাইবে, ক্ষণস্থায়ি দুঃখের বদলে চিরস্থায়ি ও গৌরবান্বিত কিরীট পাইবে। আর তাহাদের সুখের বিলম্ব নাই, কেননা দুঃখসহিত কাল শীঘ্র কাটিয়া যাইবে। অতএব হে পাঠক সকল, দুঃখে পড়িয়াও পরমেশ্বরের পথ ত্যাগ করিও না, তাহা পৃথিবী এবং আপন জীবনহইতেও তোমাদের অধিক প্রিয় হউক!

---

৩ অধ্যায়।

পবিত্র ক্রিয়া ও ধর্ম্ম সম্পর্কীয় কার্য্যহইতে বিরত-কারি শয়তানের তৃতীয় কৌশল এই।

শয়তান কহে, 'আত্মার সহিত প্রার্থনা করা, এবং সতত ঈশ্বর সেবার্থে প্রস্তুত থাকা, ও ঈশ্বরের সহিত সংমিলনে গমনাগমন করা, এবং প্রকৃতরূপে পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে ঐক্যতা রাখা, ইত্যাদি, ধর্ম্মকর্ম্ম সকল এতাদৃশ সুকঠিন, যে তাহাতে প্রবর্ত্ত হওনাপেক্ষা অবহেলা করণ অযুত ২ গুণে ভাল।' শয়তান এ কৌশলদ্বারা সহস্র ২ লোককে ঈশ্বরসেবাহইতে দূরে রাখে।

এই কৌশল নিবারণার্থ উপায় লিখিতেছি।

১ উপায়। ধর্ম্মকর্ম্মের কঠিনতা অপেক্ষা তাহার কর্ত্তব্যতার বিষয়ে অধিক বিবেচনা কর। আপন মনকে এরূপ কথা বল; 'হে

মন, এ ব্যাপার বড় দুরূহ ও কঠিন বটে, কিন্তু আহার এ কর্ম্ম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দেখ, ধর্ম্মকর্ম্মদ্বারা জগতের মধ্যে ঈশ্বরের নাম থাকে, ও তাঁহার গৌরব জন্মে; তদ্দ্বারা আমাদের পাপ দমন ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়; তাহাতে আমরা যে ঈশ্বরের সন্তান, ইহার প্রমাণ এবং আমাদের সান্ত্বনার আধিক্য স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়; তদ্দ্বারা আমাদের ভয় দূরীকৃত ও ভরসা উন্নত হয়; তদ্দ্বারা ধার্ম্মিকেরা প্রফুল্লচিত্ত হয়, ও যাহারা ঈশ্বর এবং তাঁহার লোক ও ধর্ম্মের নিন্দা করণার্থে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, এমত অধার্ম্মিকদের মুখ বন্ধ হয়।' হে পাঠকগণ! যদবধি ধর্ম্মকার্য্যের কঠিনতা তুচ্ছ না কর, তাবৎ তৎকর্ম্মের আবশ্যকতা ও কর্ত্তব্যতার বিষয়ে প্রণিধান কর।

২ উপায়। গম্ভীর ভাবে বিবেচনা কর, যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগকে আপন পরিচয় দিয়া তোমাদের মন পরমাপ্যায়িত করিলে তোমরা অনায়াসে তাঁহার সেবা করিতে পারিবা। যিনি দয়া ও মিষ্টতা, সৌন্দর্য্য ও মহিমাতে পরিপূর্ণ, তাঁহাকে পারমার্থিকরূপে সন্দর্শন করিলেও যদি তোমাদের মনে তাঁহার সেবা সুমিষ্ট না হয়, তবে স্বর্গ ও পৃথিবীস্থ তাবৎ বস্তুদ্বারাও হইবে না।

রাহেলকে প্রেম করণ হেতুক তাহাকে পাইবার আশাতে যাকুবের কঠিন পরিশ্রম অনায়াস ও লঘু বোধ হইয়াছিল, তাহা কেবল নয়, কিন্তু আরো আহ্লাদজনক হইল; তেমনি ঈশ্বরকে প্রেম করণ হেতুক স্বর্গে তাঁহার সঙ্গে মিলন হইবে, ইহার পরমহর্ষজনক আশাতেও তাঁহার সেবা অনায়াস ও আহ্লাদজনক হয়, ইহার সন্দেহ মাত্র নাই। আর ঈশ্বর নিজ আত্মার প্রসাদদ্বারা এতাদৃশ সাহায্য প্রদান করেন, যে তাঁহার সেবা বিশ্বাসিদের প্রতি দুঃখজনক ও ভারস্বরূপ না হইয়া বরং সুখজনক ও আনন্দময় এক ক্ষুদ্র স্বর্গের ন্যায় হয়। নিহিমিয়ের ২। ১৯, ২০ পদ পাঠ করিলে বুঝিবা, যে নিহিমিয় ঐশ্বরিক সহায়তার উপর দৃঢ় প্রত্যয় করিবাতে প্রচুর কর্ম্মে যে ২ ক্লেশ ও নিরাশ সূচক বিষয় ঘটিয়াছিল, তাহাতে তিনি ভীত না হইয়া তাবৎকে তুচ্ছ করিতে পারিলেন। হে পাঠকবর্গ,

ঈশ্বরের সেবা কর, তাহাতে তোমরাও অভিজ্ঞতাদ্বারা জানিবা যে স্বর্গের প্রভু তোমাদের মঙ্গল করিয়া উৎসাহ ও বল প্রদান করিবেন, তাহাতে তোমরা সহজে ও হৃষ্টতাপূর্ব্বক অতিকঠিন কর্ম্ম সকল করিতে সক্ষম হইবা।

৩ উপায়। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের শারীরিক ও পারমার্থিক এবং অনন্ত মঙ্গলার্থে যে ২ ভারি কঠিন কার্য্য সাধিয়াছেন, তদ্বিষয় মনে ২ ভাবনা কর। আহা! তোমাদের আন্তরিক ও চিরস্থায়ি মঙ্গলের জন্যে প্রভু যীশু আপন রক্তপাত করিলেন! জগতের পাপভার বহিয়া কেমন দুঃখ সাগরে মগ্ন হইলেন! মাথিয়স কহিয়াছেন, যখন মস্তক কাঁটার মুকুটে বেষ্টিত হইয়াছিল, তখন অঙ্গে পুষ্পহার পরিলে শোভা হয় না। খ্রীষ্ট কহিলেন না, 'এ ক্রুশের ভার আমার অসহ্য, ঈশ্বরের ক্রোধানলে পূর্ণ এই পাত্রে আমি পান করিতে পারি না।' তিনি কাঠিন্য প্রযুক্ত আপন সেবা কর্ম্মে বিরত হইলেন না, বরঞ্চ যিশায়িয়ের পশ্চাল্লিখিত কথানুসারে সাহসপূর্ব্বক সকল সম্পন্ন করিলেন। "প্রভু পরমেশ্বর আমার কর্ণ খুলিলে আমি অনাজ্ঞাবহ হই না, এবং পরাঙ্মুখও হই না। আমি প্রহারকদিগের প্রতি পৃষ্ঠ, এবং শ্মশ্রু উৎপাটকদিগের প্রতি গাল পাতিয়া দি, এবং লজ্জা ও থুথুহইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করি না।"

৪ উপায়। বিবেচনা করিয়া দেখ, সাধু ব্যক্তির কেবল অপকৃষ্ট স্বভাবের দ্বারা পবিত্র কার্য্য ও ধর্ম্মসেবা কঠিন বোধ হয়; কিন্তু তাহার নূতনীকৃত উৎকৃষ্ট স্বভাবের দ্বারা তেমন বোধ হয় না, বরং পরম আহ্লাদজনক হয়। যথা প্রেরিত কহেন, "আন্তরিক পুরুষদ্বারা আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থাতে সন্তুষ্ট আছি। অতএব আমি আপনি মন দিয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থার সেবা করি, কিন্তু শরীর দিয়া পাপ ব্যবস্থার সেবা করি।" খ্রীষ্টের যোঁয়ালি অনায়াস, ও তাঁহার ভার লঘু; তাঁহার তাবৎ আজ্ঞা ও বিধি আনন্দজনক, দুঃখজনক নয়, সাধু লোক আপন উত্তম স্বভাবদ্বারা ইহার উপ-

লব্ধি পায়। সাধু মনুষ্য আপন শুভনীকৃত মনে ঈশ্বরকে অত্যন্ত ভোগ করিয়া এবং তাঁহার সেবায় অত্যন্ত অনুরাগী ও চৈতন্যযুক্ত হইয়া পরম সুখী হয়। সে সর্ব্বদা ধর্ম্ম সেবা করিতে চাহিয়া কহে, আহা! যদি আমার বল প্রস্তর সদৃশ কঠিন, ও আমার শরীর পিত্তলবৎ শক্ত হইত, তবে আমার অপকৃষ্ট স্বভাব উৎকৃষ্ট স্বভাবের আরো অধিক সেবা করিতে পারিত! এবং তাহাতে আমি আনন্দময় স্বর্গ ভুক্ত ঈশ্বরসেবাতে ক্লান্ত না হইয়া সদা রত থাকিতাম।

৫ উপায়। যাহারা প্রভুর সেবায় দুঃখ পায়, তাহাদের পুরস্কার ও গৌরবান্বিত প্রতিফল বিবেচনা কর। ধর্ম্মকার্য্য কঠিন বটে, কিন্তু পুরস্কার মহান; স্বর্গ তাবৎ ক্ষতির পরিশোধ করিবে। তথাকার এক দণ্ড সুখভোগদ্বারা প্রভুর সেবায় সকল দুঃখের পরিশোধ হইবে।* সাধু পৌল পুরস্কারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং ঈশ্বরনির্ম্মিত ভিত্তিমূল বিশিষ্ট বাটী ও স্বর্গীয় দেশের অপেক্ষা করিয়া অতিবড় দুঃখ সহ্য করিতেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্টও সেই মতে তাবৎ ক্লেশ সহ্য করিতেন, যেমন লেখা আছে; "আমরা বিশ্বাসের আদিকর্ত্তা ও সাধনকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি; তিনি আপনার সম্মুখস্থ আনন্দ প্রাপ্তির নিমিত্তে অপমান তুচ্ছবোধপূর্ব্বক ক্রুশীয় মৃত্যু সহ্য করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়াছেন।"

খ্রীষ্টিয়ানেরা যদি প্রভুর সেবায় স্থির থাকিতে বাঞ্ছা করে, তবে তাহাদের কর্ত্তব্য এই, যে তাহারা আপনাদের ক্রুশ অপেক্ষা

---

* বাসিল লেখেন, কয়েক ধর্ম্মপ্রযুক্ত মৃত্যুস্বীকারি ব্যক্তিরা শীত ও তুষার বরিষণকালে বিনাবস্ত্রে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া পরদিবস অগ্নিদ্বারা বধ হইবে, তথাচ তাহারা সেই সময়েও এমত কহিয়া পরস্পর সান্ত্বনা করিল, যথা; "এই শীত বড় ক্লেশদায়ক বটে, কিন্তু স্বর্গধাম মনোরম; এস্থানে কাঁপিতেছি, কিন্তু ইব্রাহীমের ক্রোড়ে পৌঁছিলে চরিতার্থ হইব।"

কিরীটের বিষয়ে অধিক বিবেচনা করে; এবং বর্ত্তমান দুর্গতি-হইতে ভাবি গৌরব মনেতে অধিক স্থান করে; এবং ধর্ম্মবাধা অপেক্ষা আশ্বাসজনক বিষয়ে অধিক মন দেয়। ঈশ্বরের সেবাই পুরস্কার হয়, তাঁহার পথ সুগন্ধি পুষ্পে আচ্ছাদিত, এবং অকথ্য ও গৌরবান্বিত আনন্দ আর বুদ্ধির অগম্য শান্তিযুক্ত। যেমন অগ্নিহইতে তাপ, ও সূর্য্যহইতে কিরণ উৎপন্ন হয়, তেমনি প্রত্যেক সুক্রিয়া সান্ত্বনার উৎপাদক হয়। আহা! বিচারদিনের পূর্ব্বে ধার্ম্মিকেরা কেবল বায়নাস্বরূপ যাহা পায়, তাহা যদি এমন উৎকৃষ্ট ও মনোরম হইল, তবে যাহারা দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করত তাঁহার সেবা করিয়াছে, তাহাদিগকে শেষদিনে খ্রীষ্ট যে গৌরবে বিভূষিত করিবেন, সে তদপেক্ষা কেমন উৎকৃষ্ট ও মনোরম হইবে! যদি অরণ্যস্বরূপ পৃথিবীতে এমন সুখও থাকে, তবে স্বর্গসুখ কত বড় হইবে!

---

৪ অধ্যায়।

ধর্ম্মসেবা ও পবিত্র ক্রিয়াহইতে বিরতকারি শয়তানের চতুর্থ কৌশল এই।

খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্তে যে ২ অদ্ভুত ও মহিমান্বিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাহইতে শয়তান মিথ্যা অনুভব স্থাপনদ্বারা নরাত্মাদিগকে বিপথগামি করে, যথা; ‘ খ্রীষ্ট আমাদের জন্যে সকলি করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কিছু করিতে হইবে না, কেবল আনন্দ করি, ও আহ্লাদিত হই; যীশু আমাদিগকে সম্যক্ প্রকারে পুণ্যবান করণার্থে ব্যবস্থা পূর্ণ করিয়াছেন, ঈশ্বরের ন্যায় বিচার সন্তুষ্ট করিয়াছেন, আপন পিতার ক্রোধ শান্ত করিয়াছেন, আমাদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করিতে স্বর্গে গিয়াছেন, এবং এক্ষণে

আমাদের নিমিত্তে মধ্যস্থালী করিতেছেন, অতএব আমাদের প্রার্থনা ও পাপজন্য খেদের কিছু আবশ্যক নাই।' এইরূপে শয়তান আমাদিগকে প্রতারণা করে। হায় ২! এই সকল বিচিত্র ও অসঙ্গত বিতর্কদ্বারা শয়তান সহস্র ২ খ্রীষ্টিয়ানদিগকে ধর্ম্মসেবা-হইতে বিমুখ করে, ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

এই কৌশল নিবারক উপায় কহি শুন।

১ উপায়। তোমাদের কারণ খ্রীষ্টের অদ্ভুত ও মহিমান্বিত কার্য্য প্রকাশক শাস্ত্রখণ্ড যেমন পাঠ ও ধ্যান কর, তেমনি যে সকল পদে তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাঁহার প্রতি বিদিত আছে, তাহাও প্রণিধান কর। তোমরা খ্রীষ্টকৃত লাভ ও অধিকার মাত্র দেখিবা, কিন্তু আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য ও সেবার বিষয়ে অন্ধ তুল্য হইবা, ইহা কি বড় দুঃখ ও আপদজনক বিষয় নহে? নির্ম্মল প্রেমের সহিত খ্রীষ্টকে ভাল বাসিতে, এবং অনন্ত আহ্লাদের সহিত তাঁহাতে আহ্লাদিত হইতে, এবং যিনি আপনাকে আমাদের সর্ব্বস্ব ধন করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসা করা নিতান্তই উচিত; আর যাহাদের নিমিত্তে তিনি এতাদৃশ মহাশ্চর্য্য ও পরম হিতজনক কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাদের কর্ত্তব্যাচরণ প্রকাশক শাস্ত্রীয় বিধিও বিচার করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। তদ্বিষয়ে নিম্ন লিখিত শাস্ত্রখণ্ড দৃষ্টি কর, যথা, "ঈশ্বরহইতে প্রাপ্ত যে পবিত্র আত্মা তোমাদের অন্তরে থাকেন, তোমাদের শরীর তাঁহার মন্দির-স্বরূপ, ইহা কি জান না? তোমরা আপনাদের আপনি নও, যে হেতুক বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ; অতএব তোমাদের শরীর ও তোমাদের আত্মা উভয় দিয়া ঈশ্বরেরই মহিমা প্রকাশ কর, কেননা উভয় ঈশ্বরের আছে।" ১ ক ৬। ১৯, ২০। "হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, সুস্থির ও নিশ্চল হইয়া প্রভুর কর্ম্মে সর্ব্বদা বহু যত্নবান থাক। প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম বৃথা নহে, ইহা জ্ঞাত হও।" ১ ক ১৫। ৫৮। "আইস, আমরা সৎকর্ম্ম করিতে অশ্রান্ত হই; কেননা ক্লান্ত না হইলে উপযুক্ত

সময়ে তাহার ফল পাইব।" গ ৬। ৯। "সর্ব্বদা আনন্দ কর, নিরন্তর প্রার্থনা কর।" ১ থি ৫। ১৬, ১৭। "হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা যেমন সর্ব্বদা করিয়া থাক, তদ্রূপ আমার সাক্ষাতে কেবল নয়, এখন অসাক্ষাতেও অধিক যত্নপূর্ব্বক আজ্ঞাবহ হইয়া ভয়েতে ও কম্পেতে আপন ২ পরিত্রাণ সিদ্ধ কর। কারণ ঈশ্বরই আপন সদভিপ্রায়ের নিমিত্তে তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কর্ম্ম উভয় সাধন করিতেছেন।" ফি ২। ১২, ১৩। "যতবার তোমরা এ রুটী ভোজন কর, এবং এই পাত্রে পান কর, ততবার প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যু প্রকাশ করিতেছ।" ১ ক ১১। ২৬। "কেহ ২ যেমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনাদের সমাগম পরিত্যাগ না করি, বরঞ্চ পরস্পর চেতনা দিতে অধিক যত্নবান হই, কেননা সেই মহাদিন উত্তরোত্তর নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ইহা তোমরা দেখিতেছ।" ইব্র ১০। ২৫। হে পাঠক সকল! যদি শয়তানের এই ছলদ্বারা বিচলিত হওনে অনিচ্ছুক হও, তবে উপরোক্ত পদ বিলক্ষণরূপে মনে স্থান করত সর্ব্বদা প্রেমপূর্ব্বক স্মরণে রাখ, তাহাতে ঈশ্বরের সেবায় প্রকৃতরূপে নিযুক্ত থাকিতে পারিবা।

২ উপায়। বিবেচনা কর, খ্রীষ্ট যে সকল মহৎ ও গৌরবান্বিত কর্ম্ম আমাদের জন্যে করিয়াছেন ও করিতেছেন, তদৃষ্টে আমরা যে তাঁহার সেবাহইতে বিরত হই, ইহা অতিশয় অনুচিত; বরঞ্চ তদ্দ্বারা আরো অনুরক্ত হওয়া কর্ত্তব্য, যেমন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিস্তাররূপে ব্যক্ত হইতেছে। বাহুল্য ভয়ে ইহার অল্প প্রমাণ মাত্র কহিব, বিশেষতঃ; "যাহাদ্বারা আমরা তাঁহার অনুগ্রহে বিপক্ষগণের হস্তহইতে নিস্তার পাইয়া, নির্ভয়ে তাঁহার সেবা করিতে ২ পবিত্রতা ও ধর্ম্মাচরণে তাঁহার সাক্ষাতে আপন ২ জীবনের সমস্ত দিন যাপন করিতে পারিব।" লূক ১। ৭৪, ৭৫। খ্রীষ্ট বিপক্ষগণের হস্তহইতে তোমাদের মুক্তি করিয়াছেন, বিশেষতঃ ব্যবস্থার অভিশাপ, এবং পাপের দোষজনক প্রবল শক্তি, ও ঈশ্বরের ক্রোধ, ও মৃত্যুর হুল, এবং নরকযন্ত্রণা এ সকলহইতে

তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন। আপন লোকদের নিমিত্তে এ তাবৎ প্রধান ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া সাধনে তাঁহার অভিপ্রায় কী? তাহারা যে ধর্ম্ম ও পুণ্যাচরণ ত্যাগ করে তাহা নয়, বরঞ্চ তৎকর্ম্মে তাহাদের মন যেন অবাধিত ও প্রফুল্ল হইতে পারে, এই তাঁহার ইচ্ছা। প্রেরিত পৌলও তদ্রূপ লেখেন, "পরমেশ্বর কহিতেছেন, তোমরা তাহাদের মধ্যহইতে বাহির হইয়া পৃথক্ হও, এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না, তাহাতে আমি তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিব, ও তোমাদের পিতা হইব, এবং তোমরা আমার কন্যা পুত্র হইবা, ইহা সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর কহেন। অতএব হে প্রিয়বর্গ, এই প্রকার প্রতিজ্ঞার অধিকারী হওয়াতে, আইস আমরা শরীরের ও আত্মার তাবৎ মালিন্যহইতে আপনাদিগকে পরিষ্কার করিয়া ঈশ্বর ভক্তিতে ধর্ম্মক্রিয়া সাধন করি।" ২ ক ৬। ১৭—১৯। "ঈশ্বরের যে পরিত্রাণজনক অনুগ্রহ, তাহা তাবৎ মনুষ্যদের প্রতি উদিত হইয়াছে; এবং তাহাদ্বারা আমরা এমত শিক্ষা পাইতেছি, যেন অধর্ম্ম ও সাংসারিক অভিলাষ ত্যাগ করণপূর্ব্বক এই বর্ত্তমান সংসারে বিনীত ও ন্যায়বান্ ও ঈশ্বরভক্তরূপে কালযাপন করি, এবং পরমসুখের আশা সিদ্ধিকে ও আমাদের মহান্ ঈশ্বর ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রভাবের উদয়কে অপেক্ষা করি। তিনি আমাদিগকে তাবৎ অধর্ম্মহইতে মুক্ত করণার্থে, এবং সৎক্রিয়াতে উদ্যোগি আপনার এক বিশেষ প্রজাবর্গরূপে পবিত্র করণার্থে আমাদের জন্যে আপন প্রাণ দিলেন।" তীত ২। ১১—১৪। হে প্রিয় লোক, খ্রীষ্ট তোমাদের কারণ এই সকল মহৎ ও গৌরবান্বিত কার্য্য করিয়াছেন, তাহার ধ্যানদ্বারা তোমাদের মন তাবৎ পরমার্থ সেবাতে সর্ব্বদা একাগ্রতাপূর্ব্বক যদি রত না হয়, তবে বোধ করি নরকাগ্নির ভয় দেখাওনেতেও উক্ত কর্ম্মে তোমাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে না।

৩ উপায়। গম্ভীর মনে বিবেচনা কর, পূর্ব্বতন সাধু ব্যক্তিরা কী পর্য্যন্ত ধর্ম্মসেবা ও পারমার্থিক কার্য্যে মনোযোগী ও ব্যস্ত

হইয়াছিলেন। খ্রীষ্ট তোমাদের জন্যে যদ্রূপ কর্ম্ম ও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তদ্রূপ দায়ুদের নিমিত্তেও করিয়াছেন, ইহা সত্য বটে; অতএব দায়ুদের ন্যায় প্রার্থনা ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা কি তোমাদের উচিত নয়? দেখ, তিনি প্রত্যহ সাত বার ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করিতেন, এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে অহরহ ধ্যান করিতেন; তবে তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্র অভ্যাস ও ধ্যান করা কি তোমাদের কর্ত্তব্য নহে? অধিকন্তু যাকুব, মূসা, আয়ূব, ও দানিয়েল, ও অন্যান্য পবিত্র ভাববাদিরা ও প্রেরিতগণ যথেষ্ট ধর্ম্ম ও পুণ্যাচরণ করিয়া ঈশ্বরের পরম দানশীলতার প্রশংসা করিয়াছেন।

৫ উপায়। বিবেচনা কর, যাহারা প্রভুর সেবা ও ধর্ম্মকর্ম্মে আনন্দিত হয়, তাহারা আপন মনে জানে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমরা ধার্ম্মিক, এবং তাঁহার সহিত আমাদের বন্ধুতা ও সংমিলন হইলে আমরা ইহকালে ধন্য, ও পরকালে সুখী হইব। কিন্তু যাহারা ধর্ম্ম ও পুণ্যাচরণ করে না, অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশানুসারে তাবৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া তাঁহার সেবায় রত হয় না, তাহারা তেমন প্রবোধ কদাচ পাইতে পারিবে না।* প্রেরিত কহেন; "হে বালকগণ, সাবধান, কেহ যেন তোমাদের ভ্রান্তি না জন্মায়; যে জন ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাদৃশ ধার্ম্মিক, যাদৃশ তিনি ধার্ম্মিক আছেন। ইহাতে ঈশ্বরের সন্তানদিগকে এবং শয়তানের সন্তানদিগকে চেনা যায়। যে কেহ ধর্ম্মাচরণ না করে, এবং যে জন আপন ভ্রাতার প্রতি প্রেম না করে, তাহারা ঈশ্বরহইতে জাত নয়। তিনি ধার্ম্মিক, ইহা যদি জান, তবে যে কেহ ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহাহইতে জাত,

---

* বাগাড়ম্বরদ্বারা মনুষ্য পবিত্র বা ন্যায়বান হয় না; ফলে পুণ্যাচরণ ও সতর্ক ব্যবহার যে করে, সেই ঈশ্বরের প্রিয় হয়। নিষ্ফল বৃক্ষ অগ্নির আহার যোগ্য। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম কেবল কথার কথা নয়, কথায় ভুলে না যে ঈশ্বর, তাঁহার সহিত গমনাগমন করিলে সে ধর্ম্ম পালন হয়; তিনি যদি ধর্ম্মাচাররূপ ফল না পান, তবে কুড়ালি উঠাইয়া নরাত্মাকে একেবারে চিরকালের মত কাটিয়া ফেলিবেন।

ইহাও জ্ঞাত হও। তাঁহাকে জানি, এমন কথা বলিয়া যে কেহ তাঁহার আজ্ঞা পালন না করে, সে মিথ্যাবাদী, এবং তাহার অন্তরে সত্যধর্ম্ম নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহার বাক্য পালন করে, তাহারই অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম সত্যরূপে সিদ্ধ হয়; এই লক্ষণ-দ্বারা আমরা যে তাঁহাতে আছি ইহা জানি। কিন্তু আমি তাঁহাতে থাকি, এমন কথা যে বলে, তাহার উচিত যেন খ্রীষ্ট যে রূপ আচরণ করিতেন, আপনিও তদ্রূপ আচরণ করে। তিনি যেমন দীপ্তি নিবাসী, তদ্রূপ আমরাও যদি দীপ্তিতে চলি, তবে আমাদের পরস্পর সহভাগিতা আছে; এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত তাবৎ পাপহইতে আমাদিগকে পরিষ্কৃত করে।" ১ যো ৩। ৭, ১০। ২। ২৯। ৪—৬। ১। ৭। "হে ভ্রাতৃগণ, আমার প্রত্যয় আছে, এমন কথা যে বলে, তাহার যদি কর্ম্ম না থাকে, তবে সে কী ফল পাইবে? আত্মাবিহীন শরীর যেমন মৃত, তেমনি কর্ম্মবিহীন প্রত্যয়ও মৃত থাকে।" যা ২। ১৪, ২৬। হে প্রিয় পাঠকেরা, যদি পিতা ও পুত্রের সহিত তোমাদের মিত্রতা ও অনুগ্রহের নিয়মের অংশী হওন ও ভাবি স্বর্গ সুখের সদা-কালীন দৃঢ় প্রমাণ পাইতে বাঞ্ছা কর, তবে পবিত্র কর্ম্মে যত্নশীল হইয়া তাহা কখনই ত্যাগ করিও না।

৫ উপায়। গম্ভীর ভাবে বিবেচনা কর, ধার্ম্মিক লোকেরা আপনাদিগকে ঈশ্বরোদ্দেশে নির্দোষ করণার্থে, বা পাপের ক্ষমা ক্রয় করিতে পুণ্য কর্ম্ম করে, তাহা নয়, কিন্তু তাহাদের অন্যান্য উৎকৃষ্ট ও মহৎ অভিপ্রায় আছে। বিশেষতঃ, ঈশ্বর যে তাহা-দিগকে খ্রীষ্টের পুণ্যে পুণ্যবান গণনা করেন, তদ্দ্বারা তাহার সাক্ষ্য হয়, আর তাহারা যে ঈশ্বরকে প্রেম করে, ও তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, ও পরমার্থ দাসত্বহইতে মুক্ত হইয়াছে, ও ধর্ম্মাত্মা তাহাদের অন্তরবর্ত্তী আছেন। ধার্ম্মিকদের পুণ্যাচরণদ্বারা এই সকল জানা যায়, যেমন ভাল বৃক্ষে অবশ্য ভাল ফল জন্মে, আর তদ্দ্বারা দুরাত্মাদের মুখ বদ্ধ ও ধার্ম্মিকদের চিত্ত প্রফুল্ল

হয়। খ্রীষ্টের আজ্ঞানুসারে পবিত্র ও ধর্ম্মকর্ম্ম করণের তাৎপর্য্য এই, এবং ইহা ভিন্ন আরো আছে, তাহা এস্থলে লিখনে অনাবশ্যক।

---

৫ অধ্যায়।

ধর্ম্মসেবা ও পবিত্র ক্রিয়াহইতে বিরত করণার্থে শয়তানের পঞ্চম কৌশল এই।

শয়তান বলে: দেখ, যাহারা ঈশ্বরের পথে গমনাগমন ও ধর্ম্মসেবা করে, তাহারা জগতের মধ্যে অত্যন্ত দরিদ্র ও অন্ত্যজ ও নীচ লোক। ফিরূশিরা এই কৌশলে ধৃত হইয়াছিল. "তাহাতে ফিরূশিরা কহিল, তোমরাও কি ভ্রান্ত হইলা? অধ্যক্ষদের কিম্বা ফিরূশিদের মধ্যে কি কেহ তাহাতে বিশ্বাস করিল? কিন্তু এই ইতর লোক সকল, যাহারা শাস্ত্র জানে না, তাহারা শাপগ্রস্ত।" যো ৭। ৪৭—৪৯।

এই ছল নিবারণের উপায় পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

১ উপায়। বিবেচনা কর, ধার্ম্মিকেরা বাহ্যিক বিষয়ে অকিঞ্চন হইলেও আন্তরিক ভাবে ধনাঢ্য বটে। তাহারা পার্থিব বিষয়ে দরিদ্র, কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে ধনী। সাধু লোকদের আন্তরিক ধন আছে। "হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, শুন, সংসারে যাহারা দীনহীন, তাহাদিগকে ঈশ্বর বিশ্বাসদ্বারা ধনবান করিতে এবং আপন প্রেমকারিদিগের নিকটে প্রতিশ্রুত রাজ্যের অধিকারী করিতে কি মনোনীত করেন নাই?" যা ২। ৫। খ্রীষ্ট স্মূর্ণাস্থ মণ্ডলীকে এরূপ কহিতেছেন, "তোমার ক্রিয়া ও ক্লেশভোগ ও দীনতা আমি জানি, তথাপি তুমি ধনবান আছ;" প্র ২। ৯। আপাততঃ তাহাদের অধিকার অল্প, তাহাতে ক্ষতি কী? তাহারা ভাবি

রাজ্যের উত্তরাধিকারী আছে। "হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করিও না, কেননা তোমাদিগকে রাজ্য দিতে তোমাদের পিতার অভিমত আছে।" লূ ১২। ৩২। তাহাদের হস্তে অল্প বিষয়, ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাহাদের বড় আশা আছে। আমি নিশ্চয় কহিতে পারি, যে আকাশে যত নক্ষত্র অথবা সমুদ্রে যত বালুকা আছে, তত জগৎ লইয়াও অতি দরিদ্র ধার্ম্মিক খ্রীষ্টীয় ব্যক্তি আপনার প্রত্যাশিত বস্তু সকল পরিবর্ত্ত করিবে না।

২ উপায়। বিবেচনা কর, সর্ব্ব কালেই কোন২ মহৎ, ধনি, জ্ঞানি ও মান্যমান লোকেরা ঈশ্বরসেবক হইয়াছেন। তাঁহারা দুঃখ ও ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার পথ মনোনীত করিয়া নিয়ত তাঁহার সেবা করিতেন। জগতের আদি কালাবধি কোন২ জ্ঞানি ও পরাক্রান্ত এবং প্রধান ব্যক্তিরা প্রভুর সেবা করিয়াছেন, তাহার উদাহরণ ইব্রাহীম, যাকুব, আয়ুব এবং কএক জন রাজা, ও অন্যান্য মহৎ লোক, যাঁহাদের বিষয় আমরা ধর্ম্মগ্রন্থে পাঠ করি। যাদৃশ আকাশস্থিত নক্ষত্রগণের মধ্যে মহা তেজস্বি নক্ষত্র অত্যল্প, তাদৃশ ধার্ম্মিকগণের মধ্যে মহৎ ও কুলীন লোক অল্প দৃষ্ট হন। তথাচ সর্ব্বকালে পরমেশ্বরের সেবকগণ মধ্যে পৃথিবীতে এমন কতক লোক পাওয়া গিয়াছে। আর ইদানীন্তন কত২ লোক পৃথিবীর নানা দেশে প্রভুর জন্যে তাড়না সহ্য করত আপন২ প্রাণকে প্রিয়জ্ঞান করে নাই।

৩ উপায়। অধিকন্তু গম্ভীর মনে বিবেচনা করিয়া দেখ, দরিদ্রতম সাধু লোকদের পরমার্থ ধন দুরাত্মাদের সাংসারিক অর্থ-হইতে অসীমরূপে বহুমূল্য। পুণ্যবানদের ধন স্থায়ী ও সর্ব্বদা তাহাদের সহবর্ত্তী, সে কারাগার ও পীড়ার শয্যা এবং স্বর্গ পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গী হইবে, তাহা দ্রাক্ষারস সদৃশ হইয়া তাহাদের চিত্ত প্রফুল্ল করে, রুটীর ন্যায় তাহাদিগকে সবল করে, বস্ত্রের তুল্য তাহাদের গাত্র উষ্ণ রাখে, ও অস্ত্র শস্ত্রের মত তাহাদিগকে রক্ষা করে। অপর তোমরা সকলে জ্ঞাত আছ, ঐহিক ধন কখন

মানুষের আত্মাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না, বরং পুষ্পবৎ ম্লান হইয়া যায়।

৪ উপায়। আরো দেখ, যদিও ধার্ম্মিকেরা "এক ক্ষুদ্র মেষপাল," স্বরূপ (লূক ১২। ৩২), অর্থাৎ অন্যদের সহিত তুলনা করিতে গেলে অল্প লোক হয়, তথাচ তাহারা শেষে এক অগণ্য দল হইয়া উঠিবে: যেমন প্রকা ৭। ৯ পদে লেখে যথা; "অনন্তর দেখিতে২ দেখিলাম, সর্ব্বদেশীয়, ও সর্ব্ববংশীয়, ও সর্ব্বরাজ্যীয়, ও সর্ব্বভাষাবাদি অগণ্য লোক শুক্লবস্ত্র পরিহিত হইয়া তালপত্র হস্তে লইয়া সিংহাসনের ও মেষশাবকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।" তদ্রূপও মথি ৮। ১১ পদে লেখে। "আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অনেকে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিগহইতে আসিয়া ইব্রাহীম, ও ইস্‌হাক ও যাকূবের সহিত স্বর্গরাজ্যে একত্র বসিবে।"

৫ উপায়। গম্ভীর ভাবে বুঝ, যে দরিদ্র তুচ্ছীকৃত সাধু লোকেরা, ঈশ্বরের মণি তুল্য। তাহারা অতি শীঘ্র মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যহইতেও তেজঃপুঞ্জ হইবে; তাহারা অবিলম্বে আপনাদের সিংহাসনে উত্থাপিত হইয়া লোকারণ্যের, অর্থাৎ জগতের বিচার করিবে, যথা, প্রেরিতের উক্তি, "পবিত্র লোকেরা যে জগজ্জনের বিচার করিবে, ইহা কি তোমরা জান না?" ১ ক ৬। ২। সে দিবসে মহৎ ও ধনাঢ্য ও বিদ্বান কুলীন লোকেরা কহিবে, হায়! আমরা যদি এই অল্প, দরিদ্র, হেয় প্রাণিদের সহিত বাস করিয়া প্রভুর সেবাতে কালযাপন করিতাম, তবে ভাল হইত! এবং দুরাচারি সাংসারিক লোকেরা বলিবে, সাধু লোকদিগকে দরিদ্র বলিয়া তুচ্ছ বোধ করিয়াছি, ও তাহাদের দরিদ্রতাদ্বারা বিঘ্ন পাইয়া ধর্ম্ম পথে গতি করি নাই যে আমরা, আমাদিগকে ধিক!*

* পরমেশ্বর পৃথিবীস্থ প্রধান ও পরাক্রান্ত লোকদিগকে বিস্মৃত হইয়া আপনার গরিব সেবকদিগকে স্মরণ করেন। দেখ, যদিও যোহন পৃথিবীতে অকিঞ্চন ছিলেন, তথাচ ধর্ম্মাত্মা তাঁহাকে স্ত্রীহইতে জাতদের মধ্যে প্রধান বলিতেছেন।

ইঙ্গো নামে এক জন পূর্ব্বকালীন রাজা মহা ভোজ প্রস্তুত করিয়া সম্ভ্রান্ত দেবপূজক কুলীনদিগকে নীচস্থিত দালানে বসিতে দিলেন, কিন্তু কতক গুলিন দরিদ্র খ্রীষ্টিয়ানকে আপনার কুঠরীতে আনাইয়া আপনার সঙ্গে রাজভোগ আহার করিতে আজ্ঞা করিলেন। ইহা দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়াতে, তিনি এই কথা কহিলেন; "প্রধান অথচ দেবপূজক কুলীনগণহইতে অতি দরিদ্র খ্রীষ্টিয়ানেরা আমার মেজের ভূষণস্বরূপ, ও আমার সঙ্গী হওনের যোগ্যপাত্র; কেননা পরকালে তাহারা নরক পর্য্যন্ত দূরীকৃত হইবে. কিন্তু ইহারা আমার সান্ত্বনা জন্মাইবে, এবং আমার সহিত রাজত্ব করিবে।" কখন ২ পুষ্করিণী ও কূপ ও খাতের মধ্যে প্রতিবিম্বদ্বারা নক্ষত্র দেখা গেলেও যদ্রূপ তাহাদের স্থান আকাশে: তেমনি ঈশ্বরীয় লোকেরা যদিও সাংসারিক বিষয়ে দরিদ্র, ও দুঃখজনক এবং তুচ্ছীকৃত হয়, তথাপি স্বর্গপুরে তাহাদের নিবাস জানিবা। "খ্রীষ্ট যীশুদ্বারা আমাদিগকে তাঁহার সহিত উত্থাপন করিবেন, ও স্বর্গে সিংহাসনোপবিষ্ট করিবেন।" ইফি ২। ৬।

৬ উপায়। বিবেচনা কর. যাহাতে ঈশ্বর আপন লোকদিগকে উন্নত করিবেন, ইহকালেও এমন সময় আসিতেছে। যাহারা বহুকালাবধি লাঙ্গূলবৎ ছিল, তাহাদিগকে মস্তকস্বরূপ করিবেন; যাহারা দরিদ্রতা ও অল্প সংখ্যা প্রযুক্ত অস্ত্যজ ছিল, তাহাদিগকে সাংসারিক বিপুল অর্থ প্রাপ্ত করাইয়া সম্ভ্রান্ত করিবেন।* যোহন

* "পশ্চাল্লিখিত শাস্ত্রখণ্ডদ্বারা এ বিষয় প্রতিপন্ন হইতেছে। যিরি ৩১। ১২। যিশা ৩০। ৩২। এবং ৩২। ৮, ৯। যোয়েল ২। ২৩, ২৪। মিকা ৪। ৩। আমো ৯। ১৩, ১৪। সিখ ৮। ১২। যিশা ৪১। ১৮, ১৯। এবং ৫৫। ১৩। এবং ৬৫। ২১, ২২। এবং ৬১। ৪, ১০। যিহি ৩৬। ১০। এ কথা আমাদের স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য। এক কথা এই, পুণ্যবানেরা তৎকালে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ ও স্পষ্টরূপে ধ্যান করণেতে পরমাপ্যায়িত

স্বর্গহইতে আগত নূতন যিরূশালম, অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীর গৌরব বিষয়ে এরূপ কহিয়েছেন, "পরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকসমূহ তাহার দীপ্তিতে গমনাগমন করিবে; এবং পৃথিবীর রাজারা তাহার মধ্যে আপন ২ ঐশ্বর্য্য ও মহিমা আনিবে।" প্রকা ২১। ২৪। যিশায়িয়ও সেইরূপ কহেন, "আমি পিত্তলের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ, ও লৌহের পরিবর্ত্তে রৌপ্য আনয়ন করিব, ও কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে পিত্তল, ও প্রস্তরের পরিবর্ত্তে লৌহ আনিব, এবং তোমার অধ্যক্ষপদে শান্তিকে, ও তোমার করগ্রাহিপদে ধর্ম্মকে নিযুক্ত করিব।" যিশ ৬০। ১৭। এবং সিখরিয় তদ্রূপ বলেন, যথা; "যিহূদাও যিরূশালমে যুদ্ধ করিবে, এবং চতুর্দ্দিকস্থিত ভিন্ন জাতীয় সকলের স্বর্ণ ও রূপা ও বস্ত্রাদি ধন বাহুল্যরূপে একত্র করা যাইবে।" সিখ ১৪। ১৪। প্রভু আপনি ইহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, 'নম্রশীল লোকেরা পৃথিবীতে অধিকার পাইবে,' তাহাতে বরং স্বর্গ ও পৃথিবীর লোপ হইবে, তথাচ তাঁহার বাক্যের এক বিন্দু বা এক মাত্রার লোপ হইবে না, তাবৎ পূর্ণ হইবে। হে দরিদ্র পুণ্যবানেরা! এখন জগতের লোকেরা তোমাদিগকে ধাক্কা মারে, ও তোমাদের প্রতি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়, ও তোমাদেরহইতে বিমুখ হয়। খ্রীষ্টের ধনে ধনবান অল্পসংখ্যা ঈশ্বরভক্ত লোক ব্যতীত আর সকলই তোমাদিগকে দরিদ্রতা প্রযুক্ত তুচ্ছ তাচ্ছল্য করে; করুক, কেননা যে সময়ে তোমরা এই জগৎরূপ গোলয়ের ঢিবাহইতে উন্নত হইবা, দীনহীনতার পরিবর্ত্তে ধন পাইবা, ছিন্ন বস্ত্রের বদলে রাজবস্ত্র, নিন্দার পরিবর্ত্তে সম্ভ্রম, এবং অপযশের বদলে সুখ্যাতি পাইবা, এমন কাল সন্নিকট হইতেছে।

ও সন্তোষ প্রাপ্ত হইবেন। দুই কথা, ধর্ম্মাত্মার প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষিষণ প্রযুক্ত ধার্ম্মিকগণের ধন ও প্রকাশ্য গৌরব তাঁহাদের ফাঁদস্বরূপ না হইয়া বরং ঈশ্বরের নিকটে গমনার্থ স্বর্গ সোপানতুল্য এক মহোপায় হইবে।

অধিকন্ত ঈশ্বর আপন মনোনীত ব্যক্তিদের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি করিবেন, তাহাতে অনেক লোকারণ্যের মন তাঁহার প্রতি ফিরান হইবে। যিশ ৬১। ৮, ২০ পাঠ কর। এ জগতের তাবৎ রাজ্য প্রভুর রাজ্য হইবে, ধর্ম্মপুস্তক এরূপ কহে; "পরে সপ্তম দূত তূরীর ধ্বনি করিলে স্বর্গে উচ্চৈঃস্বরে অনেকের এই রূপ বাণী হইল, জগতের সমুদয় রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির হইল, তিনি অনন্তকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবেন।" প্রকা ১১। ১৫ দেখ। ঈশ্বর কি খ্রীষ্টের অধিকারার্থে অন্য দেশীয়-দিগকে ও তাঁহার রাজ্যের নিমিত্তে ভূমণ্ডলস্থ লোকদিগকে দেন নাই? ইহা কি প্রভু কহেন নাই! "শেষকালে এই রূপ ঘটনা হইবে, পরমেশ্বরের গৃহের পর্ব্বত পর্ব্বতগণের শিখরের উপরে স্থাপিত হইবে, এবং উপপর্ব্বত হইতেও উচ্চীকৃত হইবে, তাহাতে তাবৎ জাতীয় লোক স্রোতের ন্যায় তাহার প্রতি ধাবমান হইবে।" যিশ ২। ২। যিশায়িয়ের ৬০ এবং ৬১ অধ্যায় পাঠ ও ধ্যান করিলে জানিতে পারিবা, যে অসংখ্য২ লোকেরা খ্রীষ্টের আশ্রয় লইবে। হে পাঠকবর্গ! বিশ্বাস করত ঈশ্বরের সহিত প্রার্থনারূপ মল্লযুদ্ধে পরাক্রান্ত হও, যেন তাঁহার গৌরব প্রকাশের দিন শীঘ্র আইসে, এবং তাঁহার লোক ও ধর্ম্মের নিন্দা ত্বরায় দূরীকৃত হয়।

---

৬ অধ্যায়।

ধর্ম্মসেবাহইতে বিরতকারি শয়তানের ষষ্ঠ কৌশল এই।

জগতের অধিকাংশ লোকেরা ঈশ্বরের ইচ্ছা অবজ্ঞা করিয়া নিজ২ অন্তঃকরণের কুইচ্ছানুসারে ব্যবহার করে। শয়তান তাহা-দিগের দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া কহে, 'ধনবান, মান্য, এবং মহৎ লোকেরা, তাহা কেবল নয়, বরং পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেরা ধর্ম্মবিষয়ে কখন

চিহ্নিত হয় না (যো ৭। ৪৮, ৪৯। ১ ক ১। ২৬—২৮। মী ৭। ২—৪ দেখ।) তবে তোমরা কেন ভাবিত হইবা? দশ জনই যাহা করে, তাহাই করা ভাল;' ইত্যাদি।

এ কৌশল নিবারণের দুই উপায় লিখিতেছি।

১ উপায়। মনুষ্যদের পাপময় কুদৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হইতে নিষেধকারি শাস্ত্রীয় বচন সকল বিবেচনা কর। যথা যাত্রাপুস্তকে লিখিত আছে; "সচরাচর লোকসমূহ অজ্ঞান, প্রভুর পথ জানে না, অতএব অজ্ঞানিত বিষয়কে নিন্দা করে। তাহারা ঈর্ষ্যাযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সেবা ও ধর্ম্মপথের দ্বেষ করে, অতএব তদ্বিষয়ে ভাল কহিতে পারে না।" "তুমি দুষ্টকর্ম্ম করিতে বহু লোকের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইও না, এবং বিচারে অন্যায় করণার্থে বহু লোকের পক্ষ হইয়া প্রতিবাদ করিও না।" যা ২৩। ২। ইহা তাহারাও কহে, "সর্ব্বত্র সকলে এই দলের বিরুদ্ধে কথা কহে।" তদ্রূপ হসা; "তোমরা দুষ্ট লোকদের পাপেতে যেন বিনষ্ট না হও, এইজন্যে তাহাদের তাম্বুর নিকটহইতে উঠিয়া যাও, ও তাহাদের কিছুই স্পর্শ করিও না।" গণনা ১৬। ২৬। তেমনি প্রেরিত কহেন, "অন্ধকারের নিষ্ফল কর্ম্মের সংভাগি হইও না, বরং তাহার দোষ প্রকাশ কর।" ইফি ৫। ১১। সুলেমান তদনুরূপ উক্তি করেন, "অজ্ঞানদের সঙ্গ ছাড়িয়া জীবন রক্ষা কর, ও সুবিবেচনার পথে গমন কর।" হিত ৯। ৬। যাহারা দশ জনের অর্থাৎ লোকারণ্যের ন্যায় আচার করে, তাহারা তাহাদের সঙ্গে ধ্বংস হইবে; যাহারা অধিকাংশ মনুষ্যদের তুল্য কাল যাপন করত কার্য্য করে,* তাহারা অবশেষে তাহাদের সহিত নরকে শয়ন করিয়া দুঃখ সহ্য করিবে।† যাহাদিগকে স্বর্গরাজ্য দত্ত হয়, অল্প

---

* নরক গমনের পথ প্রশস্ত ও সমান। লোকাচার মানিলে সর্ব্বনাশ ঘটে। সেনিকা কহেন, দশ জনে যাহা করে সেই ভাল, মূর্খ ব্যতিরেকে এমত তর্ক কেহ করে না।

† পাপ এবং দণ্ড অভেদ্য শৃঙ্খলে সংযুক্ত আছে।

লোকদের সহিত তাহাদের তুলনা করিলে তাহারা এক ক্ষুদ্র মেষপাল স্বরূপ। "হে আমার প্রজাগণ, তোমরা যেন তাহার পাপের অংশী না হও, এবং তাহার দণ্ডে দণ্ডপ্রাপ্ত না হও, এই নিমিত্তে তাহাহইতে বহির্গত হও।" প্র ১৮। ৪। সেইরূপ জ্ঞানি ব্যক্তি কহিয়াছেন, যথা। "জ্ঞানিদের সঙ্গী হইলে জ্ঞানী হয়, কিন্তু অজ্ঞানদের বন্ধু হইলে বিনষ্ট হয়।" হি ১৩। ২০। বহু লোক পাপে লওয়াইতে তোমাদের সহায়তা করিবে, বরং এক জনই তোমাদিগকে পাপে রত করাইতে পারিবে, কিন্তু বহু লোকের সহায়তাদ্বারাও দণ্ড এড়াইতে পারিবা না। তাহার দৃষ্টান্ত মূসা ও হারোণ; ইহাঁরা লোক সমূহদ্বারা রাগান্বিত হইয়া পাপ করাতে প্রতিজ্ঞাত মনোরম কিনান দেশে যাইতে পারিলেন না, কিন্তু অন্যদের ন্যায় দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পরলোকে গমন করিলেন।

২ উপায়। তোমাদের আত্মার মূল্য ও উৎকর্ষ বিষয়ে বিবেচনা কর। স্বর্গ ও পৃথিবীহইতে যাহার মূল্য অধিক জানিবা, তাহার ক্ষতি অপ্রতিকার্য্য, ও হানি হইলে ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই। তাহা হারাণ গেলে তোমাদের সকলই গেল, তোমরা চিরনষ্ট হইলা। অন্য লোকের অনুরোধে কে কোথায় আত্মঘাতী হয়? তবে মানুষের অনুরোধে আত্মাকে নষ্ট করা কি উন্মত্ততা নয়? লোক সমূহের সহিত নরকে যাওন অপেক্ষা বরং একাকী স্বর্গে গমন করা কি তোমাদের পক্ষে ভাল নহে? কাঞ্চন তুলিয়া লইবার নিমিত্তে সুবুদ্ধি লোক কি উত্তপ্ত মুচীর ভিতর হাত দিবেন? অথবা সমুদয় জগৎ প্রাপণার্থে অনন্ত সর্ব্বনাশের পথে লোকারণ্যের সঙ্গে কি গমন করিবেন?

এ বিষয়ে আরো উল্লেখ করিতে পারিতাম, কিন্তু ইহাই যথেষ্ট। যাহা কহিয়াছি তদ্দ্বারা যদি তোমাদের মন সচেতন না হয়, তবে বুঝি আর কিছুতেই হইবে না।

অধ্যায়।

ধর্ম্মসেবা ও পবিত্রক্রিয়াহইতে বিরত করণার্থে শয়তানের সপ্তম কৌশল এই।

যখন নরাত্মা ঈশ্বর সেবা করত তাঁহার অন্বেষণ বা প্রার্থনাদি করে, তখন শয়তান মনে অনেক অনর্থক চিন্তা উপস্থিত করায়। এ কৌশলদ্বারা ঐ দুরাত্মা স্বর্গীয় সেবা কর্ম্মে অনেকের মন শীতল করিয়াছে, এবং ধার্ম্মিকগণকেও নিদান কিছু দিনের মত ধর্ম্মসেবা ত্যাগ করাইয়াছে। কেহ২ এমত কহে; 'ধর্ম্মকথা শ্রবণ বা প্রার্থনা করিতে আমার মন মগ্ন হয় না, অথবা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করণে ও পুণ্যবানদের সভাতে আমার আহ্লাদ হয় না, ইত্যাদি। শয়তান আমার পিছে থাকিয়া ঈশ্বর, জগৎ, আমার নিজ আত্মা, ইত্যাদি বিষয়ে এত বৃথা চিন্তা আমার মনে নিঃক্ষেপ করে, যে কোন ধর্ম্ম কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বর সেবা করিতে গেলে আমি কম্পান্বিত হই। হায়২! সে সকল ভাবনা হেতুক আমার এতাদৃশ শোক ও বৈরক্তি ও উদ্বিগ্নতা এবং ব্যাকুলতা জন্মে, যে তাহাতে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকে।'

এই কৌশল নিবারক কএক উপায় কহি শুন।

১ উপায়। ধর্ম্ম সেবার কালে তোমরা যে ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আরাধনাদি কর, তাঁহার মাহাত্ম্য, পবিত্রতা, রাজোন্নতি, এবং গৌরবাদি বিষয়ে তোমাদের উপযুক্ত ভাব যেন হয়, এমন প্রার্থনা কর। পৃথিবীস্থ রাজার সহিত কথা কহন কালে কোন লোক কি একটা কাটি লইয়া খেলা করিবে? না, তাহা করিতে ভয় পাইবে। ফলতঃ মনুষ্যেরা পরমেশ্বরের নিকট আইসন কালে তাঁহাকে লঘুরূপে ভাবনা করিলে শয়তান এমন সুযোগ পাইয়া ত্বরায় সচেষ্ট হওত অনেক অনর্থক চিন্তাদ্বারা তাহাদের ঈশ্বরভজন গোলমাল করিয়া দেয়। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-

ব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, তাবৎ উৎকৃষ্ট গুণেতে পরিপূর্ণ; তিনি এমন মহামহিম ও নির্ম্মল, যে অতি ক্ষুদ্র পাপকেও দেখিয়া সহ্য করেন না, ইহা মনে রাখিলে যেমন চঞ্চল চিন্তা দূর হইতে পারে, তেমন আর কিছুতেই পারে না। স্বর্গে তেজঃপুঞ্জ দূত ও পুণ্যবান মনুষ্যগণের একটিও অনর্থক চিন্তা হয় না, কারণ তাহারা ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, পবিত্রতা, ও গৌরব যথার্থরূপে মনে ধারণ করে।

২ উপায়। তোমাদের আত্মার বিরক্তিজনক চঞ্চল চিন্তা থাকিলেও তোমরা প্রার্থনাদি কর্ম্মে একাগ্রচিত্ত হও, তাহাতে মন চঞ্চল হউক বা না হউক, উক্ত সেবাতে তোমাদের সাহায্য করিবে। অনেক ধার্ম্মিক লোকেরা স্বীয় অভিজ্ঞতাদ্বারা বুঝিয়াছে, যে প্রার্থনাদি করিতে নিতান্ত উদ্যুক্ত হইলে শয়তান আমাদের আত্মাকে বিরক্ত করণে ক্ষান্ত হয়। অতএব প্রার্থনা করণ, ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ ও তৎচিন্তনে ও পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে আলাপে উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক। দেখ, শয়তানের পরীক্ষার প্রতিরোধ করিতে খ্রীষ্ট দৃঢ়মনা হইলেন, এই নিমিত্তে শয়তান পরীক্ষায় ক্ষান্ত হইয়াছিল।

৩ উপায়। আমরা প্রার্থনাদি ক্রিয়াতে নিবিষ্ট থাকিলে শয়তান যদি আমাদের মনে অনর্থক সামান্য চিন্তা নিক্ষেপ করে, তবে আমরা তাহা ভাল না বাসিয়া ঘৃণা করত তাহার প্রতিবন্ধকতা করিলে সে সকল চিন্তা ঈশ্বরের নিকটে আমাদের পাপ বলিয়া গণ্য হইবে না। তাহা আমাদের মনের কণ্টক স্বরূপ হইলেও তদ্দ্বারা আমরা পাপভারগ্রস্ত, অথবা ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে বঞ্চিত হইব না। শয়তান কর্ত্তৃক মন্দ চিন্তা আইলেই আমাদের আত্মা নষ্ট হয় না, কিন্তু সে চিন্তাকে ভাল বাসিয়া মনে স্থান দিলে হয় বটে। "হে যিরূশালম, নিস্তার পাইবার জন্যে আপন অন্তঃকরণের মলা ধৌত কর, তোমাদের মন আর কত কাল পাপ চিন্তাতে নিবিষ্ট থাকিবে?" যিরি ৪। ১৪। উৎকৃষ্ট মনেও পাপের উদয় হয়, কিন্তু কেবল অপকৃষ্ট মনেতেই তাহার স্থিতি হইয়া থাকে। অনর্থক চিন্তাদ্বারা বিরক্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদের

আত্মার হানি হইবে না, এবং ঈশ্বরাশীর্বাদ প্রাপ্তিরও বাধা জন্মিবে না।

৪ উপায়। গম্ভীর ভাবে বিবেচনা কর, সতর্ক হইয়া পাপিষ্ঠ চিন্তার প্রতিবন্ধকতা, ও তজ্জন্য বিলাপ করণ, উভয়ই ধর্ম্মাত্মার প্রসাদহইতে উৎপন্ন হয়, ও মনের সারল্য প্রকাশ করে, এবং সে সকল কুচিন্তা দূর করিবার বিলক্ষণ উপায় বটে। অনেক তুচ্ছ ও সাংসারিক হেতুর উপলক্ষে, বিশেষতঃ অর্থ বা যশের আকাঙ্ক্ষা, অথবা বন্ধুদিগকে সন্তুষ্ট করণ, ইত্যাদি বিবিধ কারণ বশতঃ মনুষ্যেরা বাক্য ক্রিয়া ও ব্যবহার বিষয়ে সতর্কহইতে পারে: কিন্তু আপনাদের চিন্তার বিষয়ে সতর্ক হইতে ও তজ্জন্য বিলাপ করিতে কোন গুরুতর কারণ চাই, যথা, ঈশ্বরকে প্রেম ও ভয় করা ও তাঁহার তুষ্টি জন্মাইবার চেষ্টা ও আহ্লাদ করণদ্বারা তাহার সিদ্ধি সম্ভব হয়। বাহ্যিক পাপদ্বারা কুযশ হয় বটে, কিন্তু আন্তরিক পাপের অধিক দোষ। যে লোকের চিন্তা দমন হইয়া ঈশ্বর-সেবায় বশীভূত হয়, সে ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মার প্রসাদ প্রাপ্ত, ইহা স্পষ্ট-রূপে ব্যক্ত হয়; যেমন প্রেরিত কহিয়াছেন, ২ ক ১০। ৪, ৫ দেখ। যখন পাপের চিন্তা মনে আইসে তখন পরমেশ্বর তাহা দেখিতেছেন, ইহা ধ্যান কর; যথা, গীত লেখক কহিয়াছেন, "তুমি দূরে আমার মনের সঙ্কল্প বুঝিতেছ।" ঈশ্বর হেরোদের হত্যা কল্পনা, যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতার অভিপ্রায়, ও ফিরূশিদের ঈশ্বরনিন্দা ও নিষ্ঠুর চিন্তা সকল অবগত হইয়াছিলেন। আরো বিবেচনা কর, এ সকল চিন্তা আত্মাকে অপবিত্র ও পাপিষ্ঠ এবং আমাদের আন্তরিক সুখ নষ্ট করে, কেননা তদ্দ্বারা চালিত হইয়া যদি কোন পাপ করি, তবে তজ্জন্য দুঃখ অবশ্য ঘটিবে। পরামমন করিলেও দুঃখ, শোক, লজ্জা, মনঃপীড়া, ইত্যাদি* ভোগ না করিলে, আমরা মনের

---

* পাপ করণানন্তর দায়ূদের শয্যা মণি মাণিক্যদ্বারা সুশোভিত না হইয়া নয়ন জলে আর্দ্র হইত। তোমরাও সেই মত হইবা, নচেৎ ক্লেশরূপ শয্যাতে চিরকাল পর্য্যন্ত অবশ্য শয়ন করিবা।

স্থিরতা ও সান্ত্বনা, এবং শান্তি ও ক্ষমা প্রাপ্ত হইব না। পাপ-জাত ইন্দ্রিয় সুখ এবং কল্পিত লাভহইতে এ দুঃখ অতি বড় বটে। অপর মনে কর, যদ্যপি পরামনন না করি, তবে আমার পাপ বৃশ্চিকবৎ হইয়া আমাকে চিরকাল দংশন করিবে, যষ্টিবৎ হইয়া আমাকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রহার করিবে, এবং কণ্টক তুল্য হইয়া সদাকাল গাত্রে বিদ্ধ হইবে, ও ছুরিকা তুল্য হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত আঘাত করিবে, ও অমর কীট তুল্য হইয়া আমাকে চিরকাল চর্ব্বণ করিবে। যাদৃশ আন্তরিক রক্তপাতদ্বারা অনেকের প্রাণ নাশ হয়, তেমনি পরামনন না করিলে পাপ চিন্তা মনুষ্যদিগকে চিরকালের মত নষ্ট করে। অতএব সে কুচিন্তা বিষয়ে সতর্ক হওন, ও তাহার প্রতিবন্ধকতা করণ, ও তজ্জন্য বিলাপ ও প্রার্থনা করণ কর্ত্তব্য; এবং তাহা করিলে যদিও সে মন্দ চিন্তা অল্পকালের মত তোমাদের ক্লেশ জন্মায়, তথাপি পরিশেষে কিছু হানি করিতে পারিবে না।

৫ উপায়। ঈশ্বরের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হইতে, ও তাবৎ পরমার্থ ও স্বর্গীয় ধনে ধনবান হইতে উত্তরোত্তর অধিক পরিশ্রম কর। স্বর্গীয় দূতদের একটিও অলস চিন্তা নাই, যেহেতুক তাহারা পরমেশ্বরের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ আছে। যাদৃশ পাত্র যত দুগ্ধে পূর্ণ থাকে, ততই তাহাতে অল্প জল ধরিতে পারে, তাদৃশ আমাদের আত্মা যত ঈশ্বরের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ এবং পরমার্থ ও স্বর্গীয় ধনে ধনী হয়, ততই অনর্থক চিন্তার স্থানাভাব হইবে, ইহা পরীক্ষা করিয়া বুঝ। ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের বিষয়, এবং ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত বহুমূল্য অঙ্গীকার, ও পারমার্থিক অভিজ্ঞতা মনে অধিক জমা করিতে যত্ন কর, তাহাতে অনর্থক চিন্তাজাত ক্লেশের হ্রাস হইবে। প্রভু কহেন, "উত্তম ব্যক্তি আপন অন্তঃকরণরূপ উত্তম ভাণ্ডার-হইতে উত্তম দ্রব্য বাহির করে।"

৬ উপায়। পবিত্র ও পারমার্থিক প্রেমের চর্চা কর, কেননা তোমাদের মনের ভাবানুসারে তোমাদের চিন্তা হইবে। "আমি তোমার শাস্ত্র কেমন ভাল বাসি, সমস্ত দিন তাহা ধ্যান করি।"

১১৯ গী। ৯৭। যে বিষয়ে অধিক প্রেম করি, তাহাকেই অধিক ভাবি। "আমি যখন জাগ্রত হইব, তখনও তোমার নিকটে থাকিব।" ১৩৯ গী। ১৮। যাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার ব্যবস্থাতে সর্ব্বদা প্রেম করে, তাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার ব্যবস্থাকে সর্ব্বদা মনে রাখে। শিশু মাতাকে ভুলিয়া যায় না।

৭ উপায়। সংসার তোমাদের মন ও চিন্তা যেন অপহরণ না করে, এ কারণ অনেক সাংসারিক কর্ম্মে ব্যস্ত হইও না। যাহাদের মন সংসাররূপ চিন্তায় অতি বিব্রত, তাহারা ঈশ্বরের নিকট গমনে অর্থাৎ প্রার্থনাকালে অসার চিন্তায় বিরক্ত হইবে। যাহারা সাংসারিক কর্ম্মে অতিশয় রত হইয়া কাল যাপন করে, তাহারা অনিচ্ছুক হইলেও তাহাদের মনে সাংসারিক চিন্তার উদয় অবশ্য হইবে।

---

৮ অধ্যায়।

ধর্ম্মসেবা ও পবিত্রকার্য্য হইতে বিরত করণার্থে শয়তানের অষ্টম কৌশল এই।

সে নরাত্মাগণকে স্বীয় ২ ক্রিয়াতে অর্থাৎ প্রার্থনা করণ, ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ ও পঠন, এবং পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে মিলন ইত্যাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মে নির্ভর করিতে প্ররোচনা করে। এই মতে শয়তান অনেককে ধর্ম্মপথে ধাবমান হইতে ক্ষান্ত করে, আর আহ্লাদজনক কর্ম্ম হইতে তাহাদিগকে বিরত করে।

এ কৌশল নিবারক উপায় লিখিতেছি।

১ উপায়। তোমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবাকর্ম্মেও যে ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা হয়, তদ্বিষয়ে অধিক বিবেচনা কর। কোন কর্ত্তব্য ক্রিয়া করিতে গেলে অহংকার ও অভিমান সম্ভবে। হায় ২! আমাদের

সৎকর্ম্মেতেও কত কলঙ্ক ও দোষ দেখা যায়। অতএব সাধ্যানু-সারে তাবৎ করিতে পারিলেও এরূপ প্রার্থনা করা অতি আবশ্যক, "হে ঈশ্বর! নিজ দাসকে বিচারে আনিও না, কেননা কোন প্রাণী তোমার সাক্ষাতে নির্দ্দোষ হইতে পারে না।" ১৪৩ গী। ২। পূর্ব্বকালীন মণ্ডলীর ন্যায় আমরা কহিতে পারি, "আমরা সকলে অশুচি দ্রব্যের ন্যায় হইয়াছি, ও আমাদের তাবৎ পুণ্যকর্ম্ম অশুচি বস্ত্রের ন্যায়; ও আমরা সকলে শুষ্ক পত্রের ন্যায় হওয়াতে আমাদের পাপ বায়ুর ন্যায় আমাদিগকে লইয়া যায়।" যিশ ৬৪। ৬। যদি ঈশ্বর আমাদের অত্যুত্তম কার্য্যেরও দোষানুসন্ধান করেন, তবে আমরা নষ্ট হই, কেননা আমাদের কোন সৎকর্ম্মই দোষ-রহিত নয়। আমাদের দুগ্ধ জলে এবং স্বর্ণ খাদে মিশ্রিত হয়।

২ উপায়। দেখ, তোমাদের উৎকৃষ্ট কার্য্য অশুভ সময়ে অর্থাৎ দুঃখ উপস্থিত হইলে তোমাদের আত্মাকে ঐশ্বরিক সান্ত্ব-নায় তৃপ্ত ও সবল করিতে সক্ষম নহে। ঈশ্বর যেরূপ ইস্রা-য়েলীয়দিগকে কহিয়াছিলেন, যথা, "তোমরা যাইয়া আপনাদের মনোনীত দেবগণের কাছে প্রার্থনা কর; তাহারা তোমাদিগকে দুঃসময়হইতে উদ্ধার করুক।" বিচা ১০। ১৪। তদ্রূপ তোমার-দের বিপদকালে যদি তিনি কহেন, তোমাদের প্রার্থনা ও উপ-বাস ও ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণের কাছে গমন কর, এবং তাহাদের নিকট উপকার ও সান্ত্বনা ও উদ্ধার পাইতে চেষ্টা কর, তবে তোমাদের কী হইবে? সে সময়ে যদি ঈশ্বর তোমাদেরহইতে আপন প্রসাদ দূর করেন, তবে তোমাদের পুণ্যকর্ম্মদ্বারা সান্ত্বনা প্রাপ্তি অসাধ্য হইবে। তখন তোমাদিগকে অবশ্য কহিতে হইবে, 'খ্রীষ্ট বিনা কেহ নাই! খ্রীষ্ট বিনা কেহ নাই!' আমাদের প্রার্থনা ও উপবাসাদি খ্রীষ্টের সমান নহে। দুঃখ সময়ে যীশুর এক ঈষদ্হাস্য দেখিলে, অথবা তাঁহার একটি মধুর বাক্য শুনিলে, অর্থাৎ তাঁহার প্রেমের একটি চিহ্ন পাইলে, তোমাদের আত্মা যেমন প্রচুর-রূপে তৃপ্ত ও সাহসান্বিত হইবে, তোমাদের তাবৎ পবিত্র কার্য্যদ্বারা

তেমন কখন হইবে না। অতএব খ্রীষ্টকে প্রেম কর, তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য কর। খ্রীষ্টই সার; তিনি মুকুটের মুকুট, মহিমার মহিমা, ও স্বর্গের স্বর্গ।

৩ উপায়। গম্ভীর মনে বিবেচনা কর, যদি আপনাদের পুণ্যকর্ম্মে নির্ভর করিয়া তাহাতেই বিশ্রাম কর, তবে মহাপাপ হেতু যেমন নষ্ট হইতা, তেমনি তদ্দ্বারাও চিরধ্বংস প্রাপ্ত হইবা। যাহারা তাবৎ কর্ত্তব্য ক্রিয়া করণানন্তর তাহা খ্রীষ্টের পাদপীঠে রাখিয়া তাঁহার প্রতি অবলোকন পূর্ব্বক কেবল তাঁহাতেই নির্ভর দিয়া বিশ্রাম না করে, এমত লোকদিগকে অবশ্য দুঃখে শয়ন করিতে হইবে; নরকে তাহাদের শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, "দেখ, অগ্নি প্রজ্বলিত ও দীপমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া থাক যে তোমরা, তোমরা সকলে সেই অগ্নিতেজেতে ও প্রজ্বলিত দীপ মণ্ডলে গমন কর; আমার হস্তে এই ফল পাইবা, তোমরা দুঃখে শয়ন করিবা।" যিশ ৫০। ১১।

৪ উপায়। আত্মার অন্যান্য তাবৎ বিশ্রামের স্থানহইতে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের নিযোজিত যে বিশ্রাম স্থল, তাহার আবশ্যকতা ও উৎকৃষ্টতা নিত্য ২ বিবেচনা কর। ঈশ্বর আপনি তোমাদের বিশ্রাম স্থান হন; বিশেষতঃ তাঁহার অবাধিত দয়া, ও প্রেম, এবং খ্রীষ্টের নির্ম্মল, নির্দ্দোষ, মহিমান্বিত ও নিরুপম পুণ্য। হায় কী আক্ষেপের বিষয়! অনেকে আপন বিশ্রাম স্থান বিস্মৃত হইয়াছে, যেমন প্রভু কহিতেছেন, "আমার লোকেরা হারাণ মেষস্বরূপ তাহারা মেষপালকগণদ্বারা পর্ব্বতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভ্রমণ করে, ও পর্ব্বতহইতে উপপর্ব্বতে চালিত হইয়া আপনাদের শয়ন স্থান বিস্মৃত হয়।" যিরি ৫০। ৬। তদ্রূপ যে লোকেরা ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম স্থানের উৎকর্ষ দেখিতে পায় না, তাহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম রূপ পর্ব্বতে ২ ভ্রমণ করে, এক পবিত্র ক্রিয়াহইতে অন্য পবিত্র ক্রিয়ার প্রতি বিশ্রামার্থে যায়, এবং অনর্থে ইতস্ততো ভ্রমাচারী হয়; কিন্তু যে ভক্তিরা ঈশ্বরদত্ত বিশ্রাম স্থানের উত্তমতার অনুভব পায়,

তাহারা এরূপ কহে, ‘আমরা আর প্রার্থনা, উপবাস ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র শ্রবণ, ইত্যাদি পবিত্র ক্রিয়াতে নির্ভর দিব না, এবং তাহাতে আর বিশ্রামের চেষ্টা করিষ না, কেবল খ্রীষ্টের ক্রোড়ে ও তাঁহার প্রেমে ও পুণ্যে বিশ্রাম করিব।

ইতি। শয়তানের কৌশল ও তন্নিবারক উপায় গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

শয়তানের কৌশল

ও

তন্নিবারক উপায়।

তৃতীয় খণ্ড।

নরাত্মাগণকে বিমর্ষ ও সন্দিগ্ধ ও অসুখি করণার্থ শয়তানের কৌশল।

যদিও শয়তান বিশ্বাসিদের মুকুট হরণ করিতে অসমর্থ, তথাচ এপর্য্যন্ত তাহার ঈর্ষা যে তাহাদের সান্ত্বনা ও শান্তি নাশার্থে, ও তাহাদের জীবন ভার সদৃশ করিয়া তাহাদিগকে দুঃখ দেওনার্থে, আর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ও সন্দিগ্ধ মনে কালযাপন করাওনার্থে, সে সাধ্যপক্ষে কিছুই ত্রুটি করিবে না; তাহাতে বিশ্বাসিদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও দুশ্চিন্তা জন্মে। বিশেষতঃ তাহারা কহে, 'খ্রীষ্টেতে আমাদের অধিকার নাই, আমাদের বিশ্বাসাদি গুণ যথার্থ নয়, আমাদের ভরসা কপটির ভরসা তুল্য, আমাদের স্থির অনুভব অহঙ্কার মাত্র, এবং ধর্ম্মসেবায় আমাদের যে সুখ সে কেবল মায়া।' ইত্যাদি।

তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে এ বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছি।

১ অধ্যায়।

নরাত্মাদিগকে বিমর্ষ ও সন্দিগ্ধ এবং অসুখি করণার্থে শয়তানের প্রথম কৌশল এই।

শয়তান বিশ্বাসিদিগকে সতত পাপের বিষয়ে বড় বিমর্ষ হইয়া ভাবিতে, এবং পাপহারক ত্রাণকর্ত্তা অপেক্ষা আপন ২ পাপকে অধিক মনে করিতে প্রবৃত্তি দেয়, যেন তদ্দ্বারা তাহারা জগত্রাতা প্রভুকে অবহেলা করিয়া বিস্মৃত হয়। যথা, গীত লেখক কহেন, "ঈশ্বরের বিষয়ে তাহাদের কোন চিন্তা নাই।" সুতরাং তাহারা আপনাদের পীড়ার প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, অতএব ঔষধ অতি নিকট থাকিলেও তাহা দেখিতে পায় না; তাহারা ঋণ বিষয়ে এত চিন্তা করে, যে ঋণের প্রতিভূকে সাক্ষাৎ দেখিয়াও মনে করিতে পারে না।*

এই কৌশল নিবারক কতক গুলিন উপায় কহি, শুন।

১ উপায়। হে দুর্ব্বল বিশ্বাসিরা, বিবেচনা কর, যদিও খ্রীষ্ট তোমাদেরহইতে পাপের স্থিতি দূর করেন নাই, তথাপি পাপের দণ্ডহইতে তোমাদিগকে নিস্তার করিয়াছেন। বিশ্বাসিরা পৃথিবীতে যদবধি বাস করে, তদবধি পাপ ও প্রসাদ তাহাদের মনে এক সঙ্গে থাকিতে পারে। কিন্তু যদি খ্রীষ্ট এক জন বিশ্বাসির মনহইতে কোন পাপেরই অবস্থিতি দূর করেন না, তথাচ সকল বিশ্বাসিদের তাবৎ পাপের দণ্ডহইতে তিনি তাহাদিগকে মুক্ত করিতেছেন। "যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে আশ্রিত হইয়া সাংসারিক আচারানুসারে না চলিয়া পারমার্থিক আচার ব্যবহার করে, তাহারা এখন দণ্ডের পাত্র হয় না।" ব্যবস্থাদ্বারা বিশ্বাসির

---

* খ্রীষ্টকে পরম সুখদ পুষ্পহার করিয়া পরিধান করা খ্রীষ্টিয়ানের কর্ত্তব্য, কেননা তিনি সম্পূর্ণরূপে আনন্দময় বৈকুণ্ঠ হন। যে খ্রীষ্টিয়ান আপন পাপহইতে খ্রীষ্টকে অধিক মনে না করে, সে কখন উচিত মতে কৃতজ্ঞ ও জ্ঞানবান হইতে পারে না।

প্রতি দোষারোপ হইতে পারে না, যেহেতুক খ্রীষ্ট তাহার পরিবর্ত্তে ব্যবস্থা পালন করিয়াছেন; ঈশ্বরের ন্যায়বিচার বিশ্বাসির দণ্ড জন্মাইতে পারে না, কেননা খ্রীষ্ট তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন; বিশ্বাসির নিজ পাপও তাহাকে দণ্ডার্হ করিতে পারে না, কারণ খ্রীষ্টের রক্তে তাহার বিমোচন হইয়াছে; এবং তাহার বিবেকশক্তিও তাহাকে দোষি করিতে পারে না, যেহেতুক তাহার বিবেকহইতে মহান্ যে খ্রীষ্ট তিনি তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন।

২ উপায়। বিবেচনা কর, খ্রীষ্ট যীশু পাপের বিরক্তি জনক ক্ষমতাহইতে তোমাদিগকে মুক্ত করেন নাই বটে, কিন্তু পাপের কর্ত্তৃত্ব ও রাজত্বহইতে উদ্ধার করিয়াছেন। "পাপ তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে না, কারণ তোমরা ব্যবস্থার অধীন নহ, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন হইয়াছ।" রো ৬। ১৪। পুণ্যবান ব্যক্তির হৃদয়ে পাপের বিরোধাচরণ করিবার সম্ভাবনা বটে, কিন্তু সে কখন রাজত্ব করিতে পারিবে না। "অন্যান্য জন্তুহইতে কর্ত্তৃত্ব অপহৃত হইলেও নিরুপিত সময় পর্য্যন্ত তাহাদের জীবনের রক্ষা হইল," দানি ৭। ১২। ঐ জন্তুদের বিষয়ে যাহা উক্ত আছে, তাহা পুনর্জাত ব্যক্তির মনে পাপের বিষয়ে কহা যাইতে পারে। অপর যাদৃশ প্রজারা নম্র হইয়া রাজাজ্ঞা পালন করে, তাদৃশ যে নরাত্মা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পাপের আজ্ঞাবহ হয়, সে আত্মাতে অবশ্য পাপের রাজত্ব আছে। প্রজারা হিতৈষি রাজার আজ্ঞা পাইলে ঝটিতি তাহা শিরোধার্য্য করিয়া পালন করে; কিন্তু পরাক্রান্ত উপদ্রবির আজ্ঞা অনিচ্ছাপূর্ব্বক পালন করে, মনের সহিত নয়, কেবল লাচারে পড়িয়া করে। ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপাদেশের বশীভূত হইলে তাহার কর্ত্তৃত্ব ও রাজত্বে থাকা প্রকাশ পায়; সে অবস্থা অতি মন্দ, কিন্তু এই নরক তুল্য বিপদহইতে খ্রীষ্ট বিশ্বাসিগণকে নিস্তার করিতেছেন। অধিকন্তু সাধুজনের অন্তঃকরণ পাপের আজ্ঞা প্রতিরোধ করে, এবং পাপাভিলাষ সকল যদি তাহার আত্মাকে শয়তানের কাছে লইয়া যাইতে চায়, তবে সে তাহাদিগকে টানিয়া

লইয়া প্রভুর নিকটে গিয়া বিচারজন্য উচ্চৈঃস্বরে এরূপ প্রার্থনা করে, "হে প্রভো! পাপ তেজস্বিরূপে আমার প্রতি উপদ্রব করিতেছে। সে আমাকে তোমার পবিত্রতা ও আমার নিজ সুখের বিরুদ্ধ, তোমার গৌরব ও সম্মান, এবং আমার সুখ ও শান্তির বিপরীত কার্য্য করিতে লওয়ায়। হে স্বর্গ ও পৃথিবীর ন্যায়বিচারকর্ত্তা! প্রকৃত বিচার করিতে আজ্ঞা হইলে আপনি আমার উপদ্রবি পাপকে সংহার করুণ।"

৩ উপায়। পাপের আন্তরিক ক্রিয়ার প্রতি যেমন, তেমনি ঈশ্বর যে পাপ মোচনের অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহারও প্রতি সর্ব্বদা অবলোকন কর। ঈশ্বর ইহকালে যে সকল পাপ আপন লোকদের বশীভূত করিবেন না, সে সমস্ত কৃপাপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আপন শরীরস্থ কণ্টকহইতে নিষ্কৃতি জন্য পৌল তিনবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তথাচ এই মাত্র উত্তর পাইলেন, যথা; "আমার যে অনুগ্রহ তাহাতে তোমার কুলায়।" ২ ক ১২। ৯। অর্থাৎ আমি তোমাহইতে তাহা দুর করিব না, কিন্তু দয়া করিয়া তোমাতে তাহার দমন করিব।* ঈশ্বর আরও কহেন; "তাহারা যে সকল কর্ম্মদ্বারা আমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে, তাহাহইতে আমি তাহাদিগকে পরিষ্কৃত করিব; ও তাহারা যাহাদ্বারা পাপ ও আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহাদের সে সকল অধর্ম্ম ক্ষমা করিব।" যিরি ৩৩। ৮। "আমিই আপন গুণে তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করি, ও তোমার পাপ মনে করি না।" যিশ ৪৩। ২৫।

৪ উপায়। বিবেচনা কর, খ্রীষ্ট তোমাদের পাপরূপ তাবৎ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। যদি তাহার এক কপর্দক মাত্র বাকী থাকিত,

* ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল মহামূল্য পুস্তক সদৃশ, ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠাহইতে করুণারূপ সুধা ক্ষরে। অবিশ্বান খ্রীষ্টিয়ান যদিও তাহা খুলিয়া পাঠ করত আপন অন্তঃকরণে লিপ্ত করিতে না পারে, তথাচ তাহার নিমিত্তে খ্রীষ্ট তাহা করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক আছেন।

তবে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ যে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার, তদনুসারে ঈশ্বর তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া আপন দক্ষিণ পার্শ্বে বসিতে দিতেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুদ্বারা আমাদের সকল ঋণ পরিশোধ হইলে আমরা খালাস পাইয়াছি, এবং পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হওনার্থে তিনি উন্নত হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবযুক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের সুখের প্রমাণও অতিশয় স্পষ্ট হইতেছে। "আমরা যেন খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরীয় পুণ্য স্বরূপ হই, এই জন্যে পাপের সহিত যাঁহার পরিচয় ছিল না, তাঁহাকে তিনি আমাদের পরিবর্ত্তে পাপ স্বরূপ করিলেন।" ২ করি ৫। ২১। মঙ্গল সূচক ভাবিবক্তার বাক্যানুযায়ি আমাদের তাবৎ পাপ খ্রীষ্টের উপর বর্ত্তিল; যথা, "তিনি আমাদের আজ্ঞা লঙ্ঘনের নিমিত্তে ক্ষতবিশিষ্ট ও আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্তে চূর্ণ হইলেন, এবং আমাদের মঙ্গলজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল, এবং তাঁহার ক্ষতদ্বারা আমাদের স্বাস্থ্য হয়। আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রমণকারী, ও প্রত্যেক জন স্বপথ গামী হইলে পরমেশ্বর আমাদের সকলের অধর্ম্মের ফল তাঁহার উপরে বর্ত্তাইলেন।" যিশ ৫৩। ৫, ৬। ঈশ্বরের সহিত আমাদের তাবৎ পাপের লেখাযোখা খ্রীষ্ট ঘুচাইয়া দিয়াছেন। মুক্ত ছাগলের বিধি স্মরণ কর, "যাজক সেই জীবৎ ছাগলকে আনিয়া তাহার মস্তকে আপন হস্তদ্বয় অর্পণ করিবে, এবং ইস্রায়েল বংশের সমস্ত পাপ ও পাপবিষয়ক আজ্ঞাতিক্রম তাহার উপরে স্বীকার করিয়া সে সমস্ত ঐ ছাগলের মস্তকে অর্পণ করিবে; পরে উপযুক্ত মনুষ্যের হস্তদ্বারা তাহাকে বনে ছাড়িয়া দিবে।" লে ১৬। ২১। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঐ মুক্ত ছাগ তুল্য, তাঁহার উপর আমাদের পাপ অর্পিত হইল, এবং কেবল তিনি তাহা বিস্মরণের দেশেতে দূর করিয়া দিয়াছেন, সেখানে তাহা আর স্মরণ করা যাইবে না।

২ অধ্যায়।

মনুষ্যদিগকে বিমর্ষ ও সন্দিগ্ধকারি শয়তানের দ্বিতীয় কৌশল এই।

সে তাহাদিগকে ঐশ্বরীয় প্রসাদের অপ্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি দেয়। যেমন পাপের অপ্রকৃত জ্ঞানদ্বারা এক প্রকারে নরাত্মার হানি হয়, তেমনি প্রসাদেরও অসত্য জ্ঞানদ্বারা অন্য প্রকারে আত্মার হানি জন্মে, ইহা শয়তান বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত আছে।

ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্তে এ স্থলে কেবল বিশ্বাসের উল্লেখ করি। হায় ২! বিশ্বাসের অসত্য অর্থ করণে মনুষ্যদিগকে ভাওয়াইতে শয়তান যথা সাধ্য চেষ্টা পায়। বিশেষতঃ, সে কোন ২ লোকদিগকে এমত প্রবৃত্তি দেয়, যে বিশ্বাস বড় ভারি বিষয়, আপনার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ প্রেম, অথবা আপনার পাপ নিশ্চয় ক্ষমা হইয়াছে, এমন দৃঢ় অনুভব করা হইলে বিশ্বাস হয়। শয়তান কহে, 'কী বিশ্বাসের কথা কহ? বিশ্বাস কি সামান্য বস্তু? যদি কেহ নিঃসন্দেহে জানে, যে ঈশ্বর আমাকে প্রেম করেন, ও আমার পাপ ক্ষমা হইয়াছে, তবে তাহারই বিশ্বাস হইয়াছে বটে; কিন্তু তোমার এমন বোধ নাই, এমন দৃঢ় জ্ঞান সন্দেহ রহিত বিশ্বাস তোমাহইতে বহু দূর, ইহা তুমি জান, সুতরাং তোমারই বিশ্বাস নাই।' শয়তান বিশ্বাসকে এরূপ ঠাহরাইতে কোন ২ বিশ্বাসি মনুষ্যগণকে প্রবৃত্তি দিয়া তাহাদিগকে বিমর্ষ ও সন্দিগ্ধচিত্ত করিয়া রাখে, তাহাতে শোক ও দুঃখ তাহাদের খাদ্য ও পেয় স্বরূপ হইলে তাহারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সমস্ত দিন যাপন করে।

হাস্য, লম্ফ, দৌড়ন, ইত্যাদি কর্ম্মকরণ, জীবনের প্রধান ও সুস্পষ্ট লক্ষণ যাহার আছে, যদি সেই মাত্র জীবিত মনুষ্য, তবে যাহারা বাহ্যিক ও আন্তরিক দুর্বলতা হেতু হাস্য পরিহাসাদি উক্ত ব্যাপারে

অশক্ত, তাহাদিগকে মৃত শরীর কহিতে হইবে; কিন্তু এ কথা কখন সম্ভবে না। তেমনি প্রাগুক্ত ত্রাণাশা বিষয়েও বুঝিবা, সে কেবল বিশ্বাসের অতি প্রধান ও সবল লক্ষণ মাত্র।

এক্ষণে শয়তানের এ কৌশল নিবারক উপায় কহি, শুন।

১ উপায়। গম্ভীর ভাবে বিবেচনা কর, যে উক্ত স্থির আশা না থাকিলেও যথার্থ বিশ্বাস হইতে পারে। মঙ্গল সমাচারে উক্ত কনানীয়া স্ত্রীর বড় বিশ্বাস ছিল, তথাচ তাহার সেরূপ স্থির আশা ছিল, এমত কথা লেখা নাই। সাধু যোহন কহেন, "যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা, ইহা যেন তোমরা বিশ্বাস কর, এবং বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও, এই নিমিত্তে এই সকল লেখা গিয়াছে।" যো ২০। ৩১। ইহাতে দেখা যাইতেছে, যে সে লোকেরা বিশ্বাসী, ও তাহাদের অনন্ত পরমায়ু ছিল, যেহেতু তাহার বীজ তাহাদের আত্মাতে থাকিয়া বৃদ্ধি পাইতেছিল; আর খ্রীষ্ট তাহাদের মস্তক ও প্রতিনিধি হইয়া স্বর্গে বসিয়া আছেন, যেমত পৌল লেখেন, যথা "তিনি খ্রীষ্ট যীশুদ্বারা আমাদিগকে তাঁহার সহিত উত্থাপন করিলেন, ও স্বর্গে সিংহাসনোপবিষ্ট করিলেন।" ইফি ২। ৬। তথাপি ঐ ব্যক্তিরা নিশ্চয় জানিল না, যে আমরা অনন্ত জীবনের অধিকারী হইয়াছি। স্বর্গেতে অধিকার আছে, এই এক বিষয়, কিন্তু তাহা জ্ঞাত হওয়া স্বতন্ত্র বিষয়; প্রিয় হওন এক কথা, এবং তদ্বিষয় জ্ঞাত হওন অন্য কথা; পরমেশ্বর কর্ত্তৃক এক জনের নাম জীবন পুস্তকে লিখন এক বিষয়, এবং 'স্বর্গেতে তোমার নাম লিখিত আছে, অতএব আনন্দিত হও,' এ কথা তাহাকে জানান স্বতন্ত্র বিষয় জানিবা। পৌল প্রেরিত এরূপ কহেন, "তাঁহাতে থাকিয়া তোমরাও সত্য মতের কথা অর্থাৎ তোমাদের পরিত্রাণ বিষয়ক সুসমাচার শ্রবণানন্তর তাঁহাতে বিশ্বাসী হওয়াতে প্রতিজ্ঞার ফল স্বরূপ পবিত্র আত্মাদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ।"

২ উপায়। ঈশ্বর ধর্ম্ম পুস্তকের মধ্যে বিশ্বাসের অর্থ কী রূপে করেন, তাহা গম্ভীর ভাবে বিবেচনা কর। তিনি কহেন, খ্রীষ্টকে গ্রহণ করাই বিশ্বাস, যথা "যত লোক তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল, তাহাদিগকে অর্থাৎ তাঁহার নামে বিশ্বাসকারিদিগকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হওনের ক্ষমতা দিলেন।" যোহন ১। ১২। ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বরের সহিত দুঃখার্ত্ত আত্মার সম্মিলনকে বিশ্বাস কহে।* খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের নিকট আইসন, মনে বার২ খ্রীষ্টকে ধারণ, ও তাঁহার উপর অবলম্বন, ও বিশ্রাম করণাদিকে ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস কহে। সুতরাং ঈশ্বর যেমন পাপ ও প্রসাদের অর্থ করেন, তেমনি বুঝা নিরাপদজনক ও উত্তম বটে। আত্মাকে স্থির করিয়া রাখিবার এই মাত্র সদুপায় আছে, এবং যাহারা প্রসাদের মিথ্যা অর্থদ্বারা বহুমূল্য নরাত্মাকে বিমর্ষ ও অবসন্ন করিয়া তাহার জীবদ্দশা ভারস্বরূপ ও ক্লেশ দায়ক করে, এমন ভ্রমজনক মনুষ্যগণের ও শয়তানের চাতুরিহইতে এই উপায়দ্বারা রক্ষা পাওয়া যায়।

৩ উপায়। উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ, মনুষ্যদের মনেতে অনেক সন্দেহ থাকিলেও তাহাদের সত্য বিশ্বাস সম্ভব বটে। ইহার প্রমাণ, খ্রীষ্ট আপন শিষ্যদিগকে বার২ কহিলেন, "হে অল্প প্রত্যয়িরা, তোমরা কেন ভীত হও?"† ইহাতে জানা যাইতেছে, যাহারা সংশয়ের বশীভূত, তাহারাও সত্য বিশ্বাসী হইতে পারে। খ্রীষ্ট এক কালেই আপন শিষ্যগণের বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা এবং তাহাদের সন্দেহের অনুযোগ করিয়াছিলেন, অতএব তাহাদের মধ্যে বিশ্বাস ও সন্দেহ উভয়ের স্থিতি স্পষ্ট হইতেছে।

৪ উপায়। বিবেচনা কর, ত্রাণাশা বিশ্বাসের ফলস্বরূপ বটে, কিন্তু সে বিশ্বাস নহে। দেখ, কারণ কখন কার্য্য হইতে পারে না, এবং

---

* ম ১১। ২৮। যো ৬। ৩৭। ইব্রি ৭। ২৫, ২৬। যিশ ৫০। ১০। ৩৭ গীত ৫। ইত্যাদি পড়িয়া দেখ।

† ম ৬। ৩০। ও ১৪। ৩১। ও ১৬। ৮। এবং লূ ১২। ২৮ দেখ।

মূল কখন ফল হইতে পারে না; কিন্তু যেমন কারণহইতে কার্য্যের, ও মূলহইতে ফলের, ওউছুইহইতে স্রোতের উৎপত্তি, তেমনি বিশ্বাস-ইইতে সম্পূর্ণ ত্রাণাশার উৎপত্তি হয়। তাহার প্রমাণ কহি, শুন।

আমরা ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের আত্মার এমন সাক্ষ্যহইতে আমাদের পাপ মার্জ্জনা ও পরিত্রাণের স্থির ভরসা প্রথমে উৎপন্ন হয়, (ইফি ১। ১৩) ফলতঃ যতক্ষণ আমরা বিশ্বাসী না হই, ততক্ষণ আত্মা ঐরূপ সাক্ষ্য দেন না, কেননা "খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস করণদ্বারা আমরা ঈশ্বরের পুত্র হইতেছি," আর "আমরা ঈশ্বরের পুত্র হইয়াছি, এই নিমিত্তে ঈশ্বর আমাদের অন্তঃকরণে আপন পুত্রের আত্মাকে পাঠাইয়াছেন; তিনি ঈশ্বরকে আব্বা অর্থাৎ পিতা বলিয়া ডাকেন।" অতএব দেখ, ত্রাণাশা বিশ্বাস নহে, কিন্তু কার্য্য যাদৃশ কারণের অনুবর্ত্তী, তদ্রূপ ত্রাণাশাও বিশ্বা-সের অনুবর্ত্তী হয়।

অপর কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টেতে সংযুক্ত ও রোপিত না হইলে, আপন পরিত্রাণের নিশ্চয় অনুভব করিতে পারে না, এবং বিশ্বাস ব্যতীত কেহ খ্রীষ্টে সংলগ্ন হইতে পারে না। প্রথমতঃ বিশ্বাস-দ্বারা খ্রীষ্টে সংলগ্ন হইতে হইবে, তৎপশ্চাৎ পরিত্রাণের স্থির ভরসা সম্ভবে; ইহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে, যে পরিত্রাণের স্থির ভরসা বিশ্বাস নয়, কিন্তু বিশ্বাসের ফল বটে।

পুনশ্চ, স্থির আশা হইবার পূর্ব্বে বিশ্বাসের আবশ্যক হয়, অতএব স্থির আশা বিশ্বাস নহে। এমত প্রত্যাশার পূর্ব্বে বিশ্বা-সের প্রয়োজন আছে, কেননা কোন মনুষ্যের পরিত্রাণ বিষয়ক নিশ্চয় ভরসা হইবার পূর্ব্বে তাহার পরিত্রাণ হওয়া আবশ্যক, যেহেতু যাহা নাই, তাহার আবার নিশ্চয় কী? আর বিশ্বাসদ্বারা পরি-ত্রাণ হইবার পূর্ব্বে তাহার পরিত্রাণজনক বিশ্বাস আবশ্যক, কেননা যদ্দ্বারা পরিত্রাণ হয়, তাহা না থাকিলে কাহারও পরিত্রাণ হইবে না। অতএব প্রথমে বিশ্বাস, পরে ত্রাণের স্থির ভরসা, সুতরাং বিশ্বাস ত্রাণাশা নয়।

৩ অধ্যায়।

নরাত্মাগণকে বিমর্ষ ও সন্দিগ্ধকরণার্থে শয়তানের তৃতীয় কৌশল এই।

সংসারে যে সকল দুর্ঘটনা হয়, শয়তান তদ্বিষয়ে মিথ্যা অনুভব করিতে মনুষ্যদিগকে প্রবৃত্তি দেয়। বিশেষতঃ সে এরূপ কহে, 'ঈশ্বর তোমাদের প্রার্থনা ও বাসনা ও ভরসা, ও চেষ্টা সকল বিফল করিতেছেন, ইহা কি বুঝ না?* তোমাদের প্রতি যদি তাঁহার প্রেম থাকিত, অথবা তাঁহার আত্মা তোমাদিগেতে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইতেন, তবে তিনি তোমাদের সহিত এমন ব্যবহার কদাচ করিতেন না।

এই কৌশল নিবারক উপায় লেখা যাইতেছে।

১ উপায়। গম্ভীর মনে বিবেচনা কর, আমাদের ইচ্ছার বিপরীত, অথচ আমাদের মঙ্গলের বিপরীত নহে, এমন অনেক বিষয় আছে। দেখ, ইব্রাহীম, যাকুব, দায়ূদ, আয়ূব, মূসা, যিরিমিয়, যুনস ও পৌলের বাসনা ও চেষ্টার বিরুদ্ধে অনেক ঘটনা হইয়াছিল, কিন্তু সে সকল তাঁহাদের অমঙ্গলজনক হয় নাই। তদ্রূপ ঔষধ অনেকবার রোগির ইচ্ছার বিপরীত বটে, কিন্তু তাহার মঙ্গলের বিপরীত নয়।

২ উপায়। বিবেচনা কর, পরমেশ্বরের হস্ত কোন লোকের প্রতিকূল হইলেও তাঁহার প্রেম ও অন্তঃকরণ তাহার অনুকূল হইতে পারে; অতএব ঈশ্বরের হস্তদ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণের যথার্থ ভাব জানা যায় না। যথা ঈশ্বরের হস্ত ইফ্রয়িমের বিরুদ্ধে থাকিলেও তাঁহার মন ও প্রেম তাহার প্রতি ছিল। "তুমি আমাকে শাস্তি

---

* ৭৭ গীত ৭, ১১। ও ৮৩। ১, ১৭। এবং ৭৩। ২, ২৩ পদ দেখ।

দিয়াছ, এবং আমি অশিক্ষিত গোবৎসের ন্যায় শাস্তিভোগ করিলাম; এখন আমাকে ফিরাও, তাহাতে আমি পরাবৃত্ত হইব, কেননা তুমিই আমার প্রভু পরমেশ্বর। আমি পরাবৃত্ত হইয়া অনুতাপ করি, ও উপদিষ্ট হইয়া ঊরুতে আঘাত করি; আমি যৌবনাবস্থায় অপমান ভোগ করিয়া লজ্জিত ও ব্যাকুল আছি; আপন বিষয়ে ইফ্রয়িমের এমত বিলাপ শুনিতেছি। ইফ্রয়িম কি আমার প্রিয় পুত্র, ও সে কি আনন্দদায়ি বালক? যদ্যপি আমি তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিলাম, তথাপি এখন তাহাকে মনে করিতেছি; তাহার নিমিত্তে আমার অন্তর ব্যাকুল হয়। পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাকে অবশ্য দয়া করিব।" যিরি ৩১। ১৮—২০।

ঈশ্বর যাহাকে অতিশয় ভাল বাসেন, তাহাকেও কখন২ কঠিন অনুযোগ ও প্রহার করিয়া থাকেন। দেখ, আয়ুবের প্রতি তাঁহার হস্ত কঠিন হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ তাঁহার প্রতি করুণার্দ্র ছিল: আয়ুব পুস্তকের ১ ও ২ অধ্যায় ৪১ ও ৪৩ অধ্যায়ের সহিত তুলনা করিলে তাহা বুঝিবা। অপর ঈশ্বরের হস্ত দায়ূদ ও যূনসের উপরেও বড় কঠিন ছিল, কিন্তু তিনি মনে২ তাঁহাদিগকে প্রেম করিতেন। অতএব ঈশ্বরের হস্ত কাহারো বিপরীত হইলে তিনি যে তাহাকে প্রেম করেন না, এমত নয়।

৩ উপায়। বিবেচনা কর, এ সংসার শাসনকালে পরমেশ্বর আপন সাধু লোকদের প্রতি যে দুর্ঘটনা উপস্থিত করান, তাহা কোন মহৎ লাভ তাহাদিগকে প্রদানার্থে করান। পরমেশ্বর দায়ূদের এক সন্তানকে লইলেন, কিন্তু তদ্দ্বারা দায়ূদের মঙ্গল হইয়াছিল; যথা, জারজাত পুত্র তাঁহার মুকুট ও রাজদণ্ডের উত্তরাধিকারী না হইলে, তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে জাত পুত্র সুলেমান তৎপরে রাজা হইলেন।

আরো যূষফের বিষয়ে দেখ। তাঁহার ভ্রাতৃগণ ঈর্ষ্যা ও হিংসাপূর্ব্বক তাঁহাকে দূরদেশে বিক্রয় করিয়াছিল, আবার তথায় আপন কর্ত্রীর কুবাসনা পূর্ণ না করাতে তিনি কারাবদ্ধ হইলেন; কিন্তু

এ তাবৎ দুর্ঘটনাদ্বারা পরিণামে তাঁহার উন্নতি হইয়াছিল, এবং খ্রীষ্টের প্রকাশ্য মণ্ডলী স্বরূপ যে তাঁহার পিতৃপরিবার, তাহাদেরও প্রাণ রক্ষা পাইয়াছিল।

দায়ূদকে রাজ্য দিতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু মুকুট পাইবার পূর্ব্বে তিনি কেমন ক্লেশ পাইয়াছিলেন! আর কতবার মৃত্যুর মুখাগত প্রায় হইয়াছিলেন! তাহাতে দুঃখের পর রাজ্যসুখ তাঁহার পক্ষে অধিক সুখদায়ক ও গৌরবান্বিত হইল। সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত যূনসের প্রতি যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা তাঁহার মঙ্গল হইল; বিশেষতঃ তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞাপালক হইলেন, এবং তাঁহার ভবিষ্যদ্বক্তৃত্বের প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইল।

৪ উপায়। গম্ভীর ভাবে বুঝ, বিশ্বাসিদের প্রতি যে সকল অশুভ ঘটনা হয়, তদ্দ্বারা তাহারা স্বর্গপথে অগ্রসর হইয়া সুখময় স্থানের সন্নিকট পৌঁছে। পরমেশ্বর তাঁহার প্রেমকারিদের প্রতি জ্ঞান ও প্রেমপূর্ব্বক নীচস্থ তাবৎ বিষয় এতাদৃক সুশৃঙ্খল করিবেন, যে তাহাতে তাহাদের প্রকৃত পরমার্থ ও অনন্ত কল্যাণ জন্মিবে। দায়ূদ দুর্ঘটনাদ্বারা সিংহাসনে আনীত হইয়াছিলেন; দানিয়েল ও তাঁহার তিন জন বন্ধু দুর্ভাগ্যদ্বারা উচ্চতম পদ প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্রূপে বিশ্বাসিদের দুঃখদায়ক ঘটনা তাহাদের আত্মাকে পৃথিবীস্থ তাবৎ বস্তু অপেক্ষা উন্নত করিবে।

---

৪ অধ্যায়।

মনুষ্যদিগকে বিমর্ষ ও সন্দিগ্ধকরণার্থে শয়তানের চতুর্থ কৌশল এই।

সে তাহাদের প্রসাদ বিষয়ে কহে, 'এ তাবৎ কৃত্রিম, যথার্থ নহে। সে তাহাদের মনোমধ্যে এরূপ বলে, 'সকল চক্চকিয়া বস্তুই কাঞ্চন

নয়। যাহা তোমরা প্রসাদ কহ, তাহা প্রকৃত প্রসাদ নয়, যাহাকে বিশ্বাস কহ, সে তো অনুভব মাত্র, সত্য বিশ্বাস নয়, যাহাকে উৎসাহ বল, সে কেবল স্বাভাবিক মনের ব্যগ্রতা, আর তোমাদের যে জ্ঞান আছে, সে অতি সামান্য, যাহারা এখন নরকে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে তোমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান ছিল, ইত্যাদি।' যাহাদের প্রসাদ সত্য, ও খ্রীষ্টের কষ্টিপাথর-দ্বারা* পরীক্ষিত হইতে পারে, শয়তান বহু যত্নপূর্ব্বক এমন সাধু-লোকদিগকে প্রবৃত্তি দেয়, 'তোমাদিগের প্রসাদ কৃত্রিম;' কিন্তু যাহাদের প্রসাদ কল্পিত, সে দুরাত্মা এমন কপটিদের মনে তাহা সত্য করিয়া জানাইতে যত্ন করে।

এ কৌশল নিবারক উপায় কহি শুন।

১ উপায়। স্থির মনে বিবেচনা কর, প্রসাদ দুই প্রকার হয়।

(১) ঈশ্বর আপনার পরম প্রেমে খ্রীষ্টেতে পাপিগণকে অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ লোক করিয়া গ্রহণ করেন; সেই প্রেম ও অনুগ্রহকে প্রসাদ কহা যায়। অন্যান্য তাবৎ প্রসাদ ইহাহইতে উৎপন্ন হয়,† তজ্জন্য ইহাকে কেহ২ আদ্য প্রসাদ কহিয়াছেন। ফলতঃ ইহা কেবল ঈশ্বরেতে থাকে।

(২) এই প্রসাদহইতে উৎপত্তি হয় যে২ দান বা গুণ, তাহাকেও প্রসাদ বলা যায়। এই গুণ দুই প্রকার, সাধারণ ও বিশেষ।

সাধারণ, যাহা বিশ্বাসী ও কপটী উভয়ের প্রাপ্তি হয়, যথা, জ্ঞান ও প্রার্থনাশক্তি।

* ঈশ্বর তুলেতে আমাদের প্রাপ্ত প্রসাদ তৌল না করিয়া কষ্টি প্রস্তরে তাহাদের পরীক্ষা করেন। ত্রাণজনক প্রসাদে নির্ম্মলতা ও পুণ্য মুদ্রিত থাকিবে। প্রে ১৫। ৯। ২ পি ১। যিহূ ২০ দেখ।

† তথাপি ইহাও সত্য, যেরূপ গোময় ঢিবীতে সুন্দর পুষ্প জন্মিতে পারে, সেইরূপ ভ্রষ্ট মনে অনেক সুদৃশ্য কার্য্য সাধন হয়।

যাহা কেবল সাধুলোকদের প্রতি দত্ত হয়, তাহাকে বিশেষ দান বা গুণ কহা যায়, যথা বিশ্বাস, নম্রতা, সুশীলতা, সুহৃতা, প্রেম, সহিষ্ণুতা, ইত্যাদি। গলা ৫। ২২, ২৩ দেখ।

২ উপায়। মনঃ পরিবর্ত্তক প্রসাদ, ও পাপ প্রতিবন্ধক প্রসাদ, অথচ পবিত্রকারি প্রসাদ, এবং ক্ষণস্থায়ি প্রসাদ, ইহাদের বিভিন্নতা জ্ঞানপূর্ব্বক বিবেচনা কর। এক্ষণে ইহা ব্যক্ত করা যাইতেছে।

(১) সত্য প্রসাদ অন্তর ও বাহির, উভয়দিগ্ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করে। "অন্তরে রাজকুমারী সর্ব্বতোভাবে সৌন্দর্য্য বিশিষ্টা ও স্বর্ণ বস্ত্রেতে বস্ত্রান্বিতা আছে," গী ৪৫। ১৩। সত্য প্রসাদ বুদ্ধি ও ইচ্ছা ও অনুরাগাদি সকলকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করে। তদ্দারা আত্মার তাবৎ মহৎ গুণ সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয়; ফলতঃ কেবল অন্তর্ভাগ নহে, কিন্তু বহির্ভাগও সৌন্দর্য্যযুক্ত হয়, যেমত লেখা আছে, "রাজকুমারী স্বর্ণ বস্ত্রেতে বস্ত্রান্বিতা আছে।" সত্য প্রসাদ বশতঃ মনুষ্যদের আচার ব্যবহার শোভাযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাতে অসার লোকেরা অবশ্য এমন কথা কহিবে, ইহারা যীশুকে দেখিয়াছে। তাহা অগ্নি তুল্য আত্মার মল ও খাদ সকল দূর করে, এবং আভরণ সদৃশ তাহার শোভাজনক হয়। তাহা ভিতর ও বাহির তাবৎকে নূতন করে; "কেহ যদি খ্রীষ্টেতে আছে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল।" ২ ক ৫। ১৭। কিন্তু ক্ষণস্থায়ি প্রসাদহইতে তাহা হয় না। সত্য প্রসাদ মনুষ্যের স্বভাবকে পরিবর্ত্ত করে, কিন্তু নীতি সম্বন্ধীয় ধর্ম্মে কেবল প্রকাশ্য অসদাচার বদ্ধ ও বশীভূত হয়, তদ্দারা মনুষ্য সম্যক্ প্রকারে পরিবর্ত্ত হয় না। খাঁচায় বদ্ধ যে সিংহ, সে সিংহই আছে, তাহার স্বভাব পরিবর্ত্ত হয় নাই, অর্থাৎ হিংস্রক স্বভাব যায় নাই; তদ্রূপ ক্ষণস্থায়ি প্রসাদদ্বারা লোকেরা অনেক দুষ্টতাহইতে বাধিত থাকে, কিন্তু তাহাহইতে তাহাদের অন্তঃকরণ পরিবর্ত্ত ও পৃথক হয় না। সত্য প্রসাদ বশতঃ সিংহ মেষশাবক স্বরূপ হয়; তাহার সাক্ষী পৌল প্রেরিত।

(২) সত্য প্রসাদদ্বারা পারমার্থিক বস্তুর প্রতি অনুরাগ জন্মে। তৎপ্রাপ্ত লোক মহৎ ও শ্রেষ্ঠ বস্তু, অর্থাৎ ঈশ্বর, খ্রীষ্ট, ও জগৎ-হইতে বহুমূল্য ঈশ্বরের অঙ্গীকার, এবং অবিচলিত এক রাজ্য, ও অম্লান গৌরববিশিষ্ট এক মুকুট, ও অক্ষয় স্বর্গীয় ধন,* ইত্যাদির আলোচনা করে, তাহাতে আত্মা সম্ভ্রান্ত ও শ্রীমান হইয়া উঠে। ক্ষণস্থায়ি প্রসাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অধম ও তুচ্ছনীয় অথচ বোধগম্য বস্তুকে প্রেম করত তাহার আকাঙ্ক্ষা করে।

(৩) সত্য প্রসাদ পরমার্থ কর্ম্ম সাধনে প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানকে পরমাহ্লাদ ভোগ করায়। যথার্থরূপে প্রসাদ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে খ্রীষ্টের যোঁয়ালি অনায়াস, ও তাঁহার ভার লঘু, এবং তাঁহার আজ্ঞা দুঃখজনক না হইয়া সুখদায়ক হয়। পৌল কহেন, "আমি নূতন স্বভাবানুসারে ঈশ্বরের ব্যবস্থাতে সন্তুষ্ট আছি।" ধন্য ব্যক্তির বিষয়ে প্রথম গীতে লিখিত আছে, "সে পরমেশ্বরের শাস্ত্রেতেই সন্তুষ্ট থাকে।" সুলেমান কহেন, "ন্যায় কর্ম্মে ধার্ম্মিকের আনন্দ আছে।" হি ২১। ১৫। প্রসাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি "তাহার পথ সুখদায়ক ও তাহার সকল মার্গ শান্তি-কর।" হি ৩। ১৭। পরন্তু ক্ষণিক প্রসাদ প্রাপ্ত এবং লৌকিক সদাচারি ব্যক্তিরা সেরূপ নয়; বরঞ্চ ধর্ম্মসেবা তাহাদের প্রতি সুখজনক না হইয়া শ্রম ও ভারস্বরূপ হয়। তাহারা ঈশ্বরকে কহে, "আমরা উপবাস করিলে তুমি কেন দৃষ্টি কর না? ও আপন প্রাণকে দুঃখ দিলে তুমি কেন তাহা বিবেচনা কর না।" যিশ ৫৮। ৩, ইত্যাদি। মলাখি ৩। ১৪।

(৪) সত্য প্রসাদ মনুষ্যকে আপন অন্তঃকরণ বিষয়ে মনোযোগি করিবে, বিশেষতঃ কিসে তাহার মনে জ্ঞানোদয় হয়, এতদ্বিষয়ে এবং নিজ মনের পরীক্ষা করণে ও চৌকি দেওনে যত্নশীল করিবে।†

---

* ২ ক ৪। ১৮ এবং ১১। আর ইব্রি ১১ অ দেখ।

† ১ গী ১০। ১১৯ গী ৩৩. ৮০। ১৩৯ গী ২৩। ৮৬ গী ১১। মথি ২৩ অ দেখ।

"তোমার বাক্য অতি পরিষ্কৃত, এই জন্যে তোমার দাস তাহা ভাল বাসে।" ১১৯ গী ১৪০। ক্ষণিক প্রসাদ ও নীতি সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম মনুষ্যকে অন্যের বিষয়ে সাবধান ও মনোযোগি করে, অন্যকে উপদেশ ও পরামর্শ দেওনে ও উদ্যোগ করণে ও চৌকি দেওনে চিন্তিত ও যত্নশীল করে। ইহাতে বিলক্ষণ প্রমাণ হইতেছে, যে এরূপ ব্যক্তিরা পুণ্যবানদের প্রাপ্য সত্য প্রসাদ প্রাপ্ত হয় নাই। ফলতঃ যিহূদা, দিমা, ও ফিরূশিরা যেরূপ প্রসাদ পাইয়াছিল, তদ্রূপ প্রসাদমাত্র ইহারাও পাইয়াছে।

(৫) সত্য প্রসাদদ্বারা মনুষ্যেরা ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য, কার্য্য, ইত্যাদি বিষয় সকলকে তৎপবিত্রতা নিমিত্ত বিপদ কালেও প্রেম করিবে, ও তাহার প্রতি লিপ্ত* হইবে। "তোমরা এই কথা কহিতেছ, ঈশ্বরের সেবা করা বৃথা, এবং সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করাতে ও তাঁহার সম্মুখে শোকাচার করাতে আমাদের লাভ কী?" মলা ৩। ১৪।" অন্যেরা ঈশ্বরের বাক্যকে প্রেম ও পালন করে, কেমনা তদ্দ্বারা তাহারা সম্ভ্রম আদর ও অন্যান্য লাভ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ঈশ্বরের দাস ঐ বাক্যের পরমার্থ সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা প্রযুক্ত তাহাকে প্রেম করে। ঈশ্বর সেবায় দুর্ঘটনা, ও বিপদ, ও নিরাশা হইলে ক্ষণিক প্রসাদ মনুষ্যের আত্মাকে স্থির রাখিতে পারিবে না। যো ৬। ৬৬। আর মথি ১৩। ২০, ২১ পদ পাঠ করিলে ইহার প্রমাণ পাইবা।

(৬) সত্য প্রসাদ বশতঃ লোকেরা পার্থিব মুকুট অবহেলা করিয়া খ্রীষ্টের ক্রুশ তুলিয়া লইবে, ঐহিক সম্ভ্রমহইতে তাহা শ্রেয়ঃজ্ঞান করিবে। তদ্দ্বারা ইব্রাহীম, মূসা, ও দানিয়েল, এবং ইব্রীয়ের ১১ অধ্যায়ে বর্ণিত মহাপুরুষেরা তদ্রূপ আচার করিতেন।

পার্থিব মুকুট অপেক্ষা খ্রীষ্টের ক্রুশ মনোনিত করা ক্ষণস্থায়ি প্রসাদদ্বারা হয় না। যখন এতদুভয় পরস্পর সাক্ষাৎ হয়, তখন

---

* ধর্ম্মাত্মার প্রসাদ সম্পূর্ণরূপে তাবৎ ক্লেশ নিবারণ করে; সে সুখময় বৈকুণ্ঠ তুল্য বটে।

ক্ষণিক খ্রীষ্টিয়ান ক্রুশ ত্যজিয়া ঐ মুকুট লইয়া রক্ষা করিবে; "দীমা এই বর্ত্তমান সংসার ভাল বাসিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।" ২ তী ৪। ১০। আরো মঙ্গল সমাচারে উক্ত যুব ব্যক্তির অনেক উত্তম গুণ ছিল, তাহাকে স্বর্গরাজ্যের যোগ্য প্রায় দেখা গেল; সে তাহার সন্নিকট হইয়াছিল. কিন্তু খ্রীষ্ট আপন ক্রুশ তাহার কাছে রাখিলে সে তাহা ত্যাগ করিয়া জগতের সুখ মনোনিত করিল। মথি ১৯। ২০, ২১. ২২। খ্রীষ্ট তাহাকে কহিলেন. "তুমি গিয়া আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর;" কিন্তু সে যুবা বিষণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার বিস্তর সম্পত্তি ছিল। যদি অন্য কোন মতে স্বর্গ অপ্রাপ্য হয়, তবে খ্রীষ্ট আপনার কাছে রাখুন, সে তাহা চাহে না।

(৭) যাহাতে নূতন মন ও পবিত্রতা জন্মে, এমন প্রসাদদ্বারা মনুষ্যেরা পরমার্থ ও আন্তরিক সত্য কারণ বশতঃ পরমার্থ কার্য্যে রত হয়। বিশেষতঃ সত্য প্রসাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐশ্বরিক প্রেমের অনুভবদ্বারা ঈশ্বরের সেবা ও তাঁহার কার্য্য করিতে আকর্ষিত হয়, এবং তাঁহার সহিত আলাপনের উৎকৃষ্টতা জ্ঞান ও মনস্তুষ্টি, এবং তাঁহার সেবা ও আরাধনাদির কালে তাঁহার সৌন্দর্য্য ও গৌরব দর্শন করত পবিত্র কার্য্যে রত হয়। কিন্তু ক্ষণিক প্রসাদ প্রাপ্ত মনুষ্যেরা কেবল বাহ্য সামান্য কারণ বশতঃ ধর্ম্মকর্ম্ম করে, যথা কর্ত্তার তুষ্টির অনুসারে এবং সাংসারিক যশাদি লাভের নিমিত্তে তাহারা ধর্ম্মকার্য্য করে। তাহার সাক্ষী শৌল, যিহূ, গিহূদা, দিমা, এবং যিহূদীয় অধ্যাপক ও ফিরূশিবর্গ।

(৮) মনকে নূতন করে ও পরিত্রাণ জন্মায় যে প্রসাদ, তাহা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে প্রভুর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাবৎ পাপ পরিত্যাগ ও ঈশ্বরের বিধি সকল পালন করিবে। দেখ, যিহোশূয় ও কালেব সম্পূর্ণরূপে প্রভুর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন; সিখরিয় ও ইলীশেবা নির্দ্দোষরূপে পরমেশ্বরের সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি পালন করিয়া ঈশ্বরের তুষ্টিতে ধার্ম্মিক ছিলেন। প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যে

সাধু লোকদের বিষয়ে এরূপ লেখা আছে, "যে কোন স্থানে মেষশাবক গমন করিলেন, সে স্থানে তাহারা তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল।" কিন্তু ক্ষণিক প্রসাদদ্বারা এরূপ হয় না; বিশেষতঃ তদ্দ্বারা মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে নহে কেবল অংশক্রমে প্রভুর পশ্চাৎবর্ত্তী হয়, যেমন যিহূ, হেরোদ ও যিহূদা হইয়াছিল; আর যেমন অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ পোদিনার ও মৌরির ও জীরার দশমাংশ দিত, কিন্তু ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর বিষয় যে ন্যায় ও দয়া ও বিশ্বস্ততা এ সকল পরিত্যাগ করিত। গ ১৪। ২৪। হূ ১। ৫, ৬। প্র ১৪। ৪। ম ২৩। ২৩।

সত্য প্রসাদদ্বারা মনুষ্যের অন্তঃকরণ তাবৎ পাপকে ঘৃণা ও তাবৎ ধর্ম্মকে প্রেম করে। সে সকল পাপকে জয় করিতে পারে না বটে, তথাচ তাহা ঘৃণা করিবে, আর তাহার দমনার্থে সাধ্য পর্য্যন্ত কিছুই ত্রুটি করিবে না। সত্য প্রসাদ প্রাপ্ত জন এই মত কহিতে পারে, 'যদিও আমার কোন একটি পাপ যথা বিহিতরূপে ও আমার ইচ্ছানুযায়ী ক্রুশে হত ও দমনীভূত না হয়, তথাচ আমি আপনার প্রত্যেক পাপকে ঘৃণা করিয়া থাকি; যদিও আমি উচিত মতে ও আপন ইচ্ছানুসারে কোনই আজ্ঞা পালন করিতে পারি না; তথাচ আমার কাছে তাবৎ আজ্ঞাই বহুমূল্য ও মিষ্ট। আমি অনেক ঈশ্বরাদেশ নিশ্ছিদ্ররূপে পালিতে পারি না, তথাপি সকল আজ্ঞা বড় করিয়া মানি, এবং তাহাকে অত্যন্ত প্রেম করি। "আমি স্বর্ণ ও নির্ম্মল সুবর্ণ অপেক্ষাও তোমার আজ্ঞা সকল ভাল বাসি। আমার মন তোমার প্রমাণ বাক্য পালন করে, ও আমি তাহাতে অত্যন্ত প্রেম করি।" ১১৯ গী ২৭, ১৬৭।

(৯) সত্য প্রসাদ প্রাপ্ত ব্যক্তির উৎকৃষ্ট পদার্থ যে খ্রীষ্ট, তাঁহাতে সে বিশ্রাম করে। খ্রীষ্টকে আপনার পরম পুরুষার্থ ও শেষ গতি স্বরূপ জানিয়া সে তাঁহার উপর নির্ভর করে। "হে প্রভো, আমরা কাহার কাছে যাইব? তোমার যে কথা সে অনন্ত পরমায়ুর্দায়ক।" "আমি প্রাণ প্রিয়তমকে পাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া

রাখিলাম, ছাড়িলাম না।" সত্য বিশ্বাসী খ্রীষ্টহইতে জ্ঞান পাইয়া তৎ জ্ঞান কর্ত্তৃক চালিত হইয়া তদুপরি বিশ্রাম করে, আর তাঁহাহইতে প্রেম পাইয়া সেই প্রেমদ্বারা চালিত হইয়া তাঁহাতে বিশ্রাম করে, আর খ্রীষ্টহইতে পুণ্য পাইয়া তদ্দ্বারা চালিত হওত তাঁহার পুণ্যে প্রাপ্ত হয়।* সত্য প্রসাদ খ্রীষ্টহইতে আইসে, ও খ্রীষ্টের প্রতি আকর্ষণ করে: কিন্তু যে প্রসাদ কেবল মনকে দমন করিয়া পরিবর্ত্ত করে না, তৎপ্রাপ্ত লোকেরা সামান্য বস্তুতে বিশ্রাম করে; তাহারা লোকদের কাছে প্রশংসা এবং তাহাদের দত্ত অন্যান্য পুরস্কার চর্চা করে। খ্রীষ্ট মঙ্গলসমাচারে কহেন, "তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে।" মথি ৬। ২। আর অন্য ২ অনেক স্থানে সেরূপ কথা আছে।

(১০) সত্য প্রসাদ প্রাপ্ত লোক খ্রীষ্টকে পরমার্থরূপে ভোগ করণে সম্যক্ প্রকারে সন্তোষ পায়। তাহার ধন, মান, ও সাংসারিক সুখ না থাকিলেও খ্রীষ্টকে ভোগ করাতেই সে আমোদিত ও সন্তুষ্ট হয়। যাদৃশ যাকূব কহিলেন, 'যূষফ এখনও জীবিত আছে, তাহাই যথেষ্ট,' তাদৃশ সত্য প্রসাদ পাইলে মনুষ্য কহিতে পারে, 'আমার ধন, মান, ও বন্ধুবান্ধব নাই; ভালই, খ্রীষ্ট আছেন, তিনিই রাজত্ব ও জয়োল্লাস করিতেছেন, তাহাই যথেষ্ট।' খ্রীষ্ট সকল সুখ সান্ত্বনা ও সন্তোষের সাগর স্বরূপ, তাঁহাতে যাহার অধিকার তাহার অভাব নাই, তাঁহাতে যাহার অধিকার নাই তাহার কিছুই নাই; যেমন পৌল কহেন, "অকিঞ্চনের ন্যায় কিন্তু সর্ব্বাধিকারী আছি।" যাহার পাপদমনকারি প্রসাদ মাত্র আছে, তাহার সাংসারিক সুখ না থাকিলে সে আনন্দিত ও সন্তোষমনা হইতে পারে না।

---

* যো ৬। ৬৮। পরম গীত ৫। ১০, এবং ৩। ৪। ধর্ম্মাত্মাজাত প্রসাদ খ্রীষ্টের নিকটে যাইবার পথদর্শক তারার তুল্য। যে দেশে খ্রীষ্ট আপনি রাজত্ব করেন, এমত স্বর্গীয় কিনানে আনয়নকারি মেঘ ও অগ্নি স্তম্ভ স্বরূপ সেই প্রসাদ হয়। ১ ক ১। ৩১। কি ৩। ৯।

এমন ব্যক্তি কহে, 'ধন, মান, সুখ, সান্ত্বনা থাকিলে খ্রীষ্টকে ভাল লাগে। খ্রীষ্ট ও জগৎ উভয়কে চাই, নতুবা মঙ্গলসমাচারে উক্ত যুবমানুষের মত, আমার আত্মার হানি হইলেও খ্রীষ্টকে ত্যজিয়া জগতের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইব।' হায়! যাহারা কোন কাল্পনিক সুখাভাবে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হইতে পারে না, বরং বিরক্ত ও বড় ক্রোধান্বিত হয়, এমন সুভক্ত সুভব্য অনেক খ্রীষ্টধর্ম্ম স্বীকারকারী আছে। বাহ্য অভাব যাহাদ্বারা পূর্ণ হয়, এমন পদার্থ যে ঈশ্বর, খ্রীষ্ট, ও স্বর্গ, তাহা ইহারা অজ্ঞাত। পরন্তু যাহার অন্তরে সন্তু প্রসাদ আছে, সে এইরূপ কহিতে পারে; 'খ্রীষ্ট আমার, অতএব আমি অকিঞ্চন হইলেও আমার কিছুরই অভাব নাই। তাঁহাতে আমি সর্ব্বাধিকারী আছি, আমি আর কিছু পুরস্কার চাই না, কেননা তিনি আমার সর্ব্ব পুরস্কার; যাহাতে খ্রীষ্টকে ভোগ করিতে না পাই, এমন কোন বস্তুই, অর্থাৎ ধন, মান, জগতের মিত্রতাদি কিছুই আমার মনোরম নহে। যদি তাবৎ বাহ্যিক সুখে আমার অধিকার হয়, তথাচ যিনি আমার মনের পরম প্রিয় তাঁহা ভিন্ন, অর্থাৎ খ্রীষ্ট ব্যতীত আমি আহ্লাদিত নই। ধন, মান, ও জগতের মিত্রতা, এ সকল খ্রীষ্টের সমতুল্য নয়; আমি তাঁহাকে লইব, আর জগতের লোকেরা জগৎকে পাইয়া আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লউক, আমি সর্ব্বাপেক্ষা আমার খ্রীষ্টকে অধিক মূল্যবান জানি; আমি পৃথিবীস্থ তাবৎ বস্তু অপেক্ষা খ্রীষ্টকে ভোগ করিতে চাহি, তাঁহার অবস্থিতি অন্যান্য সকল সুখের অভাবকে নাশ করে, আর তাঁহার অস্থিতি সকল সুখকে তিক্ত করিয়া ফেলে, তাহাতে আমার মনস্তুষ্টিজনক যিনি, তিনি দূরে থাকিলে সকল সুখ সুখের মত আর লাগে না।' সন্তু প্রসাদযুক্ত আত্মার কাছে খ্রীষ্ট সর্ব্বে সর্ব্বা হন, খ্রীষ্টেতে আমরা তাবৎ বস্তুই প্রাপ্ত হই। খ্রীষ্ট আপন সেবকের নিকট তাবৎ বস্তু স্বরূপ আছেন; পীড়িত হইলে তিনি চিকিৎসক, পিপাসিত হইলে তিনি জলাশয়, বিপদগ্রস্ত হইলে তিনি উদ্ধারিতে শক্তিমান,

মৃত্যুর ভয় উপস্থিত হইলে তিনি জীবন, অন্ধকার থাকিলে তিনি জ্যোতিঃ, দুর্ব্বল হইলে তিনি বল, দরিদ্র হইলে তিনি ঐশ্বর্য্য, স্বর্গের বাসনা করিলে তিনি তাহার পথ। 'খ্রীষ্টই সার ২!' একথা লাম্বর্ট নামা এক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসাক্ষী শত্রুগণ কর্তৃক দগ্ধ হওন সময়েও হস্ত তুলিয়া কহিলেন।

---

৫ অধ্যায়।

মনুষ্যদিগকে বিমর্ষ ও সন্দিগ্ধ অবস্থাতে রাখিবার নিমিত্তে শয়তানের পঞ্চম কৌশল এই।

সে তাহাদিগকে এরূপ কহে, 'তোমাদের অন্তঃকরণে পাপের বিরুদ্ধে যে বিবাদ সে কেবল ধার্ম্মিকদেরই হয় তাহা নয়, অধার্ম্মিক ও কপটিদের মনেও হইয়া থাকে।' কিন্তু বাস্তবিক এ কথা সত্য নয়; বরঞ্চ, যেমন আলো ও অন্ধকার, এবং স্বর্গ ও নরক বিভিন্ন, তেমনি উক্ত বিষয়ে ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকগণের পরস্পর ভিন্নতা আছে, ইহা বিস্তারিতরূপে কহি শুন।

(১) বিশ্বাসির আত্মা সর্ব্বতোভাবে পাপের বিরুদ্ধ; তাহার বুদ্ধি, ইচ্ছা, অনুরাগ, ইত্যাদি আত্মার গুণ অধর্ম্মের বিপরীতে যুদ্ধকারী হয়। লোভি ব্যক্তি যদিও লোভকে দোষ কহে, তথাচ তাহার মনের ভাব তাহাতে আসক্ত থাকে, এবং অহঙ্কারী অহঙ্কারকে দুষ্ট কহিলেও তাহার মনের ভাব তাহা গ্রহণ করে; তদ্রূপ মাতাল অথবা চোরের বিষয়েও কহা যাইতে পারে, অর্থাৎ সে তাহার নিজ দোষ স্বীকার করিয়াও তাহাতে আসক্তমনা থাকে। রো ২। ২১—২৩। কিন্তু পুণ্যবান জনের ইচ্ছা পাপের বিরুদ্ধ বটে, যেমন পৌল কহেন, "আমি যে মন্দ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি না, তাহাই করি।" আর বিশ্বাসি ব্যক্তির অনুরাগও যে তদ্বিপরীত

ইহা সত্য, কেননা ঐ প্রেরিত পুনশ্চ কহেন, “যাহা মন্দ বাসি তাহা করি;” ইত্যাদি রো ৭। ১৯।

(২) বিশ্বাসী ব্যক্তি তাবৎ পাপের সহিত শত্রুতা করে। প্রধান হউক বা ক্ষুদ্র হউক, লাভ এবং আনন্দজনক হউক, বা ক্ষতি ও দুঃখজনক হউক, সে সকল পাপের সঙ্গে সমর করে; তাহাতে যদি ইচ্ছা ক্রমে একটিকেও জয় করিতে না পারে, তথাপি সকলের সহিত যুদ্ধ করে; যেহেতুক সে জানে যে প্রত্যেক পাপ ঈশ্বরের পবিত্রতা ও আপনার সুখের হানিকর, এবং ঈশ্বরের গৌরব ও নিজাত্মার সান্ত্বনা ও শান্তিনাশক হয়।

সে আরও জানে যে প্রত্যেক পাপই ঈশ্বরের ঘৃণার্হ, এবং যীশু খ্রীষ্টের রাজত্বের অরি। সে আলোচনা করিয়া দেখে, কোন একটি পাপ পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে নোহ তাঁহাকে পতিত করিয়াছে; এবং আর এক পাপ পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত বিশ্বাসি ব্যক্তি যে ইব্রাহীম তাঁহাকে পতিত করিয়াছে; এবং অন্য পাপ পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজা যে দায়ূদ তাঁহাকে পতিত করিয়াছে; এবং আর এক পাপ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান প্রেরিত যে পৌল তাঁহাকে পতিত করিয়াছে; এবং অন্য এক পাপ পৃথিবীতে অত্যন্ত বলবান বীর যে শিমশোন তাঁহাকে পতিত করিয়াছে; এবং আর একটি পাপ পৃথিবীতে অত্যন্ত জ্ঞানি মনুষ্য যে সুলেমান তাঁহাকে পতিত করিয়াছে। আর কোন পাপ অত্যন্ত নম্র যে মূসা তাঁহাকে পতিত করিয়াছে; এবং আর কোন পাপ অত্যন্ত ধৈর্য্য-শীল আয়ূবকে পতিত করিয়াছে। অতএব সকল পাপের বিরুদ্ধে বিশ্বাসি ব্যক্তির পবিত্র আক্রোশ ধাবমান হয়, তাহাতে তাহার আত্মার ক্লেশ ও যন্ত্রণাদায়ক সকল পাপের ধ্বংস বিনা সে আর কিছুতে সন্তুষ্ট হইবে না। পরন্তু পাপি লোকদের মনে এরূপ উদ্যম ও যত্ন নাই। তাহারা কোন২ পাপের প্রতি রাগ করিয়া আবার অন্য পাপের বিষয়ে হাস্য করে, কোন২ পাপকে উচ্ছেদ করিয়া অন্য২ পাপকে প্রতিপোষণ করে, কোন২ পাপকে দূর করিয়া

দেয়, আবার অন্যান্য পাপকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করে; ইহার দৃষ্টান্ত যিহূ, হেরোদ, যিহূদা, মায়াবি শিমোন, এবং দিমা। ঐশ্বরিক ব্যবস্থার বিপরীত তাহা কেবল নয়, কিন্তু স্বাভাবিক ও রাজকীয় ব্যবস্থার বিপরীত, এমন প্রকাশ্য পাপ সকলকে অধার্ম্মিকেরা প্রতিরোধ করে; কিন্তু গুপ্ত পাপ বিশেষতঃ অসার চিন্তা, অলস বাক্য, সামান্য দিব্য, ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই করে না। যে পাপে তাহাদের মানের ক্ষতি ও আমোদ নাশ হয়, তাহার বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ করে বটে, তথাচ তাহাদের দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণ চক্ষুর ন্যায় প্রিয় যে সকল পাপ তাহার সঙ্গে সন্ধি করে। যো ৩। ২০।

(৩) পাপ সহ পুণ্যবানের যুদ্ধের অনুষ্ঠান এই ২ যুক্তিহইতে হইয়া থাকে; অর্থাৎ পাপহইতে রক্ষা পাওয়া আমাদের সান্ত্বনার কারণ হয় বটে, তথাচ পারমার্থিক ও স্বর্গীয় যুক্তি বশতঃ যদি পাপের প্রতিবন্ধকতা করি, তবে তদ্দ্বারা ঈশ্বরের অধিক গৌরব হয়। ঈশ্বরের প্রেম ও মর্য্যাদা, এবং তৎসঙ্গে আলাপনে পরমানন্দ, এবং তাঁহার দত্ত স্বর্গীয় ও আধ্যাত্মিক আশিস ও অধিকার; আর খ্রীষ্টের রক্ত ও মহিমা, তাঁহার দৃষ্টি ও প্রেম ও মধ্যস্থাদি; আর বায়না স্বরূপ ধর্ম্মাত্মাজাত প্রসাদ, এবং তাঁহার মুদ্রাঙ্ক ও সাক্ষ্য ও সান্ত্বনা, এই সকল বিষয়কে যুক্তি স্বরূপ অবলম্বন করত সত্য বিশ্বাসী পাপের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তির পাপ সহ সংগ্রামের সেই ২ কারণ নহে; বরং নীচ ও সাংসারিক ও কেবল ব্যবস্থা সম্বন্ধীয়, বিশেষতঃ মনুষ্যের দৃষ্টি ও শ্রবণ ও হস্ত, আর ব্যবস্থাতে প্রকাশিত লজ্জা, নরক ও অভিশাপ এই সকল তাহার যুক্তি। অধার্ম্মিক লোক মাত্র এই সকল কারণ অবলম্বন করিয়া বিশেষ২ পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করে। পাপের সুখহইতে পাপকে পরাভব করণ সহস্র গুণে অধিক আহ্লাদদায়ক হয়।

(৪) এ সংগ্রামে সত্য বিশ্বাসী ধন্য, কেননা সে অভিষ্টসিদ্ধ ও জয়ী হইয়া উঠে। অরিগণকে জব্দ করিতে খ্রীষ্ট নিজ হস্তদ্বারা

তাহাদিগকে সাহায্য করেন ; এবং যে রিপু সকল, তাহার আত্মা ও মুখ পূর্ব্বে পদতলে দলিত করিয়াছিল, তাহাদের স্কন্ধে তিনি তাহার পাদ রাখিয়া দেন। প্রেরিত কহিয়াছেন, "যাহারা খ্রীষ্টের লোক, তাহারা কামাদি রিপুর ও অভিলাষের সহিত শারীরিক ভাবকে ক্রুশে বদ্ধ করিয়াছে।" গালা ৫। ২৪। প্রত্যহ পাপের পক্ষে মরণ কর্ত্তব্য। পৌল কহেন, "আমি দিনে২ মৃত্যুমুখে আছি।" যাদৃশ শৌল ক্রমে২ হ্রাস, কিন্তু দায়ূদ ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইলেন, তাদৃশ ঈশ্বরীয় প্রেমের নিদর্শন ও ধর্ম্মাত্মার সহায়তাদ্বারা সজ্জ বিশ্বাসির পুনর্জাত আত্মা উত্তরোত্তর বলবান হয়, এবং তাহার ভ্রষ্টতা দুর্ব্বল হইয়া যায়। পরন্তু দুষ্ট জনের সেরূপ ঘটে না, তাহার পাপ ক্রমে২ বলবান হইয়া উঠে, তাহার যুদ্ধ সফল হয় না, কেমনা পাপ কর্ম্মে তাহার অন্তঃকরণ অধিক সাহস ও কাঠিন্য প্রাপ্ত হয় ; "দুষ্ট লোক উত্তরোত্তর দুষ্টতর ও দুষ্টতম হইয়া উঠে। তাহার সাক্ষী ইস্রায়েলীয় লোকেরা, ফিরৌণ, যিহূ, ও যিহূদা। বোধ হয়, পরমেশ্বর বিচার করত তাহাদিগকে ঘোর দণ্ড দিলে, উহারা আপন ২ মনে পাপের বিরুদ্ধে মহাবিবাদ করিয়াছিল।

পরন্তু সাবধানপূর্ব্বক স্মরণ করিও, যদ্যপি খ্রীষ্ট নিজ শক্তি, আত্মা, মৃত্যু, এবং পুনরুত্থানদ্বারা পাপকে সাংঘাতিক কোপ মারিয়াছেন, তথাচ সে হঠাৎ মরে না, কিন্তু ক্রমে ২ মরিবে। যেমন কোন ব্যক্তি প্রাণনাশক আঘাত পাইয়া ভোগিয়া ২ মরে, তেমনি পুণ্যবানের অন্তরস্থ পাপও ক্রমশঃ২ নাশ প্রাপ্ত হয়। রোমানেরা যেমত অনেক যুদ্ধে পরাভূত হইলেও অবশেষে দিগ্‌বিজয়ী হইয়াছিল, পুণ্যবানেরাও তদ্রূপ হইবে।

ইহকালে পরম ধার্ম্মিকদেরও মন সম্যক্‌রূপে পাপশূন্য নহে। যেমন মুসলমান লোকদের কথানুসারে মহম্মদের কাফিন দুই চুম্বক পাথরের মধ্যস্থলে ঝুলস্থিত আছে, এবং হিন্দুরা কহেন, ত্রিশঙ্কু রাজা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া আছেন, এবং যাদৃশ মিনসির বংশীয়েরা কতক যর্দ্দনের এপারে অমরিয়দের দেশে এবং কতক যর্দ্দনের

গুলিগে পবিত্র দেশে বাস করিল ; তাহাতে ধার্ম্মিকদের আত্মা পাপ স্বভাব ও সম্পূর্ণ সিদ্ধতায় মণ্ডিত হইয়া আছে, কিন্তু অবশেষে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পাপ স্বভাবকে নিঃসন্দেহে পরাভূত ও পদতলে দলিত করিবে।

---

৬ অধ্যায়।

নরাত্মাদিগকে সন্দিগ্ধ ও বিমর্ষ অবস্থাতে রাখিবার নিমিত্তে শয়তানের ষষ্ঠ কৌশল এই।

সে মনুষ্যদিগকে এরূপ প্রবৃত্তি দেয়, 'তোমাদের অবস্থা ভাল নয়, কেননা পূর্ব্বে যেরূপ মনে সান্ত্বনা ও সুখ ভোগ করিতা, এবং খ্রীষ্টেতে আহ্লাদিত হইতা, এখন সেরূপ আর পার না।' শয়তান বলে, 'দেখ, পূর্ব্বকালে তোমরা যীশুতে কেমন প্রফুল্লমনা হইয়া আনন্দ করিতা! তখন তোমাদের মন কেমন সুখী ছিল! কিন্তু এখন সে সুখ কোথা গেল? এইক্ষণে তোমরা কেমন সান্ত্বনাবিহীন হইয়াছ! অতএব তোমাদের অবস্থা ভাল নহে। আর তোমাদের দশা কখনই ভাল ছিল না, ইহা অবশ্য কহিতে হইবে ; কেননা তাহা হইলে তোমাদের সুখ সান্ত্বনা সর্ব্বদা থাকিত। অতএব আপনাদিগকে এ বিষয়ে বঞ্চনা করিও না।' বিশ্বাসি মনুষ্যেরাও শয়তানের এই জালে অনায়াসে পতিত হইতে পারে, তজ্জন্যে এই কৌশল নিবারক উপায় পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

১ উপায়। বিবেচনা কর, সান্ত্বনার অভাবে ঐশ্বরীয় প্রসাদের অভাব প্রামাণ্য কখন হইবে না, বরঞ্চ আত্মাতে কিছুই ঐশ্বরিক সান্ত্বনা না থাকিলেও মন পরমার্থ অনুরাগে পরিপূর্ণ হইতে পারে। যাহাদের অন্তরে অল্পল্প সুখ বা সান্ত্বনা দৃষ্ট হয় না, এমন অনেক বিশ্বাসিদের মনে যথেষ্ট প্রসাদ থাকে। ৬৩ গী ১, ২, ৮। যিশা ৫০। ১০। মিখা ৭। ৮, ৯। ৪২ গী ৫ দেখ।

সান্ত্বনা কিছু খ্রীষ্টিয়ানের মূলাংশ নয়, সে তাহার মঙ্গলের বিষয় মাত্র। তাহার সে মঙ্গল সর্ব্বদাই থাকিবে, ঈশ্বর এমন নিয়ম করেন নাই। পারমার্থিক আনন্দ পুনঃ২ মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের সদৃশ। ঊর্দ্ধহইতে নিঃসৃত যে জ্ঞান, তাহার এরূপ বিচার হয়, যথা 'আমার সান্ত্বনা গিয়াছে বটে, কিন্তু আমার সান্ত্বনা-দাতা ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছেন; আমার আনন্দ নাই, ইহা সত্য, তথাচ প্রসাদের বীজ আমাতে আছে।' অনুৎকৃষ্ট জন-গণেরও আহ্লাদ কাচ তুল্য জানিবা: সে উজ্জ্বল, অথচ ভঙ্গুর, অর্থাৎ শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

২ উপায়। এখনও যে সকল বহুমূল্য দ্রব্য তোমার আছে, তাহা তোমার হারাণ সুখ ও সান্ত্বনাহইতে গুরুতর, ইহা গাম্ভীর্য্যপূর্ব্বক বিবেচনা কর। খ্রীষ্টের সঙ্গে তোমার সংযোগ ও আলাপন, তোমার পোষ্যপুত্রতা, সাধুতা ও উত্তরাধিকারিতা, তুমি এখনও খ্রীষ্টদ্বারা এ তাবৎ ভোগ করিতেছ: পাপদ্বারা হারাইয়াছ যে আহ্লাদ ও সান্ত্বনা, তদপেক্ষা তাহা অতি শ্রেষ্ঠ। তোমার সান্ত্বনা নাই বটে, কিন্তু তুমি সান্ত্বনাহীন হইলেও ঈশ্বরের পুত্র ও উত্ত-রাধিকারী এবং এক জন সাধু ব্যক্তি আছ। যিরি ৩১। ১৮, ১৯, ২০। সান্ত্বনা স্বরূপ তোমার টাকার তোড়া হারাইয়াছ, তথাচ বিমর্ষ হইও না; কেননা খ্রীষ্টের সহিত মিলন ও পোষ্যপুত্রতাদি উপরোক্ত বস্তু স্বরূপ তোমার রত্ন সকল হারায় নাই, আর ইহার মধ্যে ক্ষুদ্রতম রত্ন তাবৎ পার্থিব সুখ অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান। তবে তোমার টাকা হারাইলেও তোমার রত্ন সকল নিরাপদে আছে, এই জ্ঞান তোমার সান্ত্বনাদায়ক ও পথদর্শক ও অবলম্বন স্বরূপ হউক।

৩ উপায়। আরও বিবেচনা কর, জীবদ্দশাতে খ্রীষ্টের প্রিয় ছিল, এবং এখন তাঁহার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছে যে বহুমূল্য নরাত্মা-গণ, তাহাদেরহইতে তোমার অবস্থা মন্দ নয়। দেখ, তাহারা কোন দিবসে ঈশ্বরের প্রশংসাপূর্ব্বক আহ্লাদ করিত, পর দিবসে

আবার খেদ ও বিলাপ করিত। ৫১ গী ১২। এবং ৩০। ৬, ৭। আয়ূ ১৯। ৬—৯। এবং ৩০। ৩১। বিলা ১। ১৬। মথি ২৭। ৪৬। ৪২ গী ৫। বিলা ৫। ১৫। এক দিন 'প্রভুতে আমাদের অধিকার আছে,' ইহা বলিয়া তাহারা গান করিত, আবার পর দিনে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত আপনাদিগকে অনুযোগ করিয়া কহিত, 'হে আমাদের মন, কেন শোকার্ত্ত হও? আমাদের বীণায় হাহাকার রব কেন হইতেছে? ও আমাদের কক্ষবাদ্যহইতে কি জন্যে ক্রন্দনের স্বর নির্গত হয়?'

৪ উপায়। বিবেচনা কর, কি জানি হঠাৎ তোমার সুদশা হওয়াতে তোমার আহ্লাদ ও সান্ত্বনা পূর্ব্বে উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কোন অপরাধির প্রাণদণ্ডের সময় উপস্থিত হইলে, যদি তাহার হস্তে আচম্বিত ক্ষমাপত্র দত্ত হয়, তবে সে কেমন আহ্লাদিত হইবে। হঠাৎ এরূপ অবস্থান্তর হওয়াতে তাহার হৃদয় আনন্দে কিছুকাল পর্য্যন্ত আস্ফালন করিতে থাকে; কিন্তু জীবন সর্ব্বদা প্রিয় বস্তু হইলেও কালক্রমে তাহার আনন্দের অনেক হ্রাস হয়। তদ্রূপ কোন ব্যক্তি যদি রাত্রিবৎ বড় দুর্দ্দশাহইতে এক দণ্ডের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় দিবস তুল্য মঙ্গলাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তবে তৎকালে তাহার মন বড় প্রফুল্ল হইয়া অত্যন্ত সুখী অবশ্য হইবে। দেখ, যৎকালে শয়তান পাপির প্রতি দোষারোপ করিতেছে, তাহার নিজ মন তাহাকে দোষি করিতেছে, ত্রিজগতের মহারাজ পরমেশ্বর তাহার উপর ক্রোধদৃষ্টি করিতেছেন, স্বর্গের দ্বার তাহার প্রতি রুদ্ধ আছে, তাহার দণ্ডার্থে তাবৎ সৃষ্টবস্তু যেন অস্ত্র ধরিয়াছে, এবং গম্ভীর গর্ত্ত অর্থাৎ নরক, তাহাকে গ্রাস করণার্থে মুখ ব্যাদান করিয়াছে, এমত দুরবস্থা কালেই সেই বিস্ময়াপন্ন ব্যক্তির প্রতি যেন খ্রীষ্ট কহেন, 'আমি তোমার নিমিত্তে আপনার পিতার ক্রোধ সহ্য করিয়াছি, আমি তোমার উদ্ধারের মূল্যার্থে আপন জীবন দিয়াছি, আমার রক্তদ্বারা পিতার ন্যায়বিচার সন্তুষ্ট ও ক্রোধ শান্ত করি-

য়াছি, এবং তোমাকে তাঁহার প্রেমের পাত্র করিয়াছি; আমার রক্তদ্বারা তোমার পাপ ক্ষমা ও নরকহইতে নিষ্কৃতি ক্রয় করিয়াছি, এবং স্বর্গভোগের অধিকার তোমাকে দত্ত করাইয়াছি।' দেখ, এক দণ্ডের মধ্যে যদি সে ব্যক্তির এতাদৃশ দশান্তর হয়, তবে সে কেমন হর্ষপূর্ব্বক আহ্লাদে ধন্য করিবে!

৫ উপায়। ঈশ্বর আপন লোকদের সান্ত্বনা পুনর্দান করিবেন, ইহা বিবেচনা কর। যদিও তাহাদের দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, তথাপি ঈশ্বর তাহা পুনঃ প্রজ্বলিত করিবেন, তাহাতে সে পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় উজ্জ্বল হইবে। আপাততঃ তাহাদের সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইলেও মেঘারোহি প্রভু তাহা ছিন্নভিন্ন করত পূর্ব্বের মত তাহাদের অন্তরে সূর্য্যোদয় করাইয়া তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিবেন; যেমত গীত লেখক কহেন, "আমাকে অনেক ক্লেশ ও বিপদ দেখাইয়াছ যে তুমি, তুমি আমাকে পুনর্ব্বার সজীব করিবা, ও পৃথিবীর গভীর স্থানহইতে আমাকে উঠাইবা। তুমি আমার মহিমা বৃদ্ধি করিয়া চতুর্দ্দিগে আমাকে সান্ত্বনা দিবা।" ৭১ গী ২০, ২১। ঈশ্বর অল্প সুখের অভাব ঘটাইয়া বহু সুখ ভোগার্থ প্রস্তুত করেন, যেমন যিশায়িয় বিলক্ষণ বলিয়াছেন, "আমি তাহার পথ দেখিয়াছি, ও তাহাকে সুস্থ করিব, ও তাহার পথদর্শক হইব, এবং তাহাকে ও তাহার শোকাকুল লোকদিগকে সান্ত্বনা করিব।" যিশ ৫৭। ১৮। হে বহুমূল্য নরাত্মা, ধৈর্য্যপূর্ব্বক কাল হরণ কর, তোমার ঝড় শীঘ্র নির্ব্বাত হইবে, তোমার ঘোর রজনী দীপ্তিমতী হইবে, তোমার বিলাপ দূর হইলে আনন্দ আসিবে। তখন তোমার সান্ত্বনা অতি সুমিষ্ট বোধ হইবে, নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের দয়াতে তোমার অধিকার; কিন্তু তিনি স্বনিরূপিত কালে তাহা প্রদান করিবেন। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলে তুমি প্রভুহইতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাইবা।

---

৭ অধ্যায়।

নরাত্মাদিগকে বিমর্ষ ও সন্দিগ্ধ অবস্থাতে রাখি-বার নিমিত্তে শয়তানের সপ্তম কৌশল এই।

তাহারা পূর্বে যে পাপ জন্য দৃঢ় অনুতাপ, শোক, লজ্জা ভোগ এবং অশ্রুপাত করিয়া তাহা ত্যাগ করিতে স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; সেই পাপে আবার পুনঃ২ পতিত হওন উপলক্ষে শয়তান এ কথা বলে, 'ঈশ্বরের নিকট তোমাদের মন ঠিক নয়, অবশ্য তোমাদের শুভাবস্থা নয়। ঈশ্বর যে চিরকালের মত তোমাদের দুঃখ ব্যক্তিকে আলিঙ্গনপূর্বক গ্রাহ্য করিবেন, এমন বোধ করিতেছ বটে; কিন্তু এ তোমাদের অনর্থক আত্মশ্লাঘা মাত্র, কেননা তোমরা পাপের প্রতি বিরক্ত হইয়া আবার তাহাতে পতিত হও। যে দুষ্ক্রিয়া হেতু রোদন ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কর, পুনরায় কখন ২ সেই পাপে প্রবর্ত্ত হও।' প্রভু যাহাকে দয়া ও ক্ষমা করিলেন, এবং শান্তির বাক্য কহিলেন, ও চক্ষুর জল মুছাইয়া কোলে করিয়া লইলেন, সে ব্যক্তি যদি মূর্খতার পথে পুনর্গমন করে, তবে সে অতিশয় দুঃখজনক বিষয় বটে। হায় ২! পুনঃ পাপে প্রবৃত্ত হইলে মনুষ্য অতি ক্লেশ ও ঘোর পরীক্ষায় পড়ে; স্বর্গ বিষয়ে তাহার পূর্বতন দৃঢ় ভরসা ও আশাশা তিমিরাবৃত্ত হয়, তাহার বিবেক শক্তি আপন আত্মাকে কোপ মারিতে খড়্গধারী হয়, এবং মনো মধ্যে এতাদৃশ ভয় ও মহাতঙ্ক ও সংশয় উদয় হয়, যে সে পূর্ববৎ ব্যগ্রচিত্তে ও বিশ্বাস ও সৌহার্দ্দ এবং আহ্লাদপূর্বক ঈশ্বরের নিকটে সতত প্রার্থনা করিতে পারে না। তদ্দ্বারা শয়তান খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে জয়োল্লাস করিতে সুযোগ পায়, আর অনুতাপ করা অতি কঠিন হয়, ও জীবন ভারস্বরূপ এবং মৃত্যু ভয়ানক হয়।

এক্ষণে এই কৌশল নিবারক উপায় কহি শুন।

১ উপায়। গম্ভীর ভাবে বিবেচনা কর, সাধু পুরুষেরা পূর্ব্ব অনুতাপকৃত পাপে যে পতিত হয়, ইহা অসম্ভব নয়। ইহার প্রমাণ ধর্ম্ম পুস্তকের নানা স্থানে প্রতিপন্ন হইতেছে। "আমি তাহাদের বিপথ গমনের প্রতিকার করিব, ও স্বেচ্ছাতে তাহাদিগেতে প্রেম করিব, কেননা তাহাদের প্রতি আমার ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে।" হো ১৪। ৪। তদ্রূপ যিরিমিয়ও বলেন, "পরমেশ্বর কহেন, হে বিপথগামি ইস্রায়েল লোকেরা, তোমরা ফিরিয়া আইস; আমি তোমাদের প্রতি ক্রোধ দৃষ্টি করিব না; যে হেতুক পরমেশ্বর কহেন, আমি দয়ালু, সর্ব্বদা ক্রোধ করিব না। পরমেশ্বর কহেন, হে বিপথগামি সন্তানগণ, ফিরিয়া আইস, কেননা আমি তোমাদের স্বামী; আমি নগরহইতে এক জন ও বংশহইতে দুই জন করিয়া তোমাদিগকে সিয়োনে আনিব।" যিরি ৩। ১২, ১৪। আর এক গীতে উক্ত আছে, যথা, "তাহারা পরাঙ্মুখ হইয়া তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় প্রবঞ্চনা করিল; তাহারা এক শিথিল ধনুকের ন্যায়* লক্ষ্য লঙ্ঘন করিল।" আর এ বিষয় বিস্ময়জনক নয়, যেহেতু তাহাদের অনুতাপ ঠিক এবং সরল হইলেও তাহাদের ধর্ম্মাত্মাজাত প্রসাদ দুর্ব্বল ও ইন্দ্রিয়দমন ইহকালে অসম্পূর্ণ থাকে। তাহারা পাপের শাপহইতে ও তাহার মানসিক কর্তৃত্ব এবং অনুরাগহইতে মুক্ত হয় বটে, তথাচ তাহার বীজ একেবারে উপড়ান যায় না, সুতরাং তাহাদের কোন এক পাপে পুনঃ২ পতিত হইবার অসম্ভাবনা নাই। যদি অগ্নি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাণ না হয়, তবে তাহা পুনঃ প্রজ্বলিত হইবে, ইহার আশ্চর্য্য কি?

* বিপথগামিত্ব পাপ নরাত্মার সাংঘাতিক রোগ স্বরূপ। "আমি তাহাদের বিপথগামিত্বরূপ রোগের প্রতিকার করিব।" শাস্ত্রে বক্ষের সজ্জার কথা আছে, কিন্তু পৃষ্ঠের নাই। কোন সেনা আপন কপালের কোন ক্ষত চিহ্ন প্রসঙ্গে দর্শন করিলে, আগস্ত কৈসর জিজ্ঞাসিলেন, তুমি না কি পলায়ন কালে পশ্চাৎ দৃষ্টি করাতে ঐ চিহ্ন পাইয়াছিলা?

২ উপায়। সুস্থির মনে বিবেচনা কর, পূর্ব্বতন অতি প্রসিদ্ধ অথচ এখন গৌরবীকৃত অনেক সাধু ব্যক্তিরা আপনাদের জীবন-রূপ যাত্রা কালে পাপে পুনঃ পতিত হইয়াছিলেন। ইহার কারণ এই২ ছিল; যেন তাঁহারা পরীক্ষাকে প্রতিরোধ বা পরাজয় করিতে আপনাদের অসমর্থতা দেখিতে পান, আর অন্য ভরসা ত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল ঈশ্বরেতে সম্পূর্ণ অবলম্বন রাখেন; অধিকন্তু, যখন অনেকে কহে, "ঈশ্বরহইতে তাহাদের নিস্তার হইবে না," এবং তাহাদের নিজ অন্তঃকরণ নৈরাশরূপ পঙ্কে মগ্ন প্রায় হয়, এমন অমঙ্গলজনক অবস্থা কালেও পরমার্থ রোগকে সুস্থ করিতে সক্ষম যে আমাদের আত্মার চিকিৎসক, তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, নৈপুণ্য, দয়া ও প্রেমের প্রশংসা এবং সম্মান যেন হয়।

৩ উপায়। বিবেচনা কর, পাপে পুনঃপতন দ্বিবিধ, স্বেচ্ছানু-যায়ী এবং ইচ্ছার বিপরীত। যদি কোন মনুষ্য যথাসাধ্য পাপের প্রতিকূল হয়, এবং মনের সম্পূর্ণ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে প্রতি-রোধ করিতে যত্ন করে; আর যদি সে তৎপ্রযুক্ত ভারাক্রান্ত হইয়া কাতর হওত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রার্থনা ও ক্রন্দন করে, কিন্তু পাপকে পূর্ণরূপে পরাভব করণে অশক্ত হেতু তাহাতে পুনঃ পতিত হয়, তবে এইরূপ পাপে পুনঃপতনকে ইচ্ছার বিপ-রীত কহিতে হইবে। গোবৎস কখন দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পঙ্ককূপে পড়িয়া যায়, কিন্তু শূকর তথায় আহ্লাদপূর্ব্বক গড়াগড়ি দেয়; এ দুই বিষয়ে অনেক প্রভেদ আছে। যদ্যপি পুরাতন পাপা-চরণে ফিরিয়া যাওন আমারদের আহ্লাদজনক হয়, তবে ইহাতেই প্রকাশ পায় যে আমরা অন্ধ, কঠিনান্তঃকরণযুক্ত, এবং সর্ব্ব-নাশার্থে প্রস্তুত।

৪ উপায়। বিবেচনা কর, আমাদের পাপ নিমিত্ত যে অত্যন্ত আতঙ্ক অথবা মনোদুঃখ হয়, এবং আত্মাতে ঈশ্বরের প্রসাদ ও প্রেমের পরম সুখদ যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে কিছু এমন শক্তি বা অসীম গুণ নাই, যে তদ্দ্বারা আমাদের মন পাপে

পুনর্গমনহইতে নিতান্ত নিবারিত হইবে। পরমেশ্বর নরাত্মাকে আপন প্রেম, সৌন্দর্য্য ও মহিমার* যে পরিচয় দেন, তাহা সর্ব্বদা সম্পূর্ণরূপে তাহাতে স্থিতি না করিয়া ক্রমে ২ হ্রাস পায়, এই হেতু নরাত্মা অজ্ঞানতাতে প্রত্যাগমন করে; তাহার সাক্ষী পিতর। তিনি খ্রীষ্টের নিজ মুখে আপনার প্রশংসা ও সুখাবস্থার সমাচার পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কিছু কাল পরে শয়তানের ন্যায় প্রভুর ইচ্ছা রোধ করত তাঁহাকে দুঃখ ভোগার্থে যিরূশালামে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর খ্রীষ্ট তাঁহাকে পর্ব্বতে লইয়া গিয়া আগামি পরীক্ষার বিপরীতে সবল করণার্থে আপন সৌন্দর্য্য ও গৌরব দেখাইলেন; কিন্তু পিতর তদ্দর্শনে অন্য শিষ্যগণহইতে বিশেষ সম্ভ্রম ও সুখভোগ করিলেও অনতি বিলম্বে আপন নির্ব্বিঘ্নতা জন্য গৌরবান্বিত প্রভুকে অতি নীচ ও লজ্জাকরভাবে অস্বীকার করিলেন। মথি ২৬। ৬৯—৭৫। অপর পিতরের অপ্রেমি ব্যবহারের নিমিত্তে, খ্রীষ্ট প্রেম দৃষ্টি-দ্বারা তাহার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করিলেন, এবং আপনার পুনরুত্থান প্রথম জ্ঞাত ব্যক্তিদিগকে আজ্ঞা দিলেন, 'প্রভু উঠিয়াছেন, তোমরা গিয়া এ কথা পিতরকে বল,' তথাচ তৎপরেও পিতর ভয়াধীন হইয়া পুনরায় পাপ করিলেন। গলা ২। ১১, ১২, ১৩, পদ পাঠ কর।

শিমশোন, যিহোশাফট, এবং পিতর, ইহাদের সহিত ঈশ্বরের ব্যবহার হইতে জানা যায়, যে তিনি আপন প্রিয় পুত্রগণকে পাপে পতনজন্য কঠিন শাসন করেন। হে প্রভো, তুমি পাপার্থে আপন প্রিয়তম সন্তানদিগকেও উলঙ্গ করত কোড়া প্রহার করিতেছ, ইহা

---

* খ্রীষ্ট আপন শিষ্যদের অবিশ্বাস ও অন্তঃকরণের কাঠিন্য প্রযুক্ত তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন, কেননা অনুগ্রহ ও সত্যতাতে পরিপূর্ণ পিতার অদ্বিতীয় পুত্রের উপযুক্ত যে মহিমা, তাঁহার সেই মহিমা তাহারা দেখিয়াছিল। যো ১। ৪। মথি ১৫। ১৫—১৯, এবং ২২—২৪।

দেখিয়াও যে ভক্তি অজ্ঞানতারূপ কুক্রিয়াতে প্রত্যাগমন করে, তাহার মন কেমন কঠিন !

---

৮ অধ্যায় ।

নরাত্মাগণকে বিমর্ষ ও সন্দিগ্ধ অবস্থাতে রাখিবার নিমিত্তে শয়তানের অষ্টম কৌশল এই ।

শয়তান তাহাদিগকে এমন প্রবৃত্তি দেয় ; 'তোমরা পরীক্ষাতে অতিশয় আকর্ষিত, বিরক্ত ও যন্ত্রণাপ্রাপ্ত হও, একারণ তোমাদের অবস্থা ভাল নহে, তোমাদের প্রসাদ সকল কল্পিত এবং মন সারল্য রহিত হয় ।' বিশেষতঃ তাহার কল্পনা এই, প্রথমতঃ পরীক্ষাদ্বারা নরাত্মাকে ক্লান্ত এবং বিরক্ত করিয়া তৎপরে এমত প্রবৃত্তি দেয়, 'তুমি ঈশ্বরপ্রিয় নহ, কেননা অতিশয় পরীক্ষিত হইয়া থাক ।'* এ কৌশলদ্বারা শয়তান অনেক ধার্ম্মিকগণকে বিমর্ষ ও সন্দিগ্ধ অবস্থাতে রাখে, ইহা স্বর্গনিবাসি বহু প্রধান ভক্তেরা নিজ অভিজ্ঞতাদ্বারা জানিয়াছেন ।

এ কৌশল নিবারক উপায় এই ২ ।

১ উপায় । গম্ভীররূপে বিবেচনা কর, যে ধার্ম্মিকেরা অতি উৎকৃষ্ট ও ঈশ্বরপ্রিয়, প্রায় তাহারাই অন্যদের অপেক্ষা অত্যন্ত পরীক্ষার ভাজন হয়েন† । যদিও শয়তান খ্রীষ্টিয়ানদের মুকুট

---

* শয়তান কখন২ পুণ্যবানকে এমত ভারি পরীক্ষা করে, যে সে আপন প্রাণধারণে ক্লিষ্ট হয় । যেমন আয়ুব কহেন, "প্রাণধারণে আমার ঘৃণা হইয়াছে ।" আয়ু ১০ । ১ ।

† দস্যুগণ শূন্য ঘরে কেন আক্রমণ করিবে? এবং ভিক্ষুক ব্যক্তির চোরের ভয় কি? যাহারা ঐশ্বরিক বিষয়ে ও প্রসাদরূপ ধনে ধনী, শয়তান তাহাদের উপর বড় দৌরাত্ম্য করে ।

হরণে অশক্ত, তথাচ তাহার এরূপ হিংসা যে তাহাদের সান্ত্বনা হরণার্থে পরীক্ষা করিবে। পরমপিতার প্রতি তাহার এতাদৃক বৈরিভাব, যে পুত্র যৎপরিমাণে তাঁহার স্নেহপাত্র ও মনোরম হয়, তৎপরিমাণে সে তাহার ক্লেশ জন্মায়, এবং পরীক্ষাদ্বারা বিরক্ত করে। দেখ, পিতা পরমেশ্বর খ্রীষ্টকে বড় প্রেম করিতেন; তিনি নিতান্ত নির্দোষী ও উৎকৃষ্ট ছিলেন, তথাচ তাঁহার ন্যায় অতিশয় পরীক্ষিত আর কেহ হয় নাই। দায়ূদও ঈশ্বরের বড় প্রিয় ছিলেন, তথাপি শয়তান তাঁহাকে লোক সংখ্যা করিতে পরীক্ষা করিল। আয়ূব ঈশ্বরের বড় তুষ্টিকর ছিলেন, তথাচ তিনিও অনেক কঠিন পরীক্ষা পাইয়া খেদ করিলেন। অপর খ্রীষ্ট পিতরকে ভাল বাসিতেন, এবং তাঁহার বিশ্বাস জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করিলেন, পর্বতে তাঁহাকে আপন গৌরব দেখাইলেন, এবং তাঁহার বিশম পতনের পর তাঁহার প্রতি কারুণিক দৃষ্টি প্রদান করিলেন; তথাচ শয়তান পিতরকেও পরীক্ষা করিয়াছিল। "অপর প্রভু কহিলেন, হে শিমোন ২! দেখ চালুনীতে যেমন ধান্যকে নাচায়, তদ্রূপ নাচাইবার জন্যে শয়তান তোমাদিগকে পাইতে চাহিয়াছেন; কিন্তু তোমার বিশ্বাসের লোপ যেন না হয়, এ জন্যে আমি তোমার নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়াছি।" লূ ২২। ৩১, ৩২। পৌল এতাদৃশ সম্ভ্রম পাইয়াছিলেন, যে স্বর্গ পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া অকথনীয় গৌরব দৃষ্টি করিলেন; তথাচ তিনি তথাহইতে বাহির হইবামাত্র যেন অপরিমিতরূপে অভিমানী না হন, এ জন্য শয়তানকর্ত্তৃক প্রহারিত হইলেন। ২ ক ১২। ২, ৭। এই সকল অতিমান্য এবং ঈশ্বরপ্রিয় ভক্তিরা যদি পরীক্ষিত হইয়াছিলেন, তবে পরীক্ষা প্রযুক্ত কোন সাধু লোকেরা যেন আপনাদিগকে ঈশ্বরের অপ্রিয় বোধ না করে। সকল পুণ্যবানদের প্রতি পরীক্ষা অবশ্য ঘটিবে, তাহা এড়াইবার নহে। "কেননা আমরা রক্ত মাংসের সহিত যুদ্ধ করি তাহা নয়, কিন্তু যাহারা কর্ত্তৃত্ব ও পরাক্রমবিশিষ্ট এবং এই সংসাররূপ তিমির-

রাজ্যের অধিপতিগণ এমত স্বর্গোদ্ভব দুষ্টাত্মাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছি।" ইফি ৬। ১২।

২ উপায়। বিবেচনা কর, সাধু লোকদের পরীক্ষা ঈশ্বরের প্রেমদ্বারা তাহারদের উপকারজনক হয়। পরীক্ষা উপলক্ষে তাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে আপনাদের পারমার্থিক অস্ত্রশস্ত্র ধরিতে ও তদ্দ্বারা শয়তানকে প্রতিরোধ ও পরাজয় করিতে পারে; তাহারা পরীক্ষা উপলক্ষে ঈশ্বরহইতে এমন জ্ঞান পায়, আর প্রভু তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া সাহায্য করেন। অতএব পৌল কহেন, 'পাছে আমি অপরিমিতরূপে অভিমানী হই, এ জন্য আমাকে প্রহার করণার্থে শয়তানের দূত প্রেরিত হইল।' ২ ক ১২। ৭। তিনি ঐ কথা এ পদের প্রথমে ও শেষে উল্লেখ করিয়া দুইবার কহেন। পৌল যদি প্রহারিত না হইতেন, তবে তাঁহার মন কি জানি স্ফীত হইতে পারিত। পরীক্ষা ঈশ্বরের পাঠশালা স্বরূপ; তাহাতে তিনি নিজ লোকদিগকে আপন প্রেমের সুস্পষ্ট ও মনোরম পরিচয় দেন, এবং তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অতি মনোযোগী ও যত্নবান ও উৎসুক হইতে শিখান।* পৌল প্রহার প্রাপ্ত হইলে তিন বার অর্থাৎ পুনঃ২ ও অগ্রতাপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাহারা অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণি ও পরীক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি অতি কোমল ও নম্রশীল ও করুণাময় হইতে শিক্ষিত হয়, এবং পাপের অতিশয় মন্দতা, জগৎ পদার্থের অসারতা, আর খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের অবাধিত প্রসাদের আবশ্যকতার উপলব্ধি পায়, এবং পরীক্ষা সকল যে তাঁহার নির্দ্ধারিত স্বর্ণকারবৎ, যদ্দ্বারা তিনি আপন লোকদিগকে শুদ্ধ ও অতি উজ্জ্বল করেন, ইহাই তাহারা জ্ঞাত হয়। এই সকল বিষয় পরীক্ষাহইতে উৎপন্ন ফল স্বরূপ। ঈশ্বরের সেবকগণ তাবৎ পরীক্ষাহইতে মঙ্গল পায়,

---

* লূথর কহেন, "ধর্ম্ম বোধক হইবার নিমিত্তে তিন বস্তু আবশ্যক, অর্থাৎ ধ্যান, প্রার্থনা ও পরীক্ষা।"

ইহার প্রমাণ আদম, হবা, দায়ূদ, খ্রীষ্ট ও পিতর। তাহারা তিমিরহইতে জ্যোতিঃ, মন্দহইতে ভাল, তিক্তহইতে মিষ্ট, মৃত্যুহইতে জীবন, দুঃখহইতে সান্ত্বনার উদয় পাইবে; কারণ শক্তিমান ও প্রেমময় ঈশ্বর নিজ লোকদের তাবৎ পরীক্ষাহইতে তাহাদের বহু লাভ জন্মাইবেন।

৩ উপায়। ইহা বিজ্ঞভাবে প্রণিধান কর, যদবধি ভক্তগণ পরীক্ষার বাধা জন্মায়, ও পরীক্ষা তাহাদের বড় ক্লেশকর হয়, তদবধি তদ্দ্বারা তাহাদের কোন হানি ঘটিতে পারে না। শয়তানের পরীক্ষা করণদ্বারা তোমাদের আত্মার হিংসা হইবে এমত নয়, কিন্তু তোমাদের সম্মত হওন দ্বারাই হইবে। তুমি যদি পরীক্ষাকালে প্রতিরোধ করত খ্রীষ্টের মত কহ, 'দূর হও শয়তান!' কিম্বা যদি বল, 'আমি যেমত পূর্ব্বে ছিলাম এখন সেরূপ নহি;' কিম্বা লুথরের পরামর্শানুসারে যদি কহ, 'আমি খ্রীষ্টীয় লোক,' তবে তোমার ক্ষতি হইবে না। পরীক্ষা যদি তোমার বড় দুঃখের বিষয় হয়, তবে তাহাতে তোমার ক্লেশ থাকিলেও পাপ হইবে না।

শয়তান হিংস্রক অরি, তাহার নামানুযায়ি তাহার স্বভাব। তাহার সকল নামদ্বারাই শত্রুতা প্রকাশ পায়, যথা; অপবাদক, পরীক্ষক, সংহারক, গ্রাসকারী, ঈর্ষ্যাকারী। সে মনুষ্যদের স্বভাবের বিপরীত পাপেও তাহাদিগকে কখন লওয়ায়; যথা ভ্যাস্পেসিয়ান ও জুলিয়ান নামে রোম নগরের সম্রাট কোমলান্তঃকরণ হইলেও সে তাহাদিগকে অত্যন্ত নির্দ্দয় ঘাতক করিল। আর যাহাতে মান বা লাভ কিছুই জন্মিবে না, এমন দুষ্ক্রিয়াতে কোন লোককে শয়তান প্রবৃত্তি দেয়, বিশেষতঃ ঈশ্বরনিন্দা, নাস্তিকতা, অপবিত্রতাদি যাহার চিন্তামাত্রে শরীর ও আত্মা কম্পিত হয়। এক্ষণে যদিস্যাৎ কোন ভক্ত এই সকল পরীক্ষাজন্য দুঃখিত হইয়া তাহা ভারবোধ করে, ও তাহাকে প্রতিরোধ করিয়া তন্নিমিত্তে শোকগ্রস্ত হয়, এবং তাহাহইতে উদ্ধারার্থে প্রভু যীশুর নিকট প্রার্থনা করে, তবে

এ পরীক্ষার দোষ তাহার প্রতি নয়, কিন্তু শয়তানের বিরুদ্ধে গণিত হইবে; আর সে যৎপরিমাণে সাধুগণকে হিংসাপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়াছে, তৎপরিমাণে তাহার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

হে পাঠকগণ! দৃঢ়রূপে ও শীঘ্র ২ শয়তানের পরীক্ষার বাধা জন্মাও; দেখিবামাত্র তাহাকে দূর কর। পরীক্ষাকে প্রতিরোধ করা নির্ব্বিঘ্ন জনক, কিন্তু তাহার সঙ্গে তর্ক করা তদ্বিপরীত। হবা শয়তানকে দূর ২ বলিয়া প্রতিরোধ করিলে তাহার ভাল হইত, কিন্তু তাহার সহিত তর্ক করাতে তিনি আপনাকে ও আপনার বংশ সকলকে নাশ করিলেন। পরীক্ষাকালে যে দণ্ডায়মান থাকিতে চায়, সে খ্রীষ্টের ন্যায় কহুক, "এমন লিখিত আছে।" শয়তান বড় নির্লজ্জ, দুষ্ট ব্যক্তি; তাহাকে যদি শীঘ্র দূর না কর, তবে সে বার ২ নূতন আক্রমণ করিবে। অতএব তোমাদের মঙ্গলজনক ও সুবুদ্ধির কার্য্য এই হইবে, যে অবিলম্বে পরীক্ষা আরম্ভ কালেই তাহার বাধা কর, নতুবা নিরুপায় হইবা।

মনুষ্যের বুদ্ধিদ্বারা শয়তানের ধূর্ত্ততার নিবারণ করা অসাধ্য, তাহাকে হঠাৎ দূর হও কহা কর্ত্তব্য। যে শয়তানের সহিত বাদানুবাদ ও তর্ক করে, সে তাহার সহকারী হয়। সিরূয়ার পুত্রদিগকে যাদৃশ দায়ূদ কহিলেন, তাদৃশ কহ, "তোমাদের সহিত আমার সম্পর্ক কী?" ২ শি ১৬। ১০। এরূপে পরীক্ষার প্রতিরোধ করিলে তদ্দ্বারা কখন পরাজিত হইবা না।

ঈশ্বরের সম্ভ্রম ও প্রেম, তাঁহার সহিত মিলন ও আলাপন, খ্রীষ্টের অনুগ্রহ রক্তপাত ও মৃত্যু, তাঁহার উত্তর সাধকতা এবং গৌরব, ধর্ম্মাত্মার বাক্য ও পরামর্শ, সান্ত্বনা ও উপস্থিত থাকন, তাঁহার মুদ্রা ও উপদেশ, এবং আজ্ঞা ও সহায়তা ও সাক্ষ্য, এবং স্বর্গের সুখ, প্রসাদের উৎকর্ষ, পবিত্রতার সৌন্দর্য্য, জীবাত্মার বহুমূল্যতা, পাপের পামরতা, তিক্ততা এবং মন্দতা, ইত্যাদি, এমত ২

বিষয় স্মরণ করিয়া অবিরত ও দৃঢ়রূপে শয়তানের পরীক্ষার বাধা কর। সকল পরীক্ষার মধ্যে যে অতি ভারি পরীক্ষা, তদপেক্ষা পাপ মন্দতর বিষয়, ইহা জান।

পুনশ্চ বলি, সাবধান, অবিরত ও দৃঢ়রূপে শয়তানের প্রতিরোধ কর, সর্ব্বদা সুসজ্জ থাক, পুরাতন পরীক্ষা দুর্ব্বল হইয়া গেলে শয়তান আবার নূতন পরীক্ষায় আসিবে; অতএব নির্ব্বাতকালে ঝড়ের নিমিত্তে প্রস্তুত থাক। সে পরীক্ষক বড় ধূর্ত্ত অস্থির এবং নির্লজ্জ। "শয়তান পরীক্ষা সকল শেষ করিয়া ক্ষণেককাল তাহাহইতে প্রস্থান করিল।" লূ ৪। ১৩। সে তোমার শরীর ও মনের ভাবানুযায়ি উপযুক্ত পরীক্ষা উপস্থিত করে। যে দিগে বায়ু বহে, সে সেই দিগে পাইল তুলিয়া জাহাজ চালায়। যদি তোমার জ্ঞান ক্ষীণ হয়, তবে তোমাকে ভ্রমে লওয়াইবে; যদি তোমার অন্তঃকরণ কোমল হয়, তবে তোমাকে এমন লওয়াইবে যে তুমি কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ, পাঠ, ও প্রার্থনা ব্যতীত আর কিছু করিতে পারিবা না; যদি তোমার বিবেক বিলক্ষণ চেতনযুক্ত না হয়, তবে তোমাকে পারমার্থিক বিষয়ে নির্বিঘ্ন করিবে। যদি তোমার মন সাহসিক হয়, তবে তোমাকে অহংকৃত হইতে এবং ভীরু হইলে তোমাকে ভরসাহীন হইতে প্রবৃত্তি দিবে; যদি নমনীয় হয় তবে চঞ্চলতা, এবং অহঙ্কারী ও কঠিন হয় তবে বড় নির্বুদ্ধিতার প্রতি লওয়াইবে। অতএব নূতন আক্রমণ হইবে ইহা মনে কর, এবং একবার জয় হইলে আরবার জয়ার্থে প্রস্তুত থাক। নির্বিঘ্ন থাকিলে আপদ ঘটিবে। যদি শয়তান সতত গর্জ্জন করে তবে সর্ব্বদা চৌকি দেওন ও তাহার প্রতিরোধ করণ আমাদের কর্ত্তব্য হয়। যদি দৃঢ়রূপে অনবরত শয়তানের পরীক্ষার বাধা কর, তবে আপাততঃ তদ্দ্বারা নষ্ট হইবার ভয় থাকিবে না, এবং অবশ্য শেষে তাহাকে জয় করিবা।

আমার শেষ কথা এই, অতি বড় পরীক্ষা এড়াইবার নিমিত্তে ক্ষুদ্রতম পাপেও সম্মত হওয়া বড় আপদের বিষয়, ইহা বুঝিও

না। তাবৎ শরীরাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম পাপহইতে আত্মার অধিক আঘাত, শোক ও ক্লেশ হইবে, অতএব অতি বড় পরীক্ষা এড়াইতে ক্ষুদ্রতম পাপেও কদাচ সম্মত হইও না। যে কেহ পরীক্ষা-হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে পাপ করিতে সম্মত হয়, সে পূর্ব্বা-পেক্ষা আরও পরীক্ষিত, এবং তন্নিবারণার্থে অধিক শক্তিহীন হইবে।

ইতি। শয়তানের কৌশল ও তন্নিবারক উপায়ের তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

শয়তানের কৌশল

ও

তন্নিবারক উপায়।

চতুর্থ খণ্ড।

পৃথিবীর তাবৎ প্রকার ও তাবৎ পদস্থ লোকদের সর্ব্বনাশার্থে শয়তানের বিবিধ চেষ্টা ও কৌশল।

—o—

১ অধ্যায়।

সম্ভ্রান্ত ও মহল্লোকদিগকে নষ্ট করণার্থে শয়তানের প্রধান কৌশল এই।

‘আপনাদিগকে সম্ভ্রান্ত ও উন্নত, অথচ ধনাঢ্য ও নিঃশঙ্ক করণের চেষ্টা আমাদের জীবনের পরম পুরুষার্থ,’ শয়তান তাহাদিগকে এমন প্রবৃত্তি দেয়: ফিরৌণ, আহাব, রিহবিয়াম, যারবিয়াম, অবশালোম, যোয়াব ও হামন, ইত্যাদি লোকের ঐরূপ চরিত্র ছিল। যদিও ধর্ম্মগ্রন্থহইতে এতদ্বিষয়ে প্রমাণ না পাইতাম, তথাচ আমরা নিজে দেখিতেছি যে শয়তান সম্ভ্রান্ত ও মহল্লোকদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কেবল আত্মচেষ্টা, অর্থাৎ নিজ অভিলাষ চেষ্টা

করিতে প্রবৃত্তি দিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে। প্রেরিত কহেন, "প্রায় সকলে খ্রীষ্ট যীশুর বিষয়ে চেষ্টা না করিয়া আপন ২ বিষয় চেষ্টা করে।" ফিলি ২। ২১। যাহারা আপন লাভ ও আত্ম ভাবনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরের মহিমা ও সাধারণের মঙ্গল অন্বেষণ করে, এমন লোক অত্যল্প।

এ কৌশল নিবারণের উপায় এক্ষণে কহিতেছি।

১ উপায়। গম্ভীর মনে বিবেচনা করিয়া বুঝ, আত্মচেষ্টা অনেক পাপের মূল। তাহা যে ঈশ্বরের ব্যবস্থার বিরুদ্ধ এমত কেবল নয়, কিন্তু নরজাতির পতনদ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন মনুষ্যগণের যে অন্তরস্থ স্বাভাবিক ব্যবস্থা তদ্বিপরীত এবং পাপেরও কারণ স্বরূপ হয়। তদ্দ্বারা ফিরূশিরা খ্রীষ্টের উপদেশকে প্রতিরোধ করিত, এবং যিহূদা পুরস্কারার্থে আপন গুরুকে শত্রুদের হস্তে সমর্পণ করিল. এবং পীলাত যীশুর নির্দোষিতা জানিয়াও তাঁহার দুষ্ট অরিদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষার্থে দণ্ডাজ্ঞা দিল। আত্মচেষ্টা বশতঃ গেহসি মিথ্যা কহিল, বিলিয়ম অভিশাপ দিল, শৌল ও অবশালোম দায়ূদের নাশ চেষ্টা করিত, ফিরৌণ ইস্রাএলের প্রতি অনুধাবন করিল; এবং যাহাদের রক্ষা করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল, সেই যিহূদীয় লোকদের ধ্বংসার্থে তদ্দ্বারা হামন ষড়যন্ত্র করিল। তদ্দ্বারা মনুষ্যেরা পাপময় তরাজু ও প্রবঞ্চনাময় পরিমাণ ব্যবহার করে, এবং অত্যাচার ও নিষ্ঠুরাচরণ করে, ইত্যাদি; আমোস ২। ৬। আত্মচেষ্টাদ্বারা মনুষ্যেরা অনন্ত ক্ষতি স্বীকার করত সকল পাপেই রত হইতে পারে।

২ উপায়। গম্ভীর রূপে বিবেচনা কর, আত্মচেষ্টাতে মানুষের অত্যন্ত নীচত্ব জন্মে। রাজত্ব স্বরূপ তাহার মহিমার হানি হয়, প্রভুত্ব ত্যাগ করিয়া তাহাকে জড় পদার্থ এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট পদার্থের দাসানুদাস হইতে হয়; যিহূদা, দিমা, বিলিয়াম, ও অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। আত্ম চেষ্টাকারিরা জড় পদার্থের প্রতি নত হয়; তাহারা স্বার্থ লাভ জন্য লোকদের মনো-

রঞ্জনার্থে দোষাদোষ বিবেচনা না করিয়া সকলি করিতে ও কহিতে এবং হইতে পারে। আত্মচেষ্টক বহুরূপী হইয়া থাকে, কখন জ্যোতির্ম্ময় দূত সদৃশ, আর অবিলম্বে অন্ধকারময় দূতের ন্যায়; কখন আপনাদিগকে ঈশ্বরের সাপক্ষ দেখাইয়া এবং তৎপরেই প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার বিপক্ষ হয়; এক্ষণে কহিতেছে, 'সর্ব্ব উচ্চেতে জয়ধ্বনি হউক,' এবং অল্পক্ষণ পরে 'তাহাকে ক্রুশে হত কর ২।' এক্ষণে সাধুগণের সাহায্য করিতেছে, এবং পরে এস্রা ও নিহিমিয়ার কালে যদ্রূপ হইয়াছিল, তেমন সুবিদাক্রমে তাহারদের উচ্ছিন্ন চেষ্টা করে। আত্ম চর্চক অন্য সকল ব্যক্তিদের মধ্যে বড় তুচ্ছনীয় হয়, কেননা তাহারা অত্যন্ত নীচ ও জঘন্য কর্ম্ম করিতে উদ্যত হয়। ইন্দ্রিয় ও সংসারের সুখভোগে সে ব্যক্তিরা লিপ্ত থাকে। রো ১। ২৫।

৩ উপায়। আত্মচর্চকদের বিষয়ে স্বর্গহইতে যে২ ভয়ানক অভিশাপ ও সন্তাপসূচক বাক্য কথিত হইয়াছে, তাহা গাম্ভীর্য্যপূর্ব্বক বিবেচনা কর। "দেশের মধ্যে কেবল তোমরা একাকী থাক, অন্যের বাসস্থান না থাকে, এই আশয়ে গৃহের সঙ্গে গৃহ ও ক্ষেত্রের সঙ্গে ক্ষেত্র যোগ করিতেছ, তোমাদের সন্তাপ ঘটিবে।" যিশ ৫। ৮। আর "যে জন পর ধনে অশেষ রূপে বর্দ্ধিষ্ণু হয়, ও বন্ধক দ্রব্যের বাহুল্যে গুরুতর হয়, তাহার সন্তাপ হইবে। যে জন উচ্চে বাসা করিতে ও বিপদহইতে উদ্ধার পাইতে আপন বাটীর নিমিত্তে দুষ্টতার লভ্য সংগ্রহ করে, তাহার সন্তাপ হইবে। ভিত্তির মধ্যস্থিত প্রস্তর আর্ত্তস্বর করে, ও কাষ্ঠের মধ্যস্থিত বাতা চীৎকার করে। যে জন রক্তপাতদ্বারা পুরী নির্ম্মাণ করে, ও অধর্ম্মদ্বারা নগর স্থাপন করে, তাহার সন্তাপ হইবে।" হবক্ ২। ৬, ৯, ১১, ১২। "দৌরাত্ম্যে নির্ম্মিত গৃহের ইষ্টকাদি সামগ্রী সকল একত্রে গৃহকর্ত্তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে; প্রাচীরের প্রস্তর সকল কহিবে, 'হে প্রভো! গৃহ নির্ম্মাণ কর্ত্তা রক্তপাত ও অত্যাচারপূর্ব্বক আমাদিগকে গাঁথাইয়াছে,' এবং আড়কাটা উত্তর দিবে,

'হাঁ প্রভো! সত্য, এমনি বটে।' প্রস্তর শুলা উচ্চৈঃস্বরে কহিবে, 'হে প্রভো! এই আত্মচর্চকের দণ্ড হউক;' আর কড়ি কহিবে, 'তাহার সন্তাপ হউক! কেননা সে রক্তপাতদ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে।' "যে ব্যবস্থাপকেরা দরিদ্রদের প্রতি অন্যায় করিতে, ও আমার দীনহীন লোকদের যথার্থকে অপহৃব করিতে, এবং বিধবাদের দ্রব্য হরণ করিতে, ও পিতৃহীনদের দ্রব্য লুট করিতে অন্যায় ব্যবস্থা স্থাপন করে, ও উপদ্রবের ব্যবস্থা নিরূপণ করে, তাহাদের সন্তাপ হইবে।" যিশ ১০। ১, ২। "যাহারা শয্যাতে অধর্ম্ম কল্পনা করে ও কুকর্ম্ম স্থির করে, এবং তাহা করণে সমর্থ হওয়াতে প্রভাত হইবা মাত্র তাহা সাধন করে, তাহাদের সন্তাপ হইবে। তাহারা ক্ষেত্রের প্রতি লোভ করিয়া বলেতে তাহা লয়, এবং বাটীর প্রতিও লোভ করিয়া তাহা হরণ করে; এইরূপে তাহারা মানুষের ও তাহার বাটীর, ও বড় মানুষের ও তাহার অধিকারের প্রতি দৌরাত্ম্য করে।" মিখা ২। ১, ২।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রখণ্ডসকলদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে আত্ম-চেষ্টাকারিরা বৃথা পরিশ্রম করে ফলে তাহাদের ক্ষতি মাত্র সার; তাহাদের আহ্লাদ বেদনা হয়, তাহাদের সান্ত্বনা যন্ত্রণা, তাহাদের মহিমা অপমান, তাহাদের উন্নতি উচ্ছিন্নতা স্বরূপ হইয়া উঠে। ক্ষতি ও অপমান, ক্লেশ ও লজ্জা, বিরক্তি এবং ভাবনাগ্নী তাহা-দের নিশ্চয় অধিকার হইবে।*

৪ উপায়। গম্ভীর মনে বিবেচনা কর, আত্মচর্চকেরা স্বীয় ক্ষতি ও হত্যা আপনারাই করিয়া থাকে। অবশালোম ও যিহূদা

---

* ক্রাসস্ নামা এক জন ধনাঢ্য এবং বড় স্বার্থপর রোমীয় সেনা-পতি, স্বর্ণ লোভ বশতঃ পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে বিগ্রহ করিলে তিনি ও তাঁহার ৩০,০০০ সহস্র সেনাগণ হত হইলেন। পরে "উনি আমাদের সুবর্ণের লোভেতে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন;" ঐ অসভ্য জাতিরা ইহা অনুমান করিয়া স্বর্ণ গলাইয়া তাঁহার মৃত শরীরের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া কহিল, "ইহা লইয়া পরিতৃপ্ত হও।"

আত্মচেষ্টা করিয়া আপনাদিগকে উদ্যমে নষ্ট করিল। আহাব আত্মচেষ্টা করিয়া আপনার মুকুট ও রাজত্ব ও প্রাণ হারাইল; ফিরৌণ আত্মচেষ্টা করিয়া আপনার বলবান সৈন্য সকল সুদ্ধ আপনি সূফ সাগরে উচ্ছিন্ন হইল; কয়িন আত্মচেষ্টা করিয়া এক কালে নিজ ভ্রাতা ও নিজ আত্মা দুই জনকে হত্যা করিল; গেহসি আত্মচেষ্টা করত কুষ্ঠরোগী হইল, হামন আত্মচেষ্টা করত আপনাকে হারাইল। দানিয়েলের অরি শাসনকর্ত্তা ও অধ্যক্ষবর্গ আত্মচেষ্টা করত আপনাদের ও আপন২ স্ত্রী পুত্রাদির সর্ব্বনাশ ঘটাইল। স্বার্থপর লোকেরা যে বস্তুকে অবলম্বন যষ্টি স্বরূপ মনে করে, তাহা স্বর্গের ন্যায়বিচারে লৌহদণ্ড হইয়া তাহাদিগকে চূর্ণ করে। যে বস্তুর বিষয়ে তাহাদের এমন প্রত্যাশা হয়, এই আমাদের স্নিগ্ধকারি জলাশয় তুল্য হইবে, তাহা সমুদ্রবৎ হইয়া তাহাদিগকে মগ্ন করে।* মঙ্গলাপেক্ষা তাহাদের অমঙ্গল অধিক; আমোদহইতে তাহাদের বেদনা, এবং সান্ত্বনাহইতে তাহাদের যন্ত্রণা বহুতর হয়। তাহারা প্রত্যেকে আত্মপীড়ক ও আত্মঘাতক, তাহাদের নরক আপনাদের অন্তরে বাস করে।

৫ উপায়। যে প্রাচীন সল্লোকেরা আপনাদিগকে অস্বীকার করত সাধারণের মঙ্গল চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের সদৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হও। মূসার ব্যবহার বিবেচনা কর। ঈশ্বর তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি আমাহইতে সর, আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করি ও আকাশের অধোহইতে তাহাদের নাম লোপ করি; কিন্তু তোমাকে তাহা-

* আদম আত্মচর্চ্চক হওয়াতে আপনাকে ও সুখোদ্যানকে ও আপনাতে মুদ্রাঙ্কিত ধন্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি একেবারে হারাইলেন। লোট আত্মচর্চ্চক হইয়া সর্ব্বস্ব সুদ্ধ আপনাকে হারাইলেন। পিতর আত্ম রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া আপনাকে হারাইলেন। ঈশ্বর অলৌকিক ক্রিয়াদ্বারা যদি হিষ্কিয়কে রক্ষা না করিতেন, তবে তিনি আত্মচর্চ্চক হইলে রাজ প্রতিনিধিদের আগমনে আপনাকে এবং স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত হারাইতেন।

দের হইতেও বলবান ও মহজ্জাতি করিব।" যি ৯। ১৪। কিন্তু মূসা সাধারণের পরম হিতৈষী প্রযুক্ত তাহাতে অসম্মত হইয়া ঈশ্বর যেন লোকদিগকে রক্ষা ও ক্ষমা করেন, ইহা একান্ত ও ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা করিলেন। তিনি পরমেশ্বরকে কহিলেন, "আপনার প্রচুর দয়ানুসারে মিসর দেশ অবধি এ পর্য্যন্ত এই লোকদের প্রতি যেমন ক্ষমা করিয়াছ, তদনুসারে ইহাদের এই পাপ ক্ষমা কর; আমি এই বিনয় করি।" তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, "তোমার বাক্যানুসারে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম।" গণ ১৪। ১৯, ২০। আমরা মূসার তুল্য জ্ঞানী, যাহারা এমন অভিমান করে, এবং লোককর্ত্তৃক এমন ঠাহরান হয়, যদি তাহাদিগের কাছে ঈশ্বর ঐ রূপ প্রস্তাব করিতেন, তবে বোধ করি তাহারা সাধারণের মঙ্গল অপেক্ষা আপনাদের লাভেচ্ছা প্রবল জ্ঞান করিত, এবং লোকদের যাহা ইচ্ছা তাহা হউক, আপনারা ও নিজ সন্তান সন্ততি যেন ঐশ্বর্য্য ও মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা এমন বাসনা করিত; এবং সাধারণ লোকদের সর্ব্বনাশদ্বারা তাহাদের কারণ বাবিলবৎ উচ্চ ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হয়, এমন ইচ্ছুক হইত। স্বর্গ দূরে থাকুক নরকেও ইহাদের হইতে নীচাত্মা নাই। এতাদৃশ জনগণের অন্তঃকরণ ও মনের ভাব পরিবর্ত্ত না হইলে রক্ষা নাই।

অপর নিহিমিয়া অতি মনোরম ও পরোপকারক ছিলেন, তিনি প্রজা লোকদের হিতার্থে সময়, বল ও সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেন; তাঁহার উক্তি শ্রবণ কর। "আমি যিহূদা দেশে তাহাদের অধ্যক্ষ পদে যাবৎ নিযুক্ত ছিলাম, তাবৎ অর্থাৎ অর্তক্ষস্ত রাজার অধিকারের বিংশতি বৎসরাবধি দ্বাত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত, এই দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্তই আমি ও আমার ভ্রাতৃগণ অধ্যক্ষের ভোক্ষ্য ভোজন করিলাম না। কিন্তু আমার পূর্ব্ববর্ত্তি অধ্যক্ষগণ লোকদিগকে ভার দিত, এবং তাহাদেরহইতে মূল চল্লিশ শেকল রূপা ব্যতিরেকে ভোক্ষ্য ও দ্রাক্ষারস লইত, এবং তাহাদের দাসেরাই লোকদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিত, কিন্তু আমি ঈশ্বরকে ভয় করিয়া তাহা করিলাম

না। আমি এই প্রাচীরের কর্ম্মে নিত্যই প্রবৃত্ত ছিলাম; আমরা কিছু ভূমি ক্রয় করিলাম না, এবং আমার সকল দাসেরা সেই স্থানে কর্ম্মেতে একত্র হইত। এবং আমাদের চতুর্দ্দিকস্থিত অন্য জাতীয়দের মধ্যহইতে যাহারা আমাদের নিকটে আসিত, তাহাদের ব্যতিরেকে যিহূদীয়লোক ও অধ্যক্ষগণ এক শত পঞ্চাশ জন আমার ভোজনাসনে বসিত। সে সময়ে আমার নিমিত্তে নিত্য২ এক বলদ ও ছয়টা উত্তম মেষ পাক করা যাইত, এবং পক্ষীও পাক করা যাইত, এবং দশ দিনের মধ্যে একবার যথেষ্ট নানা প্রকার দ্রাক্ষারস হইত, তথাপি লোকদের দাসত্বের ভার গুরুতর হওয়াতে অধ্যক্ষ হওনের বেতন চাহিলাম না।" নিহি ৫। ১৪—১৮। আর দানিয়েল আত্মম্ভরি না হইয়া পর মঙ্গলে সদা মনোযোগী ছিলেন। এরূপ লিখিত আছে; "তাহাতে প্রধান লোক ও অধ্যক্ষেরা রাজকর্ম্মের বিষয়ে দানিয়েলের ছিদ্র অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোন ছিদ্র বা ত্রুটি পাইতে পারিল না; কেননা সে বিশ্বস্ত ছিল, তাহার কোন দোষ কিম্বা ত্রুটি পাওয়া গেল না। তখন সেই ব্যক্তিরা কহিল, আমরা ধর্ম্মবিষয়ে দানিয়েলের ছিদ্র ধরিতে না পারিলে আর কোন ছিদ্র পাইব না।" দানি ৬। ৪০।

খ্রীষ্ট সাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন; তিনি সাধারণের লাভার্থে আপনাকে অর্থাৎ আপনার শরীর ও প্রাণ পর্য্যন্ত ব্যয় করিলেন। হে পাঠক মহাশয়েরা, প্রাগুক্ত সদৃষ্টান্ত সকল আলোচনাপূর্ব্বক মনে ধ্যান কর, এবং স্বীয় লাভহইতে সাধারণের মঙ্গল জন্য মনের সহিত সচেষ্ট হও, কেমনা অনেক ঐহিক লোকেরাও এ বিষয়ে প্রশংসনীয় আছে।

আমি এই প্রার্থনা করিতেছি ও করিব, যে ঈশ্বরানুগ্রহে আমাদের শাসনকর্তৃগণ তাঁহার গৌরব ও প্রজাগণের হিতার্থে পাপিষ্ঠ আত্মম্ভরিতাকে ত্যাগপূর্ব্বক পদতলে দলিত করেন, যেন যে দিনে ন্যায়েতে ও সত্যতাতে বিচারকারি ঈশ্বরের গোচরে পৃথিবীস্থ অধিপতিদের সমস্ত কার্য্য ও ধূর্ত্ততা প্রকাশিত হইবে,

সেই দিনে ঐহিক ও পারমার্থিক লোকেরা উভয়ে তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিচার দিনে সাক্ষ্য না দেয়।

৬ উপায়। গম্ভীরতাপূর্ব্বক ইহা বিবেচনা কর, যে আত্মচর্চ্চা ঐশ্বরিক বিষয়ে বড় বাধাজনক হয়। যখন ভবিষ্যদ্বক্তৃ ও প্রেরিতগণ সুস্পষ্ট ও মহা গৌরবান্বিত অলৌকিক দর্শন পাইলেন, তখন তাহারা সকলে প্রায় আত্ম বিস্মৃত হইয়াছিলেন। আত্মম্ভরিতা নরাত্মাকে অন্ধ করিয়া ফেলে, তাহাতে সে খ্রীষ্টের সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার মনোহরতা দেখিতে পায় না; তদ্দ্বারা পারমার্থিক জিহ্বা এমত বেতার হইয়া যায়, যে ঈশ্বরের বাক্য ও পথ ও লোকদের সহিত আলাপনে মিষ্টস্বাদ পায় না। আত্মচেষ্টা খ্রীষ্টের বহুমূল্য দান গ্রহণে আমাদের হস্ত রুদ্ধ করিয়া রাখে, এবং অন্তঃকরণ এমন কঠিন করে, যে খ্রীষ্ট আমাদের মনোরূপ কপাটে ঘা দিয়া মিনতি করিলেও আমরা খুলিয়া দিই না। আত্মচেষ্টাদ্বারা মন অরণ্য ও নিষ্ফল দ্রাক্ষালতা তুল্য হয়, হো ১০। ১। আত্মম্ভরিতা ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট ও প্রসাদ বিহীন হওনের লক্ষণ জানিবা।* ফিরূশিরা আত্মচেষ্টাকারী প্রযুক্ত খ্রীষ্টকে ও তাঁহার বাক্য ও আত্মাকে অতিশয় তুচ্ছ করিত।

অধিকন্তু, আত্মচেষ্টা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্যাঘাত জন্মায়, এবং পরমেশ্বরের অন্বেষণ করণ ও অনন্তকাল সম্বন্ধীয় বহুমূল্য পদার্থ প্রাপ্ত হওনে বাধা ঘটায়। তাহার নিমিত্তে ঈশ্বরের সেবা করা, অথবা যে পথে তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায় তাহাতে অবস্থিতি করা দুঃসাধ্য। আত্মচেষ্টা বশতঃ মনুষ্যেরা আপন কুশলজনক বিষয়ে অবহেলা করে। আত্মচেষ্টাকারিরা

---

* এসৌ যেমন জ্যেষ্ঠাধিকারহইতে একটুকি ব্যঞ্জন ভাল বাসিল, এবং শিখিমস্থ লোকেরা দ্রাক্ষালতা ও জৈতুন এবং ডুমুর বৃক্ষহইতে কণ্টক বৃক্ষকে সমাদর করিল; তদ্রূপ স্বার্থ চেষ্টাকারিরা পূর্ণ খ্রীষ্ট অপেক্ষা শূন্য বস্তু, এবং গৌরবান্বিত খ্রীষ্ট অপেক্ষা অধম বস্তু শ্রেয়ঃজ্ঞান করে।

আপনারাও স্বর্গে প্রবেশ করিবে না, ও যাহারা বলদ্বারা স্বর্গরাজ্য গ্রহণেচ্ছু, তাহাদিগকেও যাইতে দিবে না; ফিরূশি ও অধ্যাপকেরা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। কিন্তু প্রসাদযুক্ত লোক এমত নয়, ঈশ্বরানুগ্রহে তাহার ব্যবহার স্বতন্তর হয়। মণ্ডলীস্থ লোকেরা ও তাহাদের সর্ব্বস্ব খ্রীষ্টের প্রতি দত্ত হয়। অন্যেরা আপনাদের কারণ ফল ধরে এবং সঞ্চয় করে; কিন্তু প্রসাদ প্রাপ্ত আত্মারা খ্রীষ্টার্থে সঞ্চয় করে, তাহাদের চেষ্টা ও পরিশ্রম ঈশ্বরার্থে হয়। যদ্রূপ খ্রীষ্ট তাহাদের জন্যে আপন প্রায়শ্চিত্তের গুণ অর্থাৎ পুণ্য, প্রসাদ, সান্ত্বনা ও স্বর্গীয় মুকুট সঞ্চয় করিয়াছেন, তদ্রূপ তাহারা আপনাদের শিরোমণি খ্রীষ্টের জন্যেই নিজ ২ বিদ্যা, ধন, প্রেম, ও জ্ঞানাদি ব্যয় করে।

---

৮ অধ্যায়।

সম্ভ্রান্ত ও মহল্লোকদিগকে নষ্ট করণার্থে শয়তানের আর একটি কৌশল এই।

ঈশ্বরের মনোনীত লোকেরা তাঁহার চক্ষুর আহ্লাদ ও মনস্তুষ্টি-জনক হইলেও শয়তান উপরোক্ত লোকদিগকে তাহাদের শত্রু হইতে লওয়ায়। সে পূর্ব্বকালে ফিরৌণকে ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধ করিল, তাহাতে সে ভূপতির সর্ব্বনাশ হইল। অপর হামন শয়তান কর্ত্তৃক যিহূদীয়দের প্রতি বৈরিতা করিলে তাহার সমুচিত দণ্ড ঘটিল, অর্থাৎ মর্দ্দিখয়ের জন্যে যে ফাঁসিকাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছিল, তদুপরি আপনি হত হইল। অধিকন্তু শয়তান প্রধান লোক ও অধ্যক্ষদিগকে দানিয়েলের হিংসাতে প্রবৃত্ত করাতে, তাহারা সপরিবারে ধ্বংস হইল। প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যেও তদ্রূপ কথা

উক্ত আছে, "সহস্র বৎসর গত হইলে শয়তানকে তাহার কারা-হইতে মুক্ত করা যাইবে। তাহাতে সে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থিত সর্ব্ব জাতীয় লোকদিগকে অর্থাৎ জুজ ও মাজুজকে ভুলাইয়া সংগ্রামে একত্র করণার্থে বহির্গত হইবে। তাহাদের সংখ্যা সমুদ্রের বালুকার তুল্য। আমি দেখিলাম, তাহারা পৃথিবীর প্রস্থ দিয়া আসিয়া পবিত্র লোকদের শিবির এবং প্রিয় নগর ঘেরিল; তখন ঈশ্বরের নিকটহইতে অর্থাৎ স্বর্গহইতে অগ্নি পড়িয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল।" প্রকা ২০। ৭—৯।

এক্ষণে উক্ত কৌশল নিবারণের উপায় এই ২।

১ উপায়। দেখ, ঈশ্বর যিনি প্রাচীন পুণ্যবানদের ঢাল স্বরূপ, তিনি তাহাদিগের শত্রু সকলকে উচ্ছিন্ন করিয়াছেন। তাহার উদাহরণ শৌল ও ফিরৌণ রাজা, এবং হামন ইত্যাদি। "তিনি তাহাদের নিমিত্তে রাজগণকে অনুযোগ করিয়া কহিতেন, আমার অভিষিক্তগণকে স্পর্শ করিও না, এবং আমার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের কিছু মন্দ করিও না।" ১০৫ গী। ১৫। বিলিয়মের সদৃশ মন ও ভাববিশিষ্ট লোকেরা ঈশ্বর ভক্তদের বিরুদ্ধ হইলে পরমেশ্বরের দূত সর্ব্বনাশের পথে তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। হায়! যাহারা মেষ শাবকের মনোনীত ও বিশ্বাসি লোক বলিয়া বিখ্যাত, আমাদের সময়েও কত ২ ব্যক্তিরা তাহাদের বিপক্ষতা করিয়া নরকদ্বারা গ্রাসিত হইয়াছে। স্বর্গীয় ন্যায়বিচারে ভূমির উপর তাহাদের রক্ত জলবৎ ঢালা গিয়াছে। 'আমরা অনুধাবনপূর্ব্বক তাহাদিগকে ধরিব, আমরা লুট বণ্টন করিব, তাহাদের উপর আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, আমরা খড়্গ খুলিয়া স্বহস্তে তাহাদের বিনাশ করিব;' যাহারা ঈশ্বরীয় লোকদের বিষয়ে উন্মত্ত প্রায় হইয়া ফিরৌণের ন্যায় এমত আস্পর্দ্ধা সূচক বাক্য কহিয়াছিল, ঈশ্বর কেমন ন্যায়বিচারপূর্ব্বক তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাহাদের সম্ভ্রম ও গৌরবকে ধূলিসাত করিয়াছেন! পুরাবৃত্তে এবিষয়ের দৃষ্টান্ত স্পষ্ট হইতেছে।

২ উপায়। নিম্ন লিখিত শাস্ত্রখণ্ডের মধ্যে ঈশ্বর আপন লোকদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের প্রধান ও বিজ্ঞতম শত্রুদের উপর জয় প্রদান করিবেন, এমন অঙ্গীকার করিয়াছেন; প্রত্যহ প্রাতে ক্ষণেক কাল সেই শাস্ত্রখণ্ড প্রণিধান কর। যথা; প্রভু ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা কহিয়াছেন, "হে লোক সকল, তোমরা কলরব করিয়া ভয় কর; ও হে দূর দেশীয় লোকেরা, ইহাতে মনোযোগ কর, ও কটি বন্ধন করিয়া ভীত হও। তোমরা পরামর্শ কর, কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইবে, এবং মন্ত্রণা কর, কিন্তু তাহা সিদ্ধ হইবে না; কেননা আমাদের সহিত ঈশ্বর আছেন।" যিশ ৮। ৯, ১০। "হে কীট স্বরূপ যাকূব, ও হে অল্পলোক বিশিষ্ট ইস্রায়েল, ভয় করিও না," ইত্যাদি। ঐ ৪১। ১৪—১৬। "যে কোন অস্ত্র তোমার বিপরীতে নির্ম্মিত হয়, তাহা সার্থক হইবে না; ও যে জিহ্বা তোমার সহিত বিবাদ করে, তাহাকে তুমি বিচারে দোষি করিবা।" ঐ ৫৪। ১৭। "ভিন্ন দেশীয় অনেক লোক এখন তোমার বিরুদ্ধে একত্র হইয়া কহে, 'সিয়োন অশুচি হউক, আমরা তাহার প্রতি দৃষ্টি করি!' কিন্তু তাহারা পরমেশ্বরের সঙ্কল্প জানে না, ও তাঁহার মন্ত্রণা বুঝে না; কেননা যেমন শস্য মর্দ্দন স্থানে আটী সংগৃহীত হয়, তদ্রূপ তিনি তাহাদিগকে একত্র করেন। হে সিয়োনের কন্যে, উঠিয়া শস্য মর্দ্দন কর," ইত্যাদি। মীখা ৪। ১১—১৩। "দেখ, আমি চতুর্দ্দিক্স্থিত তাবৎ দেশীয়দের জন্যে যিরূশালমকে কম্পজনক পাত্র করিব।" ইত্যাদি। সিখ ১২। ২, ৩।

৩ উপায়। গাম্ভীর্য্যপূর্ব্বক বিবেচনা কর, যে পরমেশ্বর ও তাঁহার ভক্ত লোকদের মধ্যে অতিশয় নৈকট্য সম্বন্ধ থাকাতে তাহাদের বিরুদ্ধ হইলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধ হয়। তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে পরিশেষে দেখিবা যে ঈশ্বরের সহিত সংগ্রাম করিয়াছি। কিন্তু দুর্ব্বল মনুষ্য যে সর্ব্বশক্তিমানের সহিত যুদ্ধ করে, ইহা কি তাহার নিতান্ত উন্মত্ততা নহে? প্রভু ও তাঁহার সেবকদের

পরস্পর সম্বন্ধ কেমন, না স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধের মত। প্রেরিত বলেন, "সে দুই জন একাঙ্গ হইবে;' এই নিগূঢ় বাক্য অতি গুরুতর, কিন্তু আমি খ্রীষ্টের ও মণ্ডলীর উদ্দেশে তাহা কহিলাম। আমরা তাঁহার শরীরের অঙ্গ, এবং তাঁহার অস্থি ও মাংস স্বরূপ।" এবং শরীরের মস্তক ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, তদ্দ্বারা, এবং বৃক্ষের গুঁড়ি ও কলমের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তদ্দ্বারা আপন লোকদের সঙ্গে প্রভুর মেল ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সহিত মিলন ব্যতীত আর কিছুতেই নরাত্মার সুখ নাই, এবং তাঁহার সহিত অমিলনে যেমন নরাত্মার দুঃখ তেমন দুঃখ আর কিছুতে হয় না। প্রভু ও তাঁহার সেবকদের পরস্পর এতাদৃশ ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে, যে তাঁহার সেবককে প্রহার করিলে প্রভু নিজে বেদনা পান, এবং আপনাকে লাগিয়াছে এমন বুঝেন। যথা, "হে শৌল, হে শৌল, আমাকে কেন তাড়না করিতেছ?" "তিনি তাহাদের তাবৎ দুঃখে দুঃখিত হইলেন," ইত্যাদি। যিশ ৬৩। ৯। প্রে ৯। ৪। হায় ২! হে পাঠকগণ, ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কাহার মঙ্গল হইয়াছে? যে সকল লোক তাঁহার উপর খড়্গ তুলিয়াছে, তাহারা তদ্দ্বারা আপনারা নষ্ট হইয়াছে। যাঁহার কটাক্ষে তোমরা একেবারে নরকে নিক্ষিপ্ত হইতে পার, এমন ঈশ্বরের চরণ তলে তোমাদের যুদ্ধাস্ত্র ফেলিয়া দেও। "তিনি ক্রুদ্ধ হইলে তোমরা যেন পথে বিনষ্ট না হও, তন্নিমিত্তে পুত্রকে চুম্বন কর;" (২ গী। ১২) এই তোমাদের সুবুদ্ধির কার্য্য বটে।

৪ উপায়। পুনশ্চ, সাধু জনেরা তোমাদের পরম উপকারক বটে, ইহা বিবেচনা কর; যে২ সৌভাগ্য ভোগ করিতেছ, তাহারা তাহার উপায় স্বরূপ, এবং তাহাদের কারণ তোমরা অনেক সর্ব্বনাশক দুর্ঘটনাহইতেও রক্ষিত হইতেছ। যদি পুণ্যবান লোক না থাকিত, তবে ঈশ্বর ত্বরায় আকাশকে পিত্তলবৎ ও পৃথিবীকে লৌহবৎ করিয়া দিতেন; তিনি অতিশীঘ্র তোমাদের বহুমূল্য বেশ ভূষণ

দুর করত আয়ূবের ন্যায় ভস্মের মধ্যে তোমাদিগকে বসাইতেন। তাহারা পৃথিবীর স্তম্ভ তুল্য, তাহারা না থাকিলে তাহা পতিত হইত। লৌহ দণ্ডে তোমাদের অস্থি ভগ্ন হওনহইতে তাহারা তোমাদিগকে রক্ষা করিতেছে। যেমত লেখা আছে; "তাঁহার মনোনীত মূসা যদি তাঁহার কোপ সম্বরণ করাইতে ও বিনাশ নিবারণ করাইতে তাঁহার সাক্ষাতে ভগ্ন বেড়ার দ্বারে না দাঁড়াইত, তবে তিনি যেরূপ কহিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকে সংহার করিতেন।" ১০৬ গী। ২৩।

যদি পুণ্যবানেরা তোমাদের পক্ষে অনেকবার মূসার ন্যায় পাপ ক্ষমা প্রার্থনা না করিতেন, তবে তোমরা জীবিতদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইয়া যাইতা। অনেক দেশ, নগর ও পরিবার, সৌভাগ্যে বেষ্টিত আছে, যে হেতু যূষফ তুল্য ও কোন২ ব্যক্তিরা তন্মধ্যে বাস করেন; এবং তন্মধ্যস্থ মূসা, দানিয়েল, নোহ এবং আয়ূব সদৃশ ধার্ম্মিক লোক প্রযুক্ত তাহারা বিপদহইতে উদ্ধার পাইতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিলক্ষণ লিখিয়াছেন, যথা "যেমন ঘূর্ণবায়ু বহিয়া যায়, তদ্রূপ দুষ্ট লোকও যায়; কিন্তু ধার্ম্মিকদের ভিত্তিমূল চিরস্থায়ী।" হিতো ১০। ২৫। ধার্ম্মিকেরা পৃথিবীর ভিত্তি-স্বরূপ; তাহাদের অবর্ত্তমানে পৃথিবী কাঁপিতে২ রসাতলে যাইত। গীতলেখক তদ্রূপ কহেন, "পৃথিবী ও তন্নিবাসিগণ নষ্ট হইতেছে, কিন্তু আমি তাহার স্তম্ভ স্থাপন করিব। সেলা।" ৭৫। গী। ৩।

এক্ষণে গীতলেখকের মনোরম বাক্য উল্লেখ করত এই অধ্যায় সাঙ্গ করিতেছি। "ঈশ্বর যিহূদা দেশে বিখ্যাত আছেন, ইস্রা-য়েল দেশে তাঁহার নাম বড়। যিরূশালমে তাঁহার তাম্বু আছে, এবং সিয়োনে তাঁহার বাস স্থান। সেখানে ধনুর্ব্বাণ ও ঢাল ও খড়্গ ও সংগ্রামের অস্ত্র ভঙ্গ করিয়াছেন। সেলা।" ৭৬ গী। ১—৩।

৩ অধ্যায়।

শয়তান যদ্দ্বারা বিদ্বান ও জ্ঞানবান লোকদিগকে ফাঁদে ফেলিয়া নষ্ট করে, তাহার বিশেষ কৌশল এই।

সে তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি তাহাদিগকে অহংকারি করে। বিশেষতঃ* আপনাদের জ্ঞান ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে, এবং আপনাদের অপেক্ষা অল্পজ্ঞানী, অথচ প্রসাদ ও পবিত্রতাতে তাহাদেরহইতে শ্রেষ্ঠ, এমন ধার্ম্মিক মনুষ্যদিগকে হেয় জ্ঞান করিতে, ও খ্রীষ্টের সম্ভ্রম, ধর্ম্মাত্মার আনন্দ, মঙ্গল সমাচারের উন্নতি, এবং পুণ্যবানদের মুক্ত অবস্থা নষ্ট করণার্থে আপন বিদ্যা, বুদ্ধি যোজনা করিতে শয়তান তাহাদিগের এমত প্রবৃত্তি জন্মায়।

এ কৌশল নিবারক উপায় লিখিতেছি।

১ উপায়। গম্ভীর মনে বিচার করিয়া দেখ, যাহা প্রাপ্ত হও নাই তোমার এমন কিছুই নাই। খ্রীষ্ট কেবল ত্রাণজনক প্রসাদ দান করিয়া থাকেন, তাহা নয়, কিন্তু বিদ্যাদি সামান্য বস্তুও তাঁহাহইতে আইসে। প্রেরিত কহেন "যাহা দানরূপে পাও নাই, এমনই তোমার কি আছে? অতএব যাহা দানরূপে পাইয়াছ, তাহা দান না বলিয়া কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ?" ১, ক। ৪, ৭। মাকড়সার ন্যায় স্বনির্ম্মিত সূত্রদ্বারা আপন সুখ আনয়ন করিতে চাহে, এমন অনেক লোক আছে। বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা যে কিছু তোমার আছে; সে তাবৎ তুমি ঋণ স্বরূপ পাইয়াছ। হে প্রভো, যে উনুই স্বর্গ ও পৃথিবীস্থ তাবৎ পাত্রকে পূর্ণ করত উথলিতেছে, তাহাহইতে আমি আপনার সকল প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার গুণ

* যো ২। ৪৪। ১ রা। ১১। ২৩—২৫। ১ ক ১। ১৮—২১। ইহার উদাহরণ বিজ্ঞ অধ্যক্ষগণ এবং ফিরূশিবর্গ জানিবা।

তোমার দান। রাজ মুকুটধারি ভাবিবক্তা যেমত কহিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের কহা উচিত; "তোমাহইতে সকলই পাওয়া যায়, এবং আমরা তোমার দানদ্রব্য তোমাকেই দিলাম।" ১ বং ২৯। ১৪।

২ উপায়। কত মনুষ্যেরা আপন ক্ষমতার উপর অবলম্বন ও ভরসা রাখাতে আপনাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে, ইহা গাম্ভীর্য্য-পূর্ব্বক বিবেচনা কর। অহিতোফেল ও দানিয়েলের শত্রু, প্রধান লোক ও অধ্যক্ষবর্গ, ও অধ্যাপক ও ফিরূশিরা এবিষয়ের দৃষ্টান্ত স্থল। ঈশ্বর দর্পহারী আছেন; যে আপন বিদ্যা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, সে অল্পোপকারক চোরাবালির উপর দণ্ডায়মান হয়। যাহার এমন অহংকার থাকে, ঈশ্বর বিরক্ত হইয়া তাহার আত্মাকে পরিত্যাগ করেন, তাহাতে সে স্থির থাকিতে না পারিয়া পতিত হয়, কেননা যিনি আত্মার বল, তিনি তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য যে কিছু বস্তুর উপর মনুষ্য নির্ভর করিবে, তাহা বড়শার ন্যায় তাহাকে বিদ্ধ করিবে। হায়২! কত লোক এই কালে আপন বিদ্যা ও বুদ্ধি ও ক্ষমতাকে অবলম্বন করত নিজ অধিকার, বন্ধু, বান্ধব, জীবন এবং আত্মা, এ সকলি পরি-ত্যাগী হইতেছে। কিন্তু পুণ্যবানেরা, আপনাদের পরম প্রিয় বন্ধু প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অবলম্বন করে, (গী ৮। ৫।) যে জন কেবল খ্রীষ্টের ক্রোড়ে নির্ভর করে তাহার জীবন সার্থক; এবং অন্যথা হইলে দুঃখ ও আপদ ঘটিবে। পরম বিজ্ঞ সুলেমানের বাক্য ধরিয়া সম্যক্‌রূপে জ্ঞানী হও, অর্থাৎ "তুমি সমস্ত অন্তঃ-করণের সহিত পরমেশ্বরেতে বিশ্বাস কর; এবং আপন বুদ্ধিতে নির্ভর দিও না।" হিতো ৩। ৫।

৩ উপায়। বিবেচনা কর, তোমরা যেমন বিদ্যাদি গুণে অন্য-লেরহইতে শ্রেষ্ঠ, তেমন তাহারা প্রসাদ ও পবিত্রতা গুণে তোমাদের-হইতে শ্রেষ্ঠ হয়। সচরাচর দৃষ্ট হইতেছে যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সুবি-খ্যাত প্রতিষ্ঠাজনক বিদ্যা ও নিপুণতা বিশিষ্ট লোকেরা ধর্ম্মাত্মা-

গুণ সংগুণ প্রাপ্ত নয়, আবার ধর্ম্মাস্বাদক বহু সংগুণ প্রাপ্ত লোকেরা উপরোক্ত ক্ষমতায় দুর্ব্বল। অতএব হে পাঠকগণ, তোমরা বিদ্যা, বাক্‌শক্তি ও জ্ঞানাদিতে অন্যাপেক্ষা অনুত্তম হইতে পার, এবং উহারা আর ২ বিষয়ে, অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত আলাপনে, স্বর্গীয় আনন্দে, নম্রতাতে, ঈশ্বরকে অবলম্বনে, পবিত্র অনুরাগে, এবং ঈশ্বর দৃষ্টিতে পবিত্র ও নির্দ্দোষ আচরণে তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। অপর যদি এক ব্যক্তির অন্য এক জন অপেক্ষা অধিক সীসা ও লৌহ থাকে, কিন্তু অন্য জনের ঘরে যদি সহস্র গুণে বহুমূল্য রজত, কাঞ্চন, মণি, মুক্তা, প্রবালাদি থাকে; তবে কি অধিক সীসা ও লোহা প্রযুক্ত ঐ প্রথম ব্যক্তি অন্য জনকে তুচ্ছ করিতে পারে? এবং যদি করে, তবে কি তাহাকে মূর্খ ও পাগল কহা যাইবে না? তদ্রূপ অতি বিদ্বান ও ক্ষমতাপন্ন লোকেরা অতিশয় প্রসাদ কি না ধর্ম্মাস্বাদক সংগুণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে তুচ্ছ করিলে তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা ও উন্মত্ততা প্রকাশ হয়; তথাচ জগতের ব্যবহার এই মত বটে।

অগস্তিন দুঃখিত হইয়া আপনার কালের বিষয়ে এই কথা কহিয়াছিলেন; 'অবিদ্বানেরা উঠিয়া বলদ্বারা স্বর্গাধিকার করিতেছে, কিন্তু আমরা বিদ্যা লইয়া নরকে অধঃক্ষিপ্ত হইতেছি।' ভিন্ন দেশীয়দের বিখ্যাত প্রেরিত পৌল ইদানিন্তন অধ্যাপক ও গুরুগণহইতে বিদ্যা ও অন্যান্য সদ্গুণেতে অলঙ্কৃত ছিলেন, তথাচ তিনি নীচ ও দুর্ব্বল লোকদের প্রতি আপনাকে নত করিয়া তাহাদের সহিত প্রণয় ও প্রেমালাপ করিতেন। "দুর্ব্বল লোকদিগকে লাভ করিবার জন্যে আমি দুর্ব্বলদের মধ্যে দুর্ব্বলের ন্যায় হইলাম, সর্ব্বপ্রকারে কতক লোকের পরিত্রাণ যেন আমাদ্বারা হয়, এই অভিপ্রায়ে সর্ব্বপ্রকার লোকদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার লোক হইলাম।" ১ ক ৯। ২২। "অতএব মাংস ভোজন যদি আমার ভ্রাতার বিঘ্নজনক হয়, তবে আমি যেন ভ্রাতার বিঘ্ন না জন্মাই, এই নিমিত্তে যাবজ্জীবন মাংস ভোজন করিব না।" ১ ক ৮। ১৩।

এক্ষণকার অধ্যাপকদের তেমন মন নাই, তাহাদের ন্যায় বুঝিতে ও বাক্য কহিতে যাহারা অপারক, ইহাঁরা তাহাদের উপর ক্রোধ বৃদ্ধি করেন, ও কটু কথা কহেন। হে মহাশয়েরা, তুচ্ছীকৃত গুণবানদের মধ্যে স্থিত প্রভুর আত্মাকে তোমরা জয় করিতে পার না, বরঞ্চ তাহাদিগেতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির পরমার্থ সৌন্দর্য্য ও গৌরব, তোমাদের কল্পিত গৌরবকে অন্ধকারযুক্ত করিবে। প্রভুর আত্মা আপন মনোনীত মুক্তা স্বরূপ প্রসাদ, অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মাদত্ত সংগুণকে বিদ্যারূপ বিচালি ও নাড়ার মধ্যে সদা আচ্ছাদিত থাকিতে দিবে না। যিশা ৬০। ১২—১৭।

৪ উপায়। বিবেচনা করিয়া দেখ, নিজ গুণ ও ক্ষমতার প্রতি অহঙ্কার ও নির্ভর করাতে, এবং তদভাব জন্য অন্যকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করাতে, এবং যীশু খ্রীষ্ট যে ২ ভক্তি ও সদ্ব্যবহার এবং বস্তুকে প্রেম করেন, তাহার বিপরীত হওয়াতে তোমাদের গুণ ও ক্ষমতার লোপ হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা আছে। হায়! যাহারা পূর্ব্বে উজ্জ্বল জ্যোতির ন্যায় ছিল, আমাদের মধ্যে এমন অনেকের মহাগুণ ঈশ্বরহইতে নষ্ট হইয়াছে। হায়! তাহাদের আভা মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। "পাল ত্যাগকারি অকর্ম্মণ্য পালকের সন্তাপ হইবে, তাহার বাহুর ও দক্ষিণ চক্ষুর উপরে খড়্গ পতিত হইবে; তাহার বাহু নিতান্ত শুষ্ক হইয়া যাইবে, ও তাহার দক্ষিণ চক্ষু সর্ব্বতোভাবে অন্ধীভূত হইবে।" সিখ ১১। ১৭। ইহা বড় মনস্তাপ ও বিলাপজনক বিষয় বটে, অনেক বুদ্ধিমান উৎকৃষ্ট গুণবান লোকেরা ইহা টের পাইয়া গোপনে বিলাপ করে। কিন্তু যদি পূর্ব্বোক্ত লোক আপনাদের সহিত ঈশ্বর বিচ্ছেদের অধিক চেতন আপনারা প্রাপ্ত হইয়া অনুতাপ পূর্ব্বক নম্র হইত, ও ঈশ্বরের মুক্তা তুল্য ধার্ম্মিকদের প্রতি শিষ্টাচার করিত, এবং আপন বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রতি নয়, কিন্তু কেবল ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিত, তবে বড় ভাল হইত; কেননা তাহা হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া আপন প্রসাদ তাহাদিগকে প্রদান করিতেন, তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের

সুখশ্রী পারমার্থিকভাবে অতি উজ্জ্বল, এবং তাহারা খ্রীষ্টের সম্ভ্রম ও বিশ্বাসিদের বিশ্বাসের উন্নতিজনক হইতে পারিত।

---

৫ অধ্যায়।

পুণ্যবান লোকদের হানিজনক শয়তানের বিবিধ কৌশল আছে, তাহার মধ্যে একটি প্রধান কৌশল এই।

শয়তান তাহাদের মধ্যে অপ্রণয়, অনৈক্য, এবং বিবাদ জন্মাইয়া তাহাদিগকে পরস্পর দংশাদংশি ও গেলাগিলি* করিতে প্রবৃত্তি দেয়। গালা ৫। ১৫। এই আক্ষেপজনক বিষয়ে আমরা নিজে ঠেকিয়া শিখিয়া দৃঢ় প্রমাণ পাইয়াছি। মিসরস্থ ইস্রা- এলীয়েরা যেমত পরস্পর হিংসা করিত, তদপেক্ষা ইদানিন্তন খ্রীষ্টিয়ানেরা পরস্পর অধিক হিংসা করে, তাহাতে কাহার ২ বড় হানি হইয়াছে।

এই কৌশল নিবারণের উপায় নিম্নে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

১ উপায়। পরস্পরের ত্রুটি ও দোষ অপেক্ষা সদ্গুণের প্রতি অধিক বিবেচনা* কর। ভাক্ত বিশ্বাসিরা আপন ২ ভ্রাতাদের দোষ দর্শনার্থে সতত চক্ষুর্বিশিষ্ট হয়, কিন্তু তাহাদের সদ্গুণের প্রতি দৃষ্টি করিবার নিমিত্তে তাহাদের এক চক্ষুও থাকে না, এবং পর- স্পরের ত্রুটি দেখিতে বরং চষ্মা লইবে, তথাচ তাহাদের সদ্গুণকে দেখিবার জন্যে সামান্য দর্পণও গ্রহণ করণে অনিচ্ছুক; ইহা বড় আক্ষেপজনক বিষয়।

---

* ফেবিয়স ব্যাস্পেসিয়ন নামক সম্রাট নিজ বন্ধুদের গুণ প্রকা- শিয়া দোষ ঢাকিয়া রাখিতেন। হে খ্রীষ্টিয়ানেরা! দেবপূজক তোমাদেরহইতে উত্তম, ইহা মনে করিয়া কি লজ্জা পাও না?

হে পুণ্যবানবর্গ, বল দেখি, অন্যদের দৌর্বল্য অথবা তাহাদের উৎকৃষ্ট গুণ, এই দুয়ের মধ্যে কিসের প্রতি অবলোকনে অধিক আহ্লাদিত হও? বল দেখি, বন্ধুদের শত্রু ও রোগ এবং উলঙ্গতা দেখিয়া কি হৃষ্ট হইতে পার? ফলে পাপ যে আত্মার শত্রু ও রোগ ও উলঙ্গতা ইহা তো জ্ঞাত আছ, তবে ইহার উপর যে দৃষ্টিপাত করিতে ভাল বাসে, না জানি, তাহার কেমন অন্তঃকরণ। অপর প্রসাদ অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মাদের সংগুণ খ্রীষ্টিয়ানের উদ্যানস্থ শ্রেষ্ঠ পুষ্প, ও তাহার মুকুটের অত্যন্ত দুর্মূল্য মুক্তা, এবং তাহার রাজবস্ত্র ও রাজত্বের প্রধান বস্তুস্বরূপ, অতএব প্রসাদযুক্ত আত্মা এই উত্তম পদার্থ দর্শন করিলে বড় আমোদিত হয়। পাপ অন্ধকার তুল্য, প্রসাদ জ্যোতিঃ তুল্য; পাপ নরক সদৃশ, প্রসাদ স্বর্গ সদৃশ*; এক্ষণে যদি জ্যোতিঃ ছাড়িয়া অন্ধকারকে এবং স্বর্গ ত্যজিয়া নরককে অধিক অবলোকন করি, তবে কি আমরা উন্মত্তের ন্যায় হইব না?

ও হে পুণ্যবানবর্গ, পরমেশ্বর আপন লোকদের দুর্বলতাহইতে তাহাদের প্রাপ্ত প্রসাদের প্রতি অধিক দৃষ্টি করেন কি না? অবশ্য করিয়া থাকেন। দেখ, দায়ূদ ও আসফের অনেক ত্রুটি থাকিলেও তদপেক্ষা তাহাদের ধার্ম্মিকতার প্রতি ঈশ্বর অধিক দৃষ্টি-পাত করিলেন। আয়ূবের ক্রোধ অপেক্ষা, তিনি তাহার ধৈর্য্যের প্রতি অধিক দৃষ্টি করিলেন; ফলতঃ উহার অধৈর্য্যের উপলক্ষে এক কথা মাত্র নাই। সিকন্দর বাদশাহের মুখে একটি দাগ ছিল, তাহাতে তাঁহার চিত্রকারক তাঁহার একরূপ পট প্রস্তুত করিল, যে দাগের উপরে তিনি যেন হাত দিয়া আছেন। সেইরূপে ঈশ্বর আপন হস্তদ্বারা নিজ লোকের দাগ অর্থাৎ পাপ সম্বরণ করেন। হে পুণ্যবানেরা, তোমরাও ঈশ্বরের ন্যায় হও, এবং তদ্রূপ কর,

---

* পাপ শয়তানের কার্য্য, প্রসাদ ঈশ্বরের কার্য্য। সন্তানের কর্ত্তব্য এই যে পিতার কার্য্যের প্রতি অধিক দৃষ্টি ও মনোযোগ করে।

তাহাতে অনেক পাপ নিবারিত, ও দুষ্ট লোকের কল্পনা নিষ্ফল, ও শয়তান পরাজিত, ও অনেক ক্ষত সুস্থীকৃত, আর অনেক তাপিত মন আপ্যায়িত হইলে ঈশ্বর মর্য্যাদান্বিত হইবেন।

২ উপায়। গম্ভীর ভাবে বুঝিয়া দেখ, প্রেম এবং ঐক্য থাকিলে, তোমাদের মঙ্গল ও নিরাপদ এবং নির্বিঘ্নতা হইবে। অবিচ্ছেদ্য হইলে আমরা অজেয় হইব। জগৎ তোমাদের প্রতি ভ্রূকুটি করিয়া ও শাসাইয়া তোমাদের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা করিলেও কিছু হানি করিতে পারিবে না, যেহেতু তাবৎ মণ্ডলী ও রাজ্যের ঐক্য নিরাপদের শ্রেষ্ঠ উপায় হয়।

আমরা প্লুটার্ক রচিত ইতিহাস পুস্তকে পাঠ করি, সিথিয়া দেশের এক জন রাজা মৃত্যুকালে আপন অশীতি পুত্রগণকে দৃঢ়-রূপে বদ্ধ এক তাড়া তীর ভাঙ্গিতে আদেশ করিলে, পুত্র সকলই যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াও ভাঙ্গিতে অক্ষম হইল; তাহাতে রাজা তীরের বন্ধন মুক্ত করাইলেন, তখন তাহারা অনায়াসে একটি ২ করিয়া সে সকলি ভাঙ্গিতে পারিল। পরে রাজা এই উপদেশ দিলেন, 'হে পুত্রগণ, একত্র থাকিলে তোমরা অজেয় হইবা, কিন্তু তোমাদের ঐক্যতা ভাঙ্গিয়া গেলে তোমরা অনায়াসে নষ্ট হইবা।' এই দৃষ্টান্ত উপরোক্ত কথাতে খাটে।

৩ উপায়। পরস্পরের প্রেমের বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রণিধান কর। তোমাদের এক জনের মন যখন অন্যের বিপরীতে চাগিয়া উঠে, তখন ঈশ্বরাজ্ঞাদ্বারা তাহা চাপিয়া ধর; এবং মনকে কহ, অনাদি অনন্ত ঈশ্বর কি আপন প্রেমকারিদিগকে প্রেম করিতে আদেশ করেন নাই? এবং আজ্ঞা পালন করিলে কি জীবন লাভ আর বিদ্রোহী হইলে কি মৃত্যু প্রাপ্ত হইবা না? অত-এব ঈশ্বরাজ্ঞা মানিতে যত্ন কর, কেননা তাঁহার আজ্ঞা সকল মাদিয়দের অপরিবর্ত্তনীয় ব্যবস্থার মত অটল। হে পাঠকগণ, পশ্চাল্লিখিত ঈশ্বরের আদেশ সকল বিবেচনা কর; যথা "আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও পরস্পর তাদৃশ প্রেম

কর, এই আমার আজ্ঞা।" যো ১৫। ১২। "তোমরা পরস্পর প্রেম বিনা আর কিছুতে কাহার ঋণী হইও না, কেননা যে পরের প্রতি প্রেম করে, তাহাদ্বারা ব্যবস্থা সিদ্ধ হয়।" রো ১৩। ৮। "ভ্রাতৃ প্রেম থাকুক।" ইব্রীয় ১৩। ১। "হে প্রিয়বর্গ, আমরা পরস্পর প্রেম করি, কেননা প্রেম ঈশ্বরহইতে উৎপন্ন; আর যে কেহ প্রেম করে, সে ঈশ্বরহইতে জাত হইয়াছে এবং ঈশ্বরকে জানে।" ১ যো ৪। ৭। এই আজ্ঞাকে নূতন কহা যায়, কেননা মঙ্গল সমাচারে তাহা নূতনীকৃত হইয়াছে, এবং খ্রীষ্টের ব্যবহারদ্বারা তাহার উৎকর্ষ প্রকাশিত হইয়াছে। এতাবৎ মনে স্থান করিয়া পরস্পর অধিক প্রেম কর।

পূর্ব্বকালে দেব পূজকেরা আলোচনা করত দেখিল, যে অতি দুঃসময়ে শিশুগণ স্বীয় ২ পিতৃ মাতৃকর্তৃক বহিষ্কৃত হইলেও পরস্পর অপরিচিত খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে অতিশয় ঐক্যতা এবং সাংসারিক সম্বন্ধের প্রেমহইতে অধিক সৌহার্দ্দ আছে। হায় ২! ইদানিন্তন পুণ্যবানদের মধ্যে যদি এমন ভাব অধিক থাকিত, তবে ভাল হইত। কামাদি রিপুরূপ অগ্নির প্রাবল্য হেতুক একবার পৃথিবী জলমগ্ন হইয়া ধ্বংস হইয়াছিল, এবং প্রেমের অভাব জন্য অগ্নিদ্বারা পুনশ্চ ধ্বংস হইবে, এমন অনুভব হয়।

৪ উপায়। যে ২ বিষয়ে তোমাদের অমেল আছে, তদপেক্ষা যে ২ উৎকৃষ্ট বিষয়ে তোমাদের একই মত তাহা অধিক ধ্যান কর, তাহাতে তোমাদের অন্তরস্থ পাপের দমন ও প্রেমের বৃদ্ধি ও পরস্পর আত্মার ঐক্যতা জন্মিবে। ফলে কেবল অল্প বিষয়ে নয়, অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের এক মত বটে। ধর্ম্মের গুরুতর বিষয় কি না, ঈশ্বর, খ্রীষ্ট, পবিত্র আত্মা ও ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি প্রসঙ্গে তোমাদের ঐক্য আছে; কিন্তু যে কএকটি দুর্জ্ঞেয় বিষয় বহুকালাবধি পরম ধার্ম্মিক ও বিদ্বান লোকেরাও লইয়া বিবাদ করিয়াছেন, কেবল তাহাতে তোমাদের মতান্তর হয়। হে পাঠক মহাশয়েরা, জিজ্ঞাসা করি, হেরোদ ও পীলাত, মুসলমান ও দেবপূজকেরা,

সিংহ ও ভল্লুক, ব্যাঘ্র ও গণ্ডারাদি, অধিকন্তু শয়তানের বাহিনী সকল এক মত হইতে পারে; তবু যদ্দ্বারা খ্রীষ্টিয়ানদের স্বর্গে একত্র হওন নিবারিত হইবে না, এমত অতি ক্ষুদ্র বিষয়ে কেবল যাহাদের মত ভিন্ন, তাহারা কি একচিত্ত হইতে পারে না?

৫ উপায়। গম্ভীর রূপে বিবেচনা কর, পরমেশ্বর "শান্তির ঈশ্বর" বলিয়া বিখ্যাত হইতে আহ্লাদিত হন; তদ্রূপ খ্রীষ্টও "শান্তির রাজা," ও ধর্ম্মাত্মা "শান্তির আত্মা," বলিয়া পরিচয় দেন। "প্রেম ও আনন্দ ও শান্তি ও সহিষ্ণুতা ও দয়া ও সৌজন্য ও বিশ্বস্ততা ও মৃদুতা ও পরিমিত ভোগ এই সকল আত্মার ফল।" গালা ৫। ২২। তবে কেন পুণ্যবান ব্যক্তিরা শান্তির পুত্রগণ নামে বিখ্যাত হইবে না? সুতরাং শান্তির ঈশ্বর, শান্তির রাজা ও শান্তির আত্মাতে প্রেম ও শান্তি চেষ্টা-কারিরা নিজ অধিকারের প্রমাণ পায়, কিন্তু রাগশীল একগুঁয়া মনুষ্যেরা কখন তাহা পায় না। আহা! শান্তির নামেই চিত্তের হর্ষ জন্মে; তাহার ফল মনোরম ও লাভজনক, এবং শত্রুগণের উপরে বড়জয় হইতেও অধিক বাঞ্ছনীয়, ফলতঃ অসংখ্য সুখ তদ্দ্বারা উৎপন্ন হয়।

প্রেম ও শান্তিদ্বারা পুণ্যবানদের বড় মঙ্গলের সম্ভাবনা; বিশেষতঃ তাহারা আপনাদের মধ্যে ঈশ্বরাশীর্ব্বাদ রক্ষিত ও বহুগুণে বর্দ্ধিত হইবে, এবং সাংসারিক লোকের মধ্যে অজেয় ভয়ানক এবং কৃতার্থ হইবে। তদ্দ্বারা শত্রুদের পরামর্শ ও চেষ্টা নিষ্ফল হইলে, বিপক্ষদের হস্ত দুর্ব্বল এবং ভরসা নষ্ট হইয়া যাইবে।

৬ উপায়। ঈশ্বরের সহিত মিলন রাখিতে* একাগ্রমনে চেষ্টা কর। হে খ্রীষ্টিয়ানগণ! এবিষয়ে অমনোযোগদ্বারা বুঝি তোমাদের পরস্পরের ঘৃণা ও অনৈক্য জন্মে। তোমরা কর্ত্তব্য

---

* অধিক জ্ঞানবিষয়ে আশঙ্কা নাই, কিন্তু অল্প কার্য্য করণ বিষয়ে যথেষ্ট ভয় আছে।

মতে ঈশ্বরের সহিত মিলিত থাকিতে চেষ্টা কর নাই, একারণ তোমাদের মধ্যে শান্তি ভগ্ন হইয়াছে; কেননা ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন, "কোন মানুষের গতি পরমেশ্বরের তুষ্টিকর হইলে তিনি তাহার শত্রুদিগকেও তাহার সহিত মিলন করান।" হি ১৬। ৭। অতএব শান্তির সন্তানেরা যদি ঈশ্বরের সঙ্গে মেলপূর্ব্বক তাঁহার সন্তোষ জন্মায়, তবে অবশ্য তিনি ততোধিক তাহাদের পরস্পরের প্রতি শান্তি রক্ষা করাইবেন। সকল প্রাণীই তাঁহার অধীন। দেখ, লাবন সৈন্য সঙ্গে যাকূবের পশ্চাৎ ধাবমান হইল, এবং এযৌ তদ্রূপ সেনাগণ লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল; উভয়েরই বিপক্ষতার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু যাকূব ঈশ্বরের সন্তোষজনক কর্ম্মকারী থাকাতে, তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তিতে এমত ঘটিল যে এক জন প্রস্থান কালে অন্য জন সাক্ষাৎ কালে যাকূবকে চুম্বন দিল; তাহা কেবল নয়, এক জন মিত্রতাসূচক দিব্য, অন্য জন প্রেমাশ্রুপাত করিল, সুতরাং উভয়ের সঙ্গে তাঁহার শান্তি হইল।

৭ উপায়। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যে অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট বিবেচনা কর। ইব্রাহীম এই সম্বন্ধ ভাল জানিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিলেন, যেমত লেখা আছে, "ইব্রাম লোটকে কহিল, আমি তোমাকে বিনয় করি, তোমাতে ও আমাতে এবং তোমার পশুপালকগণ ও আমার পশুপালকগণে বিরোধ না হউক, কেননা তুমি আমার জ্ঞাতি।" আর গীত লেখক এই উৎকৃষ্ট কথা বলিয়াছেন, যথা; "দেখ, যাহারা পরস্পর ভ্রাতা, তাহাদের ঐক্যেতে বসতি করা কেমন উত্তম ও মনোহর।" অপর বিশ্বাসিরা পরস্পর কেবল ভ্রাতৃগণ নয়, কিন্তু একই শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তুল্য। "তোমরা খ্রীষ্টের শরীর, এবং এক ২ জন তাঁহার এক ২ অঙ্গস্বরূপ হইয়াছ।" "আমরা তাঁহার শরীরের অঙ্গ ও অস্থি এবং মাংসের স্বরূপ।" ১ ক ১২। ২৭, এবং ইফি ৫। ৩০। সাংসারিক সামান্য শরীরের অঙ্গ সকল পরস্পা-

রের হিতদায়ক হইতেছে, তবে কি উক্ত পারমার্থিক শরীরস্থ অঙ্গেরা পরস্পরকে ছেদন ও ধ্বংস করিবে? যদি সামান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করে, তবে কি সে স্বাভাবিক নিয়মের বিপর্য্যয় হইবে না? অবশ্য হইবে; এবং খ্রীষ্টের গৌরবান্বিত শরীরের অঙ্গ সকল পরস্পার হিংসাহিংসি করিলে সে কি ততোধিক স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত কার্য্য হইবে না? অপর তোমরা যেমন পরস্পার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ, তেমনি একই সেনাপতি প্রভু যীশুর অধীনে সহযোদ্ধা হইয়া সংসার শয়তান ও ইন্দ্রিয়ের প্রতিকূলে সংগ্রাম করিতেছ। অধিকন্তু তোমাসভার শত্রুত্রয় অর্থাৎ শয়তান ও জগৎদ্বারা তোমরা ক্লেশ পাইয়া সহদুঃখভোগকারী আছ। আর উপরিস্থ যিরূশালাম ও স্বর্গীয় কিনান দেশাভিমুখে তোমরা সহযাত্রি হইতেছ। "এখানে আমাদের কোন চিরস্থায়ি নগর নাই, আমরা সেই ভাবি নগরের অন্বেষণ করিতেছি।" স্বর্গের অধিকারিরা পৃথিবীতে প্রবাসকারী মাত্র। শেষে যদ্রূপ তোমরা সহযাত্রি, তদ্রূপ তোমরা একই মুকুট অধিকারের সহাধিকারীও আছ।

৮ উপায়। অমেলহইতে যে ২ কুফল জন্মে, তদ্বিষয়ে মনোযোগ কর। ধার্ম্মিকদের অনৈক্যদ্বারা খ্রীষ্টের নাম ও ধর্ম্মের নিন্দা হয়, ধর্ম্মমার্গে প্রবেশোদ্যত অনেক লোকেরা বিঘ্নপ্রাপ্ত ও শোকান্বিত হয়; দুষ্টদের মুখ খুলা যায়, এবং ঈশ্বর ও ধর্ম্ম বিষয়ে তাহাদের মন কঠিন হয়। স্মরণ কর, খ্রীষ্টিয়ানদের পরস্পার অমেল হইলে শয়তানের জয় উল্লাস হয়; অতএব হে পাঠকগণ, শয়তানকে জয় উল্লাস করিতে দিও না।

৯ উপায়। গম্ভীর ভাবে বিবেচনা কর, যদি তোমরা প্রথমে শান্তি ও পুনর্মিলন চেষ্টা কর, তবে তাহাতে তোমাদের অপমান নয়, বরং সম্ভ্রম হইবে। দেখ, মান্যবর ইব্রাহীম লোটহইতে ধর্ম্মে ও বয়ঃক্রমে শ্রেষ্ঠ হইলেও প্রথমতঃ আপনি নিজ ভ্রাতৃপুত্রের সহিত শান্তির অন্বেষণ করিলেন; তাঁহার সম্ভ্রমার্থে ঈশ্বর আপন

শাস্ত্রে তাহা দেখাইয়াছেন। শান্তির ঈশ্বর নিজ আত্মা ও দূতগণদ্বারা দীনহীন পাপিদের সঙ্গে শান্তি চেষ্টা করেন। প্রথমে ঈশ্বর আমাদের নিকট শান্তি ঘোষণা করান। "অতএব আমরা খ্রীষ্টের পরিবর্ত্তে দূতের কর্ম্ম করিতেছি, আমাদের দ্বারা ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে সাধ্যসাধনা করিতেছেন, আমরা খ্রীষ্টের পরিবর্ত্তে এই বিনতি করিতেছি তোমরা ঈশ্বরের সহিত সংমিলিত হও।" ২ ক ৫। ২০। ঈশ্বরের প্রসাদ প্রথমে আমাদের প্রতি নামিয়া আইসে, আর জগদধিপতি শয়তান যাহার মনে রাজত্ব করিতেছে, তদ্ব্যতীত ক্রুশার্পিত খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত এ মহৎ প্রসাদের প্রতিবন্ধকতা কে করিতে পারে? আর ঈশ্বর পাপিগণ কর্ত্তৃক অপকৃত হইয়াও প্রথমে আপনি আমাদের সঙ্গে মিলন করিতে চাহেন। "যে অন্য জাতীয় লোকেরা আমার নামে কথন বিখ্যাত হয় নাই, তাহাদের কাছে আমাকে দেখ, আমাকে দেখ, এই কথা আমি কহিয়াছি।" যিশা ৬৫। ১। দীনহীন মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের প্রসাদ কেমন অসীম ও বহুমূল্য! যদ্রূপ কোন লোক সূর্য্য হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করিলেও সূর্য্যের কিরণ তাহার পশ্চাদ্গামী হয়, তদ্রূপ আমরা যদি ধর্ম্মসূর্য্যকে পরিত্যাগ করি, তথাচ তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। খ্রীষ্ট প্রথমে আপনার অস্বীকারকারি পিতর, ও পরিত্যাগকারি অন্যান্য শিষ্যদের কাছে স্বীয় পুনরুত্থানের সম্বাদ পাঠাইলেন; যথা, "তোমরা যাইয়া পিতর প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যগণকে বল, তিনি যে রূপ কহিয়াছিলেন, তদনুসারে তোমাদের অগ্রে তিনি গালীলে যাইবেন, সে স্থানে তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইবা।" মার্ক ১৬ ৭। হে পাঠকেরা, তোমরা অপকৃত হইলে যদি প্রথমে মিলন অন্বেষণ কর, তাহাতে তোমাদের গৌরবের ত্রুটি হইবে না, বরং ঈশ্বরের মত কর্ম্ম করিবা।

হে খ্রীষ্টিয়ানগণ, তোমরা ঐক্যের অন্বেষণ কর বা না কর, ইহা তোমাদের স্বেচ্ছাধীন কার্য্য নহে, বরং সে তোমাদের কর্ত্তব্য

কর্ম্ম হইয়াছে। তোমরা খ্রীষ্টের পশ্চাদ্গামী হইতে স্পষ্ট আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব দৃঢ়রূপে তাহার চেষ্টা কর, "সকলের সহিত নির্ব্বিরোধিতা অনুধাবন কর।" ইব্রী ১২। ১৪। ঐক্য ও পবিত্রতার চেষ্টা যথা সাধ্য করিতে হইবে, কিছুই ত্রুটি করিও না। "দুষ্টাচরণ ত্যাগ করিয়া সৎকর্ম্ম কর, ও প্রীতিভাব চেষ্টা করিয়া তাহাতে যত্নবান থাক।" ৩৪ গী ১৪। ঐ বিষয়ে পৌল প্রেরিত রোমীয়দের প্রতি দৃঢ় উপদেশ দিয়াছেন; বিশেষতঃ, "যাহা শান্তি ও পরস্পরের নিষ্ঠাবদ্ধক তাহাই চেষ্টা করি।" রো ১৪। ১৯। ওহে রাগি ও একগুঁয়া খ্রীষ্টিয়ানেরা; ঈশ্বরের এতাবৎ আজ্ঞা দেখিয়া শুনিয়া কি তোমাদের লজ্জা ও খেদ হইবে না?

আরিষ্টিপস নামে এক জন দেবপূজক আপন শত্রু এস্কিনীসের নিকটে গিয়া কহিল; 'আমরা দেশসুদ্ধ লোকদের নিকটে হাস্যাস্পদ না হইলে কি পরস্পর পুনর্ম্মিলিত হইব না?' তাহাতে এস্কিনীস উত্তর দিল, 'আমি তোমার সঙ্গে মিলন করিতে বড় আহ্লাদিত হই।' পরে প্রথমোক্ত জন বলিল, 'দেখ, আমি তোমাপেক্ষা বয়োধিক ও উত্তম হইলেও আগে আপনি তোমাকে অন্বেষণ করিলাম, ইহা মনে রাখিও।' এস্কিনীস কহিল, 'সত্য বটে, তুমি আমাহইতে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু আমি অগ্রে বিবাদ করিয়াছিলাম, এবং তুমি অগ্রে পুনর্ম্মিলন চেষ্টা করিলা।' এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা, বিচারদিনে ইদানিন্তন বড় ২ ভাক্ত ধার্ম্মিকদের বিরুদ্ধে ঐ আরিষ্টিপস যেন উঠিতে না পারে।

১০ উপায়। ধার্ম্মিকেরা কেবল ঈশ্বরের শাস্ত্রকে আপন ২ কর্ম্ম পরীক্ষার্থে কষ্টিপাথর স্বরূপ লইয়া, প্রসাদ ও পবিত্রতার পথে যে পর্য্যন্ত এক মত হইতে পারে, সে পর্য্যন্ত মিলিত হইয়া একত্রে গমন করুক। প্রেরিত দত্ত এই একটি অত্যুত্তম পরামর্শ, "অতএব আইস, আমরা যত লোক সিদ্ধ আছি, সকলে এমন ভাব করি, আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের অন্য প্রকার

ভাব হয়, তবে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি তাহাও প্রকাশ করিবেন, তথাপি আমাদের যে পর্য্যন্ত জ্ঞানের গতি হইয়াছে, আইস, আমরা তাহাতে একচিত্ত হইয়া এক বিধিতে আচরণ করি। ফি ৩। ১৫, ১৬। হে খ্রীষ্টিয়ান ভ্রাতৃগণ! ঈশ্বরের পথে যে পর্য্যন্ত বিনা দোষে একত্রে প্রেমপূর্ব্বক গতি করিতে পার, সে পর্য্যন্ত যদি না কর ও করিতে না চাহ, তবে ইহাতে ঈশ্বরের সম্ভ্রম ও তোমাদের অনেক হানি, এবং শয়তানের অনেক লাভ হয়। কোন ২ লঘু বিষয়ে তোমাদের অমেল থাকা প্রযুক্ত তোমরা একসঙ্গে প্রার্থনা,* শাস্ত্র শ্রবণ ও কথোপকথন, এবং পাপজন্য খেদ কর না, এবং করিতে বাঞ্ছাও কর না, ইহা তোমাদের বড় দোষ ও লজ্জার বিষয় বটে। কতিপয় লোকদের ৫০ ক্রোশ পর্য্যন্ত যাইতে হইলে যদি তাহারা একই রাস্তা দিয়া ৪৯ ক্রোশ যাইতে পারে, তবে কেবল এক ক্রোশ স্বতন্তর পথ প্রযুক্ত এক সঙ্গে চলিতে অসম্মত হইলে তাহাদিগকে কি নির্ব্বোধ ও পাগল কহা যাইবে না? কিন্তু এরূপ অনেক খ্রীষ্টিয়ানদের ব্যবহার আছে: তাহারা অল্পল্প বিষয়ে মিলিতে অপারক বলিয়া বহু বিষয়ে ঐক্য করিতে সমর্থ হইলেও ঐক্য করে না। পরমেশ্বর ইহাদিগকে কশাঘাতদ্বারা শোধন করিয়া এ রোগহইতে সুস্থ করিবেন।

কষ্টি পাথর স্বরূপ ঈশ্বরের বাক্যদ্বারাই তাবৎ ব্যক্তি ও ক্রিয়ার বিচার কর। "তাহারা শাস্ত্রের ও সাক্ষ্য কথার স্থানে অন্বেষণ করুক; যদি এইরূপ কথা না কহে, তবে তাহাদের দীপ্তি নাই।" যিশ ৮। ২০। যদ্দ্বারা শেষ দিনে সকলের বিচার হইবে, তদ্দ্বারাই এইক্ষণেও সকল মনুষ্য ও বস্তুর বিচার করা উচিত; খ্রীষ্ট

---

* প্রার্থনার বড়ই শক্তি। স্কটল্যাণ্ডদেশে এক জন সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মঘোষক ছিলেন, তাঁহার নাম জান্ নক্স। মেরি নাম্নী রাণী তদ্বিষয়ে কহিতেন, আমি দশ সহস্র সেনাগণ অপেক্ষা নক্স সাহেবের প্রার্থনাতে অধিক ভীতা হই।

কহিয়াছেন, "যে কেহ আমাকে অশ্রদ্ধা করে, এবং আমার কথা অগ্রাহ্য করে, তাহার দোষ অন্যে নিশ্চয় করিবে; ফলতঃ যে কথা আমি কহিয়াছি, সেই কথা শেষদিনে তাহাকে দোষি করিবে।" যো ১২। ৪৮।

১১ উপায়। আত্মবিচারে সচেষ্ট হও। "আমরা যদি আপনাদের বিচার করি, তবে দণ্ড পাইব না।" ১ ক ১১। ৩১। যদি খ্রীষ্টিয়ানেরা অন্তঃকরণের সহিত আপনাদের বিচার ও দোষি করণে অধিক রত হইত, তবে পরের বিচার ও নিন্দাবাদে এত পটু হইত না; এবং যাহাদের সহিত কিছু২ ভিন্ন মত তাহাদের বিরুদ্ধে এত নিষ্ঠুর হইত না। যাহারা আপনাদের বিচার করিয়া থাকে, তাহারা অন্যের বিচার করিতে অত্যন্ত ভীত হয়; তাহারা মনুষ্য ও বস্তু সকলকে যথার্থ বিচার করণার্থে অতিশয় মনোযোগ করে, কাহারো মন্দ চিন্তা করিতে কিম্বা কহিতে, তাহারা কম্পান্বিত হয়, কারণ তাহারা নিজ দুর্বলতা ও দোষ জ্ঞাত প্রযুক্ত অন্যের বিচারে সাধ্য মতে আনুকূল্য ও উত্তম অনুভব করিতে ত্রুটি করে না। যাহারা কখন আপনাদিগকে দোষি না করিয়া অবিবেচনাপূর্ব্বক ও অসভ্যরূপে পুনঃ২ অন্যকে দোষি করে, তাহাদের প্রতি আমার একটি নিবেদন আছে, অর্থাৎ তাহারা যেন পশ্চাৎ লিখিত শাস্ত্রীয় পদ সকল প্রতিদিন প্রাতে যৎকিঞ্চিৎ বিবেচনা করে। "তোমরা পরের বিচার করিও না, তাহাতে তোমাদেরও বিচার হইবে না। কেননা যেরূপ বিচারে তোমরা পরের বিচার কর, তদ্রূপ বিচারে তোমাদেরও বিচার হইবে।" ম ৭। ১, ২। "দৃষ্টিমাত্রানুসারে বিচার না করিয়া যথার্থ বিচার কর।" যো ৭। ২৪। "যে যাহা ভোজন করে, সে তদ্ভোজনে অসম্মত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা না করুক; এবং যে যাহা ভোজন না করে, সে তদ্ভোক্তাকে দোষি না করুক, যেহেতুক ঈশ্বর তাহাকে গ্রাহ্য করিয়াছেন।" রো ১৪। ৩। "অতএব উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে কোন বিচার করিও না; প্রভুর আগমনের অপেক্ষা কর,

তিনি অন্ধকারস্থিত গুপ্ত বিষয় সকল দীপ্তিময় করিবেন, এবং মনের গুপ্ত পরামর্শ সকল ব্যক্ত করিবেন, তাহাতে ঈশ্বরহইতে প্রত্যেক জনের প্রশংসা হইবে।" ১ ক ৪। ৫।

১২ উপায়। সর্ব্বাপেক্ষা নম্রতারূপ বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইতে সযত্ন হও। ১ পি ৫। ৫। নম্র ব্যক্তি ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তিযুক্ত, উত্তম ক্রিয়াতে ফলবান্, দুঃখভোগে হৃষ্ট, এবং পবিত্রাচরণে সদা প্রস্তুত হয়। নম্র ব্যক্তি খ্রীষ্টের সেবার্থে মহৎকার্য্যে যেমন উদ্যত তেমনি নীচতম ধার্ম্মিক লোকের সেবার্থে ক্ষুদ্রতম কার্য্যেও তৎপর হয়। যো ১৩। ৫। সে ব্যক্তির সাংসারিক আহার অতি সামান্য বটে, কিন্তু তাহার পারমার্থিক খাদ্য উপাদেয় বস্তু, সে কি না, ঈশ্বর, খ্রীষ্ট, ও গৌরব। নম্রতা থাকিলে মনুষ্য আপনার অভিশাপ দাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে এবং আপনার তাড়নাকারিদের জন্যে প্রার্থনা করিতে পারক হয়। নম্র লোক খ্রীষ্টের উপযুক্ত শিষ্য, এবং দূতগণের সহচর। নম্রান্তঃকরণ ঈশ্বরের বাসস্থান, প্রসাদের আধার, এবং গৌরবের উপযুক্ত পাত্র। নম্রতাদ্বারা ধর্ম্মাত্মাজাত সদ্গুণ প্রতিপালিত ও আমাদের সুখ সৌভাগ্য রক্ষিত হয়, এবং পবিত্রাচরণ বৃদ্ধি পায়। নম্র ব্যক্তি অন্য-বস্তুতে সন্তোষ, পাপে মিষ্টতা, এবং খ্রীষ্ট বিনা নির্দ্ধারিত নিয়মে চিত্তোল্লাস, এই তিন বস্তু প্রাপ্ত হয় না, আর তাহার আত্মা সর্ব্বদা ক্ষুধিত হয়। সে খ্রীষ্টকে পরমপুরুষার্থ বোধ করে, এবং যাহাতে ঈশ্বরকে ভোগ করিতে পায়, এমন প্রত্যেক কর্ত্তব্য এবং মঙ্গলজনক কর্ম্মে আহ্লাদিত হয়। নম্র লোক অন্য লোকদের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত বিলাপ করে, এবং তাহাদের ধর্ম্মাত্মাজাত গুণ প্রযুক্ত অতিশয় আহ্লাদিত হয়। ১ থি ১। ২—৬। নম্র ব্যক্তি অত্যন্ত নীচ অবস্থাতে শান্ত ও সন্তুষ্ট থাকে, এবং অন্যের সৌভাগ্যে ঈর্ষা করে না; বরং সে প্রসাদে বলবানকে সমাদর করে, এবং দুর্ব্বলের হস্তে হস্ত দিয়া তাহার সাহায্য করে। ইফি ৩। ৮। মনুষ্য নম্রতাদ্বারা অন্যাপেক্ষা ধনী হয়, তথাচ সে আপনাকে মনুষ্যদের মধ্যে অত্যন্ত

অকিঞ্চন বোধ করে*। নম্র মনুষ্য আপনার অত্যল্প কিন্তু অন্যান্য-দের অনেক গুণ দেখে। হে খ্রীষ্টিয়ান ভ্রাতৃগণ, যদিও বিশ্বাস বলবান যোদ্ধার ন্যায় ধর্ম্মাত্মাজাত গুণ সকলকে রক্ষা করে, এবং ধাত্রী হইয়া তাহা প্রতিপালন করে, তথাচ নম্রতা তাহাদের মহা সৌন্দর্য্যজনক আভরণ তুল্য হয়। খ্রীষ্টিয়ানেরা যদি নম্রতাতে বৃদ্ধি পাইত, তবে তাহাদের ভাব ও ব্যবহারে কটুতা ও নির্দ্দয়তার হ্রাস এবং বিনয় ও ধীরতার বৃদ্ধি হইত। নম্রতাদ্বারা মনুষ্য-গণ আপনাদিগকে ক্ষুদ্র ও অন্যদিগকে মহৎ ঠাহরায়, আপনা-দিগেতে অধিক পামরতা ও পাপিষ্ঠতা, কিন্তু অন্যদিগেতে অনেক গৌরব ও উৎকৃষ্টতা দর্শন করে। এক জন নম্র ব্যক্তি এরূপ কহিতেছেন, 'আমি বোধ করি, খ্রীষ্টিয়ানদের এক্ষণেও সৌভাগ্য আছে, পরকালে আরো ভাল হইবে; তাহারা নূতন যিরূশালমের অন্তঃপাতি স্থানে এখন আছে, কিন্তু অনতি বিলম্বে তথায় প্রবিষ্ট হইবে।' খ্রীষ্টিয়ানেরা অধিক নম্র হইলে তাহাদের মধ্যে রাগ, দ্বেষরূপ অগ্নির অল্পতা, এবং প্রেমাগ্নির বাহুল্যতা হইবে।

---

৫ অধ্যায়।

যেমন ধার্ম্মিক লোকদের নাশ করণার্থ শয়তান পূর্ব্বোক্ত কৌশল যোজনা করে, তেমনি অজ্ঞান মূঢ় ব্যক্তিদিগের নিমিত্তেও কৌশল করিয়া থাকে। বিশেষতঃ;

শয়তান মূর্খ লোকদিগকে অজ্ঞানতা ভাল বাসিতে এবং জ্ঞানোপায় অবহেলা ও তুচ্ছ করিতে প্রবর্ত্ত করে। অজ্ঞানতা

---

* নম্র ব্যক্তি বায়লেট নামক এক বিলাতীয় পুষ্পের ন্যায়। সে ক্ষুদ্র পুষ্প মস্তক নত করিয়া পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, তাহাতে কেবল আপনার সৌরভদ্বারা প্রকাশিত হয়।

ভ্রম ও ক্লেশ ও পাপকে জন্মায়, এবং নরক গমনের রাজপথ স্বরূপ হয়। সে মনুষ্যগণকে একেবারে শয়তানের বন্দি ও দাস করিয়া দেয়, এবং তাহাদের মহত্ত্ব ঘুচাইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত করায়; তাহা কেবল নয়, কিন্তু ধ্বংসনীয় পশুহইতেও তাহাদিগকে অধিক দুর্দশাগ্রস্ত করে। মূর্খ ব্যতীত অন্য লোকেরা এমত সহজে পুনঃ২ শয়তানের ফাঁদে পড়ে না। ইহারা শয়তানের সঙ্গে সমস্ত দিন যুদ্ধ করিতে অনায়াসে চালিত হয়, তথাচ রাত্রে খ্রীষ্টের সহিত ভোজন করিবে, এমন বোধ করে।

শয়তানের এ কৌশল নিবারণের উপায় কহি, শুন।

১ উপায়। গম্ভীর ভাবে বিবেচনা কর, অজ্ঞান অন্তঃকরণ বড় মন্দ। 'জ্ঞানশূন্য আত্মা ভাল নয়।' হিতো ১৯। ২। এরূপ অন্তঃকরণ অন্ধকারস্থিত, সুতরাং সে কোন মঙ্গল প্রাপ্ত হয় না, যেহেতু বুদ্ধিরূপ পথ রুদ্ধ থাকে। "তোমার চক্ষু যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হইবে।" ম ৬। ২৩। অসুস্থ বুদ্ধি হইলে অন্তঃকরণও অসুস্থ হইবে, অজ্ঞান অন্তঃকরণ বিশিষ্ট লোকেরা ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়; তাহারা ফিরৌণের ন্যায় ঈশ্বরকে অনন্ত তুচ্ছ করে।

২ উপায়। বিবেচনা কর, যেমন অন্ধতা প্রযুক্ত বদন শ্রীভ্রষ্ট, তেমনি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আত্মা শ্রীভ্রষ্ট হয়; যদ্রূপ চক্ষুর অভাবে মুখের সৌন্দর্য্য থাকে না, তদ্রূপ মানসিক চক্ষুর অভাবে আত্মার সৌন্দর্য্য হয় না। অজ্ঞান মনুষ্য কেমন, না যেমন হস্তহীন কারিগর, ও চক্ষুহীন চিত্রকর, চরণহীন যাত্রি, পাইলহীন জাহাজ, পক্ষহীন পক্ষী, এবং আত্মাহীন শরীর।

৩ উপায়। অজ্ঞানতা মনুষ্যগণকে ঈশ্বরের ঘৃণা ও ক্রোধপাত্র করে। দায়ূদও কহিয়াছেন, "আমি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সেই বংশের প্রতি বিরক্ত হইয়া কহিলাম, এই লোকেরা অন্তঃকরণে ভ্রান্ত হইয়া আমার পথ চিনে না। এই কারণ আমি ক্রোধে এই শপথ করিলাম, তাহারা আমার বিশ্রামে বিশ্রান্ত

হইবে না।" ৯৫ গী ১০, ১১। "সেই লোকেরা অজ্ঞান, একারণ তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তাও তাহাদের প্রতি মমতা করিবে না, ও তাহাদের নির্ম্মাণকর্ত্তা তাহাদের প্রতি দয়া করিবে না।" যিশো ২৭। ১১। "তৎকালে ঈশ্বরানভিজ্ঞ লোকদিগকে ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের অনাজ্ঞাবহ সকলকে তিনি জ্বলন্ত অগ্নিতে সমুচিত দণ্ড দিবেন।" ২ থি ১। ৮। অজ্ঞানতা ঈশ্বরহইতে দণ্ডরূপ ফল পাইবে*। মনুষ্যেরা যদি কোন অন্ধ ব্যক্তিকে দেখে, তবে তাহাকে ঘৃণা না করিয়া দয়া করে; কিন্তু হায় ২! জ্ঞানান্ধ ব্যক্তি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণার্হ। অজ্ঞান লোকেরা কখন স্বর্গে প্রবেশ করিবে না, প্রবেশ করিতে পারিলেও সেস্থান তাহাদের পক্ষে দুঃখজনক হইবে। ঈশ্বর শপথ করিয়া কহিয়াছেন, "জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত আমার প্রজাগণ বিনষ্ট হইতেছে; এবং হে যাজক তুমিও জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করিতেছ, অতএব আমিও তোমাকে অগ্রাহ্য করিব, তুমি আর আমার যাজক হইবা না; তুমি আপন ঈশ্বরের শাস্ত্র বিস্মৃত হইতেছ, একারণ আমিও তোমার সন্তানগণকে বিস্মৃত হইব।" হোশে ৪। ৬।

৪ উপায়। বিবেচনা করিয়া দেখ, অজ্ঞানতা বিষম পাপ; তাহা মনুষ্যদিগকে অন্যান্য তাবৎ পাপে লইয়া যায়। অজ্ঞানতা সকল পাপের কারণ হয়। "তোমরা ধর্ম্মপুস্তক এবং ঈশ্বরের শক্তি না বুঝিয়া ভ্রান্ত হইতেছ।" ম ২২। ২৯। তদ্দ্বারা মনুষ্যেরা ধার্ম্মিকদিগকে ঘৃণা ও তাড়না করে। "লোকেরা তোমাদিগকে অন্তবহির্ভূত করিবে, বরঞ্চ এমন সময় আসিতেছে যে সময়ে তোমাদিগকে হননকারি প্রত্যেক লোক মনে ২ কহিবে, আমি ঈশ্বরের গ্রাহ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলাম। তাহারা যে তোমাদের প্রতি এমন আচরণ করিবে তাহার কারণ এই, তাহারা পিতাকে জানে না, এবং

* অজ্ঞান লোকেরা ঈশ্বরের পথ হারাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই; তথাচ তাহারা নরক হারাইবে না।

আমাকেও জানে না।" যো ১৬। ২, ৩। পৌল তদ্রূপ কহেন, খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি আমার নিষ্ঠুরাচরণ অজ্ঞানতাহইতে হইয়াছিল। "আমি অবিশ্বাস প্রযুক্ত অজ্ঞান হওয়াতে পূর্ব্বে নিন্দক ও তাড়নাকর্ত্তা ও দুরাত্মা ছিলাম।" ১ তী ১। ১৩। অজ্ঞানতা বশতঃ যিহূদীয়েরা খ্রীষ্টকে ক্রুশে হত করিয়াছিল; খ্রীষ্ট বলিলেন, "হে, পিতঃ, উহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা কি করিতেছে তাহা জানে না।" লূ ২৩। ৩৪। "এই জগতের অধিপতিদের মধ্যে কেহ সেই জ্ঞানের পরিচয় পায় না, কেননা যদি পাইত, তবে বিভব অধিকারি প্রভুকে ক্রুশে বধ করিত না।" ১ ক ২। ৮। প্রথমতঃ পাপই অজ্ঞানতার মূল ছিল, কিন্তু এক্ষণে অজ্ঞানতা সকল পাপের মূল হয়। ভবিষ্যদ্বক্তা কহেন; "দিব্য, মিথ্যা কথা ও নরহত্যা ও চুরি অতি প্রচলিত হইয়াছে, এবং নিরন্তর রক্তপাত হয়, কেননা দেশে সত্যতা ও দয়া ও ঈশ্বরীয় জ্ঞান নাই।" হো ৪। ১, ২। অজ্ঞান লোক যেমন পাপাচরণে সাহসী ও পুনঃ২ রত, তেমনি আর কেহ হয় না। তাহারা ঈশ্বর, খ্রীষ্ট, স্বর্গ, ধর্ম্ম, ও আপনাদের আত্মার বিরুদ্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই কহে, কিছু ভয় করে না। "তাহারা বিদ্রূপ করে, ও মন্দ বাক্য কহে, ও দৌরাত্ম্য বিষয়ে দর্প কথা কহে। তাহাদের মুখ আকাশবাণী কহে, এবং তাহাদের জিহ্বা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে। এই কুকর্ম্মকারিদের কি কিছুই জ্ঞান নাই? তাহারা অন্নের ন্যায় আমার লোককে গ্রাস করে, ও পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে না।" ৭৩ গী। ৮। ৯। ও ১৪। ৪।

শয়তানের কৌশল

ও

তন্নিবারক উপায়।

পঞ্চম খণ্ড।

যদ্দ্বারা শয়তান দীনহীন পাপিগণকে প্রভু যীশুর আশ্রয় লওন ও তদবলম্বন পূর্ব্বক সুসমাচারানুযায়ি চির স্বর্গসুখ ভোগার্থে কেবল তাঁহার উপর নির্ভর করণ নিবারিত করে, এমন কৌশল চতুষ্টয়, এবং তত্তদুপায় এই খণ্ডে লিখিত হইতেছে।

---

১ অধ্যায়।

খ্রীষ্টেতে পাপির বিশ্বাস নিবারণার্থে শয়তানের প্রথম কৌশল এই।

শয়তান মনুষ্যের পাপের গুরুত্ব ও অতি মন্দতা দর্শাইয়া কহে, ‘এ কি! তুমি খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে এত ভারি দোষ করিয়াও তাঁহার নিকটে দয়া পাইবা, ইহা কি মনে করিতেছ? তুমি কতবার

তাঁহার দয়াকে অবজ্ঞা করিয়াছ, এবং ধর্ম্মাত্মাকে বিরক্ত ও ধর্ম্ম শাস্ত্রকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছ, এবং যথাসাধ্য কুবাক্য কহিতে ও কুক্রিয়া করিতে ত্রুটি কর নাই! যিরি ৩। ৫। অতএব ঈশ্বরের দান, দয়া, ক্ষমাদি তাহা তুমি কখনই পাইবা না; অন্যেরা তাহা পাইতে পারিবে, কিন্তু তুমি পাইবা না।'

এই কৌশল নিবারক উপায় পশ্চাৎ লিখিতেছি।

১ উপায়। বিবেচনা কর, তুমি যদি ভারি অপরাধ করিয়া থাক, তবে তাহাতে তোমার জন্যে এক জন ত্রাণকর্ত্তার অধিকে আবশ্যক আছে। তোমার বোঝা যদি বড় গুরুতর হয়, তবে তাহা বহনার্থে তোমার সাহায্যকারি এক জনের অতিবাদ প্রয়োজন বটে। তোমার ক্ষত যদি বড় গভীর হয়, তবে তোমার অস্ত্র চিকিৎসকে বড় প্রয়োজন; তোমার পীড়া বড় ভয়ানক হইলে কবিরাজে তোমার অতিশয় আবশ্যক। কিন্তু আমার বোঝা অতি ভারী, এই নিমিত্তে আমি সাহায্য চাহি না, আমার ক্ষত গভীর, এই নিমিত্তে আমি মলম যাচ্ঞা করিব না, আমার রোগ ভয়ানক, এই নিমিত্তে আমি বৈদ্যের নিকট যাইব না: যে এরূপ কথা কহে, সে অবশ্য পাগল। তদ্রূপ 'আমার পাপ গুরুতর, এই নিমিত্তে আমি খ্রীষ্টের কাছে যাইব না, তাঁহার উপর নির্ভর ও অবলম্বন করিতে আমার সাহস হয় না, ইত্যাদি,' যে এমন বিবেচনা করে, সে কি পারমার্থিক ভাবে পাগল নহে? হায় ২! এ তর্ক শয়তানের ন্যায়, শাস্ত্রের অনুযায়ি নয়। বরং এই মত বিচার করা উচিত, বিশেষতঃ; 'আমার পাপ অতিশয় গুরুতর, তাহাতে দয়া ও ক্ষমা প্রাপ্তি আমার অতি আবশ্যক; এবং আমি এই নিমিত্তে খ্রীষ্টের নিকট যাইব, কেননা তিনি দয়া করিতে আহ্লাদিত ও আপন নামানুরোধে পাপ ক্ষমাকারী।' মীখা ৭। ১৮। যিশ ৪৩। ২৫।

২ উপায়। পাপহইতে প্রত্যাগমনশীল আত্মার প্রতি প্রসাদ ও দয়ার অঙ্গীকার দত্ত হইয়াছে, ইহা স্মরণ কর। সুতরাং,

যদ্যপিস্যাৎ তুমি ঘোর পাপিষ্ঠ হইয়াছ, তথাচ তাহাহইতে ফিরিলে ঈশ্বর তোমার প্রতি দয়া ও ক্ষমা করিবেন। ২ বংশা ৩০। ৯। যিরি ৩। ১২। যো ২। ১৩। এ সকল পদ পাঠ করিয়া দেখ। "দুষ্টলোক আপনার পথ ও অধার্ম্মিক লোক আপন মনের সঙ্কল্প ত্যাগ করুক, সে পরমেশ্বরের প্রতি ফিরুক, তাহাতে তিনি তাহার প্রতি দয়া করিবেন, এবং আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরুক, কেননা তিনি ক্ষমা করণে মহান্।" যিহিস্কেলের ১৮ অধ্যায়েও সেইরূপ কথা আছে।

ওহে পাতকি! তোমার মহা২ অপরাধের নিমিত্তে তুমি দয়াহইতে বহিষ্কৃত হইবা, তাহা নয়; বরঞ্চ যদি অনুতাপদ্বারা পাপরজ্জু ছেদনপূর্ব্বক দয়ার আকর স্বরূপ খ্রীষ্টের নিকট আইস, তবে গ্রাহ্য হইবা। প্রত্যাগমনকারি অপব্যয়ি পুত্রকে আলিঙ্গন করণার্থে তাঁহার অন্তঃকরণ ও হস্ত সুপ্রসারিত আছে। তোমার পাপের গুরুত্ব প্রযুক্ত নয়, বরং তাহাতে তোমার দৃঢ়রূপে রত থাকন প্রযুক্ত তোমার অনন্ত সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা।

৩ উপায়। গম্ভীর মনে বিবেচনা কর, অতিবড় পাপিগণও দয়া প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব তুমি যে দয়া পাইতে পারিবা না, স্বর্গস্থ তাবৎ দূতগণ, ও পৃথিবীস্থ তাবৎ মনুষ্যগণ, এবং নরকস্থ তাবৎ পাপাত্মাগণ, এমত কথা কহিতে পারে না। মিনশি রাজা এক জন অতি প্রসিদ্ধ পাপি ছিলেন; তাহাতে পরমেশ্বর ইস্রাএলদের সম্মুখে যাহাদিগকে নষ্ট করিয়াছিলেন, সে কিনানীয় লোকহইতেও তিনি যিহূদীয়িদিগকে অধিক দুষ্টাচরণ করাইলেন, এবং যিরূশালমে নির্দ্দোষি ব্যক্তিদের রক্তপাত করিলেন। এতাবৎ কার্য্যেতে তিনি শয়তানের অবতার স্বরূপ আপনাকে দেখাইলেন; তথাচ তিনি পশ্চাৎ মন ফিরাইয়া নম্র হইয়া প্রভুর অন্বেষণ করাতে, প্রভু সদয় হইয়া তাঁহার নিবেদন শুনিলেন, এবং তাঁহাকে যিরূশালমে আনিয়া তাঁহার কাছে আপনার পরিচয় দিয়া দয়া ও স্নেহরূপ মুকুটে তাঁহাকে বিভূষিত করিলেন; ২ বংশা ৩৩ অ এতদ্বিবরণ

লিখিত আছে। অপর পৌল এক কালে ঈশ্বরনিন্দক, তাড়নাকারী ও অপকারক থাকিয়া পরে দয়া প্রাপ্ত হইলেন। ১ তী ১। ১৩। খ্রীষ্ট কি ততোধিক করিবেন না? দুষ্টতম বিদ্রোহির প্রতিও তিনি করুণার্দ্রচিত্ত আছেন। আহা! তোমরাও যদি আইস, তবে দেখিতে পাইবা তিনি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত, এবং দয়াতে পরিপূর্ণ। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট প্রধান বিদ্রোহিগণকেও দয়া করিয়া গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন। কল ১। ১৯। ও ২। ৩, ৪। নিহি ৯। ১৭।

হে পাতকিবর্গ! এমন করুণাদ্বারাও তোমাদের মন যদি দ্রবীভূত ও পরাজিত হওত খ্রীষ্টের প্রতি আকর্ষিত না হয়, তবে তোমরা অবিলম্বে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে দোষী হইয়া এমন দয়া অবহেলা প্রযুক্ত অনন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইবা। পাপিরা যেন প্রত্যাগমন করত অনুগ্রহ প্রাপ্ত্যর্থে খ্রীষ্টের পদতলে নত হয়, এ নিমিত্তে তিনি এখনও তাহাদের প্রতি দয়া ও প্রসাদরূপ শুভ্র পতাকা উড্ডীয়মান রাখিতেছেন; কিন্তু দুষ্টেরা যদি নিয়ত অবশীভূত থাকে, তবে তিনি রক্তবর্ণ পতাকা টাঙ্গাইয়া দিলে তাহারা দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া চিরধ্বংস হইবে। হে পাপিগণ, যদি খ্রীষ্টের লৌহ দণ্ডাঘাতে চূর্ণ না হইতে চাহ, তবে তাঁহার সুবর্ণ রাজদণ্ড চুম্বন কর, নতুবা উপায়ান্তর নাই।

৪ উপায়। বিবেচনা কর, তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের কোথাও লিখিত নাই যে মহাদুষ্ট পাপিগণও মোক্ষার্থে খ্রীষ্টকে গ্রহণ, বিশ্বাস, ও তাঁহাতে বিশ্রাম করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছেন। হায় ২ পাপিগণ, তোমরা কেন আপনারা আপনাদের প্রতি এমন নির্দ্দয় হইবা? খ্রীষ্ট তোমাদিগকে দয়াহইতে বর্জ্জন করেন নাই, তবে তোমরা কেন আপন ২ আত্মাকে নষ্ট করিবা? আমি বিনয় করিয়া বলি, তোমরা এই ২ উৎকৃষ্ট শাস্ত্রীয় বচন ধ্যান কর। "পিতা আমাকে যত লোক দেন, সেই সকলে আমার নিকটে আসিবে; এবং যে কেহ আমার নিকটে

আসিবে, তাহাকে আমি কোনক্রমে দূর করিব না।” “যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য ও সদাকাল পর্য্যন্ত সেই আছেন।” যো ৬। ৩৭। ১ ক ৬, ৯—১১। ইব্রী ১৩। ৮। বিশেষতঃ এই একটি উৎকৃষ্ট শাস্ত্র বচন; “তখন পিতর মুখ ব্যাদান করিয়া কহিল, সত্য, ঈশ্বর কাহারো মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্তু তাবৎ জাতির মধ্যে যে কেহ তাঁহাকে ভয় করিয়া ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহার গ্রাহ্য হয়, ইহা আমি বুঝিলাম।” প্রে ১০। ৩৪, ৩৫।

৫ উপায়। বিবেচনা কর, তোমরা যদি মহাপাপী হও, তবে তোমাদিগের রক্ষা করণে খ্রীষ্টের বড় সম্মান জন্মিবে। “তিনি আপন প্রাণের যন্ত্রণারূপ ফল দেখিয়া তৃপ্ত হইবেন।” যিশ ৫৩। ১১।

৬ উপায়। গম্ভীররূপে বিবেচনা কর, খ্রীষ্টের নিকট আসিতে যত বিলম্ব করিবা, ততই তোমার পাপের বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; কেননা কেবল খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্মিলনদ্বারা পাপের প্রতিকূলে শক্তি পাওয়া যায়। রো ৮। ১০। ১ যো ১। ৬, ৭। অতএব খ্রীষ্টহইতে দূরে থাকিলে, যদ্দ্বারা বলবান শত্রু শয়তানকে পদতলে দলাইতে, ও জয়ি রিপুগণকে জয় করিতে, এবং জাদুৎ সদৃশ খ্রীষ্টের তুচ্ছকারিদিগকে ধ্বংস করিতে সক্ষম হও, এমন শক্তিহইতে দূরে থাক। ফলতঃ মনুষ্যেরা কেবল খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করণদ্বারা পাপ, শয়তান, নরক, এবং জগতকে পরাজয় করিতে পারে। ১ যো ৫। ৪। কেবল বিশ্বাসদ্বারা সেই বলবানের হস্ত পদ বদ্ধ করা যায়, ও সকল পারমার্থিক পীড়া সুস্থ হয়, এবং মনুষ্য পাপদমনে ক্ষমতাপন্ন ও পরাজয় করণে সুখ প্রাপ্ত হয়। যথা বিশ্বাস অত্যন্ত সবল, তথা পাপ অত্যন্ত দুর্ব্বল; যে ব্যক্তি বড় বিশ্বাসী তাহার কামাদি রিপু শুষ্কপ্রায় আছে। হে পাতকিবর্গ! ত্রাণকর্ত্তাতে বিশ্বাস ব্যতীত পাপের দোষ, মল ও পরাক্রমহইতে প্রকৃতরূপে মুক্তি পাইবার অন্য কোন উপায় নাই; ইহা স্মরণ কর। প্রতিজ্ঞা করণ, বা ক্রন্দন অথবা বিলাপাদি-

দ্বারা কিছু হইবে না; পরন্তু তোমার পক্ষে অতি বলবান যে পাপরূপ শরীর তাহাকে বিশ্বাসদ্বারা জয় করিতে পারিবা; আর যদি জয় না কর, তবে সে তোমাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইবে।

৭ উপায়। জ্ঞানপূর্ব্বক প্রণিধান কর, প্রধান পাপিরাও খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিতে গেলে তাঁহাতে সাহসহীন হইবার কোন কারণ পায় না, বরঞ্চ তাহারা বিলক্ষণরূপে সাহস সূচক যথেষ্ট প্রবৃত্তি পায়। পর ১। ৩। তাঁহার স্বভাব ও ইচ্ছা ও নাম এবং পদ ত্রয়, অর্থাৎ রাজা, যাজক ও ভবিষ্যদ্বক্তা, এই সকল যদি বিবেচনা কর, তবে দেখিতে পাইবা, প্রধান পাপিরা তাঁহার স্মরণ লইতে ও তাঁহাতে বিশ্বাস করিতে সাহসহীন হইবার কারণ প্রাপ্ত না হইয়া বরং পূর্ণ আশ্বাস পাইবার প্রবৃত্তি পাইতে পারে। কল ১। ১৯। ও ২। ৩। ৫। ১০। খ্রীষ্টই সকলের পরম গ্রহণীয়, সর্ব্ব প্রয়োজনীয়, ও সর্ব্বোত্তম পদার্থ। তিনি যথার্থ, অথচ অনন্ত পরমায়ুর্দায়ক, এবং আত্মা সন্তোষক সুধা স্বরূপ। হে পাপি সকল, তোমরা কি দরিদ্র? তোমাদিগকে ধনি করণার্থে খ্রীষ্টের বহু স্বর্ণ আছে। তোমরা কি উলঙ্গ? তোমাদের পরিধানার্থে তাঁহার ধর্ম্মরূপ রাজবস্ত্র আছে। তোমরা কি অন্ধ? তোমাদের দৃষ্টি প্রসন্ন করণার্থে তাঁহার অঞ্জন আছে। তোমরা কি ক্ষুধিত? তোমাদের ভক্ষ্যার্থে তিনি আপনি মান্না স্বরূপ আছেন। তোমরা কি তৃষ্ণান্বিত? তোমাদিগকে স্নিগ্ধ করণার্থে তিনি অমৃত জলের উনুই স্বরূপ আছেন। তোমরা কি ক্ষতযুক্ত? তোমাদের আরোগ্যার্থে তাঁহার নিকটে ঔষধ আছে। তোমরা কি পীড়িত? তোমাদের স্বাস্থ্যার্থে তিনি চিকিৎসক আছেন। তোমরা কি বন্দী? তিনি তোমাদের মুক্ত্যর্থে স্বীয় প্রাণরূপ মূল্য প্রদান করিয়াছেন। অতএব তাঁহাতে বিশ্বাস কর, তাহা করিলে, "তোমাদের পাপ রক্তবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্ল বর্ণ হইবে, সিন্দুর বর্ণের ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেষ লোমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইবে।" যিশা ১। ১৮। অধিকন্তু তোমাদের

পাপ সকলের ক্ষমা হইবে, তিনি তাহার স্মরণ আর করিবেন না, বরঞ্চ আপন পশ্চাদভাগে তাহা নিক্ষেপ করিবেন, এবং সমুদ্রের গম্ভীর জলে ফেলিয়া দিবেন।

৮ উপায়। গম্ভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখ, খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করা তোমাদের নিতান্ত আবশ্যক আছে। "যাহারা ভীরু ও অবিশ্বাসী ইত্যাদি তাহাদের অংশ প্রজ্বলিত গন্ধকময় অগ্নিহ্রদের অধিকার, তাহাই দ্বিতীয় মৃত্যু।" প্র ২১। ৮। খ্রীষ্ট কহেন, "আমি সেই ব্যক্তি, ইহা যদি বিশ্বাস না কর, তবে নিজ পাপে মরিবা।" যো ৮। ২৪। যে ব্যক্তি আপন পাপে মরে, সে আপন পাপের সহিত বিচারাসনে আর নরকে যাইবে; কেননা প্রত্যেক অবিশ্বাসী দণ্ডের পাত্র হয়, যেমত যোহন কহিয়াছেন, "যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে, সে দণ্ডের পাত্র হয় না; কিন্তু যে কেহ বিশ্বাস না করে, সে এখনি দণ্ডের পাত্র আছে; যে হেতুক সে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই। যে কেহ পুত্রেতে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন পায়, যে কেহ পুত্রকে না মানে, সে জীবনের দর্শন পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের কোপ তাহার উপরে থাকিবে।" যো ৩। ১৮, ৩৬। ওহে পাতকিগণ, ব্যবস্থা ও সুসমাচার, এবং তোমাদের নিজ ২ বিবেক তোমাদের উপর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছে, আর খ্রীষ্টে বিশ্বাস বিনা তদ্দণ্ড এড়াইবার অন্য উপায় নাই, একারণ আমার পরামর্শে অবধান কর। ভক্তিভাবে খ্রীষ্টকে ধরিতে যত্নশীল হও, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখ, এবং তাবৎ উত্তম ও সম্পূর্ণ দান যাঁহাহইতে আইসে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করত আকাশ ও পৃথিবীহইতে বহুমূল্য বিশ্বাস তিনি যে পর্য্যন্ত না দেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে ছাড়িও না; তাহাতে তোমরা জীবনে সুখী, ও মরণে আনন্দিত, এবং খ্রীষ্টের দিনে গৌরবান্বিত হইতে পারিবা। যিশা ৬৪। ৭।

---

২ অধ্যায়।

পাপিদের খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করণের বাধা জন্মাওনার্থে শয়তানের দ্বিতীয় কৌশল এই।

সে তাহাদের অযোগ্যতা দেখাইয়া এইরূপ কহে; 'হায় ২! মহা দুঃখভাজন যে তোমরা, তোমরা তিলার্দ্ধ দয়ার যোগ্যও নহ, তোমাদের মত জঘন্য অভাজনদিগকে খ্রীষ্ট যে কখন স্বীকার ও গ্রহণ করিবেন, ইহা কি ঠাহরাইতেছ? তাহা কখন হইতে পারে না! তোমাদের কিছু উপযুক্ততা থাকিলে তোমরা যে খ্রীষ্টের শিষ্য ও ভ্রাতৃগণ হইবা, ইহাতে তিনি সম্মত হইলে হইতে পারিবেন বটে; কিন্তু তোমরা নিতান্ত অনুপযুক্ত। তোমরা তাঁহাকে আপন ঘরে স্থান দিতে অযোগ্য, তবে কেমন করিয়া আপনাদের অন্তঃকরণের মধ্যে গ্রহণ করিবা?'

শয়তানের এই কৌশল নিবারণের উপায় লিখিতেছি।

১ উপায়। ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বর কোথাও খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণের পূর্ব্বে মনুষ্যের কোন যোগ্যতা অনুসন্ধান করেন না, ইহা গম্ভীর ভাবে বিবেচনা কর। মনোযোগপূর্ব্বক সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রে আলোচনা কর, তাহাতে পাপ মোচন ও ঈশ্বরাশীর্ব্বাদ প্রাপণার্থে খ্রীষ্টে বিশ্বাস ও বিশ্রাম করিবার অগ্রে ঈশ্বর মনুষ্যের নিকটে কোন যোগ্যতা অপেক্ষা করেন, ইহার একটি কথা মাত্রও উল্লেখ পাইবা না; তবে খ্রীষ্টের নিকট আসিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর যাহা তোমাদের ঠাঁই না চাহেন, তাহা তোমাদের বিশ্বাসের প্রতিবন্ধক কেন হইবে? আহা পাতকিগণ! খ্রীষ্টের সহিত তোমাদের যেন চিরকাল অমেল থাকে, এতন্নিমিত্ত শয়তান এরূপ বাধা জন্মায়, ইহা স্মরণ করিও। অতএব অনুপযুক্ত হইলেও খ্রীষ্টের কাছে আইস, এবং তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া বিশ্রাম লও; তাহাতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সুখী হইবা। যো. ৬। ৪০, ৪৭।

২ উপায়। অপর জ্ঞান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখ, যাহারা আপনাদিগকে অযোগ্য বুঝিয়াছে, কেবল তাহারাই খ্রীষ্টকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাহইতে দয়া ও ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টের কাছে আগমনের অগ্রে বা তাঁহাতে বিশ্বাস করিবার পূর্বে, মথি, সক্কেয়, মিনশি, পৌল, ও লুদিয়া প্রভৃতির কী যোগ্যতা ছিল? অবশ্য কিছুই ছিল না। অতএব হে পাতকিবর্গ, খ্রীষ্ট অকৃতি অভাজন পাপিদিগকে অত্যন্ত দয়া করিয়া উৎকৃষ্ট আশীর্বাদ এবং অত্যুচ্চ মর্য্যাদা দিয়াছেন, এজন্য তোমরা ক্লান্ত এবং নিরাশ না হইয়া সহিষ্ণুতা ও স্থিরতাপূর্ব্বক প্রভুহইতে পরিত্রাণের অপেক্ষাতে থাক।

৩ উপায়। তোমরা যোগ্যপাত্র না হইলে যদ্যপি খ্রীষ্টের নিকট আসিতে না পার, তবে তোমাদের আসা কখনই হইবে না। তোমরা কখনই খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত এক হইবা না, সুতরাং তোমাদিগকে চিরকাল দুঃখে থাকিতে হইবে। যিশ ৫০। ১১। ঈশ্বর যীশুতে তাবৎ সদ্গুণ ও যোগ্যতা রাখিয়াছেন, অতএব মনুষ্যদের উচিত তাঁহাহইতে পাইতে যত্ন করে। খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণ ব্যতীত অকৃতি অভাজন ব্যক্তিদিগের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। বিশ্বাসদ্বারা ক্রীত দাসগণ উপযুক্ত সন্তান, এবং শত্রুরাও যোগ্য বন্ধুগণ হইয়া উঠে। খ্রীষ্টের পুণ্য ও প্রায়শ্চিত্ত এবং উত্তরসাধকতা ইত্যাদি দ্বারা যোগ্যপাত্র হয় যে বিশ্বাসি লোক, তদ্ব্যতীত ঈশ্বর আর কাহাকে যোগ্যপাত্র জ্ঞান করেন না। যো ১। ১২। যা ২। ১২।

৪ উপায়। গম্ভীর মনে বিবেচনা কর, তোমরা যদি মনোযোগ করিয়া আপন ২ অন্তঃকরণ পরীক্ষা কর, তবে দেখিবা যে খ্রীষ্টের নিকটে যোগ্যতা লইয়া আসিতে হয় এ ভ্রমের মূল তোমাদের অহঙ্কার ও অজ্ঞানতা মাত্র। তাঁহার নিকট গ্রহণীয় হওনার্থে কিছু দ্রব্য সঙ্গে আনিতে ইচ্ছা কর, রিক্ত হস্তে আসা তোমাদের বাঞ্ছা নয়। যিশায়িয়ের ৫৫ অধ্যায়ে ১, ২ পদে প্রভু উচ্চৈঃস্বরে কহেন; "হে তৃষিত লোকেরা, তোমরা জলের কাছে

আইস, হে অর্থহীন সকল, তোমরা আসিয়া খাদ্য ক্রয় কর, ও ভোজন কর, ইত্যাদি।" এস্থলে প্রভু অর্থহীন অযোগ্য লোকদিগকে তাঁহার বহুমূল্য অনুগ্রহ বিনামূল্যে গ্রহণার্থে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু পাপি লোকেরা তমোরূপ অজ্ঞানতাতে পূর্ণ আছে; তাহাদের অর্থ নাই, এবং যোগ্যতা নাই, এপ্রযুক্ত রিক্ত হস্তে আসিতে আহূত হইলেও আসিতে চাহে না। ওহে পাপিগণ! বিনামূল্যে পাইতে পার যে মঙ্গলসমাচার সম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব অমূল্য সুমিষ্ট দুগ্ধ ও দ্রাক্ষারস, তাহা ত্যজিয়া শূকরপাল মধ্যে থাকিয়া তাহাদের খাদ্য খোসা স্বরূপ সাংসারিক বস্তু মনোনীত কর যে তোমরা, তোমাদের চিরধ্বংস হওয়া ন্যায় সঙ্গত বটে। এক্ষণে শেষ কথা এই, তোমরা অযোগ্যতা প্রযুক্ত প্রভু যীশুকে আপনাদের ত্রাণকর্ত্তারূপে গ্রহণ করিতে পার না, এমত নহে, কিন্তু অহঙ্কারই তৎপ্রতিবন্ধক হয় ইহা স্মরণ কর।

---

৩ অধ্যায়।

পাপিদের খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করণের বাধা জন্মাওনার্থে শয়তানের তৃতীয় কৌশল এই।

সে কহে: 'হে মনুষ্যেরা! খ্রীষ্টকে গ্রহণার্থে তোমাদের মন প্রস্তুত নয়, তজ্জন্যে যে মানসিক গুণ অপেক্ষা করে, তাহা তোমাদের নাই। তোমাদের মন নম্র ও যাথার্থিক নয়, পাপের নিমিত্তে তোমাদের মনঃপীড়া নাই, অন্যকামুকের ন্যায় পাপ প্রযুক্ত তোমরা ভয় ও আতঙ্কে আক্রান্ত হও নাই; একারণ প্রভু যীশুকে গ্রহণ করিতে যে পর্য্যন্ত তোমাদের মন প্রস্তুতীকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমাদের বিলম্ব করিতে হইবে।'

শয়তানের এ কৌশল নিবারণের উপায় এই. ২।

১ উপায়। বিবেচনা কর, শয়তানের উক্ত কথানুসারে যাহাদের মন প্রস্তুতীকৃত ছিল না, এমন লোকেরাও খ্রীষ্টকে গ্রহণ ও বিশ্বাস করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। মথি যখন করসংগ্রহ স্থানে বসিতেছিল, তখন যীশু তাহাকে আহ্বান করিলেন; এবং সে আহ্বান এতাদৃশ শক্তিযুক্ত ছিল, যে মথি তাহার বশীভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ খ্রীষ্টের পশ্চাদ্গামী হইল। মথি ৯। ৯। সে যে কোন ভয় বা আতঙ্কে আক্রান্ত হইয়াছিল, আমরা এমন পাঠ করি না। অপর সক্কেয় ও পৌল ও কারারক্ষক, এবং লুদিয়ার মনঃ-পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাহারা কি২ মানসিক গুণযুক্ত হইয়া প্রস্তুতী-কৃত হইয়াছিল! লূ ১৯। ৯। প্রে ১৬। সুসমাচারের মৃদু মধুর স্বরদ্বারা ঈশ্বর কাহাকে২ আনয়ন করেন; ফলতঃ ইহারা প্রায় সকলে অত্যন্ত নম্র, ও সৎকর্ম্মরূপ ফলে অত্যন্ত ফলবান, এবং উৎকৃষ্ট খ্রীষ্টিয়ান লোক হইয়া থাকে। ব্যবস্থা অথবা সুসমাচার-দ্বারা, ঈষদ্ হাস্য অথবা ভ্রূকুটিদ্বারা, স্বর্গ কিম্বা নরকের কথা ইত্যাদি যে কোন উপায়দ্বারা মনুষ্যের মন আকর্ষণ করেন, এবিষয়ে ঈশ্বর স্বেচ্ছাধীন আছেন। তিনি সীনয় পর্ব্বতহইতে কোন২ ব্যক্তিদের উপর বজ্রপাত করিয়া তাহাদিগকে তদ্দ্বারা পরাজয় করেন, অন্যদিগকে মৃদুস্বরে কথা কহিয়া পরাজয় করেন। হে ব্যবস্থাদ্বারা খ্রীষ্টের নিকট আকর্ষিত মনুষ্যগণ, যাহারা সুসমা-চারদ্বারা আকর্ষিত, তোমরা তাহাদিগকে দোষি করিও না; আর যাহারা সুসমাচারদ্বারা খ্রীষ্টের নিকট আহূত হইয়াছ, তোমরাও অন্যদিগকে তুচ্ছ করিও না। কেহ২ অগ্নি ঝড় ও তুফানদ্বারা খ্রীষ্টের কাছে আনীত হয়, অন্যেরা ধীর বায়ুদ্বারা সহজে তাঁহার নিকট চালিত হয়। যে কোন উপায়দ্বারা হউক, খ্রীষ্টের নিকট আইলে চরিতার্থ হওয়া যায়।

২ উপায়। নিম্ন লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্র খণ্ডাবলি পাঠ ও প্রণিধান কর। হিব্রো ১। ২০, ৩৩, এবং ৮ অ ১—১১ এবং ৯ অ ১—৬। যো ৩। ১৪—১৮, ৩৬। ইহাতে বিলক্ষণরূপে প্রতীতি

হইবে, যে দীনহীন পাপিষ্ঠগণ খ্রীষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবার এবং তাঁহাকে গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিবার কোন প্রকারে যোগ্যপাত্র না হইয়াও সুসমাচার অনুসারে সুখ ও আশীর্বাদ প্রাপণের জন্য তাঁহাতে প্রত্যয় ও বিশ্রাম এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিতে পারে। প্রকা ৩। ১৫—২০। প্রকাশিত বাক্যের উপরোক্ত স্থলে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দণ্ডায়মান হইয়া লায়দিকেয়ানদের দ্বারে আঘাত করিতেছেন, তাহারা তাঁহার সহিত এবং তিনি তাহাদের সহিত ভোজন করিবেন, অর্থাৎ পরস্পর প্রেমালাপ হইবে, ইহাতে তাঁহার পরম সন্তোষ।

এক্ষণে বল দেখি, লায়দিকেয়ানেরা খ্রীষ্টের সহিত প্রেমালাপ করিতে পারিবে, এমন তাহাদের কী যোগ্যতা ছিল? অবশ্য কিছুই ছিল না, কেননা তাহারা কদুষ্ণ ছিল, অর্থাৎ উষ্ণ নয়, শীতলও নয়। তাহারা নিজে দীনহীন, ও দুঃখী, ও দরিদ্র, ও অন্ধ, ও উলঙ্গ ছিল; তথাপি খ্রীষ্ট আপন পরম দয়া ও পরোপকারি প্রেম প্রকাশার্থে এমত অত্যন্ত অপকৃষ্ট পাপিদিগকে প্রকৃতরূপে প্রস্তুতীকৃত বা গুণ-যুক্ত না থাকিলেও আপনাকে গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেছেন।

৩ উপায়। গম্ভীর মনে বুঝ, সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন স্থানেও ঈশ্বর বলেন না যে যীশুর কাছে আসিবার, অথবা তাঁহাকে বিশ্বাস করণের পূর্বে, কোন যোগ্যতার আবশ্যকতা আছে।* কিন্তু তিনি খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণ পাপিগণের মহৎ কর্ম্ম কহিতেছেন; যাহারা শাস্ত্রজ্ঞ, তাহারা ইহা ভাল জানে।

কেহ যদি আপত্তি করিয়া কহে, খ্রীষ্ট কি এমত কথা বলেন নাই, "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।" মথি ১১। ২৮।

* রো ৪। ৫। ঈশ্বর পাপিকে পুণ্যবান করিয়া গণনা করেন; সকলই স্বভাবতঃ পাপিষ্ঠ, তিনি যে পাপিকে পুণ্যবান করিয়া গণনা করেন ইহা সান্ত্বনাদায়ক বিষয়, নতুবা কাহারো ভরসা থাকিত না।

এই আপত্তির ও উত্তর দিতেছি।

প্রথম উত্তর। যদিও পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল নিমন্ত্রিত হয়, তথাচ কেবল আগমন ও বিশ্বাসকারিদের প্রতি বিশ্রাম দেওনের অঙ্গীকার দত্ত হইতেছে।

দ্বিতীয় উত্তর। যাহারা ভারি বোঝারূপ পাপ ও ঈশ্বরের ক্রোধরূপ ভারে ভারাক্রান্ত, তাহাদের বিশ্রামার্থে খ্রীষ্টের কাছে আসা কর্ত্তব্য, উক্ত পদে ইহা প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু কেবল ইহারাই আসিতে পারে, এবং যীশুর নিকট আসিবার পূর্ব্বে সকলেরই পাপও ঈশ্বরের ক্রোধ বিষয়ে এরূপ চেতন পাইয়া অবশ্য আসিতে হইবে, সে পদে এমন কথা প্রতিপন্ন হইতেছে না।

দীনহীন পাপিরা আপনাদের পাপ এবং ঈশ্বরের ক্রোধ জানিয়া ভারাক্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থে একর্ম্ম এবং ও কর্ম্ম করে, এ নিয়ম এবং ও নিয়ম পালন করে, এবং এ বস্তুহইতে আর ও বস্তুহইতে বিশ্রাম অন্বেষণ করে; কিন্তু যদি খ্রীষ্ট বিনা বিশ্রাম পাওয়া যাইত, তবে তিনি পৃথিবীতে নামিতেন না। অতএব তিনি মিষ্টস্বরে এমত লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, এবং তাহাদের আশ্বাস যেন হয়, তন্নিমিত্তে বিশ্রাম প্রদানার্থে আপনি অঙ্গীকার করিতেছেন। তিনি কহেন, আইস, আমি তোমাদিগকে কেবল বিশ্রামের বিষয় জ্ঞাত করিব, কিম্বা তদ্বিষয়ের কথা কহিব, তাহা নয়; বরং আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমি সত্যতাতে পূর্ণ, আমি মিথ্যা কহিতে পারি না, আমিই বিশ্রাম দিব। বিশ্রাম প্রদানার্থে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা ও অধিকার আছে, হে ভারাক্রান্ত পাপিরা আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। বিশ্রাম অতি বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক, এবং তোমাদের পক্ষে পরম মঙ্গল বটে; অতএব খ্রীষ্ট কহেন, আমার নিকট আইস, অর্থাৎ আমাতে বিশ্বাস কর, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। ঈশ্বরের সহিত শান্তি এবং তোমাদের বিবেকের সহিত শান্তি প্রদান করিব, তোমাদের প্রচণ্ড মানসিক

বায়ুকে আমি নির্ব্বাণ করিব, যাহা জগৎ প্রদান করিতে এবং হরণ করিতে অসমর্থ, আমি তোমাদিগকে এমন বিশ্রাম দিব।

তৃতীয় উত্তর। কেবল একটি পদে কিছু ঈশ্বরের সম্যক্ অভিপ্রায় ব্যক্ত তাহা নয়, অতএব এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় উপায়ে যাহার উল্লেখ করিয়াছি, এই পদের সহিত সে সকলের তুলনা করিলে বুঝিবা, যে যদিও মনুষ্যেরা এ প্রকারে পাপদ্বারা ভারাক্রান্ত ও পরিশ্রান্ত, এবং তাহাদের মন ভয় ও আতঙ্কে আবৃত না হয়, তথাচ তাহারা খ্রীষ্টের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ ও অন্তঃকরণে আলিঙ্গন করিতে পারে।

৪ উপায়। বিবেচনা কর, পাপার্থে তাবৎ অনুতাপ, ভাবনা, লজ্জা, এবং বিলাপ, এ সকল খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসহইতে নির্গত হয়; যেমন উনুইহইতে শ্রোত, এবং মূলহইতে শাখা, তদ্রূপ। "তাহারা যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে এবং তাঁহার জন্যে অদ্বিতীয় পুত্রশোকের ন্যায় শোক করিবে।" সিখ ১২। ১০ পদ। সুসমাচার সম্বন্ধীয় তাবৎ বিলাপ বিশ্বাসহইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে: তাহারা প্রথমতঃ দৃষ্টি পশ্চাৎ বিলাপ করিবে।

---

৫ অধ্যায়।

পাপিদের খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করণ নিবারণার্থে শয়তানের চতুর্থ কৌশল এই।

সে তাহাদের মনে এমন ২ চিন্তা জন্মায়; যথা 'খ্রীষ্ট আমাদিগকে ত্রাণ করিতে অনিচ্ছুক হয়েন। তিনি ত্রাণ করিতে সমর্থ বটেন, কিন্তু আমাদের ন্যায় দুরাত্মাগণকে রক্ষা করিতে তাঁহার কি ইচ্ছা আছে? কখনও নয়, যেহেতু আমরা তাঁহার রক্ত পদতলে দলাইয়াছি, এবং যাবজ্জীবন তাঁহার বিপরীতে বিদ্রোহাচরণে কালযাপন করিয়া আসিতেছি।'

এ কৌশল নিবারণার্থে পশ্চাল্লিখিত বিষয় বিবেচনা কর।

১। পাপিদেরই ত্রাণার্থে খ্রীষ্ট স্বর্গহইতে পৃথিবীতে আসিয়াছেন, অতএব স্পষ্টরূপে প্রতীতি হইতেছে যে তাহাদের মুক্তিতে তিনি অবশ্য ইচ্ছুক হন। "আমি ধার্ম্মিকদিগকে আহ্বান করিতে আসি নাই, কিন্তু মন ফিরাইতে পাপিদিগকে আহ্বান করিতে আসিয়াছি।" মথি ৯। ১৩। অধিকন্তু ১ তী ১। ১৫ পদ দেখ।

২। অপর তিনি পাপিদের মুক্তির জন্যে আপন গৌরব পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে তাহাদের ত্রাণে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি আপন পিতার ক্রোড় ত্যজিলেন, আপন তেজস্বি রাজপরিচ্ছদ ছাড়িলেন, আপন গৌরবান্বিত কিরীট মস্তকহইতে খুলিলেন, এবং আপন উজ্জ্বল দূতবর্গহইতে কিছু কালের মত বিদায় হইলেন। পাপিদের উদ্ধার সাধন করণার্থে এতাবৎ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলেন।

৩। পাপিরা যেন ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যবানরূপে গণিত ও ঈশ্বরের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারে, এজন্যে খ্রীষ্ট পাপ, ক্লেশ, যন্ত্রণা এবং ঈশ্বরের ক্রোধরূপ সমুদ্র পার হইয়াছিলেন; ইহাতেও পাপিদের ত্রাণে তাঁহার ইচ্ছা ভালরূপে ব্যক্ত হইতেছে। ২ করি ৫। ১৯, ২০।

৪। ঈশ্বরের সহিত পাপিদিগকে পুনর্ম্মিলিত করিতে বিনতি করণার্থে তিনি যে সকালে ও বিলম্বে আপন প্রতিনিধিগণকে তাহাদের কাছে পাঠাইতেছেন, তদ্দ্বারা পাপিদের মুক্তিতে তাঁহার অভিমত প্রকাশিত হইতেছে।

৫। যাহারা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদ্বারা ত্রাণ লইতে চাহে না, তাহাদের কারণ তাঁহার খেদদ্বারা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা হইতেছে, যে তিনি পাপিদিগকে রক্ষা করিতে চাহেন বটে। "তিনি নিজ অধিকারে আইলেন, কিন্তু তাঁহার পরিজন তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না।" যো ১। ১১। তথাচ যো ৫। ৪০। "তোমরা জীবন পাইবার নিমিত্তে আমার নিকটে আসিতে চাহ না।"

৬। পাপি মন ফিরাইলে তাঁহার পরমাহ্লাদ হয়, ইহাতে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ হইতেছে। "আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এক জন পাপী মন ফিরাইলে স্বর্গে যত আনন্দ হয়, নিরানব্বই জন ধার্ম্মিক অর্থাৎ যাহাদের মন পরিবর্ত্তন করা অনাবশ্যক, এমত লোকদের বিষয়ে তত আনন্দ হয় না।" লূক ১৫। ৭। পিতা পরমেশ্বর আপন অপব্যয়ি পুত্রের প্রত্যাগমনে আহ্লাদিত হন, খ্রীষ্ট আপন প্রাণের যন্ত্রণার ফল দেখিয়া আহ্লাদিত হন, ধর্ম্মাত্মা বাস করণার্থে আর একটি মন্দির পাইয়া আহ্লাদিত হন।

---

৫ অধ্যায়।

এক্ষণে সাত প্রকার মিথ্যা উপদেশকের বর্ণনা করিয়া এই খণ্ড সমাপ্ত করিব।

ভণ্ড উপদেশকগণ শয়তানের দূত ও প্রতিনিধি। সে তাহাদের দ্বারা মনুষ্যগণের বহুমূল্য আত্মাকে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক মুগ্ধ ও চির-ধ্বংস করিয়া ফেলে।* যিরি ২৩। ১৩। মীখ ৩। ৫। ইহারা মনুষ্যদিগকে লোভ দেখাইয়া যথার্থ পথহইতে বহির্ভূত করিয়া ভ্রমরূপ বিপথে লওয়ায়। খ্রীষ্ট কহেন, "মিথ্যা ভবিষ্যদ্ব-ক্তাদের বিষয়ে সাবধান হও," মথি ৭। ১৪, ১৫। ইহারা আত্মা সংহারক। ফি ৩। ২। এবং ইহারা চুম্বন করিয়া হত করে। যে পর্য্যন্ত বহুমূল্য আত্মাগণ অনন্ত অগ্নিতে না পড়ে, সে পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে কহে, ভয় নাই, শান্তি ২। নীম্ন লিখিত বর্ণনাদ্বারা এপ্রকার শিক্ষকদিগকে জানা যায়।

১। তাহারা মনুষ্য তোষক হইয়া চিত্ত শোধনার্থে নয়, কিন্তু কর্ণ সুখ জন্মাইতে প্রচার করিয়া থাকে। যিশ ৩০। ১০। যিরি

---

* প্রে ২০। ২৮।—৩০। ২ ক ১১। ১৩, ১৫। ইফি ৪। ১৪। ২ তী ৪। ৩, তিত ১। ১১, ১২। ২ পি ২। ১৮, ১৯।

৫। ৩০, ৩১। তাহারা ভয় ও আদরপূর্ব্বক নয়, বরঞ্চ আপন বিজ্ঞতা ও বাক্‌পটুতাদি প্রকাশ করণের অভিপ্রায়ে পবিত্র বিষয়ে বক্তৃতা করে। তাহারা আত্মা সংহারক, এবং অপটু অস্ত্র-চিকিৎসকের মত কেবল ক্ষতের ছাল তুলিয়া থাকে, কিন্তু আরাম করিতে অপারক হয়। তাহারা মনুষ্য সন্তোষার্থে স্তব করিয়া তাহাদের হানি জন্মায়। স্তাবকতা অতি অপকারক, তদ্দ্বারা আহাব, হেরোদ, নীরো, এবং সিকন্দর প্রভৃতি রাজগণ বিনষ্ট হইয়াছিলেন। তাহারা নরকের প্রধান পাণ্ডা স্বরূপ। রোমদেশের সম্রাট বার্লীরিয়ন ভাল বলিয়াছেন, যথা: "কটু কথা নয়, কিন্তু মিথ্যা প্রশংসার কথা তাবৎ অনর্থের মূল।"

২। ভাক্ত উপদেশকেরা খ্রীষ্টের অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রতিনিধি-দিগকে অনাদর তুচ্ছ ও নিন্দা করিতে সযত্ন হয়। দেখ কোরহ দাথন এবং অবিরাম, মূসা ও হারোণের অপবাদপূর্ব্বক কহিল, তোমরা আত্মাভিমানী, যেহেতু তাবৎ মণ্ডলীই পবিত্র। গণ ১৬। ৩, ৯। অপর আহাবের ভাক্ত উপদেশকগণ ধার্ম্মিক মীখায়কে উত্তম উত্তর দিতে না পারিয়া চপেটাঘাত করিল। ১ রাজা ২২। ২৪। অধিকন্তু ভাক্ত শিক্ষকদেরদ্বারা ভিন্নদেশীয়গণের প্রধান প্রেরিত পৌল কেমন প্রতিকূলাচরণ ও অনাদর পাইয়াছিলেন। ২ ক। ১১। ১০। তাহারা তাঁহাকে তুচ্ছ করিল, এবং যথার্থ পণ্ডিত হইলেও মূর্খ বোধ করিল। আর আমাদের ধন্য প্রভু অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ কর্ত্তৃক সেইরূপ আচরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহার সম্ভ্রম নষ্ট করিয়া আপনাদের সম্ভ্রম স্থাপন করিতে প্রাণ-পণে যত্ন করিত। আমার বোধ হয়, ভাক্ত শিক্ষকবর্গ অগস্তি-নের এই বাক্য ভুলিয়া যায়, অর্থাৎ "যাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার যশোনাশে প্রবর্ত্ত হয়, তাহারা অনিচ্ছাপূর্ব্বক আমার পুরস্কার জন্মাইবে।"

৩। তাহারা আপন বুদ্ধি ও অন্তঃকরণে কু কল্পনা ও মিথ্যা ভাণ রচনা করিয়া থাকে। মথি ২৪। ৪, ৫, ১১, ১৪। তীত ১।

১০। যিহি ১৪। ১৪ এবং ২৩। ১৬। তাহারা শয়তানের বড় হিত-দায়ক, আর যদি আত্মার চিকিৎসক নিবারণ না করেন, তবে ঈশ্বরের ন্যায় বিচারে নরকে মহা দোষির ন্যায় তাহাদের বিলক্ষণ দণ্ড হইবে।

৪। ব্যবস্থা ও সুসমাচার সম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয় ছাড়িয়া তাহারা মনুষ্যদের আত্মার সম্বন্ধে লঘুতর বস্তুর প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ করে। ১ তীম ১। ৫—৭। মথি ২৩। ২৩। ভাক্ত শিক্ষকেরা ব্যবস্থার ক্ষুদ্র বিষয়ে বড় সাবধান, কিন্তু প্রধান বিষয়ে অবহেলা করে। ১ তীম ৬। ৩—৫। তাহারা যদি নিতান্ত কপটী না হয়, তবে আমার কোনই জ্ঞান নাই। রোমী ২। ২২। ধরামণ্ডল তাহাদিগকে ধারণে শোকান্বিতা আছে, এবং নরক তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুতীকৃত আছে। মথি ২৪। ৫১।

৫। ভাক্ত শিক্ষকেরা সুশ্রাব্য বক্তৃতা এবং সুদৃশ্য হেতুবাদ ও বাক্যালঙ্কার ইত্যাদিদ্বারা সুশোভন করত আপনাদের আপদজনক মত ও কুৎসিত প্রবঞ্চনাকে প্রকাশ করে। চিনির ঠোসে বিষ দিলে ভোক্তা তাহা আহ্লাদপূর্ব্বক খাইবে, ইহা তাহারা জ্ঞাত আছে; ফলতঃ তাহারা অত্যন্ত অপকারক ও প্রাণনাশক বটিকা সুবর্ণে মণ্ডিত করে, কিন্তু অবশেষে তাহাদের বাগাড়ম্বরের অসত্যতা ব্যক্ত হইবে।

৬। উক্ত প্রকার উপদেশকেরা মনুষ্যদের সদ্ব্যবহার করাণ অপেক্ষা তাহাদিগকে আপন২ মতাবলম্বি করণে অধিক চেষ্টা পায়। মথি ২৩। ১৫। লোকদের জ্ঞানের বিষয়ে আপনারা ভাবিত হয়; তাহারা অন্তঃকরণ অর্থাৎ অনুরাগ, ও ব্যবহার শুধরাইতে মনোযোগ করে না, ইহাতে তাহারা আপনাদের পিতা শয়তানের মত হয়।

৭। ভাক্ত উপদেশকেরা নিজ শিষ্যগণহইতে লাভ চেষ্টা করিয়া থাকে। ২। পি ২, ১—৩। তোমাদের নিস্তারাপেক্ষা তোমাদের সম্পত্তির প্রতি তাহাদের অধিক দৃষ্টি; তোমাদের পরি-

জাপাপেক্ষা আপনাদের সেবাতে তাহাদের অধিক মনোযোগ। তাহারা তোমাদের ধনগ্রাহক হইলে শয়তান যদি তোমাদের আত্মা গ্রাস করে, তবে তাহাতে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রকা ১৮। ১১—১৩। ভাক্ত উপদেশকগণ স্বর্ণ গোবৎসের বড় উপাসক, যিরি ৬। ১৩।

হে পাঠকবর্গ, আমার শেষ বক্তব্য এই, উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা ভাক্ত উপদেশকগণকে চিনিয়া তাহাদের সর্বনাশক ফাঁদহইতে নিজ২ প্রাণ উদ্ধারার্থে তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর। এবং ইহা যেন করিতে পার, এ নিমিত্তে দয়ারূপ সিংহাসনের অগ্রে আমি তোমাদের সঙ্গে প্রার্থনা করিব।

শয়তানের কৌশল এবং তন্নিবারক উপায়।

ষষ্ঠ খণ্ড।

শয়তান ও তাহার কৌশল বিষয়ক কএক প্রস্তাব

এবং

তৎসম্বন্ধীয় কএক অভিপ্রায় ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

এক্ষণে আপত্তি নাশার্থে শয়তান এবং তাহার কৌশল বিষয়ে আমি কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত করণানন্তর পশ্চাৎ সেই বিষয়ের হেতু, অর্থাৎ ঈশ্বর কী কারণ শয়তানকে আমাদের বিরুদ্ধে কৌশল করিতে দেন, তাহার বর্ণনা করিয়া অবশেষে এতাবৎ প্রসঙ্গহইতে উদ্ধৃত কিছু উপদেশ পাঠকদের প্রতি ব্যাখ্যা করিব।

---

১ অধ্যায়।

১ প্রস্তাব। পাপে আমাদের আত্মা আকর্ষণার্থে শয়তানের বিবিধ কৌশল থাকিলেও আমাদের সকল দোষ তাহার উপর যেন অর্পণ না করি; বিশেষতঃ, যাহা আপনাদের ভ্রষ্ট অন্তঃকরণহইতে হয়, তাহা শয়তানকৃত কহিয়া যেন তাহার পক্ষে অন্যায়ী না হই। বোধ করি, মনুষ্যেরা বার ২ আপনাদের প্রতি যথার্থরূপে অর্শে যে অপরাধ, তাহা আদি মাতা হবার ন্যায় শয়তানের প্রতি আরোপ করে, আদি ৩। ১৩। পাপ করণ ও আপন দোষ

পরকে দেওন, এই দুই জগতে একত্র আসিয়াছিল। আমাদের অন্তঃকরণ এমন পামর যে আমরা নিজে অতি দুষ্ট হইয়াও সে দুষ্টতা শয়তানের উপর চাপাইয়া দি। মথি ৫। ১৯। মনুষ্যের তাবৎ স্বভাব বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, তাহার বুদ্ধি তিমিরাবৃত, ইচ্ছা রাগান্বিত, স্মৃতি বিশ্বাসঘাতক, স্নেহ বক্রগামী, বিবেক ভ্রষ্ট, জিহ্বা বিষাক্ত, আর অন্তঃকরণ সর্ব্বতোভাবে এবং সদাকালীন মন্দ হইয়াছে। শয়তান কৌশলক্রমে পাপে প্রবৃত্তিমাত্র দিতে পারে, কিন্তু বল পূর্ব্বক পাপ করাইতে পারে না; পরীক্ষা করিতে পারে, কিন্তু আমাদের সহায় ব্যতিরেকে আমাদিগকে পরাজয় করিতে পারে না; এবং ফুসলাইতে পারে, কিন্তু আমরা অস্বীকৃত হইলে আমাদিগের হানি জন্মাইতে পারে না।

২ প্রস্তাব। আমাদের অনেক পাপে শয়তান হাত দিয়া থাকে বটে। শয়তানই আমাদের আদি পিতা মাতাকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিতে প্রবর্ত্ত করিয়াছিল। আদি ৩। ১, ৪, ৫। আর ইস্রায়েল লোককে গণনা করিতে দায়ূদকে লওয়াইল, ১ বং ২১। ১। এবং খ্রীষ্টকে অনুযোগ করিতে পিতরের প্রবৃত্তি জন্মাইল, অতএব খ্রীষ্ট কহিলেন "হে শয়তান! আমার সম্মুখহইতে দূর হও।" মথি ১৬। ২২। ২৩। শয়তানই ধার্ম্মিক হাবিলকে বধ করিতে কইনকে লওয়াইল, এজন্যে তাহাকে প্রথমাবধি নরহত্যাকারি কহা যায়, যো ৮। ৪৪। সে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যিহূদার মনে বিদ্রোহাচরণেচ্ছা জন্মাইল। যাদৃশ তিকোয়ানগরস্থ স্ত্রীর কল্পিত বৃত্তান্তে যোয়াবের হাত ছিল, (২ শি ১৪। ১৯।) তাদৃশ মনুষ্যকৃত প্রায় তাবৎ পাপে শয়তানের সহকারিত্ব থাকে।

৩ প্রস্তাব। আমাদের প্রতিকূলে কিছুমাত্র করিবার পূর্ব্বে শয়তানের দুইটা অনুমতি পাওনের প্রয়োজন থাকে; অর্থাৎ প্রথমতঃ ঈশ্বরহইতে, দ্বিতীয়তঃ আমাদেরহইতে অনুমতি না পাইলে সে আমাদের বিপরীতে কিছুই করিতে পারে না। ঈশ্বরহইতে অনুমতি পাইবার যে আবশ্যক হয়, ইহা আয়ুবের বিষয় বিবেচনা

করিলে বুঝিতে পারিবা। দেখ, তাহাকে নষ্ট করিতে শয়তানের প্রচুর দ্বেষভাব থাকিলেও ঈশ্বরের অভিমত ব্যতীত তাহাকে স্পর্শ করিবার ক্ষমতাও ছিল না। আয়ূব ১। ১১, ১২। ও ২। ৩—৫।

অপর আমাদের হইতেও অনুমতি না পাইলে শয়তান কিছুই করিতে পারে না। সে যখন পরীক্ষা করে, তখন আমাদিগকে সম্মত হইতে হয়; তাহার কথা আমাদের শ্রবণ করিতে হয়; সে যখন আদেশ করে, তখন আমাদের পালনের অপেক্ষা থাকে; নতুবা তাহার সকল পরীক্ষা ও পরিশ্রম বিফল হয়, এবং যে কুক্রিয়াতে আমাদিগকে লওয়ায়, তাহা কেবল তাহার উপর আরোপিত হয়। প্রে ৫। ৩ পদে অনুত্তম এক বাক্য আছে। এস্থলে প্রেরিত শয়তানকে ভর্ৎসনা করেন না, কিন্তু হনানিয়কে। পরীক্ষাকালে যদ্যপি আমরা উচ্চৈঃস্বরে এরূপ কহি, বিশেষতঃ 'হায় প্রভো! এই দেখ, এক পরীক্ষা আমার প্রতি অত্যাচার করিয়া আমার আত্মাকে অপবিত্র করিতে চাহে, আর আমার শক্তি নাই যে তাহার প্রতিরোধ করি; অতএব ত্রাহি হে প্রভো! তোমার সম্ভ্রমের নিমিত্তে ও তোমার পুত্রের অনুরোধে এবং তোমার অনুগ্রহ প্রকাশার্থে আমার উপকার কর;' তবে আমরা যে শয়তানকে সম্মতি প্রদান করি নাই, তাহা সুপ্রকাশিত হইবে।

৪ প্রস্তাব। শয়তানের সহিত বিবাদ বিগ্রহে পারমার্থিক অস্ত্র ব্যতীত অন্য অস্ত্র শস্ত্র সকল অব্যবহার্য্য এবং অকর্ম্মণ্য হয়। এবিষয় প্রেরিত ইফি ৬। ১৩। ও ২ করি ১০। ৪ পদে ব্যক্ত করিতেছেন। তোমাদের শত্রু দুর্ব্বল নয়, সে বড় পরাক্রান্ত; অতএব তদুপযুক্ত এবং পারমার্থিক অস্ত্র শস্ত্রের অপেক্ষা করে। সাংসারিক অস্ত্রে শয়তানকে জয় করা অসাধ্য। দায়ূদ জালূৎকে পদতলে দলাইয়া সম্ভ্রম ও লাভ প্রাপ্ত হইলেন; সে কিছু তাঁহার ফিঙ্গা ও প্রস্তরদ্বারা হয় নাই, বরঞ্চ প্রভু পরমেশ্বরের নামে বিশ্বাসদ্বারা

হইল। ১ পি ১৭। ৪৭। যে ব্যক্তি আপন প্রতিজ্ঞা ও স্বভাব এবং জ্ঞানের উপর নির্ভর করত শয়তানের সহিত যুদ্ধ করে, সে নিশ্চয় তাহার সম্মুখে পলায়ক হইয়া পতিত হইবে। যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জয় ও জয়োল্লাস করিবার এক মাত্র উপায়, অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ আত্মার খড়্গ ধারণ করিতে হয়; "এমন লিখিত আছে," এই কথা কহত যুদ্ধ করিতে হয়। 'ঈশ্বর জয়-দাতা' ইহা খ্রীষ্টিয়ানের সারবাক্য হওয়া উচিত। আত্মার দ্বিধার খড়্গ বিনা আর কোন অসি শয়তানের সহিত সমরে ব্যবহার্য্য ও লাভজনক হইতে পারে না; অতএব যখন তোমরা অপবিত্র কুৎসিত ক্রিয়া করিতে পরীক্ষিত হও, তখন কহিও, লিখিত আছে, "তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি পবিত্র।" আর "আমরা শরীরের ও আত্মার তাবৎ মালিন্যহইতে আপনাদিগকে পরিষ্কার করি।" যদিস্যাৎ পরমেশ্বরের তত্ত্বাবধারণ এবং পিতার ন্যায় আমাদের প্রতি তাঁহার মনোযোগ ইত্যাদিতে শয়তান আমাদিগকে অবিশ্বাস করিতে লওয়ায়, তবে ঈশ্বরের নিকট তাঁহারই অঙ্গীকার উল্লেখ করি, এবং কহি, এমন লেখা আছে, "তাঁহার ভয়কারিদের অভাব হইবে না।" ১ পি ১৬। ২ করি ৭। ১। গী ৩৪। ৯।

অপিচ যদি শয়তান ভয় দেখাইয়া বলে, তোমরা ক্লান্ত ও পতিত হইয়া আপনাদের নিরূপিত পথের শেষ পর্য্যন্ত পহুঁছিতে অক্ষম হইবা; তবে কহ, এমন লেখা আছে, "পুণ্যবান লোক আপন পথে অগ্রসর হইবে।" গী ৮৪। ১১। আয়ূব ১৭। ৯।

আর এমন লেখা আছে, "আমি তাহাদের মঙ্গল করিতে কখনো নিবৃত্ত হইব না, এবং তাহারা যেন আমাকে ত্যাগ না করে, এই জন্যে আমা বিষয়ক ভয় তাহাদের অন্তঃকরণে স্থাপন করিব; এই ভাবে তাহাদের সহিত নিত্য এক নিয়ম স্থির করিব।" যিরি ৩২। ৪০।

এমন লেখা আছে, "যাহারা পরমেশ্বরের অপেক্ষা করে, তাহারা উত্তর ২ নূতন বল প্রাপ্ত হইবে।" যিশ ৪০। ৩১।

এমন লেখা আছে, "পর্ব্বতগণ দূরীকৃত হইবে, ও উপপর্ব্বত-গণ উল্‌টান যাইবে, কিন্তু তোমাহইতে আমার অনুগ্রহ দূরীকৃত হইবে না, ও আমার দণ্ড শাস্তির নিয়ম উল্‌টান যাইবে না।" যিশ ৫৪। ৭, ৮, ১০।

এমন লেখা আছে, "স্ত্রীলোক আপন গর্ভজাত বালকের প্রতি স্নেহ না করিয়া কি আপন স্তন্যপায়ি শিশুকে বিস্মৃত হইতে পারে? যদ্যপি তাহারা বিস্মৃত হয়, তথাপি আমি তোমা-দিগকে বিস্মৃত হইব না।" যিশ ৪৯। ১৫, ১৬।

৫ প্রস্তাব। ঈশ্বর অবিলম্বে শয়তানকে ধার্ম্মিকদের পদতলে দলিত করাইবেন। আমাদের মহাবীর ও সেনাপতি প্রভু খ্রীষ্ট রণক্ষেত্রে আসিয়া যুদ্ধারম্ভ করিয়াছেন, এবং পারমার্থিক শত্রুদের গ্রীবার উপর ত্বরায় আমাদের পদ রাখাইবেন। শয়তান পরা-জিত শত্রু; খ্রীষ্ট তাহাকে বন্দি করিয়াছেন, ও ক্রুশেতে তাহার উপর জয় উল্লাস করিয়াছেন। তিনি আপনি তাহাকে জয় করিয়া-ছেন, এবং তোমরাও যেন জয় করিয়া তাহার গ্রীবা দলাইতে পার, এতদর্থে তোমাদের হস্তে অস্ত্র শস্ত্র দিয়াছেন। শয়তান যদিও গর্জ্জনকারি সিংহতুল্য বটে, তথাপি যিহূদা গোষ্ঠীর সিংহ নামে বিখ্যাত খ্রীষ্টের অগ্রে সে অবশ্য পরাভূত হইয়া পলাইবে।

---

২ অধ্যায়।

এক্ষণে শয়তান ও তাহার কৌশলদ্বারা পরীক্ষা বিষয়ক কএক অভিপ্রায়, অর্থাৎ ঈশ্বর কেন এমন হইতে দেন, তাহা কহিব।

১ অভিপ্রায় এই, যেন মনুষ্যদের অন্তঃকরণ নম্র ও প্রার্থনায় রত ও জাগ্রত হইয়া থাকে। নরাত্মাগণকে ফাঁদে ফেলিয়া নষ্ট করণার্থে শয়তান কত ২ কৌশল করিতেছে, অতএব নিদ্রিত প্রায়

ভক্তিরা চৈতন্য প্রাপ্ত হউক, এবং দণ্ডায়মান হইয়া চৌকি দিউক। ধার্ম্মিক লোকেরা যেন শয়তানের ফাঁদ এড়াইয়া পরীক্ষার দণ্ডে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইতে পারে, এতদর্থে অগ্র পশ্চাতে চক্ষুর্ময় সিরাফ নামক দূতগণের সদৃশ তাহাদের হওয়া কর্ত্তব্য। যিশ ৬। ২।

২ অভিপ্রায় এই, যেন মনুষ্যেরা শয়তানের দ্বেষ ও শত্রুতা-হইতে রক্ষা পায়। সে তাহাদের আত্মার বিরুদ্ধে দ্বেষ ও শত্রুতাতে পরিপূর্ণ আছে, এইজন্যে তাহাদিগকে আপনার মত দুঃখ-গ্রস্ত করণার্থে যাহার যেমন স্বভাব ও চিন্তা ও পদ, সে ঠিক অনুযায়ি ফাঁদ ও কৌশল যোজনা করায়।

৩ অভিপ্রায় এই, যেন ঈশ্বরের গৌরব হয়, ও তাঁহার প্রসাদের উৎকৃষ্টতা ও ক্ষমতা আরও ভালরূপে দেদীপ্যমান হয়; কেননা শয়তানের এত বিড়ম্বনা ও কৌশল ও পাকচক্র ও ফাঁদ থাকিলেও পরমেশ্বর আপন দাসগণকে ইহকালে জয়যুক্ত করিতেছেন, ও পরকালে মহিমারূপ মুকুটযুক্ত করিবেন। ইস্রায়েল বংশের বিপক্ষেরা যত পরাক্রান্ত ও ধূর্ত্ত ছিল, তত তাহাদের উদ্ধারে ঐশ্বরিক শক্তি ও জ্ঞান ও দয়ার শোভা প্রকাশ পাইত; তাহাতে তাহাদের শক্তিমন্ত শত্রুবর্গ অনেক বাধা জন্মাইলেও ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহাদের সকল কুকল্পনা ও কৌশলহইতে উদ্ধার করত অবশেষে কিনান দেশে আনয়ন করিলেন। প্রেরিত পৌল যখন আপনার উপলক্ষে এ বিষয় আলোচনা করিলেন, তখন আপন দুর্ব্বলতা ও ক্লেশ ও শয়তানের প্রহারেতে শ্লাঘা করিলেন, কেননা তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাহাতে খ্রীষ্টের ক্ষমতা আমার উপর অবস্থিতি করে। ২ ক ১২। ৭, ৮, ৯।

৩ অধ্যায়।

এতদ্বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য কী ?

নরাত্মাগণকে ফাঁদে বদ্ধ করিয়া নষ্ট করিবার জন্যে শয়তানের যদি এত কুকল্পনা ও কৌশল হয়, তবে অল্প লোক পরিত্রাণ পায়, ইহা আশ্চর্য্য নহে; বরং পাপিদের মধ্যে এক জনও যে পরিত্রাণ পায়, ইহাই চমৎকারের বিষয় বটে। সে যাহা হউক, এতদ্বিষয়ে আমার আপাততঃ বক্তব্য নয়।

এক্ষণে হে পাঠকবর্গ, তোমরা যেন শয়তানের কৌশল ব্যর্থ করিতে পার, এজন্যে তোমাদের সাহায্যার্থে কতকগুলিন কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞাত করিতে চাহি।

১ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ধর্ম্ম পুস্তকের নিয়মানুসারে আচরণ কর, তাহাতে শয়তানের কোন কৌশলে ধৃত হইবা না। হিতো ১৫। ২৪। গলা ৬। ১৬। ফিলি ৩। ৬। যে ব্যক্তি ঐ নিয়মানুসারে চলে, সে সুখ ও সম্ভ্রম এবং নিরাপদে কাল যাপন করে। মনুষ্যেরা ঈশ্বরের বাক্য অগ্রাহ্য করিলে ঈশ্বরও তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করেন, তাহাতে শয়তান তাহাদিগকে ধরিয়া অনায়াসে আপন ফাঁদে বদ্ধ করে। কিন্তু যাহারা ধর্ম্ম নিয়মকে পালন করে, তাহারা পরীক্ষাকালে রক্ষা পায়। প্রকা ৩। ১০।

২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সাবধান, ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট করিও না। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আত্মা শয়তানের ফাঁদ সকল প্রকাশ করিতে অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন আছেন; অতএব যিনি শয়তানের গূঢ় কল্পনাহইতে রক্ষা করিতে পারেন, সেই পূজ্য ও ধন্য আত্মার অসন্তোষ যদি জন্মাও, তবে কাহারদ্বারা নিরাপদে

থাকিবা? প্রভুর আত্মা তোমাদের মন্ত্রী ও সান্ত্বনাদায়ক এবং বল স্বরূপ। কেবল তাঁহাদ্বারাই তোমরা শয়তানের অজেয় হও। "হে বালকগণ, তোমরা ঈশ্বরহইতে জাত, এবং তাহাদিগকে জয় করিয়াছ; কারণ যিনি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী, তিনি জগতের মধ্যবর্ত্তি ব্যক্তি অপেক্ষা মহান্।" যিশ ৪৩। ১০। গা ৭২। ২, ৩। ১ থিস ৫। ১৬। প্রে ২। ৪। ১ যো ৪। ৪।

৩ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অধিক স্বর্গীয় বুদ্ধি প্রাপ্ত্যর্থে পরিশ্রম কর। দেখ, অন্যাপেক্ষা তোমাদের জ্ঞান অতি অল্প, আর তোমাদের শৈথিল্য না থাকিলে তোমরা অধিক জ্ঞানী হইতে পারিতা। অনেকে অনেক বিষয় জ্ঞাত আছে বটে, কিন্তু জ্ঞানী অল্প। আমরা বার ২ এমত দেখিতে পাই যে কোন ২ ব্যক্তিদের অনেক জ্ঞান থাকিলেও যদ্দ্বারা সেই জ্ঞানের উত্তম ও লাভজনক ব্যবহার করিতে পারে, এমন সুবুদ্ধি তাহাদের অতি অল্প। বুদ্ধিহীন যে জ্ঞান সে তেজস্বি অন্ধ ঘোটক তুল্য, সুতরাং তাহার উপরহইতে আরোহণকারী পতিত ও তাহার অস্থি ভঙ্গ হওনের সম্ভাবনা। অত্যন্ত জ্ঞানী নয়, কিন্তু সুবোধ খ্রীষ্টিয়ান যে, সেই শয়তানের ফাঁদ দেখিতে পাইয়া তাহা এড়াইয়া রক্ষা পায়। সুলেমান কহেন, "অধঃস্থিত পরলোকহইতে রক্ষা করিতে জীবনের পথ বুদ্ধিমানকে ঊর্দ্ধে লইয়া যায়।" হিতো ১৫। ২৪। ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধি বশতঃ মনুষ্য উপরিস্থ বিষয়ে চিন্তা ও ধ্যান করিতে পরমাহ্লাদিত হয়। আর এমত বিষয়ে যত রত হই, তত শয়তানের জালহইতে আমাদের ভয় থাকে না। হে প্রিয় পাঠকগণ, শয়তান কী রূপে ও কোথায় ফাঁদ পাতে, তাহা যেন দেখিতে পাও, এবং তাহার কৌশল নিষ্ফল করিবার জন্যে বিহিত উপায় উদ্দেশ করণার্থে ও আপনাদের রক্ষার নিমিত্তে তত্তৎ উপায় প্রকৃতরূপে ব্যবহারার্থে তোমাদের ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধিজাত অত্যাবশ্যক।

৪ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পরীক্ষার আরম্ভেতেই পরীক্ষককে প্রতিরোধ কর। প্রতিরোধ করাই ভাল, নতুবা বাদানুবাদে বড় আপদ; ইহার

প্রমাণ দেখ, হবা শয়তানের সহিত বাদানুবাদ করিয়া দুঃখসমুদ্র উত্তাপে পতিতা হইয়াছিলেন, (আদি ৩) কিন্তু আয়ুব প্রতিরোধ করিয়া সার ঢিবীর উপরে তাহাকে জয় করিলেন। ১ ও ২ অ দেখ। যে শয়তানের চার লইয়া খেলিবে সে অবিলম্বে তাহার বড়-শীতে ধৃত হইবে। ঈশ্বর শয়তানের বাধাকারিদিগকে জয়ের অঙ্গী-কার করিয়াছেন, কিন্তু বাদানুবাদকারিদিগকে নহে; যথা, "শয়-তানকে প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের নিকটহইতে পলায়ন করিবে।" যা ৪। ৭।

৫ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ধর্ম্মাত্মাতে পূর্ণ হইতে অতিশয় যত্নশীল হও। প্রভুর আত্মা জ্যোতির্ম্ময় ও শক্তিমান্; তিনি বড় উপকারক হইবেন, কেননা আকাশস্থ পাপাত্মাদের সহিত যুদ্ধ করিলে জ্ঞান জ্যোতি ও শক্তি বিনা কী করা যাইতে পারে? ইফি ৬। ১২। তোমরা ধর্ম্মাত্মা প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহাই যথেষ্ট নয়; ফলে ধর্ম্মাত্মাতে পূর্ণ হইতে হইবে। অতএব প্রচুররূপে ধর্ম্মাত্মা পাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর। যে ব্যক্তি বলে, আমাতে যথেষ্ট আত্মার আবির্ভাব আছে; আমি আর কী চেষ্টা করিব? সে অতি শীঘ্র আপনাকে শত্রুদ্বারা পরাস্ত দেখিবে। অতএব নানা প্রকার বিদ্যাতে মন আর টাকাতে সিন্দুক এবং স্বর্ণে থলিয়া পরিপূর্ণ করণহইতে ধর্ম্মাত্মাতে আপন ২ অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ করিতে অধিক যত্নবান্ হও; তাহাতে তোমরা ব্যাধরূপ শয়তানের জালহইতে বাঁচিয়া তাহার সকল ষড়যন্ত্র ভঙ্গ করিয়া জয়োল্লাস করিতে পারিবা।

৬ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নম্রভাবে থাক। নম্র ব্যক্তি পাপদ্বারা উন্নতি চাহে না, বরং ধূলার উপর শয়ন করা মনোনীত করে, এবং বিবে-কের শান্তি রক্ষার্থে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ শ্রেয়ঃজ্ঞান করে। যদ্রূপ ঝড় অত্যুচ্চ বৃক্ষকে কম্পান্বিত ও বিদীর্ণ এবং ভগ্ন করিলেও ছোট গাছে লাগে না, তদ্রূপ শয়তানের নিক্ষিপ্ত মহাবাণ নম্র খ্রীষ্টি-য়ানকে লাগে না। যে ব্যক্তি অত্যন্ত নম্র, শয়তান তাহাকে ধরিবার কোন সূত্র পায় না।

৭ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সর্ব্বদা সবল ও সূক্ষ্মরূপে চৌকি দেও। নিদ্রা এবং অমনোযোগি ভক্তি অবিলম্বে পাপরূপ জালে বদ্ধ হইলে; যে জন চৌকি না দেয়, সে নিশ্চয় পরীক্ষাতে পড়িবে। মন অবশ হইলে তাহার প্রতি শয়তানের পরীক্ষা প্রবল হইবার বড় সম্ভাবনা। যখন আমরা বলি, ভয় নাই ২, তখনই পাপাত্মা আমাদের আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া নষ্ট করিবার ভারি সুযোগ পায়; যদ্রূপ যিহোশূয় অয় নগরীয়দের প্রতি করিয়াছিলেন। যিহো ৮ অ। যিহিস্কিয় এবং যিহূদীয়দের মত চৌকি দেওত প্রার্থনা করণ এবং প্রার্থনা করত চৌকি দেওন, এই শয়তানের সকল আক্রমণহইতে নির্ব্বিঘ্ন ও নিরাপদ হইবার প্রধান সদুপায়।

দেখ, কুটিল শয়তান আপন কুঅভিলাষ সিদ্ধ্যর্থে জাগিয়া আছে, তবে আপনাদের পরম হিতার্থে কি খ্রীষ্টীয়ানেরা পবিত্র ও পারমার্থিক বিষয়ে জাগ্রত রহিবে না? পাপাত্মা জাগ্রৎ থাকিয়া সদা সুবিধা অন্বেষণ করে, যে কী মতে মনুষ্যদের শান্তি ও সুখ নাশ এবং বিবেক আঘাত প্রাপ্ত হইবে? আর কী মতে ধর্ম্মাত্মাজাত তাহাদের সন্তানের হানি এবং পৌত্তপুত্রদের মনোগত প্রমাণ ও প্রবোধ অন্ধকারাচ্ছন্ন করা যাইবে? হায়! চৌকির মঞ্চোপরে সর্ব্বদা দাঁড়ান আমাদের কেমন কর্ত্তব্য, পাছে এই চতুর সর্প আচম্বিতে আমাদের অনিষ্ট করে। হে পাঠকগণ, আইস. আমরা আপনাদের আত্মাকে জাগ্রত করিয়া তুলি, এবং নিয়ত সতর্ক হইয়া আপনাদের অন্তঃকরণ ও ভাবং ব্যবহার আলোচনা করিয়া ঈশ্বর ও তাঁহার বাক্যের অনুযায়ী হই।

এক্ষণে একটি পরামর্শ দিয়া এই সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব। অর্থাৎ স্মরণ কর, আমাদের শত্রুগণ অতি ধূর্ত্ত প্রযুক্ত যে স্থলে অত্যন্ত অনিষ্টের সম্ভাবনা, এমন স্থলে তাহারা কামড়াইবে এবং আঘাত করিবে; অতএব সর্ব্বদা চৌকি দেওয়া অত্যাবশ্যক।

৮ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ঈশ্বরের সহিত আত্ম সম্মিলন রক্ষা কর। ইহাদ্বারা শয়তানের অগ্নিবাণ প্রতিরোধ করিতে দাঁড়াইবার শক্তি পাওয়া

যায়। ঈশ্বরের সহিত সুসম্মিলিত মরাত্মা পরীক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেও পরাজিত হইবে না। মিলনহইতে সম্মিলনের উৎপত্তি, আর তাহা খ্রীষ্ট এবং প্রসাদ প্রাপ্ত আত্মার পরস্পরের বিনিময় বটে। সে যাকূবের সোপান স্বরূপ, তাহা দিয়া খ্রীষ্ট প্রেমভাবে মরাত্মাতে নামিয়া আইসেন, এবং মরাত্মাও ঐশ্বরিক আনুকূল্যে আহ্লাদপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উঠিয়া তাঁহার কাছে যায়। ঐ সম্মিলনদ্বারা আমাদের পারমার্থিক অনুরাগ সকল বর্দ্ধিত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠে। যদবধি ঈশ্বরের সহিত শিমশোনের সম্মিলন ছিল, তদবধি কোন শত্রু তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইতে না পারিলে, তিনি ক্রমাগত সকলকে জয় করিলেন; কিন্তু এতদ্বিষয়ে শিথিল হইলে পর বিপক্ষগণের অগ্রে পতিত হইলেন। তদ্রূপ যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে তোমাদের সম্মিলন থাকে, সে পর্য্যন্ত পাপাত্মারা কিছু করিতে পারিবে না। তাহা ভূমির উপর তোমাদের ঢাল, এবং সমুদ্রের উপর তোমাদের নঙ্গর স্বরূপ, তাহা আত্মরক্ষার্থে তোমাদের খড়্গ ও আত্ম আশ্রয়ার্থে তোমাদের যষ্টি স্বরূপ হইবে। এ কারণ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলন রাখ।

৯ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নিজ বলে পাপাত্মার সহিত রণ করিও না, পরন্তু প্রতিদিন প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে শক্তি গ্রহণ কর। যে জন স্বর্গহইতে নূতন শক্তি বিহীন হইয়া কোন পুরাতন বা নূতন পরীক্ষার প্রতিরোধ করে, সে অবশ্য পতিত হইবে; পিতর ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। দেখ, তিনি কোন পূর্ব্বপ্রাপ্ত শক্তিকে বিশ্বাস করিয়া কহিয়াছিলেন, "যদ্যপি তুমি সকলের বিঘ্নস্বরূপ হও, তথাপি কোনক্রমে আমার হইবা না।" অতএব পিতর এক নূতন পরীক্ষা-কালে পতিত হইলেন; আঃ কি দুঃখের বিষয়! তিনবার খ্রীষ্টের গৌরব দর্শন করিয়াছিলেন, তথাচ দিব্য পূর্ব্বক তিনবার তাঁহাকে অস্বীকার করিলেন। হে পাঠকগণ! শুন, পাপরূপ জাল বিস্তারিত হইয়াছে, অতএব যেমন মূসা অরণ্য মধ্যে সর্পকে ঊর্দ্ধে উঠাইলেন, তেমনি ক্রুশ দণ্ডোপরে উত্থিত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি

করিয়া তাঁহার নিকট এরূপ প্রার্থনা কর, যথা; 'হে দয়ালু প্রভো, আমার প্রাণকে ধরিতে এই এক নূতন ফাঁদ বিস্তারিত হইয়াছে, এবং আপনাহইতে নূতন আশীর্বাদ না পাইলে কেবল পূর্বপ্রাপ্ত প্রসাদদ্বারা আমার উদ্ধার হইবে না; অতএব আমাকে নূতন বল ও শক্তি, নূতন সহায়তা ও প্রসাদ প্রদান করুন, তাহাতে আমি এ দায়হইতে রক্ষা পাইব।' হে পাঠকবর্গ, ইহা স্মরণ কর, তোমরা যে দাঁড়াইয়া পাপাত্মাকে পরাভব করিবা, এমন বল অগ্রপ্রাপ্ত প্রসাদহইতে হইবে, তাহা নয়, পরন্তু ঈশ্বরীয় নূতন সাহায্যদ্বারা পারিবা।

১০ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নিয়ত২ প্রার্থনা কর; কেননা প্রার্থনা ঈশ্বর উদ্দেশে নৈবেদ্যস্বরূপ, তাহা কেবল নয়, বরং সে শয়তানের পক্ষে কোড়ার ন্যায় এবং মরাত্মার মহদাশ্রয় স্থান। দায়ূদের বীণা অপেক্ষা তাঁহার মন অনেক বার বেসুর হইয়া যাইত, তথাপি তিনি প্রার্থনা-দ্বারা শয়তানকে প্রতিরোধ করিয়া কহিতেন, "হে আমার মন, তুমি আপনার বিশ্রাম স্থানে ফির।" খ্রীষ্টিয়ানদের কেবল এক পথ দিয়া শয়তানের ফাঁদহইতে বহির্গমন করা সাধ্য; অতএব তাহারা সেই পথ ধরুক, অর্থাৎ প্রার্থনা ব্যবহার করুক।

১১ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কৃতজ্ঞ হও। যাহারা শয়তানের জালহইতে রক্ষা পায়, এবং তাহার স্বেচ্ছানুসারে তৎকর্ত্তৃক ধৃত না হয়, তাহাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ওহে খ্রীষ্টিয়ানগণ, রাজা ও ভাবিবক্তা দায়ূদের ন্যায় আপন ২ মনকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ কহা তোমাদের কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ, "হে আমাদের মন, পরমেশ্বরের ধন্য-বাদ কর; হে আমাদের অন্তরস্থ সকল, তাঁহার পবিত্র নামের ধন্য-বাদ কর," (১০৩ গী। ১, ২) যেহেতু তিনি আমাদিগকে শয়তানের শিকার স্বরূপ করেন নাই, এবং আমাদের প্রাণ নাশার্থে তাহার পাতিত জালে আমাদিগকে ধৃত হইতে দেন নাই। এই মহানুগ্রহে দায়ূদের অন্তঃকরণ আর্দ্র হওয়াতে তিনি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি-লেন। ১২৪ গী। ৬, ৭।

হে মহাশয়েরা, তোমরা যদি ধন অথবা জীবন নাশক মনুষ্যদের ষড়্‌যন্ত্রহইতে ত্রাণ পাও, তবে কি কৃতজ্ঞ হও না? ভাল, তোমাদের বহুমূল্য আত্মা নাশার্থে শয়তানের বিস্তারিত ফাঁদহইতে রক্ষা পাইলে কি ততোধিক কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নহে?

স্মরণ কর, আমরা শয়তানের জালহইতে উদ্ধার পাইলে অতি স্পষ্ট ও প্রধান প্রমাণ প্রাপ্ত হই, যে ঈশ্বরের মন ও প্রেম আমাদের প্রতি আছে। ঈশ্বরের তত্ত্বাবধারণ অথচ সামান্য অনুগ্রহদ্বারা অনেকে মনুষ্যদের ফাঁদহইতে রক্ষা পায়, কিন্তু শয়-তানের ফাঁদহইতে রক্ষা পায় না। শৌল যিহূদা ও দীমা মনুষ্য-দের অনেক জাল এড়াইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু শয়-তানের জালহইতে তাহারা উদ্ধার পাইল না। ঈশ্বরের তত্ত্বাবধারণ ও সামান্য অনুগ্রহদ্বারা অনেকে মনুষ্যের ফাঁদহইতে রক্ষা পাইলেও তাঁহার ন্যায়বিচারে পাপাত্মার ফাঁদে পতিত হয়; অতএব শয়তানের ফাঁদহইতে উদ্ধার পাওয়া ঈশ্বরের বিশেষ প্রেমের লক্ষণ বটে। হে পাঠকগণ, ইহা আলোচনা করিয়া কি তোমরা কৃতজ্ঞ হইবা না? বোধ করি অবশ্য হইবা।

১২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমার শেষ কথা এই, হে খ্রীষ্টিয়ানগণ, তোমরা নিজ গৃহে অর্থাৎ খ্রীষ্টের ক্রোড়ে অথচ স্বর্গীয় কিনান দেশে পহুঁছিতে অত্যাকাঙ্ক্ষা কর; যেহেতু এই অরণ্য স্বরূপ জগৎ পাপ-জালে পরিপূর্ণ আছে, হাঁ, তাবৎ কর্ম্ম ও তাবৎ সুখভোগ জালেতে প-রিপূর্ণ; কেননা শয়তান এমন ক্ষমতাপন্ন ও চতুর যে আমাদের অতি বড় ও নিকট ও প্রিয়তম মাঙ্গলিক বিষয়কেও আমাদের বিষম ফাঁদ স্বরূপ করিয়া তুলে। যথা কখন ২ কোন লোকের ক্রোড়স্থা স্ত্রীকে সে তাহার ফাঁদ করিয়া দেয়, যাদৃশ আয়ূবের হইয়াছিল; কখন বা আপনার প্রিয়তম সন্তানকে, যথা অবশালোম ও এলির পুত্রেরা হই-য়াছিল; আর কখন বা যূষফ যেমন আপন কর্ত্রীর প্রতি হইয়াছি-লেন, তেমনি দাসকে মনিবের ফাঁদ করিয়া ফেলে। শয়তান বড় চতুর ও ধূর্ত্ত; সে মনুষ্যদের আহারীয় বস্তু, ও বস্ত্র, বাগান, বাড়ী এবং

আত্মার আমোদ ইত্যাদিকে তাহাদের জাল স্বরূপ করিয়া ফেলে। অতএব ওহে পাঠকগণ, এই সকল বিবেচনা করিয়া এমত কহ, দাস আপন স্বাধীনতা, বন্দী আপনার উদ্ধারার্থ মুক্ত, যাত্রী পান্থশালা, এবং নাবিক উত্তরণীয় ঘাটের নিমিত্তে যেমন অত্যন্ত অভিলাষ করে; তেমনি কি প্রভুর লোকেরা খ্রীষ্টের ক্রোড়ে অবস্থিতি করণার্থে অধিক অভিলাষ করিবে না? এতদভিপ্রায়ে প্রেরিত কহিয়াছেন, "দুইয়েতে সঙ্কুচিত আছি; বাসা ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের সহিত থাকিতে আমার মনোবাঞ্ছা।" আর "আমরা জানি, আমাদের এই পার্থিব তাম্বুগৃহ পতিত হইলে ঈশ্বরদত্ত এক বাসস্থান আছে, তাহা হস্তনির্ম্মিত গৃহ নয়, কিন্তু অনন্তকালস্থায়ী এবং স্বর্গস্থিত। এই বাসাতে থাকিয়া আমরা ভারাক্রান্ত হওয়াতে কাতরোক্তি করিতেছি; এই আচ্ছাদন ফেলিয়া দিতে চাহি তাহা নয়, কিন্তু সেই আচ্ছাদনেও আচ্ছাদিত হইতে চাহি; তাহা হইলে মৃত্যুর পাত্র জীবনগ্রস্ত হইবে।" ফিলি ১। ২৩। ২ করি ৫। ১৪।

পৌল একবার আপনার বিষয়ে যাহা কহিয়াছিলেন, যে "প্রত্যেক স্থানে বন্ধন ও ক্লেশ আমার প্রতি ঘটে," শয়তানের ফাঁদ বিষয়ে ধার্ম্মিকেরা তাহা কহিতে পারে। ফলতঃ তাহা সকল স্থানেই তাহাদের প্রতি উপস্থিত হয়, সুতরাং তাহাদের উচ্চৈঃস্বরে এরূপ কহা কর্ত্তব্য, হায়! এখানহইতে প্রস্থান করি! এখানহইতে প্রস্থান করি! আর যেমন মনিকা নাম্নী অগস্তিনের মাতা কহিয়াছিলেন, অর্থাৎ 'আমরা এথায় কী করিতেছি? কেন এস্থানহইতে চলিয়া যাই না? আরো দ্রুতরূপে কেন উড্ডীয়মান হই না?' সেইরূপ ধার্ম্মিকদেরও কহা উচিত। হে প্রিয় লোক! খ্রীষ্টের ক্রোড়ে যদবধি না যাও, তদবধি তোমাদের সুখ পূর্ণ ও নির্ম্মল ও নিত্যস্থায়ী হইবে না; তদবধি শয়তান তোমাদিগকে প্রহার করণে ও ধরিবার কারণ জাল বিস্তার করণে নিরস্ত হইবে না। অতএব মণ্ডলীর সঙ্গে চেঁচাইয়া কহ, "হে প্রভো যীশু, আইসন!" প্রকা ২২। ২০।

খ্রীষ্ট কি অন্ধকারস্থিত লোকদের কাছে দীপ্তিদায়ি যাকূবের নক্ষত্র

স্বরূপ নহেন? উদ্বিগ্ন চিত্ত মনুষ্যদের প্রতি শান্তিরূপ জৈতুন শাখা আনয়নকারী অথচ শান্তির রাজা কি তিনি নন? মহারত্ন ধন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণ কি তাঁহাতে নাই? সমস্ত বস্তু ও প্রাণির যে উত্তমতা ও গুণ ও ধর্ম্ম আছে সে তাবৎ কি তাঁহাতে স্থিত নাই? তিনি মুকুটের মুকুট, ও গৌরবের গৌরব, ও স্বর্গের স্বর্গ। অতএব হে পাঠকগণ, স্বর্গেতে সদাকাল অথচ সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টা-স্বত নিয়ত ভোগ করিতে অতিশয় স্পৃহা কর, কেননা যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, সে পর্য্যন্ত শয়তান তোমাদের বিরুদ্ধে অনবরত নানা কল্পনা ও কৌশল প্রয়োগ করিবে; যে পর্য্যন্ত খ্রীষ্টের ক্রোড়ে চিরস্থায়ি গৌরব প্রাপ্ত না হও, সে পর্য্যন্ত শয়তান ও তাহার সহচরেরা তোমাদিগকে কখন বিশ্রাম করিতে দিবে না।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

BISHOP'S COLLEGE PRESS.